এ এস মাকারেঙ্কো

রোড টু লাইফ

[তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ]

॥ প্রথম খণ্ড ॥

কে গাঙ্গুলী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৮বি, লালবাজার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১ ॥

প্রথম বাংলা সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৯ শকাব্দ)

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীক্ষেত্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়
কে গাঙ্গুলী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৮ বি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

॥ অনুবাদক ॥
শ্রীমনোমোহন ঘোষ [চিত্রগুপ্ত]

॥ মুদ্রাকর ॥
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা

॥ প্রচ্ছদপট ॥
শ্রীশংকর দাশগুপ্ত [এসডিজি]

॥ প্রচ্ছদ-মুদ্রক ॥
ইন্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

॥ গ্রন্থক ॥
নিউ বেঙ্গল বাইন্ডার্স

সূচীপত্র

	ভূমিকা [শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখিত]	৵০
	এ. এস্. মাকারেঙ্কো [সংক্ষিপ্ত পরিচয়]	।৵০
১।	গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তার সঙ্গে আলাপ	১
২।	গোর্কি কলোনির শাদামাটা পত্তন	৫
৩।	আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনের বর্ণনা	২০
৪।	ঘরের দিকের নানা কাজ	৩৩
৫।	রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার	৪৩
৬।	লোহার ট্যাঙ্ক্ দখল	৫৩
৭।	"প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু যোগ্যতা আছে"	৬২
৮।	স্বভাব-চরিত্র আর সংস্কৃতি	৭৪
৯।	ইউক্রাইন-এ শিভ্যাল্রির যুগ এখনও শেষ হয়নি ...	৮১
১০।	সমাজ-শিক্ষার বীরের দল	১০১
১১।	সীড্-ড্রিল-এর দেবত্ব লাভ	১১১
১২।	ব্রাৎচেঙ্কো আর জেলা সরবরাহ কমিসার	১২১
১৩।	ওসাদ্চি	১৩২
১৪।	শুভেচ্ছা পরিপোষক দোয়াত	১৪২
১৫।	"আমাদেরটাই সুন্দর!"	১৫১
১৬।	গবরের ঝোল	১৬৪
১৭।	যুদ্ধপথে শারিন	১৭৫
১৮।	গাঁয়ের সঙ্গে যোগ-সূত্র	১৮৫
১৯।	ফরফিট্স্ খেলা	১৯৩
২০।	ফসল-কাটা যন্ত্রের বদলে একটা ঘোড়া	২০৫
২১।	সাংঘাতিক বুড়োগুলো	২২৬
২২।	অঙ্গচ্ছেদ	২৪৪
২৩।	বাছাই বীজ	২৫৩
২৪।	সেমিওন-এর দুঃখের ধরন	২৬৭
২৫।	পল্টনি শিক্ষাপদ্ধতি	২৭৮
২৬।	নতুন কলোনির দৈত্যদানবরা	২৯০
২৭।	ঝঞ্ঝাগতিতে কোম্সোমোল্ দখল	৩০৪
২৮।	ঘটা ক'রে কুচ্কাওয়াজের শোভাযাত্রা শুরু হলো ...	৩১৭

ভূমিকা

শ্রীমান মনোমোহন ঘোষ দীর্ঘকাল "চিত্রগুপ্ত" নামের আড়ালে এবং স্বনামে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। তিনি আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু এবং আমাদের ঘনিষ্ঠতা শতাব্দী পাদের। কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই বলিয়া আমি বরাবরই অনুযোগ করিতাম। এ. এস. মাকারেঙ্কোর 'দি রোড টু লাইফে'র মত একখানি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আশ্রয়ে যে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করিলেন, ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। এইবার মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির পথে চলা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে।

শ্রীমান মনোমোহনের মাতৃভাষার উপর বিশেষ দখলের কথা জানিতাম কিন্তু তিনি যে বৈদেশিক ভাষাতেও দক্ষ এই অনুবাদ গ্রন্থখানি তাহাই প্রমাণ করিল। অনুবাদের ভাষা এমন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল যে পড়িতে পড়িতে এক এক সময় সন্দেহ হইয়াছে, অনুবাদক বোধ হয় তাঁহার আদর্শ ইংরেজী সংস্করণটিকে অনুসরণ করিতেছেন না। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য মিলাইয়া দেখিয়া তাজ্জব বনিয়াছি। মূলের (ইংরেজীকেই মূল ধরিতেছি কারণ রাশিয়ান ভাষা শ্রীমান মনোমোহন জানেন না, আমিও জানি না) প্রত্যেকটি শব্দের মর্যাদা বজায় রাখিয়া এমন ভাষান্তরের দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলা ভাষায় মৌলিক রচনা পড়িতেছি না, একথা মনেই হয় না। এই বইখানির বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, জাতীয় শিক্ষা প্রসারের দিক দিয়া একটি বহুমূল্যবান বই হওয়া সত্ত্বেও ইহা গুরুগম্ভীর ও জটিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা নয়। ইহার পাতায় পাতায় হাসি ও কৌতুক। এই আবহাওয়া শ্রীমান মনোমোহন যে সর্বত্র বজায় রাখিতে পারিয়াছেন ইহাতে আমি বিস্ময় বোধ করিয়াছি।

বাংলা দেশে বইখানি যে জনপ্রিয় হইবে তাহাতে আমার সংশয় নাই। অনুবাদকের ক্ষমতার প্রতি আমার প্রচুর আস্থা জন্মিয়াছে বলিয়াই সানন্দে তাঁহাকে সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি এইবার বাংলা দেশের শিক্ষা ও তাহার সংস্কার সম্বন্ধে একখানি মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিতে যেন অচিরাৎ সক্ষম হন। ইতি—

শ্রীসজনীকান্ত দাস

শুভ রথযাত্রা ॥ ১৩৬৪ ॥

॥ ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭ ॥

এ. এস্. মাকারেঙ্কো

(১৮৮৮-১৯৩৯)

আন্তন সেমিওনোভিচ্ মাকারেঙ্কো জন্মেছিলেন ১৮৮৮ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে, ইউক্রাইন্-এর খারকভ্ গ্যুবের্নিয়ার অন্তর্গত 'বেলোপোলাইয়ে' শহরে। তাঁর বাবা ছিলেন রেলওয়ে কারখানার একজন বর্ণচিত্রী। তাঁর মা নিজের এবং অন্য পাঁচজনের সাম্নে খুব উঁচু আদর্শই স্থাপন করেছিলেন; তিনি ছিলেন সুশীলা প্রেমময়ী পত্নী এবং স্নেহশীলা জননী।

প্রীতির বহিঃপ্রকাশে বাড়াবাড়ি না থাকলেও মাকারেঙ্কো-পরিবারে প্রীতির বন্ধন ছিল সুগভীর; পরিবারের প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিশিষ্ট দায়িত্বগুলি পালন করতেন নিষ্ঠার সংগে। আন্তন মাকারেঙ্কো সততা, আত্মমর্যাদা এবং কর্তব্যবোধ অর্জন করেছিলেন ছেলেবেলা থেকেই।

পাঁচ বছর বয়সে আন্তন পড়তে শেখেন। বারো বছর যখন তাঁর বয়স তখন তাঁকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। মাকারেঙ্কোরা দরিদ্র ছিলেন; তাই স্বল্প আয়ের চাকুরিয়া আর দোকানদারদের ছেলেরা যেখানে পড়্তো সেখানেই ছেলেকে পাঠাবার সময়ে তাঁর বাবা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন:

"এ ইস্কুলটা ঠিক আমাদের জন্যে বানানো না হ'লেও, তুমি ওদের দেখিয়ে দাও! ফুল মার্ক্ ছাড়া আর কিছু নয়, মনে রেখো!"

পুত্রও পিতার আদেশ বিশ্বস্ততার সংগেই পালন করেছিলেন। স্কুলের ক' বছর ধ'রে বরাবর এবং তার পরে শিক্ষণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতিষ্ঠানেও আন্তন মাকারেঙ্কো সব সময়েই ক্লাসে প্রথম হতেন।

মাধ্যমিক স্কুলের ছ' বছরের অধীতব্য বিষয়গুলির পাঠ সাংগ ক'রে তিনি নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করেন। শিক্ষকতার ডিপ্লোমা লাভ করে তিনি ক্রিয়ুকোভো উপনিবেশে রেলকর্মীদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দান করতে আরম্ভ করেন। সে-সময়ে তাঁদের পরিবারের বাস ছিল ওখানেই। ১৯৫১ সালে ওখানে মাকারেঙ্কো স্মৃতি যাদুঘর খোলা হয়েছে।

আন্তন মাকারেঙ্কোর শিক্ষক-জীবনের প্রথম কটা বছর ধ'রে রুশ-বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়টাও চল্‌তে থাকে।

"বিপ্লবের তিন বছরের সামান্য সময়টুকুর (১৯০৫-৭) মধ্যে শ্রমিক আর কৃষক শ্রেণীর মানুষেরা প্রভূত রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেছিল। শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে হ'লে অতোখানি জ্ঞান তারা ৩০ বছরেও লাভ করতে পারতো না। শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কয়েক দশক ধ'রেও যা পরিষ্কার করে দেওয়া যায়নি বিপ্লবের সামান্য কটা বছরেই তা দিব্যি পরিষ্কার হয়ে গেল!*

জগৎ সম্পর্কে মাকারেঙ্কোর ধারণাগুলোও ঐ কটা বছরেই গ'ড়ে উঠেছিল। পরবর্তী জীবনে এই সময়টার কথা স্মরণ ক'রে তিনি বলেছিলেন: "ইতিহাসের জ্ঞানটা আমাদের অধিগত হ'য়েছিল বোলশেভিক শিক্ষা আর বৈপ্লবিক ঘটনাগুলোর মাধ্যমেই......আমি যে রেলওয়ে স্কুলটাতে পড়াতুম সেখানকার পরিবেশটা অনেক জায়গার চেয়েই অনেক বেশি খাঁটি ছিল; শ্রমিক-শ্রেণী-সমাজ, সত্যিকার বঞ্চিত সমাজ, স্কুলটাকে শক্ত ক'রে তাদের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিল।

এই শ্রমিক-শ্রেণী-সমাজটাই মার্ক্‌সিস্ট্‌ হিসেবে তাঁর আদর্শগত জ্ঞানের এবং তাঁর রাজনৈতিক চেতনার উন্নয়নে প্রভূত সহায়তা সম্পাদন করেছিল। এই সমাজ থেকেই মাকারেঙ্কোর নিজেরও উদ্ভব হয়েছিল এবং এর মধ্যেই তিনি কাজও করেছিলেন।

সেই সময়ে এবং পরবর্তী কালেও—উভয় ক্ষেত্রেই, মাকারেঙ্কোর মনোবৃত্তি গঠনে ম্যাক্সিম গোর্কির প্রভাবের গুরুত্ব ছিল খুবই বেশি। তিনি বল্‌তেন "ইতিহাসকে কেমন ক'রে অনুভব করতে হয় গোর্কিই তা আমাদের শিখিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে ক্রোধ, আবেগ, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা—আশাবাদ, জাগিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। আর, তাঁর নিজেরই উক্তি "প্রচণ্ড আক্রোশে উঠুক প্রবল ঝঞ্ঝা"র মধ্যে যে প্রবল জীবনোল্লাসের স্পন্দন ছিল, সেটাও আমাদের অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন তিনিই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতা করবার অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে, ১৯১৪ সালে আন্তন মাকারেঙ্কো পোলটাভা 'শিক্ষণ-বিদ্যা-শিক্ষণ' প্রতিষ্ঠানে ('পোলটাভা পেডাগগিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট্‌') প্রবেশ করেন। সে-প্রতিষ্ঠানেরও সেরা ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। বিস্তর পড়াশুনো করতেন তিনি; আর প্রায়ই প্রাণস্পর্শী বক্তৃতাও দিতেন শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে। শিক্ষকদের কথা তিনি সর্বদাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেন। "...তাঁদের অনেকেই বোল্‌শেভিক হ'য়ে উঠেছিলেন, আর অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন গৃহ-যুদ্ধে।...তাঁরা ছিলেন সত্যিকার মানুষ—আমাদের মধ্যে তাঁরা জাগিয়ে তুল্‌তেন উচ্চাভিলাষ। তাঁরাই আমাকে শিক্ষণ-নীতি হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করেছিলেন—শিখিয়েছিলেন, ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও কীভাবে দাবি উপস্থাপিত ক'রে তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে হয়।"

পোলটাভা ইন্‌স্টিটিউট্‌ থেকে আন্তন মাকারেঙ্কো গ্রাজুয়েট্‌ হ'য়ে বেরিয়েছিলেন, স্বর্ণ-পদক নিয়ে।

১৯১৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর একটি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান হিসেবে তিনি নিযুক্ত

* সোভিয়েৎ ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস (History of the Communist Party (Bolsheviks), Short Course, Moscow 1954, p. 150)

হন। বিখ্যাত অক্টোবর বিপ্লব যখন আরম্ভ হয়, সে-সময়ে তিনি সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাকারেঙ্কো লিখেছেন, "অক্টোবর বিপ্লবের পর আমার সামনে সীমাহীন সম্ভাবনার পথ খুলে গেল। সে সব সম্ভাবনার পরিধি লক্ষ্য করে আমাদের,—শিক্ষকদের, চোখ গেল ধাঁধিয়ে।"

সেই সময়েই মাকারেঙ্কো নতুন শিক্ষাধারা, তার পদ্ধতি আর শিক্ষণ-কার্য অনুশীলনের নবতর পন্থা নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহে গবেষণা করতে শুরু করেন।

১৯২০ সালের শরৎকালে জনশিক্ষা বিভাগ, গৃহহীন ছেলেদের জন্যে একটা কলোনি গড়বার ভার দেন মাকারেঙ্কোকে; পরে সেই সংস্থাটারই নাম হয় ম্যাক্সিম গোর্কি শ্রম-কলোনি। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে পোলটাভা থেকে মাইল চারেক দূরে খানকয়েক ভাঙা-চোরা ঘর-বাড়িসমেত নিরানব্বই একর জমি দেওয়া হয়। বিপ্লবের আগের যুগে ঐ জায়গাটাই ছিল অল্পবয়স্ক অপরাধীদের একটা কলোনি। মাকারেঙ্কো যখন এটার ভার নিলেন সে সময়ে আশপাশের কুলাকরা সে জায়গাটাকে তছ্‌নছ্‌ ক'রে সেখান থেকে জান্‌লার শার্সির কাঁচ, দরজা উনুন-টুনুন (অগ্নিকুণ্ডের আধার)—এমন কি শেকড়সুদ্ধ বড় বড় ফলের গাছগুলো পর্যন্ত সব তুলে নিয়ে চলে গেছ্‌লো। সেখানকার সাজ-সরঞ্জামের কিছুটা উদ্ধার করতে আর শোবার-ঘরগুলোর মাত্র একখানাকে বাসযোগ্য করে নিতেই লেগে গেছ্‌লো দু' মাসের কঠোর পরিশ্রম।

অপরাধীদের প্রথম দলটা ওখানে গিয়ে পৌঁছয় ডিসেম্বর মাসে। মাকারেঙ্কো দেখ্‌লেন তখনি-তখনি খুব একটা সুদূর-প্রসারী ফল-প্রসূ সংস্কার সাধন করে ওঠাটা সম্ভব হবে না। তাই তিনি অল্পে অল্পে অগ্রসর হতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাই বলে সমগ্র পদ্ধতির মধ্যে থেকে দৃঢ়তাকে আদৌ বিসর্জন দিলেন না তিনি। একটা সঙ্ঘ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম যে উপায়টা তিনি অবলম্বন কর্‌লেন, সেটা হল, বে-আইনিভাবে যারা বন থেকে গাছ কেটে নিয়ে পালায়, তাদের সন্ধানে বন পাহারা দেবার জন্যে সবচেয়ে আগ্রহী আর ত্বরিৎকর্মা ছেলেগুলোকে নিয়ে একটা দল বানানো। মাকারেঙ্কোর নিজের কথায়, "রাষ্ট্রের বন-সম্পত্তি পাহারা দিতে গিয়ে নিজেদের চোখেই আমাদের নিজেদের খাতির বেড়ে গেল। এতে, খুব চিত্তাকর্ষক একটা কাজও পেয়ে গেলুম আমরা; আর শেষ পর্যন্ত এ থেকে আমাদের যে লাভটুকু হোলো, তাও কিছু কম নয়।"

নিজেদের আত্মম্ভরিতার মধ্যেই বর্বরভাবে বেড়ে-ওঠা 'জিম্মি'গুলো, প্রথমটা, মাকারেঙ্কোর বহু মনঃক্ষোভের কারণ হ'য়েছিল; যদিও পরে আবার তিনি বলেছিলেন, "সেই প্রথম শীতটায় আমাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতার যে-ভ্রূণটা জন্মেছিল সেটা ক্রমে ক্রমে, পুষ্ট হতে হতে বাড়্‌তে লাগ্‌লো।"

শিক্ষাদান সম্পর্কিত কোনো অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না মাকারেঙ্কো। কর্তব্য-নিষ্ঠা, আত্মসম্মানবোধ, নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং শ্রমশীলতার স্ফুলিঙ্গে অনুকূল বাতাস দিয়ে দিয়ে তাকে প্রাণদ অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষকদের পক্ষে যে কী পরিমাণ চেষ্টা-যত্নের প্রয়োজন হয়, সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সেটা তিনি যেমন করে বুঝেছিলেন এমনটা আর কেউ বোঝেনি। এই স্ফুলিঙ্গগুলোকে উৎপাদন করা খুবই সহজ ছিল কিন্তু উজ্জ্বল হলেও সে স্ফুলিঙ্গগুলো, চট্‌ করেই আবার নিভেও শেষ হয়ে

যেতো। একে তো চেতনাকে উম্বুদ্ধ করাই ছিল যথেষ্ট কঠিন কাজ, তার ওপরে আবার চরিত্রবল গড়ে তুলে তাকে ঠিক প্রণালী দিয়ে বইয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল আরো বেশি কঠিন,—বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে ছাত্রের গোটা অতীত জীবনটা তাকে ওই ঢিলেমিই শিখিয়েছিল।

মাকারেঙ্কোর বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার কাজে প্রধান ভূমিকাটাই ন্যস্ত থাকে সঙ্ঘবদ্ধতার ওপর। এ বিষয়ে তাঁর মূল মন্ত্র ছিল, "সঙ্ঘেই, সঙ্ঘের মধ্যে দিয়েই আর সঙ্ঘের জন্যেই, শিক্ষা।"

কলোনি পরিদর্শন করবার পর ১৯২৯ সালে "অ্যাক্রস্ দি সোহিবয়েৎ ইউনিয়ন"—প্রবন্ধে ম্যাক্সিম গোর্কি লিখেছিলেনঃ

"জীবন একদা যাদের বর্বর, পঙ্গু আর লাঞ্ছিত করে রেখেছিল সেই সব শত শত ছেলেকে নতুন করে শিক্ষা দিয়ে চেনবার জো নেই এমনভাবে তাদের জীবনের ভোল ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন কে? কলোনির সংগঠক আর কর্তা হলেন এ. এস. মাকারেঙ্কো। শিক্ষক হিসেবে তিনি অবিসংবাদিত প্রতিভার অধিকারী।" একখানি পত্রে গোর্কি মাকারেঙ্কোকে লিখেছিলেন, "অপূর্ব কাজ করে চলেচেন আপনি; বিরাট ফললাভ হবে এতে...আপনি আশ্চর্য মানুষ—ঠিক যেমনটি রাশিয়ার দরকার।"

মাকারেঙ্কো ১৯২৭ সালে খারকভের বহিঃসীমান্তে, গৃহহীন কিশোরবয়সী তরুণদের জন্যে নবপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ 'দ্জেরঝিন্স্কি শ্রমিক কম্যুন্'এর পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপরে গোর্কি-কলোনির কর্তব্যভার থেকে অব্যাহতি নিয়ে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত দ্জেরঝিনস্কি কম্যুনের সেবাতেই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন; সেখানে তাঁর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০।

মাকারেঙ্কোর শিক্ষণ-পদ্ধতিটি গঠিত, পরীক্ষিত এবং সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাঁর গোর্কি-কলোনিতে অবস্থানের ক'টা বছরেই (১৯২০-১৯২৮)। ঐ জায়গাটাই ছিল যেন তাঁর শিক্ষণ-বিদ্যার বীক্ষণাগার। এর পরে দ্জেরঝিন্স্কি কম্যুন-এ তিনি তাঁর সেই সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত পদ্ধতিকে পূর্ণবিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে নিয়োজিত করেন। এখানে তিনি তাঁর উৎপাদন-প্রসূ শ্রম আর পুঁথিগত বিদ্যার সমন্বয় এবং সেই সঙ্গে মানসিক শিক্ষা, দেহ-চালনা, সৌন্দর্যানুভূতির চর্চা আর বহুমুখী কারিগরি বিদ্যা শিক্ষাদানের নীতিকে সম্পূর্ণতার উচ্চস্তরে উন্নীত ক'রে তোলেন।

কম্যুন গঠনের কাজে চরিত্রসংগঠন কার্যের উপাদান হিসেবে যে নতুন ধারার কর্ম-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়, তা ছিল, গোর্কি-কলোনিতে প্রবর্তিত পদ্ধতি থেকে পৃথক। কারণ, কলোনিতে সেখানকার আপন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যেসব চাষের কাজ আর হাতের কাজ-টাজ (সেলাই, জুতো তৈরি, ছুতোরের কাজ ইত্যাদি) চালু করা হয়েছিল, দ্জেরঝিনস্কি কম্যুন-এ সেসব ছাড়াও, নিখুঁত কাজ করবার উপযোগী উঁচুদরের আধুনিক বড়ো বহরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শিল্পোৎপন্ন বস্তুসম্ভারও প্রস্তুত করা হোতো।

কম্যুন-এর সদস্যরা একই সঙ্গে কাজও করতো আবার পড়াশুনোও করতো; তাদের মধ্যে অনেকেই পরে খুব সম্মানের সঙ্গে উচ্চবিদ্যালয়ে ঢোকবার প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলোয় উত্তীর্ণ হোতো।

গোর্কি-কলোনি আর দ্জেরঝিন্স্কি কম্যুনে মিলিয়ে মোট ষোলো বছরের শিক্ষাদান-কালের মধ্যে আন্তন মাকারেঙ্কো সমাজ-তন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত প্রায় তিন হাজার

দেশভক্ত সুনাগরিক তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। আজ তারা নানা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এঞ্জিনীয়ার, সোভিয়েৎ সেনাদলের অধিনায়ক, চিকিৎসক, শিক্ষক এবং অভিনয়শিল্পীরূপে তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে চলেছে।

আন্তন মাকারেঙ্কো একজন অসাধারণ গুণী শিক্ষক তো ছিলেনই, তাছাড়াও তিনি ছিলেন একজন গভীর চিন্তাশীল শিক্ষণ-নীতিবিদ্; সোভিয়েৎ শিক্ষণ-তন্ত্রে তাঁর মস্ত একটা বিশিষ্ট দান রয়েছে।

লেনিন এবং স্তালিনের প্রদত্ত শিক্ষাকে কম্যুনিস্ট শিক্ষাপদ্ধতির প্রারম্ভ-সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেই তিনি, যে-বুর্জোয়া পেতি-বুর্জোয়া শিক্ষণ-নীতিটা 'মার্কস্-লেনিন' প্রবর্তিত পদ্ধতির বিরোধী ছিল তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী নিজের একটা পদ্ধতি খাড়া করে তুলেছিলেন। সন্ত্রাসমূলক রক্তাক্ত-বিপ্লবপন্থীদের দ্বারা প্রবর্তিত বাধাবন্ধবিহীন শিক্ষাদান-পদ্ধতিকে (ফ্রী-এডুকেশন) অসার প্রতিপন্ন করে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে-শিক্ষা উচ্ছৃংখলতা, অনুদ্যম আর বাধা-অতিক্রমে-অক্ষমতা ইত্যাদিকেই প্রশ্রয় দেয়। শিশুর পুরুষানুক্রমার্জিত ব্যক্তিত্ব এবং অনতিক্রম্য পারিপার্শ্বিক প্রভাব সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত অদৃষ্টবাদভিত্তিক যে নীতিতন্ত্রটা শিশুর,—এমন কি তার পূর্বপুরুষদের, অতীত সম্পর্কে একটা ক্ষীণ নিষ্ক্রিয় অসুস্থ রকমের আগ্রহ পোষণে আস্থাবান ছিল,—সেই শিক্ষণ-নীতি-তান্ত্রিক অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল উদ্যম নিয়েই লড়াই চালিয়েছিলেন। শিশুর অতীত নিয়ে মাকারেঙ্কোর কোনো মাথাব্যথাই ছিল না; তাঁর আগ্রহ যা' কিছু—তা ছিল, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই। পূর্বসিদ্ধান্তমূলক পুরুষানুক্রমনীতি-আশ্রয়ী অদৃষ্টবাদমূলক শিক্ষণতান্ত্রিক কানুনের বিরুদ্ধে এই লড়াই তিনি চালিয়েছিলেন, প্রয়োজনীয় যথার্থ-শিক্ষার প্রচণ্ড প্রভাবের একটা থিয়োরিকে খাড়া করে নিয়ে হাতেকলমে তার সত্যকে দৃষ্টান্ত-সহযোগে প্রমাণ করে দিয়েই। শিশুর ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের (বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা, সুদূর-প্রসারী প্রশ্নাদি) কৃত্রিম, ভ্রান্ত শিক্ষণ-পদ্ধতির বিরোধিতা করে শিক্ষক হিসেবে শুধু পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার ওপর নির্ভর করেই শিশুর ব্যক্তিত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করবার একটা বিদ্যা তিনি নিজে নিজেই শিখে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জীব-বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্পর্কিত বিভ্রমসৃষ্টিকারী আড়ম্বরবহুল পরীক্ষামূলক শিক্ষণ-পদ্ধতির যেমন তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন তেমনিই আবার জার্মান শিক্ষণবিৎ হার্বার্ট্-এর বাস্তব জীবনের সংগে সম্পর্কবিহীন প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির মতন—কেবলমাত্র নির্জলা কাল্পনিক ভিত্তির ওপরে দাঁড় করানো, শিক্ষণ-নৈতিক কানুন খাড়া করার প্রয়াসী দার্শনিক মতবাদগুলোরও বিরোধিতা তিনি কম দৃঢ়সংকল্পের সংগে করেননি।

ঐ সমস্ত মতবাদের স্থলে, আন্তন মাকারেঙ্কো খাঁটি মার্ক্সিস্ট্-লেনিনিস্ট্ নীতির একটা শিক্ষা-পদ্ধতি খাড়া করেছিলেন। তাঁর রচিত "শিক্ষণতান্ত্রিক যুক্তি-বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধটি 'ডায়েলেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্‌ম্ দর্শন-এর' দিক থেকে সমস্যা অনুধাবন-সমাধান সম্পর্কিত একটি আদর্শ রচনা।

মাকারেঙ্কোর মতে, শিক্ষণতান্ত্রিক যুক্তি-বিজ্ঞানটা শিক্ষা সম্পর্কিত আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; আর সেগুলো যে অপরিবর্তনীয়, তাও নয়; সমাজ-গঠন পরিবর্তিত হওয়ার সংগে সংগে সেগুলোও বদ্‌লে যায়। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে তিনি লিখেছিলেন : "বঞ্চিতদের নায়কত্ব (প্রোলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপ) এবং শ্রেণীহীন সমাজ

প্রতিষ্ঠার যুগে সোহিয়েৎ রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়" চরিত্র গঠনই হচ্ছে এর বর্তমান লক্ষ্য। তিনি বরাবরই বেশ জোর দিয়ে বলে গেছেন যে, 'মাকারেঙ্কো-পদ্ধতি' বলে কোনো পদ্ধতি নেই, তাঁর পদ্ধতি আসলে সোহিয়েৎ পদ্ধতিই। সমাজ, কম্যুনিস্ট্ শিক্ষার লক্ষ্য ও ভূমিকা এবং কম্যুনিস্ট্ নীতি-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে প্রচারিত মার্ক্স্, এঙ্গেল্স্, লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষা অনুসরণ করেই তিনি কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। মাকারেঙ্কোর শিক্ষণ-পদ্ধতিটা, সোহিয়েৎ মানবিকতার সব কিছুর থেকেই চোঁয়ানো। আগেই যেমন বলা হয়েচে, তাঁর একটা মূল নীতিই ছিল, ছাত্রের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাকে অক্ষুণ্ণ অব্যাহত রেখেই তার কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণ দাবি আদায় করে নেওয়া। তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতির গোটাটাই, সীমাহীন আশাবাদ আর সংঘশক্তির সৃষ্টিক্ষমতায় আস্থাসমন্বিত মানুষের বিরাট সম্ভাবনার ওপর বোলশেভিক বিশ্বাস-এর দ্বারা অভিষিক্ত। এমন একটা পদ্ধতির উদ্ভব কেবল অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট অবস্থাটার মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল, যখন, ইতিহাসে সেই প্রথম সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের সমস্যাটা খুঁজে পেয়েছিল তার যথার্থ সমাধান।

মাকারেঙ্কো ছিলেন নূতনত্বের অগ্রদূত। শিক্ষণতন্ত্রের পদ্ধতিবাদমূলক ভিত্তির দিকে অগ্রসর হবার উপযুক্ত একটা নতুন এবং মৌলিক পদ্ধতি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। সেটা ছিল নিয়মনিষ্ঠার একটা নতুন থিওরি—"বাধার সঙ্গে সংগ্রাম ও বাধা অতিক্রমের উপযুক্ত একটা নিয়মনিষ্ঠা"—এবং চরিত্র গঠনের একটা পদ্ধতি। গৃহে সন্তানকে শিক্ষাদান করার প্রয়োজনের ওপর তিনি খুব জোর দিতেন, এবং এই ক্ষেত্রে তিনি অনেক মূল্যবান উপদেশও দিয়ে গেছেন। সঙ্ঘের শিক্ষা-সম্পর্কিত তত্ত্বের খুঁটিনাটি-সমন্বিত প্রথম ব্যাখ্যার জন্যে আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর আর একটা নতুনত্ব ছিল, প্রকৃষ্টরূপে লক্ষ্যণীয় গভীর "পরিপ্রেক্ষিত সমূহের পদ্ধতি",—যার চুম্বকের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তিনি এই ভাবেঃ "যার জন্যে বাঁচা চলে এমন আনন্দজনক কিছু মানুষের সামনে থাকা চাই-ই। মানুষের জীবনের সত্যিকার প্রেরণা হচ্চে আগামী কালের আনন্দ। শিক্ষণনীতিগত প্রয়োগ-কৌশলে অদূরবর্তী এই আনন্দটা হচ্চে,—একটা অত্যন্ত দরকারি লক্ষ্য—যার জন্যে মানুষের কর্মে আগ্রহ জাগে। প্রথমতঃ সেই আনন্দটার সঞ্চার করে নিতে হয়, তারপর তাতে জীবনান্দনের সৃষ্টি করতে হয় এবং শেষে সেটাকে একটা সম্ভাবনায় পরিণত করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সন্তোষের আদিম উৎসগুলোকে খুব ধৈর্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করতে হয়, আরও জটিল এবং মানবিক সার্থকতাপূর্ণ আনন্দ-সম্ভারে...মানুষকে শিক্ষা দেওয়া মানে, তার সামনে আগামী দিনের আনন্দের দিকে প্রসারিত একটা পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপিত করে তাকে সেই দিকে এগিয়ে দেওয়া।" শিক্ষা যিনি দেবেন তিনি যখন পরিপ্রেক্ষিতগুলিকে ঠিকভাবে নিয়োজিত করতে পারেন তখন তা' সংঘকে উচ্ছল খুসির মেজাজে ভরিয়ে রাখে, ছেলেদের সামনে সুস্পষ্ট একটা উদ্দেশ্য স্থাপন করে, আত্মশক্তিতে তাদের আরও বড় বড় সাফল্য অধিগত করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।

আন্তন মাকারেঙ্কো শিক্ষাবিষয়ক বহু সাহিত্য-গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, "দি রোড টু লাইফ্", "লার্নিং টু লিভ্", "নাইন্টিন থার্টি মার্চেজ্ অন্" এবং "এ বুক ফর্ পেরেন্ট্স্"। শতাধিক সাহিত্যগ্রন্থ রেখে গেছেন তিনি।

"দি রোড্ টু লাইফ্" বলে যে গ্রন্থখানিতে মাকারেঙ্কো গোর্কি কলোনির জীবনে, (কিংবা আরও সঠিকভাবে বল্‌তে গেলে, কলোনিগঠনে) তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, সেটির রচনা আরম্ভ হয় ১৯২৫ সালে, আর শেষ হয় ১৯৩৫ সালে। ম্যাক্সিম গোর্কি এ বইখানির খুব তারিফ্ করেছিলেন, বলেছিলেন, "এটি সোভিয়েৎ সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।"

শিক্ষা-সম্পর্কিত সাহিত্য হিসেবে জগতে এমন বই আর নেই। জীবনবোদ্ধা এই মানুষের অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তি ও সম্ভাবনাকে চোখের সাম্‌নে তুলে ধরে এই বইটি। মানুষ সম্পর্কে চরম আগ্রহপোষণকারী এই বইখানির বিশেষ সমাদর আছে সোভিয়েৎ-এর পাঠক মহলে। আর তাতে বিস্ময়েরও কিছু নেই। কেন না এ-বই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়, তাকে কর্মপ্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে; তাকে দেখিয়ে দেয় কেমন করে, "উচ্চাভিলাষী, অভিযাত্রী মানবাত্মা ক্রমাগত ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে উন্নীত হয়ে চলে।" এ বইখানি পড়্‌লে শ্রম-সার্থক জীবনের প্রভূত আনন্দানুভূতিতে পাঠকের অন্তর পরিপূর্ণ হয় এবং একটি বালক-সঙ্ঘের সভ্যদের আত্মার বিকাশের অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে সে দেখ্‌তে পায়—কম্যুনিস্ট্ শিক্ষার পরিকল্পনাগুলোকে কেমন করে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

"দি রোড্ টু লাইফ্" বইটিতে আন্তন মাকারেঙ্কো দেখিয়েছেন, পুরাতন যুগের অভ্যাস-ভারাতুর ব্যক্তিই কেমন করে সোভিয়েৎ-জীবনের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়, যে-পরিবেশে এতকাল বাদে এই প্রথম প্রত্যেকটি মানুষ গৃহরাষ্ট্রের কল্যাণে পাঁচজনের সঙ্গে এক-যোগে সখ্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আনন্দদায়ক কাজে আত্মনিয়োগ করে সুখী হবার সুযোগ পেয়েছে।

প্রাণস্পর্শী ভাষায়, রূপকল্পে, অর্থনির্হিত সত্যে, কৌতুকরসে এবং কলোনির ছাত্র ও শিক্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় বইখানি সমৃদ্ধ। গোর্কি বলেছিলেন যে মাকারেঙ্কো "জান্‌তেন, কেমন করে ফোটাগ্রাফ্-সুলভ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অল্প কয়েকটি কথায় কলোনির প্রত্যেকটি মানুষের বর্ণনা দিতে হয়।"

পূর্বতন যে ছাত্রদলকে মাকারেঙ্কো আপন হৃদয়ের কবোষ্ণ স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত করে দিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে তিনি আবেগ-ঝংকৃত ভাষায় আপন অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন :

"আমার গোর্কিপন্থীরাও সব বড়ো হয়ে উঠ্‌লো এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়নের চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়্‌লো, যাতে, এখন আমার কল্পনাজগতে পর্যন্ত তাদের একসঙ্গে জড়ো করা আমার পক্ষে দুরূহ! এঞ্জিনীয়ার জাদোরভ্-এর নাগাল আর পাওয়া যায় না, তুর্কমেনিস্থানের বিশাল নির্মাণকার্য নিয়ে সে এখন মশ্‌গুল হয়ে আছে, ভেরশ্নেভ্-কেও আর পাবার যো নেই, সে এখন স্পেশাল ফার ঈস্ট্ আর্মির মেডিক্যাল অফিসার; বুরুন যারোস্লোভ্‌ল্-এর ডাক্তার; এদের আর এখন দেখা করবার জন্যে ডেকে আনা সম্ভব নয়। আর সেই যে বাচ্চা ছেলেদুটো—নিসিনভ্ আর জোরেন—ডানা নেড়ে তারা আমার কাছ থেকে আজ উড়ে চলে গেছে কতদূ—রে! তাদের সে-ডানা আজ আর আমার শিক্ষক-মনের সহানুভূতি-আশ্রিত কোমল অংকুরমাত্র নেই—সে-ডানা এখন সোভিয়েৎ-বিমানের ইস্পাতের ডানা!"

"লার্নিং টু লিভ্"— তিন খণ্ডের একখানা উপন্যাস, অনেকটা যেন রোড্ টু লাইফ্-এরই উপসংহার, যদিও তার গল্পাংশটা সম্পূর্ণ স্বাধীন অন্য একটা গল্প—সেটা ১৯৩৮ সালে "ক্রাস্নায়া নভ্" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বর্ণনা করা হয়েছে এমন একটা সংঘের জীবন এবং কৃতিত্ব—যেটা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংঘটা হচ্ছে দ্জেরঝিন্স্কি কম্যুন। সে বইতে প্রধান চরিত্র জাখারোভ্-এর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে মাকারেঙ্কো তাঁর আত্ম-জীবনীর অনেকখানিই প্রকাশিত করেছেন।

এর এক বছর আগে, ১৯৩৭ সালে "এ বুক ফর পেরেন্ট্স্" প্রকাশিত হয়। ঘরে 'ছেলে-মানুষ-করা'র সমস্যাগুলির সম্পর্কে লেখা সাহিত্য এটি।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে মাকারেঙ্কো অনেকগুলি গল্প এবং প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উর্বর সাহিত্যপ্রচেষ্টাগুলি শুধু যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং সমাজতন্ত্রী গৃহরাষ্ট্রের জীবনের বিভিন্ন দিক ও ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ এবং সময়োচিত বিশ্লেষণ এবং বর্ণনাদির জন্যেই বিশিষ্ট তা নয়; কিংবা তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক উদ্যমের জন্যেই যে সেগুলো এতটা বিস্ময়কর, তা-ও নয়; আসলে সেই সঙ্গে সে-সাহিত্য কতখানি বিস্তৃত বিষয়বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে সে কথাও স্মরণ রাখ্তে হবে। তিনি তাঁর পাঠকের কাছে একসঙ্গে ঔপন্যাসিকও বটেন আবার, ছেলেদের জন্যে এবং ছেলেদের বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করবার উপযুক্ত কথাশিল্পীও বটেন। আবার এছাড়া তিনি একজন সাহিত্য-সমালোচক এবং একজন সাংবাদিকও; আর পরিশেষে কিন্তু তাই বলে পরিমাণে উপেক্ষনীয় নয় তাঁর যে-পরিচয়, তা' এই যে, শিক্ষানীতি-বিজ্ঞান বিষয়েও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

লেখক হিসেবে আন্তন মাকারেঙ্কো নিজের শক্তিকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিংড়ে দিতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। ১৯৩৯ সালে "লিতারেতুরনায়া গাজেতা"তে প্রকাশিত তাঁর একটি রচনাতে তিনি তাঁর সাহিত্যনীতি বর্ণনা করেছেন এইভাবেঃ

আমি অঙ্গীকার করি যে, আমার সাহিত্য হবে বিকৃতি এবং প্রবঞ্চনামুক্ত সত্য এবং সততায় পূর্ণ। যেখানেই আমি একটা নবীন সাফল্য দেখ্তে পাই সেখানেই, যোদ্ধাদের মনে স্ফূর্তি এনে দেবার জন্যে আর পৌরুষহীন শ্লথ মন্থরগতি ব্যক্তিদের চিত্তে উৎসাহ সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে সবার আগে গিয়ে জয়ের পতাকা উঁচু করে ধরাকেই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। যেখানেই ফাটল ধরতে দেখি, সেখানেই আমি সবার আগে গিয়ে সতর্কতার সংকেতধ্বনি করাকে আমার কর্তব্য বলে মনে করি, যাতে আমার আপনজনেরা প্রথম সুযোগ পাওয়ামাত্র সে ফাটলটাকে মেরামত করে নেবার জন্যে উৎসাহিত হতে পারে। যেখানেই আমি শত্রু দেখি, সেখানেই সবার আগে এগিয়ে গিয়ে তার সত্যিকার রূপটা সবার সাম্নে খুলে ধরাকেই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব শত্রুর বিনাশ সাধিত হতে পারে......কাজেই, লেখকের কাজটা উদ্বেগ-বিরহিত আরামের কাজ মোটেই নয়, আর এর কার্যক্ষেত্রটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রী অভিযানের সমগ্র সমুখ-প্রান্তটা জুড়ে।"

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাকারেঙ্কোর মহৎ দানকে স্বীকার করে সোভিয়েৎ সরকার গত ১৯৩৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁকে রক্তবর্ণ শ্রমপতাকায় * ভূষিত করেন।

* The Order of the Red Banner of Labour.

১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে আন্তন মাকারেঙ্কোর গরিমময় অপরাজেয় জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটে। রাজধানীর অনতিদূরে অবস্থিত সাহিত্যিকদের এক বিরাম-ভবন থেকে মস্কো-এ ফিরে আসবার পথে ট্রেণের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। সাহিত্য এবং জনসেবার কাজে মাকারেঙ্কো এমন কঠোরভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন যে, বছরের পর বছর ধরে একাদিক্রমে কঠোর পরিশ্রম করে যাওয়ার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

তাঁর অগণিত পূর্বতন ছাত্র—যাঁরা এখন সোভিয়েৎ সেনাদলের অধিনায়ক, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ফেলো, শিক্ষক, সাংবাদিক, মিলিটারি স্কুলের ছাত্র—তাঁরা সবাই দেশের নানা স্থান থেকে এসে এই অপূর্ব মানুষ আর সুমহান্ নাগরিকের সমাধি-ক্ষেত্রের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। স্নেহকরুণ বিরাট এক পরিবারের সদ্যপিতৃহারা অগণিত সন্তানের মতই তাঁরা তাঁর কফিনের চারিদিকে গার্ড অব্ অনার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

মাকারেঙ্কোর সুসমৃদ্ধ শিক্ষণ-নীতি সম্পর্কে গবেষণা এবং তাঁর বহু অপ্রকাশিত রচনার প্রকাশ আরম্ভ হয় ১৯৪০ সাল থেকে। ইতিমধ্যে তাঁর রচিত সাহিত্য এবং তাঁর "শিশুশিক্ষা সম্পর্কিত বক্তৃতামালার (বাড়ীতে ছেলে মানুষ করা নীতি সম্পর্কিত গ্রন্থ—"লেকচারস্ অন চাইল্ড্ এডুকেশন") অনেকগুলি সংস্করণ হয়ে গেছে। তা ছাড়াও আর্. এস্. এফ্. এস্. আর্-এর অ্যাকাডেমি অব্ পেডাগগিক্যাল সায়ান্সেজ নামক প্রতিষ্ঠানটি থেকেও মাকারেঙ্কোর শিক্ষণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাবলীর একটি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সঙ্কলনগ্রন্থ এবং একটি সাতখণ্ডে সম্পূর্ণ সমগ্র রচনাবলীও প্রকাশিত হয়েচে। বিজ্ঞানের ডিগ্রির জন্যে পঠিতব্য প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মাকারেঙ্কোর রচনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত আলোচনাও স্থান পেয়েছে। সোভিয়েৎ স্কুল এবং বালকাশ্রমগুলির শিক্ষক এবং পরি-চালকরা শিক্ষাদান সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা এবং তাঁর নীতিই অনুসরণ করেন।

প্রফেসার ওআই. মেদিনস্কি
মেম্বার অব দি অ্যাকাডেমি অব্ পেডাগগিক্যাল সায়ান্সেজ্
অব্ দি আর্. এস্.এফ্. এস্. আর্।

১

গ্যুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তার সঙ্গে আলাপ

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস। গ্যুবের্নিয়া জনশিক্ষা দফ্‌তরের বড়কর্তা আমায় ডেকে পাঠালেন।

বল্লেন, "দেখ হে, বন্ধু! শুন্‌চি, তুমি নাকি ঐ...ওর নাম কি...গুব্‌-সোভ্‌নারখোজ্‌*-এ, যেখানে তোমায় ইস্কুল চালাতে দেওয়া হয়েছে, ওখানে বেজায় ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েচো?"

জবাব দিলুম, "ও যা জায়গা, ওখানে ঝামেলা না ক'রে কেউ পারে? ঝামেলা কি বল্‌চেন, আমি যে পা' ছড়িয়ে ব'সে কান্না জুড়িনি, এই ঢের! ও আবার একটা কারিগরি ইস্কুল? ঐ ধোঁয়াটে, নোংরা গহ্বরটা? ওটাকে আপনি ইস্কুল বলেন?"

"এ-ই কথা? তা' দেখ, তুমি যা' বল্‌তে চাও তা' জানি। তুমি চাও আমরা একখানা পেল্লায় বাড়ি তুলে দেবো, ডেস্ক্‌ টেস্ক্‌ দিয়ে সেটাকে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে দেবো; আর তুমি শুধু হেলে দুলে সেখানে গিয়ে নিজের কাজটুকু ক'রে চ'লে আসবে! কিন্তু, বন্ধু! বাড়িটা এমন কিছু বড়ো কথা নয়। আসল কথা যা,' তা' হচ্ছে, নতুন মানুষ গ'ড়ে তোলা! কিন্তু তোমরা, মানে, এই শিক্ষক জীবগুলো বড় খুঁত্‌ধরা! 'এ-রকম বাড়িতে চ'ল্‌বে না, এ ধরনের টেবিলে পোষাবে না!' মানে, আসল কথা হ'চ্চে তোমাদের সেই মনটা নেই যাকে বলে বিপ্লবী মন, বুঝ্‌লে? তুমি হ'চ্ছ ঐ শাদা-কলার-ওলা কর্মীদের দলেরই একজন। বুঝেচো? ঐ হোলো তোমার আসল পরিচয়!"

"কিন্তু আমি তো শাদা কলার পরি না!"

"মান্‌লুম, পরো না। কিন্তু তোমরা কী রকম জানো? উকুনে-মাথা

* গ্যুবের্নিয়া ইকনমিক কাউন্সিল।

বুদ্ধির ঢেঁকি এক-একটি! আর, আমি এদিকে একটা 'খাঁটি মানুষ' খুঁজে মরছি! সাম্‌নে জ'মে রয়েছে মস্ত কাজের পাহাড়! হাঘরে ছোঁড়ার দল ক্রমাগত গুন্‌তিতে বাড়্‌তে বাড়্‌তে এমন হ'য়ে উঠেছে যে পথ চলাই দায়! তাদের না আছে চাল, না আছে চুলো! দোর ভেঙে, সব বাড়ি চড়াও হ'তেও তাদের আটকায় না। আর আমায় খালি শুন্‌তে হ'চ্ছে, 'এ তো তোমার কাজ,' 'এ দায় তো জনশিক্ষা দপ্তরের দায়!' বেশ কথা! তাহ'লে এ দিকের কি?"

"কোন্ দিকের কি?"

"কী,—তা' তুমি নিজেই বেশ জানো! বলি, কেউই তো ঘাড় পাত্‌তে চায় না! যাকেই ব'ল্‌তে যাই, সে-ই এড়িয়ে যায়—'না মশাই, মাফ্ করবেন—ছোরার ডগায় গলা বাড়িয়ে দিতে পারবো না!'...তোমরা শুধু চাও নিজের আরামের পড়াশুনোটি আর নিজের আদরের বইগুলি...কেবল আপনি আর আপনি চশমা-জোড়াটি!"

আমি হাসি।

"এবার চশ্‌মা নিয়ে শুরু হোলো বুঝি?"

"আরে, তা-ই তো বল্‌চি—বইটি প'ড়্‌তে পেলেই সব বেশ, এদিকে জল-জ্যান্ত মানুষের খপ্পরে পড়্‌লেই—তখন শুধু গলাবাজিঃ 'গলা কেটে নিলে, মশাই'—'আপনার জলজ্যান্ত মানুষ সাম্‌লান্!' বুদ্ধিজীবী হ'য়েচেন সব! বুদ্ধির নিকুচি ক'রেচে!"

গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা। তাঁর ক্ষুদে কালো চোখদুটির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমার ওপর হেনেই চলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর 'ওয়াল্‌রাস্'-এর মতন গোঁফ্‌জোড়ার ফাঁক দিয়ে সমানে চল্‌তে থাকে শিক্ষক সম্প্রদায়ের ওপর শাপ-শাপান্ত!

কিন্তু হোন্ তিনি গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা। তবুও বল্‌বো, ধারণাটা তাঁর ভুলই।

সুতরাং আমাকে শুরু করতে হয়, "এবার তাহ'লে বলি, শুনুন!"

"শুনে আর ছাই হবেটা কী? বলি, বলার তোমার কী থাক্‌তে পারে, আমাকে? বল্‌বে যা' তাতো জানিঃ 'আমরা শুধু যদি ওখানে...ওর নাম কি... আমেরিকায়, ওরা যা'-যা' করছে তা' করতে পারতুম...' হালে পড়লুম যে ওমনি-ধারা একখানা বই—কোন্ মহাপ্রভু দিলেন যে আমাকে ওটা গছিয়ে। রিফর্ম্... কী যেন? কী নাম দিয়েছে? ও, হাঁ, রিফর্মেটরি! (সংশোধনাগার)। বলি তা, —সে বস্তু তো আজও আমাদের এখানে তৈরি হয় নি!"

"আমাকে কিছু বল্‌তেই দিন আগে!"

"বলো, তাহলে! শোনাই যাক!"

"বিপ্লবের আগেও তো রাস্তার ছেলেদের জন্যে নানান ব্যবস্থা ছিল; ছিল না? ছোকরা অপরাধীদের শোধ্‌রাবার ইস্কুল তো তখনও ছিল......"

"ওহে! তাতে আমাদের চল্‌বে না! বিপ্লবের আগেকার ব্যবস্থায় আমাদের চল্‌বে না!"

"সে তো ঠিকই! কাজেই আমাদের নতুন মানুষ গড়তে নতুন রাস্তা বার করতে হবে।"

"নতুন রাস্তা! এটা বলেচো ঠিকই!"

"কিন্তু শুরু করা যাবে কোনখান থেকে সেটা কেউ জানে না।"

"তুমি?...তুমিও না?"

"না; আমিও না।"

"এই,—এখানেই তো লোক রয়েচে! এই গ্যুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরেই এমন লোক আছে যারা জানে!"

"কিন্তু তাদের এ বিষয়ে কিছু করার মতলব নেই।"

"তা' বলেচো ঠিক; মতলবই নেই তাদের—হতভাগা সব! এ তুমি ঠিকই বলেচো!"

"আর আমি যদি করতে যাই, তাতেও তারা বাগ্‌ড়া দেবে। যা' কিছু করতে গেছি, তারা ব'লেচে, ও পথ ঠিক নয়!"

"বল্‌বেই! শুয়ারের দল সব! এটাও খাঁটি কথা!"

"আর আপনিও তাদেরই কথাটা মান্‌বেন—আমারটা নয়!"

"না, না! তা' কেন? আমি বরং তখন তাদের বলবো, 'তবে তোমাদেরই উচিত ছিল, এ কাজ করা!' "

"আর ধরুন, আমি যদি সত্যিই সব পণ্ড ক'রে ফেলি?"

গ্যুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা টেবিলে প্রচণ্ড ঘুসি মারেন।

"যেমন তুমি, তেমনি তোমার ঐ 'পণ্ড-ক'রে-ফেলি!' বলি, বল্‌তে চাইচো কী? তুমি কি ভাবো আমি কিছুই বুঝি না? পণ্ডই হোক আর যাই হোক, কাজটা করতেই হবে। ফল দেখে আমাদের বিচার করতে হবে। আসল জিনিস, ছোকরা অপরাধীদের জন্যে একটা 'কলোনি' বানানো নয়। আসল যা', তাতো বুঝ্‌তেই পারচো? মানে, ইয়ে...আসলে চাই নতুন ক'রে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া। বুঝ্‌চো না? নতুন মানুষ আমাদের বানিয়ে তুল্‌তে হবে—ঠিক যেমনটি আমাদের দরকার। সেইটেই হবে তোমার কাজ। মোট কথা আমাদের সবাইকেই শিখ্‌তে হবে; তুমিও শিখ্‌বে। তুমি আমার মুখের ওপর

যেভাবে কথা বল্‌লে, তাতে আমি খুব খুসি হয়েছি! 'আমি জানি না!'—এ তো ভাল কথা!"

"তাহলে, জায়গা তো চাই একটা! সেই জায়গার কী হবে? বাড়ি টাড়ি না পেলে চল্‌বে না, এটাতো বোঝেন!"

"জায়গা একটা আছে! চমৎকার জায়গা হে ভায়া! ঠিক সেই জায়গাটি-তেই ছোক্‌রা অপরাধীদের শোধ্‌রাবার একটা ইস্কুলও ছিল বটে। আর খুব কাছেও সেটা—ছ' কিলোমিটার হবে বোধ হ'চ্ছে। জায়গাটি দিব্যি—বন আছে, মাঠ-টাঠও. গরু-টরুও রাখা চল্‌বে!"

"আর লোকজনের ব্যবস্থা?"

"তুমি কি ভাবো সেসব আমি পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই? এরপর হয়ত একখানা গাড়িও চেয়ে বসবে দেখছি!"

"আর টাকা?"

"টাকা আমাদের আছে! এই দেখ না!"

তিনি ডেস্কের টানা থেকে এক বান্ডিল নোট বার করলেন।

"দেড় কোটি টাকা। সংস্থা গ'ড়ে তোলার ব্যাপারে যত রকমের খরচ দরকার হ'তে পারে তারই জন্যে এ টাকা, এই থেকেই দরকারি আসবাব পত্তরও যোগাড় করা চল্‌বে।"

"গরু কেনার খরচও কি এরই মধ্যে?"

"আরে, গরুগুলো নয় একটু সবুরই করুক! আর দ্যাখো, ওখানকার জানলাগুলোতেও আবার শার্সি-টার্সি কিচ্ছু নেই কিন্তু! সামনের বছরের খরচার জন্যে তুমি হিসেবের একটা খসড়া বানিয়ে ফেল।"

"একটু কেমন কেমন ঠেক্‌ছে কিন্তু। প্রথমে গিয়ে জায়গাটা একবার আমার দেখা ভালো না?"

"সে আমিই দেখে নিয়েচি! তুমি কি ভাবো. তুমি গেলে বেশি কিছু দেখতে পাবে, যা আমার নজর এড়িয়ে গেছে? তোমার এখন শুধু লেগে পড়াটাই বাকি!"

আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলি, "বেশ!" সে-মুহূর্তে আমি এটা স্পষ্টই বুঝি যে ইকনমিক কাউন্সিল-এর সেই ঘরগুলোর চেয়ে খারাপ তো আর কিছু হ'তে পারে না!

"তুমিই ঠিক খাঁটি লোকটি, একেবারে রঙের গোলাম! যাকে বলে তাসের তুরুপ!" ব'লে ওঠেন গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা, "লেগে পড়ো হে! এটা একটা জবর কাজ জেনো!"

২

গোর্কি কলোনির শাদামাটা পত্তন

পোল্‌টাভা থেকে ছ' কিলোমিটার দূরে বালিয়াড়ির ওপর একটা পাইন বন। বনটার আয়তন হবে শ'দুয়েক হেক্‌টেয়ার। খারকভের দিকে চলে গেছে যে শড়কটা, সেটা এরই কিনারা দিয়ে গেছে। রাস্তাটা মসৃণ; যতদূর নজর চলে, বরাবর চিক্‌চিক্‌ করছে তার বাঁধানো পাথরগুলো। ঐ বনটার একটা কোণ বেশ ফাঁকা—আয়তনে সেটা চল্লিশ হেক্‌টেয়ার। একেবারে নক্সা কেটে পরস্পর হিসেব মিলিয়ে গেঁথে-তোলা অনেকগুলো ইটের তৈরি বাড়ি মিলিয়ে জায়গাটা একেবারে সমচতুষ্কোণ। এই জায়গাটাই হবে ছোকরা অপরাধীদের নতুন কলোনি।

শরবন ঘেরা একটা হ্রদের দিকে গড়িয়ে গেছে যে ফাঁকা জায়গাটা—তাই-তেই গিয়ে মিলেছে এর বালিঢাকা গড়ানে উঠোন। ঠাহর ক'রে দেখ্‌লে হ্রদের অপর পারে নজর পড়ে 'কুলাক' চাষীদের গোলাবাড়ীর লাগোয়া একপ্রস্থ ঘরবাড়ির সারি, আর চিকে-বেড়ার আভাস। তারও ওধারে একেবারে আকাশ আঁচড়ে খাড়া হ'য়ে রয়েছে সরলরেখায় বিন্যস্ত কত প্রাচীন কালের এক-সারি 'বার্চ্‌' গাছ,—আর এক ঝাঁক কুটীরের ছাউনি।

বিপ্লবের আগে এই জায়গাটিতে ছিল ছোক্‌রা অপরাধীদের এক কলোনি। কিন্তু ১৯১৭ সালে, পুরোনো শিক্ষা ব্যবস্থার অতিক্ষীণ চিহ্নকে পেছনে ফেলে রেখে এখানকার বন্দী বাসিন্দারা সব পালিয়ে গেছলো।

জীর্ণ খাতাপত্র থেকে জান্‌তে পারা যায় যে তখন ওখানে যাদের ওপর শিক্ষাদানের ভার ছিল, তাদের প্রধানতঃ 'নন্‌-কমিশন্‌ড্‌' অফিসারদের মধ্যে থেকেই বাছাই ক'রে নেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রধান কাজই ছিল বন্দী ছোকরা-দের ওপর সব সময় শুধু কড়া নজর রাখা। তা' সে তাদের কাজের সময়েই হোক আর খেলাধুলো, আমোদপ্রমোদের সময়েই হোক। রাত্রেও তারা

ছোকর্‌াদের একেবারে লাগোয়া ঘরেই শ্‌তো।

ওখানকার চাষীদের কাছ থেকেই জানা গেল, ঐ সব শিক্ষক মহাপ্রভুদের শিক্ষাদানের ধরনের মধ্যেও কলানৈপ্‌ণ্যের বা চাতুর্যের বিশেষ বালাই ছিল না। কার্যতঃ তাদের বাহাদ্‌রি যা' কিছ্‌, তা সবই সীমাবন্ধ ছিল শ্‌ধ্‌—শিক্ষাদানের সবচেয়ে সহজ হাতিয়ার—সেই সনাতন 'বেত্রদণ্ডে'র ব্যবহারের মধ্যেই।

আগেকার কলোনির বাস্তব চিহ্নের সন্ধান পেতে হ'লে আরও একট্‌ এগিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ সন্ধান নিলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে ওখানকার প্রতিবেশীদের গোলাবাড়িগ্‌লোতে গাড়ি বোঝাই হ'য়ে হ'য়ে কবে চালান হ'য়ে গেছে ওখানকার আগেকার আসবাবপত্র, কারখানার সরঞ্জাম, সব কিছ্‌ই। মানে, যে যা পেরেছে, বেমাল্‌ম নিজের আড্ডায় পাচার করেছে! এমন কি দামী জিনিসের মধ্যে ফলের গোটা বাগানখানা পর্যন্ত! কিন্তু ল্‌ঠ্‌তরাজের সামান্য চিহ্নট্‌কুও কোথাও দেখ্‌তে পাবার যো নেই। ফলের গাছগ্‌লোর একটাকেও কেটে ফেলা হয় নি। সেগ্‌লোকে শ্‌ধ্‌ শেকড়স্‌দ্ধ্‌ উপড়ে নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে আবার প‌্‌তে দেওয়া হয়েছে—এইমাত্র! শার্শির কাঁচগ্‌লোর একখানাও ভাঙেনি তারা, সবই শ্‌ধ্‌ গোটা গোটা ফ্রেম থেকে বেশ সাবধানেই খ্‌লে নিয়ে গেছে। দরজার পাল্লার একখানাতেও কুড়্‌লের ঘা' মারেনি কেউ;—কব্‌জা থেকে সযত্নে খ্‌লে নিয়ে গেছে। উন্‌ন (অগ্নিকুণ্ডের আধার) গ্‌লোর ইটও সরিয়েছে পরম যত্নে এক একখানি ক'রে। একমাত্র যে-বস্তুটি কেউ নিয়ে যায় নি সেটি হচ্ছে, আগেকার ডিরেক্টর মহোদয়ের ঘরের 'সাইড্‌-বোর্ড' (আলমারি) খানা।

'ল্‌কা সেমিওনোভিচ্‌ ভের্‌খোলা' ব'লে পাশের চাষী-গাঁ থেকে একটি লোক নতুন কর্তাদের দেখ্‌তে এসেছিল। আমি তাকে জিগ্যেস করল্‌ম, "এই সাইড্‌-বোড্‌খানা কেউ যে বড় নিয়ে যায় নি?"

"ব্যাপার কি জানেন কর্তা! আমাদের এখানকার লোকদের ওই কাবার্ড নিয়ে কী লাভ? কার্‌ দরজা দিয়ে ওটা গল্‌বে না—বড্ড উঁচু, আর তেমনি চওড়া। এদিকে, ওটাকে কেটে ট্‌করো ট্‌করো ক'রে নিয়ে গিয়েও তো লাভ নেই!"

চালাগ্‌লো নানা রকমের জিনিসে ঠাসা। অথচ সেগ্‌লো দিয়ে যে কোনও কাজ পাওয়া যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। পাকা রকমের খবর পেয়ে আমি এমন কতকগ্‌লো জিনিস উদ্ধার ক'রে নিয়ে এল্‌ম যেগ্‌লো একেবারে হালে চুরি হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল একটা প্‌রোনো 'সীড্‌-ড্রিল' (বীজ বোনবার যন্ত্র-গাড়ি), আটটা ছ্‌তোরের কাজ করবার (বেঞ্চ) টেবিল, একটা পেতলের

ঘড়ি-ঘণ্টা আর একটা তিরিশ বছর বয়সের ঘোড়া। ঘোড়াটা কীরঘীজ জাতের; বয়েসকালে খুব তেজে ছুটতে পারতো।

মালপত্তরের যোগানদার অর্থাৎ 'ভাঁড়ার-সরকার' কালিনা আইভানোভিচ্ গোড়া থেকেই ঠায় দাঁড়িয়েছিল; মানে, যখন আমি ওখানে পৌঁছই, সেই তখন থেকেই। সে আমাকে সম্ভাষণ করলে এই বলেঃ

"আপনিই বুঝি এই ইস্কুলের ডিরেক্টর?"

অল্পেই বুঝে নিলুম যে কালিনা আইভানোভিচ-এর কথায় ইউক্রাইন অঞ্চলের টান আছে। সে কিন্তু মানতে চায় না। দেখলুম ইউক্রাইন ভাষাকে খাতির দেখাতে তার নীতিগত আপত্তি। কিন্তু হ'লে কী হবে? তার মুখের ভাষায় ইউক্রেনিয়ান ভাষার অনেক শব্দ এসে যায়! তাছাড়া তার 'গ' উচ্চারণটাও দক্ষিণী ঢঙ্-এর।

"বলুন না কর্তা, আপনিই 'বন্দীশিক্ষাশালা'র ডিরেক্টর কিনা?"

"আমি? আমি এই কলোনির ডিরেক্টর।"

"কক্ষণো নয়!" মুখ থেকে 'পাইপ'টা নাবিয়ে সে ব'লে উঠলো। "আপনি এই বন্দীশিক্ষাশালার ডিরেক্টর, আর আমি এখানকার যোগানদার।"

পাঠক এখানে 'ভ্রুবেল'এর আঁকা 'প্যান' ছবিখানা মনে করুন। তবে সেই 'প্যান'কে এখানে একেবারেই সম্পূর্ণ টাক-মাথাওয়ালা প্যান ব'লে কল্পনা করতে হবে; কেবল তার দু'কানের ওপরে দুগোছা চুল থাকবে। আর 'প্যান'এর ছাগল-দাড়িটা মনে মনে কামিয়ে দিতে হবে। তারপর 'এপিস্কোপাল' (বিশপীয়) ঢঙ্-এ তার গোঁফের ডগাগুলোও ছেঁটে দিয়ে তার দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিতে হবে একটা 'পাইপ'। এ যদি করতে পারেন তাহলেই দেখবেন সেই 'প্যান' এই 'কালিনা আইভানোভিচ্ সের্ডিউক' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাচ্ছাদের কলোনির মালের যোগানদারের ত' কাজ? কাজটা এমন কিছু মস্ত নয়। তার পক্ষে লোকটার নানান দিকে যে রকম 'এলেম', তাতে একে যথেষ্ট 'চৌকশ' লোকই বলতে হয়। বয়েস হয়েছে বছর পঞ্চাশেক। এতখানি বয়েসের মধ্যে দুটো জিনিসের স্মৃতিই তার কাছে খুব গর্বের জিনিস। তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে যৌবনে, যখন সে কেকশোলুম-এ 'ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট্ অব্ দি গার্ডস্-এ' একজন 'প্রাইভেট্' ছিল, তখনকার স্মৃতি। আর দু নম্বর হচ্ছে ১৯১৮ সালে জার্মান আক্রমণের সময় যখন 'মার্গোরড্' থেকে লোক খালি ক'রে দেবার দায়িত্ব সে বহন করেছিল, তার স্মৃতি।

আমার শিক্ষাদানের উৎসাহটা প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এই 'কালিনা আইভানোভিচ্'কে নিয়েই। আর আমার সবচেয়ে মুস্কিল বাধলো, হরেক

রকম ব্যাপারে লোকটার গাদা গাদা মতামতের 'ঘটা'কে সামলাতেই। সমান উৎসাহ নিয়েই সে একদিকে 'বুর্জোয়া' সম্প্রদায়কে আর অন্যদিকে বোলশেভিকদের 'গাল' দিতো। এইভাবেই সে সমানে 'গাল পাড়তো' রাশিয়ান আর ইহুদীদের—রাশিয়ানদের ঢিলেমিকে আর জার্মানদের 'সবতাতেই বাড়াবাড়ি-কড়াকড়ি'র অভ্যাসকে। কিন্তু তার নীল চোখদুটোতে তার জীবনের তাজা স্ফূর্তি এমন ক'রে ফুটে উঠতো আর সব ব্যাপারেই এমনভাবে তার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যেতো, মানে জীবনীশক্তিতে এমনই ভরপুর ছিল সে, যে তার পেছনে আমার মাস্টারির কিছুটা উৎসাহ খরচ করতে আমার আপত্তি হয়নি। তাই বলতে গেলে প্রথমদিনে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি থেকেই আমি তার শিক্ষা শুরু ক'রে দিলুম।

"কমরেড্ সেরডিউক, তুমি নিশ্চয় এমন কথা মনে করো না যে ডিরেক্টরকে বাদ দিয়েই একটা কলোনি চালানো যায়। মানে, এটা তো বোঝো যে, সব-কিছুর দায়দায়িত্বটা একজনের ওপর থাকা চাই-ই।"

কালিনা আইভানোভিচ্ আবার তার পাইপটা সরিয়ে খুব সৌজন্যের সঙ্গেই মাথাটা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে বললেঃ

"তাই আপনি ডিরেক্টর হতে চান, আর আমায়, বলতে গেলে, আপনার তাঁবেদার করতে চান!"

"তা ঠিক নয়! তুমি যদি চাও তো আমিও তোমার তাঁবেদার হতে পারি।"

"কিন্তু আমি কখনও মাস্টারি শিখিনি। আর আমার যাতে অধিকার নেই তাতে আমি কখনও দাবিও রাখি না! তবুও, আপনার বয়েস নেহাতই কাঁচা, অথচ আপনি চাইছেন আমার মতন একজন বুড়ো লোক আপনার হুকুম তামিল করবার জন্যে সর্বদা মোতায়েন থাকবে। এটাও তো উচিত নয়। কিন্তু ডিরেক্টর হবার মতন অতো বইপড়া বিদ্যে আমার নেই—তাছাড়া আমি তা' হ'তেও চাই না!"

কালিনা আইভানোভিচ্ 'দুমদুমিয়ে' চলে গেল। সারাটা দিন সে মুখ ভার ক'রে রইলো; তারপর সন্ধ্যেবেলা একেবারে ভাঙা-মনে আমার ঘরে এসে হাজির হোলো।

"আমি একটা বিছানা আর একটা টেবিল জোগাড় ক'রে এনিচি। ওর চেয়ে ভালো কিছু আর জোটাতে পারলুম না।"—সে বল্লে।

"ধন্যবাদ!"

"এখানে আমাদের এই কলোনিতে আমরা কী করবো, তাই নিয়ে আমি কেবলই ভাবছিলুম। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলুম আপনিই বরং ডিরেক্টর হোন;

কালিন। আইভানোভিচ কে নিয়েই আমার কাজের শুরু··

আর আমিই, বলতে গেলে, আপনার ঐ 'তাঁবেদার'ই হবো।"

"আমাদের বেশ বনিবনা হবে, কালিনা আইভানোভিচ্!"

"আমারও তাই মনে হয়। মোটকথা, বুটজুতোর তলায় একটা 'সোল্' আঁটতে এমন কিছু প্রতিভার দরকার হয় না। আমরা চালিয়ে নেবো। আর আপনি,—যেহেতু আপনি একজন শিক্ষিত লোক,—আপনিই,—যাকে বলে—ঐ ডিরেক্টর হোন।"

আমরা কাজে লেগে গেলুম। তিরিশ বছরের বুড়ো সেই ঘোড়াটাকে, বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁটির চাড়া দিয়ে দাঁড় করানো হোলো। প্রতিবেশিদের একজন খাতির ক'রে ফিটনের মতন একটা গাড়ি দিলে। কোনও রকমে 'আঁকড়ে-পাকড়ে' কালিনা আইভানোভিচ্ তাতে চ'ড়ে বসলো আর 'গাড়ি-হিসেবে-খাড়া-করা' সেই অপূর্ব বস্তুটি ঘণ্টায় দু'কিলোমিটার গতিতে শহরের দিকে রওনা হোলো।

যোগাড়-যন্তরের পালা শুরু হয়ে গেল।

পত্তনের মরশুমে যে কাজ ধরা হোলো তা খুবই 'লাগসই' হোলো—যেমন, নতুন মানুষ বানাতে হ'লে যেসব 'বাস্তব মূল্যের' জিনিসপত্তর লাগবে তা যোগাড় করা। কালিনা আইভানোভিচ্ এবং আমি প্রথম দু'মাস ধ'রে রোজই গোটা দিনের বেলাটাই শহরে কাটাতুম। সে যেতো গাড়িতে, আর আমি হেঁটে। হেঁটে যেতে তার মানে ঘা' লাগতো। আমি কিন্তু আমাদের ঐ 'কীর-ঘীজ্' অশ্বপুঙ্গবের মন্থর গতিটা একদম বরদাস্ত করতে পারতুম না।

ঐ দুমাসে গ্রামের 'ওস্তাদ' কারিগরদের সাহায্যে প্রাচীন কলোনির একটা ব্যারাককে মোটামুটি আমরা একটা চেহারায় দাঁড় করিয়ে ফেললুম। জানলায় কাঁচ লাগানো হোলো, উনুন মেরামত হোলো; দরজাতেও নতুন পাল্লা চড়লো।

আর, বাইরের দিকের 'রণাঙ্গনে' আমাদের মোটে একটা মাত্র জয় হোলো বটে কিন্তু সে জয়টা দস্তুরমত 'উল্লেখযোগ্য'। অর্থাৎ আমরা ফার্স্ট রিজার্ভ আর্মির ফুড কমিসারিয়েট-এর কাছ থেকে ১৫০ পুড্* 'রাই† ময়দা' আদায় করলুম। বাস্তব মূল্যের মাল 'জমা করা' বলতে এইটুকুই মাত্র আমাদের সাধ্যে কুলোলো।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেটুকু করা গেল সেটুকুকে বাস্তব কৃষ্টির জগতে আমার যতটা আদর্শ ছিল, তার সঙ্গে যখন তুলনা করতে গেলুম তখন আমি টের

* পুড্—রুশ দেশের ওজনের মাপ। এক 'পুড', প্রায় ৩৬ পাউন্ড এভর্ডুপয়েজ্ ওজনের সমান

† রাই—যব-গম জাতীয় নিকৃষ্ট শস্য

পেলুম, যা পেয়েছি তার একশোগুণ বেশিও যদি আমি পেতুম, তাহ'লেও আমার আসল লক্ষ্য থেকে আমি এতটাই পেছিয়ে থাকতুম। তাই ভবিতব্যকে 'নতি' জানিয়ে আমি ঘোষণা করলুম যে পত্তনের পালা চুকেছে। দেখা গেল কালিনা আইভানোভিচ্‌ও এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত।

সে ব'লে উঠ্‌ল, "ওই পরগাছাগুলো যেখানে 'সিগারেট-লাইটার' বানানো ছাড়া আর কিছু পারে না সেখানে আমরা এ ক্ষেত্রে আর কী আশা করতে পারি? জমিটাকে ওরা আগে 'পোড়োজমি' ক'রে ফেলে, তারপর বলে 'গঠন করো!' ইলিয়া মুরোমেৎস্‌ যা' করেছিলো আমাদের তাই করতে হবে!"

"ইলিয়া মুরোমেৎস্‌?"

"হ্যাঁ, ইলিয়া মুরোমেৎস্‌! আপনি হয়তো তার কথা শুনেছেন! সবাই যে তাকে একটা মহাপুরুষ—একটা 'বোগাতির্‌'—বানিয়ে ফেলেছিল!—ঐ পরগাছাগুলো! কিন্তু আমি বলি সে ছিল মাত্র একটা ভবঘুরে—একটা ভিকিরি! গ্রীষ্মকালে সে শুধু 'শ্লেজ্‌' চ'ড়ে বেড়াতো!"

"বেশ বেশ! তাহ'লে এসো, আমরা মুরোমেৎস্‌-এর মতনই হই। আমরা তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছুও করতে পারি। কিন্তু সোলোভেই—সেই যে রাস্তার গুন্ডাটা—সেই সোলোভেই হবে কে?"

"সে জন্যে একটুও ব্যস্ত হবেন না—তাদের অভাব মোটেই হবে না!"

কলোনিতে দুজন শিক্ষিকার আবির্ভাব হোলো—একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না আর লিডিয়া পেত্রোভ্‌না। ঐ সময়টা বরাবর,—আমি শিক্ষক খুঁজে খুঁজে প্রায় হতাশ হ'য়ে পড়েছিলুম; আমাদের ঐ জঙ্গলের মধ্যে এসে 'নতুন মানুষ বানাবার' কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্যে কারু বিশেষ মাথাব্যথা ছিল ব'লে মনে হয় না। আমাদের 'ভবঘুরে'গুলোর সম্পর্কে সবারই ভয় ছিল। আর আমাদের 'প্ল্যান'-এর ফলে যে কোনও সুফল ফল্‌বে, এমন বিশ্বাসও কারও ছিল না। তারপর একদিন গাঁয়ের শিক্ষকদের এক সম্মেলনে—লোককে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে প্রদত্ত—আমার এক 'জ্বালাময়ী' বক্তৃতার ফলে দু'জন সত্যিকার জীবন্ত মানুষ এগিয়ে এলো। তারা 'মেয়ে' দেখে আমি খুসি হলুম। আমার মনে হোলো যে আমাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সম্পূর্ণতা দেবার পক্ষে 'ওপর দিকে টেনে তুল্‌তে সক্ষম' এই নারীজাতির প্রভাবটাই বিশেষ দরকার।

লিডিয়া পেত্রোভ্‌নার বয়েসটা ছিল নিতান্তই কাঁচা—ইস্কুলের পড়ুয়া মেয়ের চেয়ে বেশি নয়। সবেমাত্র সে তখন হাই ইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হ'য়ে বেরিয়েছে,—আর একেবারে সদ্য মায়ের আঁচল ছেড়ে এসেচে। গ্যুবের্নিয়া

জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা তার নিয়োগপত্রে সই করবার সময়ে আমায় জিগ্যেস করলেন ঃ

“ওই রকম একটা মেয়েকে নিয়ে তোমার কী হবে ? ওতো কিছুই জানে না !”

“আমি যেমনটি খুঁজছিলুম, ও তাই। আপনি জানেন, এক এক সময় আমি ভাবি যে বর্তমানে পুঁথিগত বিদ্যেটারই যে বিশেষ দরকার, তা নয় ? এই ‘লিডচ্‌কা’ (‘লিডিয়া’ নামের সস্নেহ মৌখিক সংস্করণ) মেয়েটা এখনও পেকে ‘ঝুনো’ হ’য়ে যায় নি। আমার মনে হয় আমাদের ‘ময়দার তাল’ পাকা-বার পক্ষে ওর মতন ‘খামিরে’র ‘ময়ান’ই দরকার।”

“তুমি একটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছ না ? আচ্ছা যাকগে ! এই নাও, সই করে দিলুম !”

ওদিকে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না হ’চ্ছে একটি অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী। বয়েস তার যে লিডচ্‌কার চেয়ে খুব বেশি ছিল তা নয়, কিন্তু বাচ্ছা যেমন তার মাকে আঁকড়ে থাকে, লিডচ্‌কা একে তেমনি ক’রে আঁক্‌ড়ে ধরলে। একা-তেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার আকৃতিতে ছিল একটা গম্ভীর সৌন্দর্য। পুরুষালি ধরনের কড়া সমান টানের কালো ভুরুতে তার সে সৌন্দর্য আরও বেশি ক’রে ফুটে উঠ্‌তো। বেশবাসের নিভাঁজ নিখুঁত পারিপাট্য রক্ষা করতে তার ছিল আশ্চর্য নৈপুণ্য। তার সঙ্গে আলাপের পর কালিনা আইভানোভিচ্‌ ঠিকই বলেছিল ঃ

“ও মেয়ের সঙ্গে খুব সাবধানে চল্‌তে হবে !”

এতদিনে সব গুছিয়ে নেওয়া গেল।

৪ঠা ডিসেম্বর আমাদের প্রথম ছ’জন ‘জিম্মি’ কলোনিতে এসে মস্ত পাঁচ-খানা ‘সীল মোহর’ বসানো একটা অদ্ভুত প্যাকেট আমার হাতে দিলে। এই প্যাকেটখানিতেই ছিল তাদের কীর্তিকাহিনীর বিবরণ-লেখা ‘ইতিহাস’। তাদের মধ্যে চারজনকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল বাড়ী চড়াও হয়ে সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধের জন্যে। ছোকরাগুলোর বয়েস হবে বছর আঠারো আন্দাজ। অন্যদুটোর বয়েস কিছুটা কম হবে; তাদের বিরুদ্ধে ছিল চুরির অভিযোগ। আমাদের নতুন ‘জিম্মি’গুলোর পোষাকে ছিল দস্তুরমত জৌলুষ, পরনে তাদের যতদূর হ’তে হয় ‘চৌখস্‌’ রকমের ঘোড়াসওয়ারের ‘চুস্ত্‌’ পাজামা; পায়েও জঙ্গী সওয়ারের বুট। চুলেও তাদের চূড়োন্ত ফ্যাশান ! নেহাৎ রাস্তার গুণ্ডা নয় তারা। তাদের নাম ছিল জাদোরভ্‌, বুরুন, ভলোখভ্‌, বেন্‌দিউক, গাদ আর তারানেৎস্‌।

যতদূর সম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা তাদের অভ্যর্থনা করলুম। সারাটা সকালই কেটে গেল ভূরিভোজের ব্যবস্থা করতে। আমাদের রাঁধুনি ঠাকরুণ তাঁর মাথায় ঝক্‌ঝকে শাদা এক 'ফ্যাটা' বাঁধলেন। খাটিয়া-পাতা শোবার বড় ঘরখানার যে দিকটা ফাঁকা ছিল সেই দিকটায় উৎসবের খানার টেবিল পড়লো। টেব্‌ল্‌-ক্লথ আমাদের ছিল না, তাই আন্‌কোরা নতুন চাদর পেতে—সে অভাব ভাল ক'রেই পুরিয়ে দেওয়া গেল। আমাদের প্রারম্ভিক কলোনির সকল সভ্যই সেখানে জমায়েত হলেন। কালিনা আইভানোভিচ্ তার দাগধরা বাদামি কোট ছেড়ে একটা সবুজ ভেলভেটের জ্যাকেট প'রে সমারোহের যোগ্য সাজে এসে হাজির হোলো।

নতুন 'কেজো জীবন' সম্বন্ধে আমি একটা বক্তৃতা করলুম। তাতে, অতীতকে ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার প্রয়োজনটা বোঝালুম। নবাগতরা কিন্তু আমার কথায় বড় কান দিলে না। বিদ্রূপের দৃষ্টিতে কলোনির বিছানা, জীর্ণ লেপ আর রঙ্‌-বিহীন দরজা জানলার দিকে তাকাতে তাকাতে নিজেদের মধ্যেই তারা ফুস্‌ফুস্‌ গুজ্‌গুজ্ করতে লাগলো। আমি যখন আমার বক্তৃতার মাঝপথে তখন জাদোরভ্ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে অন্য একটা ছেলেকে বল্লে:

"তুই ছোঁড়াই আমাদের এই সবের মাঝখানে এনে ফেললি!"

সেদিনের বাকি সময়টা আমরা ভবিষ্যৎ জীবনের 'কর্মপন্থা' তৈরি করতেই কাটিয়ে দিলুম। নবাগতরা কিন্তু আমার প্রস্তাবগুলো ভদ্রতাসম্মত ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনলে। ভাবটা এই যে, 'এসব উৎপাত কতক্ষণে চুক্‌বে!'

পরের দিন সকালে অত্যন্ত বিচলিত ভাবে লিডিয়া পেত্রোভ্‌না আমার কাছে এসে নালিশ করলে:

"ওদের সাম্‌লানো আমার কর্ম নয়! আমি যখন ওদের, হ্রদ থেকে জল আন্‌তে বললুম তখন ওদের মধ্যে একজন—যার খুব চুলের বাহার সে—এমনভাবে তার বুট দোলাতে লাগ্‌লো যে বুটের ডগাটা আমার মুখের ওপর চ'লে এলো আর সে শুধু বল্‌লে, 'দেখেচো, মুচিটা কী রকম 'টাইট' করে এগুলো বানিয়েচে!"

তাদের প্রথম কটা দিনের ব্যবহারকে ঠিক 'চোয়াড়ে' ব্যবহার বলা চলে না। সে ক'টা দিন তারা শুধু আমাদের উপেক্ষা ক'রেই চলেছিল। সন্ধ্যের দিকে তারা কোথায় স'রে পড়তো আর ফিরতো সেই সকাল হ'লে। আমার ক্ষুব্ধ অভিযোগের উত্তরে তারা শুধু বিজ্ঞের মতো হাসতো। তারপর হপ্তাখানেক বাদে একদিন 'বেনাদিউক' গ্যুবের্নিয়া গোয়েন্দা বিভাগের এক গোয়েন্দার হাতে

গ্রেপ্তার হ'লো—তার আগের রাতে মানুষ খুন ক'রে ডাকাতি করার জন্যে। এ ব্যাপারে হতবুদ্ধি হ'য়ে লিডচ্‌কা ঘরে চ'লে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগ্‌লো। তারই ভেতর মাঝে মাঝে আবার বেরিয়ে এসে সে নানানখানা প্রশ্নও জিগ্যেস করতে লাগ্‌লোঃ "এর মানে কী? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না! ওরা সোজা এখান থেকে বেরিয়ে গেল আর একটা লোককে মেরে ফেল্‌লে?"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না গম্ভীর ধরণের হাসি-হাসি মুখেই ভ্রূকুটি ফুটিয়ে ব'লে উঠ্‌লোঃ

"আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না আন্তন্‌ সেমিওনোভিচ্‌, আমি সত্যিই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। আমাদের বোধ হয় সোজা স'রে পড়াই ভালো। ঠিক যে কী করা উচিত তা আমার যেন মাথায় আস্‌চে না।"

আমাদের কলোনির চতুষ্পার্শ্বের এই নির্জন পরিবেশ, আমাদের কোঠা-গুলোর খালি ঘরগুলো, আমাদের ডজনখানেক খাটিয়া, আমাদের একমাত্র যন্ত্র-পাতি ঐ কুড়ুল আর কোদালগুলো, আর ঐ আধ-ডজন ছোকরা—যারা শুধু যে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিরই বিরোধী তা নয়, মানুষের গোটা সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতির পর্যন্ত বিরোধী তারা,—এই সমস্ত কিছুই ছিল,—আমরা এতদিনে যা কিছু শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম তার কাছে একদম খাপছাড়া!.

কলোনির সুদীর্ঘ সন্ধ্যাগুলি ছিল নির্জলা রকমের বদ্‌খৎ। আমাদের বাতি বলতে ছিল সম্বল মাত্র দুটো তেলের আলো, তার একটা জ্বল্‌তো শোবার ঘরটাতে আর অন্যটা আমার ঘরে। শিক্ষিকা দুজন আর কালিনা আইভানো-ভিচের কপালে জুটেছিল আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের চিরাচরিত ব্যবস্থা —একখানা পিরিচ্‌এ খানিক তেল ঢেলে তাইতে একটা শল্‌তে লাগিয়ে জ্বালানো। আমার আলোর কাঁচের চিম্‌নিটার মাথার দিকটা ভাঙা, আর নিচের দিকটা কালিপড়া। কালিনা আইভানোভিচ্‌ একটা গোটা খবরের কাগজের আধখানা আন্দাজ তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন জেবলে নিয়ে ঘন ঘন তার পাইপ ধরাতো ব'লেই চিমনিটার এই কালিপড়া মূর্তি!

সে-বছর বরফের ঝড়টা কিছু আগেভাগে দেখা দিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুষার প'ড়ে উঠোন ঢেকে গেল। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে নেবার ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা দেখা গেল না। ছোকরাদের একাজ করতে বললুম, তাতে জাদোরভ্‌ বল্‌লেঃ

"কাজ সোজাই, কিন্তু শীতটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো নয়? সাফ্‌ ক'রে লাভ কি? ফের্‌ তো বরফ্‌ পড়্‌বে! তাই না?"

দেবদূতের হাসির মত একটি মধুর হাসি আমাকে উপহার দিয়ে সে এক

বন্ধুকে নিয়ে মাতলো। যেন, আমি যে সেখানে উপস্থিত আছি সে কথা সে একদম ভুলেই গেল। এক নজরেই ধরা যেতো যে জাদোরভ্ ছিল শিক্ষিত মাতাপিতার সন্তান। ভাষা ছিল তার শুদ্ধ, আর তার মুখে ছিল কম বয়সের সেই সৌকুমার্য—যা দেখা যায় শুধু তাদেরই মুখে, যারা নাকি যত্নলালিত শৈশব কাটাতে পেয়েছে। ভলোখভ্ কিন্তু এসেছিল সম্পূর্ণ অন্য এক সম্প্রদায় থেকে। তার চওড়া হাঁ, থ্যাবড়া নাক, দূরে দূরে বসানো চোখ আর তার ফোলা ফোলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিলিয়ে তাকে দিয়েছিল নিছক এক 'চোয়াড়ে' চেহারা। সর্বদাই তার যেমন অভ্যাস তেমনি ভাবে দু' পকেটে দু' হাত পুরে আমার দিকে এগিয়ে এসে টেনে টেনে বললেঃ "পেলেন ত'? আপনার কথার জবাব?"

আমার রাগটা আমার বুকের কাছে 'দলা' পাকিয়ে আট্‌কে গেল। আমি সে-ঘর ছেড়ে চ'লে গেলুম। কিন্তু পথ পরিষ্কার করতেই হবে, আর আমার চাপা রাগটাও কাজের ভেতর দিয়েই প্রকাশের পথ চাইছিল।

"চলো, আমরাই গিয়ে রাস্তাটা সাফ করে ফেলি!" কালিনা আইভানো-ভিচ্‌কে খুঁজে বার ক'রে আমি বললুম।

"মানে? আমি কি এখানে জনমজুর খাট্‌তে এসেছি? কেন, ও বাবুরা?"

সে শোবার ঘরের দিকে ইশারা করলে। "ঐ রাস্তার গুণ্ডাগুলো?"

"ওরা করবে না!"

"যত সব পরগাছা! তবে চলুন!"

প্রথম পথটা যখন কালিনা আইভানোভিচ্ আর আমি—দু'জনে মিলে প্রায় সাফ ক'রে এনেছি, তখন ভলোখভ্ আর তারানেৎস্ সেই পথ দিয়ে তাদের সান্ধ্য অভিযানের জন্যে এগিয়ে এলো।

তারানেৎস্ খুব ফূর্তির সঙ্গে বলে উঠ্‌লো 'বহুৎ আচ্ছা!'

"একেবারে তাল-মাফিকও বটে!"—জুড়ে দিলে ভলোখভ্।

কালিনা আইভানোভিচ্ কিন্তু তাদের পথ আগ্‌লে দাঁড়ালো।

"তাল-মাফিক মানে?" সে গর্জন ক'রে উঠ্‌লো, "তোরা কাজ করতে চাস্ না ব'লে কি ভেবেচিস্ আমি তোদের জন্যে এ কাজ করচি? খবরদার এ-পথ দিয়ে চলবি না সব! পরগাছা কোথাকার! তোরা ওই বরফের ওপর দিয়ে চ'ল্‌গে যা. নইলে এই কোদাল দিয়ে তোদের মুণ্ডু থেঁৎলে দেবো!"

কালিনা আইভানোভিচ্ প্রচণ্ড শক্তিতে তার কোদালটা আস্ফালন করলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটা ছিট্‌কে চলে গেল অনেক দূরের বরফের স্তূপের

ওপর, তার মুখের পাইপ্‌টা গুল্‌তি-দিয়ে-ছোঁড়া নুড়ির মতন উড়ে গেল আর এক দিকে, আর কালিনা আইভানোভিচ্‌ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে দেখ্‌লে ছোক্‌রাদুটো পালাচ্ছে।...

যেতে যেতেই তারা হো হো হাসির ঝড় বইয়ে চেঁচিয়ে ব'লে গেল, "এবার নিজে গিয়ে তুমি কোদালটা আন্‌তে পারো!"

"আমি ছেড়ে দেবো! যদি না দিই আমায় ফাঁসি দেবেন! আমি এখানে আর কাজ করছি না!" ব'লে কালিনা আইভানোভিচ্‌ তার ঘরে ফিরে গেল। কোদালটা বরফের ওপর প'ড়েই রইল।

কলোনির জীবন বিষাদময় আর ভীতিজনক হ'য়ে উঠলো। রাতের পর রাত খারকভ্‌ রোডে "বাঁচাও বাঁচাও" ধ্বনি শোনা যেতে লাগ্‌লো। লুণ্ঠিত গ্রামবাসীরা দিনরাত অতি করুণ কাকুতির স্বরে সাহায্য ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। পথবিহারী আমাদেরই ঐ বীরপুরুষদের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে আমি গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তার কাছ থেকে একটা রিভলবার জোগাড় করলুম। তবে আমাদের কলোনির প্রকৃত অবস্থাটা তাঁর কাছে চেপেও গেলুম। আমাদের ওই 'জিম্মি'গুলোর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারবার আশা আমি তখনও ছেড়ে দিইনি।

কলোনির গোড়াপত্তনের ঐ মাসগুলো আমার এবং আমার সহকর্মীদের পক্ষে খুবই হতাশা আর ব্যর্থতাময় প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে কাটলেও ঐ সময়টা আমরা গভীর আগ্রহে অনেক গবেষণাও করেছিলুম। ১৯২০ সালের সেই শীতকালটায় আমি শিক্ষাদান সম্বন্ধে যত বই পড়েছিলুম তত আর তার আগে কখনও পড়িনি।

সেটা ছিল 'র‍্যাংগাল' আর 'পোলিশ যুদ্ধের' সময়। র‍্যাংগাল ছিল ওখান থেকে খুব কাছেই; নোভোমারগোরদ্‌-এর ঠিক বাইরের দিকে। আর পোলিশ সৈন্যদলও ছিল আমাদের একেবারে কাছেই, 'চের্‌কাসি'তে। ইউক্রাইন-এর সর্বত্র তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল 'আটামান'রা। আমাদের চারপাশের অনেককেই তখন 'পেট্‌লিউরা'র হ'ল্‌দে-আর-নীল রঙের পতাকার আস্ফালনের তলায় চল্‌তে ফিরতে হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের সেই বিজন এলাকায়, আমরা ঐ সব বড় বড় ঘটনার বজ্রনির্ঘোষকে একটুও আমল না দিয়ে হাতের তালুতে চিবুকের ভর রেখে শিক্ষকতার চর্চাতেই মগ্ন হ'য়ে ছিলুম।

এত যে পড়লুম তার প্রধান ফল হোলো এই যে তাতে আমার দৃঢ়, বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো, বই থেকে বিজ্ঞান আর মতবাদ বল্‌তে আমি বিশেষ কিছুই পেলুম না। আর বুঝলুম যে আমার মতবাদ আমাকেই খাড়া করতে

হবে, আমার প্রতিদিনের জীবনে আমি সমগ্র বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভেতর থেকে যে সত্যকে নিংড়ে বার করতে পারবো তাই জমিয়ে।

প্রথমটা আমি,—বুদ্ধি দিয়ে নয়,—আপন অনুভবের দ্বারাই বুঝলুম যে আমার যা' দরকার, তা এমন কোনও বস্তুনিরপেক্ষ 'ফরমুলা' নয় যা আমি প্রয়োগ করতে পারিনি। বুঝলুম আসলে আমার দরকার, অবস্থাকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্লেষণ ক'রে নিয়ে সরাসরি সেই অনুযায়ী কাজ করা।

এটা আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো যে আমাকে চট্‌পট্‌ কাজ করতে হবে, একটা দিনও আমার নষ্ট করা চল্‌বে না। কলোনিটা দিন দিনই চোর আর গলাকাটাদের আড্ডায় পরিণত হ'তে চলেছে। শিক্ষকদের ওপর ছোকরা-গুলোর আচরণের ধরনধারণ অতিদ্রুত গতিতেই স্পর্ধা প্রকাশের অভ্যাস আর খোলাখুলি গুণ্ডামির রূপ নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা শিক্ষিকাদের সামনে পর্যন্ত নোংরা গল্প জুড়ে দিতে শুরু করেছিল। তাছাড়া হাঁকডাক ক'রে খাবার দাবী করা, খাবার ঘরে প্লেট্‌ আছ্‌ড়ানো, তাদের ফিনিশ * ছুরি নিয়ে আস্ফালন, ইয়ার্কির ছলে সকলকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা-বাদ ক'রে এবং "হাতের কাছেই কী পাওয়া যেতে পারে তাতো জানা যায় না," ব'লে রগড় রসিকতা করাও আরম্ভ হ'য়ে গেছ্‌লো।

যখন তাদের কাঠ কেটে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে বলা হোলো তখন তারা স্পষ্টই তা' করতে অস্বীকার করলে। একটা চালার কাঠের ছাতটা যখন তাদের ভেঙে নামিয়ে দিতে বলা হোলো তখন তারা কালিনা আইভানোভিচ্‌-এর মুখের ওপরেই ব'লে দিলে তারা পারবে না। শুধু বলা নয় সেই সঙ্গে আবার চল্‌লো এই নিয়ে হাসি মস্করার হুল্লোড়।

তারা মহাফূর্তিতে ব'লে উঠ্‌লো, "আমরা যদ্দিন আছি, তদ্দিন এটা টিকবে!"

কালিনা আইভানোভিচ্‌ ক্ষেপে আমার কাছে এসে দু'হাত ছুঁড়ে, তার পাইপ থেকে আগুনের ফিন্‌কি ছিটিয়ে চেঁচাতে লাগলো, "ঐ সব পরগাছা-গুলোর সঙ্গে কথা ব'লে লাভ কি?...অন্য লোকে যা' বানিয়েছে তা ভাঙ্‌তে ওদের কে শিখিয়েছে? ওদের বাপমা-রা! তারাও পরগাছা, তাদের এ জন্যে জেলে যাওয়া উচিত!"

তারপর একদিন ঝড় উঠ্‌লো। শিক্ষকতাচর্চার 'টানাদড়ি'র ওপর থেকে হঠাৎ আমার পা' ফস্‌কালো। শীতের এক সকালে আমি জাদোরভ্‌কে রান্না-

* ফিন্‌ল্যান্ডের।

ঘরের উনুনের জন্যে কাঠ চেলা করতে ব'লে ফক্কুড়ির সুরে উচ্চারিত অভ্যস্ত দুর্বিনীত জবাব পেলুম:

"তুই নিজে কর্‌গে যা না! ভগবান জানেন, তোর মতন কত লোক এখানে রয়েচে!"

ছোক্‌রাদের কারুর মুখ থেকে 'তুই' সম্বোধন পেলুম এই প্রথম। রাগে, ঘৃণায় আর গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে আমি হাত তুল্‌লুম। জাদোরভের একেবারে মুখের ওপর একটি প্রচণ্ড ঘুসি হাঁক্‌ড়ালুম। এত জোরে আমি মেরেছিলুম যে 'টাল্‌' সামলাতে না পেরে সে উনুনের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়্‌লো। তারপর তার কলার ধ'রে টেনে তাকে সত্যি সত্যি শূন্যে তুলে আবার দিলুম আর এক ঘা'! তারপর ফের তিন নম্বর ঘুসি!

অবাক্‌ হ'য়ে দেখলুম সে বিস্ময়ে, ভয়ে একেবারে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছে। মড়ার মতন ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়ে সে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপা হাত দিয়ে টুপিটা মাথা থেকে খুল্‌তে আর আবার মাথায় পরতে লাগলো। সে যদি তখন নাকি সুরে ব'লে না উঠ্‌তো "আমায় মাপ্‌ করুন, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌!" তা'হলে হয়ত আমি তাকে ঐ ভাবে মেরেই চল্‌তুম।

আমার রাগটা লাগাম ছিঁড়ে এমন প্রচণ্ডভাবে আমার মাথায় চ'ড়ে উঠেছিল যে প্রতিবাদের একটি 'টুঁ' শব্দ পর্যন্ত তখন কেউ করলে গোটা দলটার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তুম। তখন আমি খুন করবার জন্যে, ঐ 'ঠগ্‌'-এর ঝাঁকটাকে দুনিয়া থেকে একেবারে সাবাড় ক'রে দেবার জন্যে তৈরি! আগুন খোঁচাবার একটা লোহার ডাণ্ডা কী ক'রে আমার মুঠোয় এসে গেছ্‌লো। বাকি অন্য পাঁচজন হতবাক হ'য়ে তাদের বিছানার ধারে জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'বুরুন'টা ভয়ে ভয়ে তার কাপড় চোপড় সাম্‌লাচ্ছিল।

তাদের দিকে ফিরে আমি খাটগুলোর একটার পায়াতে সেই ডাণ্ডাটার বাড়ি এক ঘা' বসিয়ে দিলুম।

"হয় এই মুহূর্তে তোমরা সবাই বনে কাজ করতে যাবে, নয়তো এই কলোনি ছেড়ে যেখানে খুসি, জাহান্নমে, চ'লে যাবে!"

এই হুঙ্কারটি ছেড়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

যে চালাটার নিচে আমাদের যন্ত্রপাতি থাকতো সেখানে গিয়ে আমি একটা কুড়ুল তুলে নিলুম আর গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করলুম ছেলেগুলো আমার পেছনে পেছনে গিয়ে প্রত্যেকেই একটা ক'রে কুড়ুল আর করাত বেছে নিলে। আমার মনের ওপর দিয়ে একবার চট্‌ ক'রে খেলে গেলো যে এমন দিনটাতে ছেলে-

গুলোর হাতে কুড়ুল দেওয়াটা ঠিক হচ্চে না। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। তারা যা' যা' দরকার তখন তা সব নিয়ে ফেলেচে।

আমি কিন্তু তখন আমার সংযমের শক্তির শেষ সীমায় পোঁছে গেছি।

"যা ঘটে ঘট্‌বে, আমি তৈরি"—এই তখন আমার মনোভাব। ঠিক ক'রে নিয়েচি তখন আমি, যে—সস্তায় তা ব'লে প্রাণটা দেবো না। তাছাড়া পকেটে ত' রিভলভারটা আছেই!

বনের পথে রওনা হলুম সবাই। কালিনা আইভানোভিচ্‌ আমাকে পেছনে ফেলে গভীর উত্তেজনায় বিড়্‌বিড়্‌ ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গেলঃ

"হোলো কি? ভগবান! এদের হঠাৎ এমন 'বাধ্য' ক'রে তুল্‌লে কিসে?"

'প্যান্‌'-এর সেই নীল চোখ দুটোর দিকেই শুধু তাকিয়ে থেকে আমি জবাব দিলুমঃ

"ব্যাপার খারাপ বুড়্‌ঢা! আমার জীবনে এই প্রথম আমি আপন-মানুষের গায়ে হাত তুললুম!"

"ভগবান!" ব'লে উঠ্‌লো কালিনা আইভানোভিচ্‌, "আর যদি ওরা নালিশ করে?"

"শুধু কি তাই!"

কিন্তু আমি অবাক হ'য়ে গেলুম, যখন দেখলুম সব কিছুই বেশ ছিম্‌ছাম রকমে এগিয়ে চললো। ছেলেগুলোর সঙ্গে আমি খাওয়ার সময়ের আগে পর্যন্ত সবচেয়ে বেঁটে পাইন গাছগুলোকে কাটার কাজ চালিয়ে গেলুম। তারা যদিও একটু মনমরা হ'য়েই ছিল, তবু বরফে কন্‌কনে সেই হাওয়া, চূড়োয় বরফ-মোড়া চমৎকার পাইন গাছগুলো আর একসঙ্গে পরিশ্রম করার দরুণ একাত্মার অনুভূতির সঙ্গে কুড়ুল-করাতের ছন্দের একটা সম্মিলিত প্রভাব অনুভব করা গেল।

তারপর যখন কাজ থামাবার হাঁক দেওয়া হোলো তখন সবাই বেশ আত্ম-সচেতন ভাবেই আমার এগিয়ে-ধরা কড়া তামাকের পুঁজির ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লো। আর জাদোরভ পাইন গাছের মাথার দিক লক্ষ্য ক'রে মুখ থেকে ধোঁওয়া ছেড়ে হঠাৎ হাসিতে ভেঙে প'ড়ে বল্‌লেঃ

"আজ বেশ 'আচ্ছা-রকম' হ'লো!"

তার হাসিমাখা রাঙা মুখখানা দেখে বেশ তৃপ্তি পেলুম। তার দিকে হাসি-মুখে না তাকিয়ে পারলুম না।

"কি আচ্ছা-রকম?—কাজটা?"—আমি জিগ্যেস করলুম।

"কাজ ঠিক আছে। আমি বলছিলুম আপনি আমায় যে ঠ্যাঙানিটা দিলেন!"

ছেলেটা ছিল লম্বা চওড়া মজবুত গড়নের। কাজেই তখনও তার হাসবার ক্ষমতা ছিল। এই রকম একটা ষণ্ডা ছেলের গায়ে হাত তোলার সাহস আমার কি ক'রে হ'য়েছিল ভেবে আমি অবাক হলুম।

আর এক ঝলক হাসি হেসে সে কুড়ুলটা তুলে নিয়ে একটা গাছের কাছে গিয়ে বল্‌লেঃ

"কী মজা! উঃ কী মজা!"

আমরা সবাই একসঙ্গে ব'সে, চমৎকার ক্ষিদের মুখে বেশ হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই খাওয়া সারলুম। সকালের ঘটনার কথা কেউই তুল্‌লে না।

তবু, একটু বিব্রত বোধ করলেও, আমি কিন্তু আমার অধিকার খর্ব না করার সংকল্প নিয়ে, খাওয়ার পরে আবার দৃঢ়ভাবে হুকুম চালিয়ে গেলুম।

ভলোকভ্‌ দে'তো হাসি হাসলে, কিন্তু জাদোরভ্‌ আমার কাছে এগিয়ে এসে গম্ভীরভাবে বল্‌লেঃ "আমরা ততটা খারাপ ছেলে নই, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌! সব ঠিক হ'য়ে যাবে! আমরা বুঝি..."

৩

আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজনের বর্ণনা

পরের দিন আমি ছেলেগুলোকে ডেকে বললুম, "দেখো! শোবার ঘর পরিষ্কার রাখ্‌তেই হবে! তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে 'মনিটর' ঠিক কর। আর, একমাত্র আমার অনুমতি পেলে তবেই তোমরা শহরে যেতে পাবে। বিনা অনুমতিতে কেউ গেলে তার আর ফেরার জন্যে কষ্ট করার দরকার নেই, কেননা তাকে আর এখানে ঢুক্‌তে দেবো না।"

"শুনুন!" চেঁচিয়ে উঠ্‌লো ভলোখভ্‌, "আপনি কি আর একটু হাল্‌কা-ভাবে আমাদের দাবাতে পারেন না?"

"দেখ বাপু, তোমরা নিজেরাই বেছে নাও," আমি বললুম। "ঐটুকুই আমি করতে পারি! কলোনিতে নিয়ম মানা চাইই। তোমাদের ভাল না লাগে, অন্য কোথাও পথ দেখো। কিন্তু যারা থাকবে, তাদের নিয়ম মানতেই হবে। তোমরা যা-ই ভেবে থাকো, আমরা এখানে চোরের আড্ডা চালাতে পারবো না।"

"হাত মেলান!" আমার দিকে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে জাদোরভ্‌, —"আপনার কথাই ঠিক! ভলোকভ্‌, তুই থাম্‌! তুই এসব ব্যাপারে একদম হাঁদা। আমাদের এখন কিছুদিন এখানে থাকতেই হবে। জেলের চেয়ে সেটা ঢের ভালো না?"

ভলোকভ্‌ জিগেস করলে, "আর লেখাপড়াও কি করতেই হবে?"

"আলবৎ!"

"আমার যদি পড়তে ভাল না লাগে? ওতে আমার লাভ কি?"

"ইস্কুলে হাজরি দিতেই হবে; পছন্দ হোক্‌ আর নাই হোক্‌। জাদোরভ্‌ এখুনি তো তোমায় 'হাঁদা' ব'ল্‌লে। তোমায় কিছু শিখে একটু বিজ্ঞ হ'তে হবে তো!"

ভলোকভ্‌ এমনভাবে মাথা নাড়্‌লে যে দেখলে হাসি পায়। "এখন

আমাদের এসব মেনে নিতেই হবে।"

জাদোরভের সঙ্গে যে-ঘটনাটা ঘটে গেছ্‌লো সেটা নিয়মের ব্যাপারটার মোড় ঘুরিয়ে দিলে। আমায় মান্‌তেই হবে যে বিবেকের খোঁচা আমায় বিব্রত করলে না। বেশ কথা, আমি আমার ছাত্রদের একজনকে ঠেঙিয়েছি। শিক্ষণ-তন্ত্রের দিক থেকে জিনিসটা অন্যায় হয়েচে; বে-আইনিও যে হয়েচে সেটাও আমি তীব্রভাবেই অনুভব করিচি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝিছি যে কর্তব্যের সামনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেক সময়ে শিক্ষণতন্ত্রকে প্রয়োজনের তাগিদের কাছে মাথা নোওয়াতেও হয়। আমি দৃঢ় সংকল্প এ'টে নিলুম যে অন্য উপায়ে কাজ না হ'লে আমি হুকুমের জোরই খাটাবো। দিন কয়েক বাদেই ভলোকভ্‌-এর সঙ্গে আমার বেধে গেল। সে তখন মনিটর, অথচ সে শোবার ঘর পরিষ্কার রাখতে পারেনি। এ জন্যে ধমক খেয়েও সে কাজটা করতে গররাজি হোলো।

আমি তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললুম, "আমাকে বেশি ক্ষেপিও না বল্‌ছি। যাও, সাফ্‌ করো!"

"যদি না করি তাহলে আমার চোখে একটা ঘুসো লাগাবে, তাই না? কিন্তু মারবার কোনও অধিকার তোমার নেই!"

আমি তার কলার চেপে ধ'রে তাকে সাম্‌নে টেনে এনে যতদূর পারা যায় আন্তরিক চাপা গলায় তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বল্‌লুমঃ

"শোনো! আগেই তোমায় যথেষ্ট সাবধান ক'রে দিচ্ছি! আমি তোমার চোখে মাত্র একটা ঘুসি মেরে ছেড়ে দেবো না। এমন ঠ্যাঙানি দেবো যে সারা-জীবন গায়ে দাগ থাকবে! তারপর তুমি গিয়ে নালিশ কোরো। তাতে যদি আমি জেলে যাই, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।"

ভলোকভ্‌ মোচড় মেরে আমার মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিন্তিতের মতন্‌ বল্‌লেঃ

"ওইটুকুর জন্যে জেলে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি ঘর পরিষ্কারই করবো; গোল্লায় যাও তুমি!"

আমি গর্জে উঠ্‌লুম, "আমার সঙ্গে ওভাবে কথা কইবার মতন আস্পর্ধা দেখিও না!"

"বেশ, কি রকম ক'রে তোমার সঙ্গে কথা কইতে হবে শুনি? তুমি... ইয়ে......"

"বলো, দিব্যি গালো তুমি, বদ্‌ ভাষা মুখে আনো একবার, দেখি!"

হঠাৎ সে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হাসিতে ভেঙে পড়্‌লো।

"কী লোক!" সে ব'লে উঠ্‌লো, "বেশ বেশ, আমি ঘর সাফ্‌ ক'রে দিচ্ছি, আমায় আর তাড়া মারবেন না!"

একথা মনে করা উচিত হবে না যে, আমি ভেবেছিলুম আমি দৈহিক শক্তি প্রয়োগে নিয়ম মানাবার একটা চরম উপায় আবিষ্কার করেছি। জাদোরভের ব্যাপারটাতে তার যতটা ক্ষতি না হয়েছিল, তার চেয়ে আমার ক্ষতি হয়েছিল ঢের বেশি। আমারই মনে দিনরাত একটা ভয় লেপ্‌টে থাকছিল পাছে ঝঞ্ঝাট এড়াবার সহজ রাস্তাটা ধরাই আমার অভ্যেস হয়ে যায়। লিডিয়া পেত্রোভ্‌না সোজা গম্ভীরভাবে আমার সমালোচনা করলেঃ

"আপনি তাহলে শেষ অবধি একটা উপায় আবিষ্কার করলেন? ঠিক সেই সেকেলে ইস্কুলের মতন, তাই না?"

"আমাকে একা থাক্‌তে দাও, লিডচ্‌কা!"

"না না। কিন্তু সত্যি? আমরা তা'হলে ওদের মারবো? আমিও মারতে পারি তো? না কি এটা শুধু আপনারই একচেটে অধিকার?"

"পরে আমি তোমায় জানাবো, লিডচ্‌কা। এখনও আমি নিজেই জানি না। আমায় সময় দাও!"

"বেশ! আমি অপেক্ষা করতে জানি।"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না কটা দিন ভুরু কুঁচ্‌কে বেড়ালে। আমার সঙ্গে খুব নম্রভাবেই কথা বল্‌তো, কিন্তু বেশ একটু যেন দূরত্ব বজায় রেখে। এইভাবে পাঁচ দিন কেটে যাবার পরে একদিন সে তার স্বাভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যভরা হাসি মুখে জিগ্যেস করলেঃ

"কী রকম লাগ্‌ছে আপনার?"

"ধন্যবাদ! ভালই আছি।"

"এই ব্যাপারটার সবচেয়ে খারাপ দিক কী তা জানেন?"

"খারাপ?"

"হাঁ। সেটা হ'চ্ছে ছেলেরা যেভাবে আপনার ঐ কাণ্ডটার কথা বলে, তা'। তারা সবাই আপনাকে ভালবাসতে শুরু ক'রেচে। বিশেষ ক'রে জাদোরভ্‌। এর মানে যে কী তা' আমি বুঝ্‌তে পারছি না। এটা কি দাস মনোভাবের অভ্যেস্‌ থেকে এলো?"

জবাব দেবার আগে আমি একটু ভেবে নিয়ে তারপর বল্লুমঃ

"না, তা' নয়। দাস মনোভাবের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এ নিশ্চয়ই অন্য কিছু। আরও গভীরে তাকিয়ে দেখা যাক্‌। মোটের

ওপর জাদোরভ্ আমার চেয়ে বলবান্। সে আমাকে একটি ঘুসিতে শুইয়ে দিতে পারে। তাছাড়া ভয়টয় তার কিছুই নেই, যেমন বুরুন বা বাকি অন্য কারোও নেই। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ও-ঠ্যাঙানিটাকে ওরা মনে রাখেনি। মনে রেখেচে যেটাকে সেটা হচ্চে মানুষের উত্তেজনাটা, তার উগ্রমূর্তিটা। ওরা ভালই জানে ওদের মারবার আমার মোটেই দরকার ছিল না। আমি অতি সহজেই জাদোরভ্‌কে, 'সংশোধনের অযোগ্য' ব'লে কমিশনের কাছে ফেরত পাঠাতে পারতুম। সবদিক দিয়ে ওদের অবস্থাকে তিক্ত ক'রে তুল্‌তে পারতুম। কিন্তু আমি সে সবের কিছুই করিনি। আমি এমন একটা পথ বেছে নিয়েছিলুম যেটা আমার নিজের পক্ষে বিপজ্জনকই ছিল। তবে এই উপায়টা অনেক বেশি মানবতাপূর্ণ—ব্যুরোক্রাটিক উপায় এটা নয়। আর বলতে কি, আমাদের এই কলোনিটা সত্যিই ওদের দরকার। ব্যাপার অতো সোজা নয়। তাছাড়া ওরা তো দেখ্‌চেও যে, আমরা ওদের জন্যে কতটা করচি। ওরাও তো মানুষই। আর এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না চিন্তাকুলভাবে বললে, "হয়তো আপনার কথাই ঠিক।"

কিন্তু তখন আর দার্শনিকের মতো চিন্তা করার সময় ছিল না। হপ্তা-খানেক বাদে ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি একটা আসবাব্‌বওয়া গাড়ি ক'রে শহরে গিয়ে একেবারে নেংটি পরা পনেরো জন সত্যিকার চালচুলোহীন ভবঘুরেকে নিয়ে এলুম। তাদের চান করানো, যা হয় কিছু পরতে দেওয়া, চুলকনা সারিয়ে তোলা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের প্রচুর কাজ জুটলো। মার্চ মাস নাগাদ কলোনিতে ছোকরার সংখ্যা দাঁড়ালো তিরিশ। তাদের বেশির ভাগই ছিল ভীষণ রকমের 'অবহেলিত' ছেলে। একেবারে বুনো জানোয়ার বিশেষ—সমাজ শিক্ষানীতির আদর্শ পরিপূরণের দিক দিয়ে মোটেই আশাপ্রদ উপকরণ নয়। ছেলেদের মধ্যে যে-ধরনের সৃজনীগুণ থাক্‌লে বলা হয় যে ছেলেটার মনের গতিটাকে বিজ্ঞানীদের মনের গতির সমপর্যায়ে আনা চল্‌বে —এই ছোকরাগুলোর মধ্যে তার বিন্দু বিসর্গ ছিল না।

শিক্ষক সংখ্যার দিক দিয়েও আমাদের কলোনি আরও সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। মার্চ নাগাদ আমাদের ওখানে দস্তুর মত একটা শিক্ষক সমিতিই গ'ড়ে উঠ্‌লো। কলোনির সবাইকে 'তাক্' লাগিয়ে দিয়ে ওখানে একদিন এসে হাজির হোলো আইভানোভিচ্ ওসিপভ্ আর তার বউ নাটালিয়া মার্‌কোভ্‌না—সঙ্গে তাদের মস্ত 'লটবহর'। কৌচ্, চেয়ার, আলমারি আর কত রকমের যে পোষাক, কত যে থালা! ওসিপভ্‌দের থাকবার ঘরের দরজায় যখন এইসব মাল-পত্তর জমা

হোলো তখন আমাদের 'জিম্মি'গুলো গভীর আগ্রহের সঙ্গে তা দেখ্লে। এদের এই আগ্রহটা মোটেই বস্তুনিরপেক্ষ নয়! তাই আমার ভয় হোলো যে এই ঘটা ক'রে দেখানো সম্পত্তিগুলো হয়তো শেষ পর্যন্ত বাজারের দোকানে গিয়ে ঠাঁই পাবে!

এক সপ্তাহ বাদে ওসিপভ্দের সম্পত্তির ওপরের ওই আগ্রহটার মোড় আবার অন্যদিকে ফিরলো। কলোনির জন্যে একজন 'গৃহিণী' এসে হাজির হলেন। ইনি অত্যন্ত মধুর প্রকৃতির সরল স্বভাবা মানুষ, তবে একটু বেশি কথা বলেন। এঁর সম্পত্তির তালিকায় ওসিপভ্দের মতন অতো দামি জিনিস-পত্তর না থাকলেও কতকগুলো বড্ড বেশি লোভনীয় জিনিস ছিল। যেমন, প্রচুর ময়দা, জার ভর্তি নানা রকমের জ্যাম আচার ইত্যাদি, কতকগুলো চমৎকার ছোট্ট বাক্স আর এমন কতকগুলো পেট মোটা পুঁটুলি, ব্যাগ্ আর থলি-টলি—শুধু বাইরে থেকেই যার গড়ন দেখে আমাদের ছোকরাগুলোর তৈরি চোখগুলো আঁচ করতে পারলে যে সেগুলোতে যা কিছু আছে তা সব ভাল ভাল মালই বটে।

'গৃহিণী' মানুষটি তার ঘরখানাকে বেশ ছিমছাম ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে—একেবারে প্রবীণা গৃহিণীরই মতন। তার হরেক রকমের ব্যাগ আর বাক্সগুলোকে সে ঘরের কোণে কোণে আর তাক্গুলোতে সাজিয়ে রাখলে—যে তাক্গুলো 'আদ্যিকাল' থেকে এই ধরনের জিনিস বইবার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে ছিল। আর অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কয়েকটি ছোকরার সঙ্গে এই গিন্নিটির খুব ভাব জ'মে উঠলো। এই ভাবটা জম্লো দু'পক্ষেরই সুবিধের মুখ চেয়ে। ছেলেগুলো তাকে জ্বালানি কাঠ এনে দিতো, তার সামোভার তদারক করতো, আর তার বদলে সে তাদের মাঝে মাঝে চা খাওয়াতো, তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করতো।

আমাদের কলোনিতে গিন্নি মানুষের (হাউস্ কীপার) সত্যি সত্যি কোনও দরকার ছিল না। আমরা ছিলুম অবিশ্বাস্য রকমের গরীব। যে কটা ঘরে আমাদের কর্মীদল বাস করতো সেগুলো বাদে ঐ গোটা বাড়িটার মধ্যে আমরা কেবল লোহার দুটো চোঙা উনুন সমেত একটা বড় শোবার ঘর মেরামত করাতে পেরেছিলুম। এই ঘরটায় ছিল তিরিশটা তাঁবুর খাটিয়া আর তিন-খানা টেবিল যার ওপর ছেলেরা খেতো, আবার পড়াশোনাও করতো। আর একটা বড় শোবার ঘর, একটা খাবার ঘর, দুটো ক্লাসরুম আর একটা অফিস ঘর তখনও মেরামত করানো বাকি।

শোবার কাপড়-চোপড় আমাদের ছিল একপ্রস্থ ক'রে গোটা, আর 'আধা'

এক প্রস্থ। এ ছাড়া অন্য সুতী কাপড় আর কিছুই ছিল না। পরনের কাপড়ের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাও জুটেছিল জনশিক্ষা দপ্তর আর অন্য সব দপ্তরের কাছে অসংখ্যবার আবেদন নিবেদন ক'রে, তবেই।

গ্যুবেনির্য়া জনশিক্ষা দপ্তরের যে বড়কর্তা অতোটা মনের জোরের সঙ্গে কলোনিটার পত্তন করিয়েছিলেন তিনিই গেলেন অন্য কাজে বদ্‌লি হ'য়ে। তাঁর জায়গায় নতুন যিনি এলেন, তাঁর ছিল এর চেয়ে দরকারি অন্য মেলা কাজ; আমাদের সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মাথাব্যথাই ছিল না।

উন্নয়নের যে স্বপ্নটা আমরা দেখ্‌তুম তার ওপর গ্যুবেনির্য়া জনশিক্ষা দপ্তরের আবহাওয়াতে মায়াদয়ার লেশমাত্র ছিল না। সে সময়টাতে গ্যুবেনির্য়া জনশিক্ষা দপ্তরে ছোট বড় বিরাট সংখ্যক ঘরও ছিল, তাতে সব রকমের মানুষও ছিল; কিন্তু ওখানে শিক্ষণ সম্পর্কে গঠনমূলক কর্মীসঙ্ঘ বল্‌তে, যত টেবিল ছিল, তত লোকও ছিল না—আর ততটা জায়গাও ছিল না। নড়্‌বড়ে, ওপরের তক্তার কাঠগুলো এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো, কোন্‌কালে তার রঙ্‌ কালো ছিলো না লাল ছিলো বোঝ্‌বার যো' নেই এমন ধরনের এইসব 'একদা আসবাব্‌ ব'লে পরিচিত' 'ডেস্ক্‌' ড্রেসিং-টেবিল আর তাস খেলার টেবিলগুলো যে-যার পেছনের দেওয়ালের গায়ে-সাঁটা নোটিশের ধ্বজা তুলে নানা বিভিন্ন বিভাগের অস্তিত্ব ঘোষণা করতো। আর, সেই সব টেবিলের ধারে যেসব চেয়ার ছিলো সেগুলোরও হরেক রকমের গড়নের 'ছাঁদে'র মধ্যে মিলের নামগন্ধও ছিল না। প্রত্যেকটাই আলাদা গড়নের! বেশির ভাগ টেবিলেই মানুষ থাক্‌তো না। কারণ টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া মানুষগুলোর সম্পর্কে যেন নিয়মই ছিল এই যে, তারা আসলে যতটা না নিজের নিজের বিভাগের কর্মী তার চেয়ে ঢের বেশি দায়িত্ব ছিল তাদের অন্য কোনও কমিসারিয়েটে গিয়ে হিসাবরক্ষক বা অন্য কোনও পদের কাজ করার। কাজেই দৈবাৎ কোনও টেবিলে কোনও কর্মীকে হঠাৎ আবির্ভূত হ'তে দেখ্‌লেই—যারা এতক্ষণ কখন নিজের পালা পড়বে এই আশায় 'হা-পিত্যেশ' ক'রে অপেক্ষা করছিল, তারা হুড়মুড়্‌ ক'রে এসে ভিড় জমিয়ে ফেল্‌তো। তার পরেই যে 'সংলাপ' শুরু হোতো তা' ঐটেই বাঞ্ছিত 'বিভাগ' কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন, ও টেবিলটা না হ'লে কোন্‌ টেবিলে যেতে হবে,—যদি যেতে হয়, তাহলে কেন যেতে হবে ?—ইত্যাদির মধ্যেই সীমা-বদ্ধ থাকতো। আবার যদি এটা বাঞ্ছিত বিভাগ না হ'তো তাহলে এ প্রশ্নও বর্ষিত হোতো যে, 'গত শনিবারে ঐ ও-টেবিলটায় যে কম্‌রেড্‌টি ব'সে ছিলেন তিনি কেন তবে ব'লেছিলেন যে এইটাই সেই বিভাগ ?' প্রশ্নের এই সমস্ত বিভিন্ন দফার সদুত্তর দান ক'রে ঐ বিভাগীয় কর্তাটি হয়ত 'হাওয়া বোঝবার'

জন্যেই একটু স'রে দাঁড়াতেন, তারপরেই নক্ষত্রগতিতে সেখান থেকে চম্পট দিতেন।

টেবিলগুলোর ধারে ধারে ঐভাবে দিশেহারার মতো ঘোরাঘুরি ক'রেও শেষ অবধি আমরা আসল 'কোথাও' পৌঁছতে পারতুম না। কাজেই ১৯২১ সালের শীতকালে আমাদের কলোনিটাকে আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব'লে চেনবার জো রইলো না। তখন ছেঁড়া তালিমারা জ্যাকেটে ছেলেগুলোর গা কোনও মতে শুধু ঢাকা পড়লেও জীর্ণ শার্টের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্বের চিহ্ন কদাচিৎ কোনও ছেলের অঙ্গে দেখা যেতো। ছেলেদের প্রথম যে দলটার অতো পোষাকের 'জমক' ছিল তাদেরও সেই বৈশিষ্ট্যটা বেশিদিন বজায় রইলো না। কবে কেমন ক'রে তাদেরও পোষাকের চরম দুর্গতি ঘ'টে গিয়ে তারাও অন্য ছেলেগুলোর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। কাঠকাটা, রান্নাঘরের কাজ, ধোবিখানার কাজ ইত্যাদি যেসব কাজ শিক্ষণীয় বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলোর ফলটাও বেচারাদের কাপড়চোপড়ের অবস্থাকে বড়ই শোচনীয় ক'রে তুলেছিল। মার্চ মাস নাগাদ আমাদের ছেলেগুলোর অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে তখন তারা ডারগোমিঝ্স্কির 'ওয়াটার পিক্সি' নাটকের 'কলওয়ালা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ যে-কোনও অভিনেতার পর্যন্ত ঈর্ষার উদ্রেক করতে পারতো। 'বুট' আর তাদের মধ্যে বড় কারুর ছিল না। বেশির ভাগ ছেলেই পায়ে সুতির কিংবা লিনেনের ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে তার ওপর একটা দড়ি বেঁধে নিয়ে বেড়াতো। এমন কি এই প্রাক্‌সভ্য ধরনের পদাবরণ বানিয়ে নেবার উপযুক্ত যথেষ্ট ন্যাকড়ারও অভাব ছিল।

আমরা যা খেতুম তার নাম ছিল 'কোন্‌ডিওর'*। অন্য ধরনের পুষ্টিকর আহার যা জুটতো তা এতই নগণ্য যে তা ধর্তব্যই নয়। সে সব দিনে নানা বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য-বরাদ্দের ব্যবস্থা চালু ছিল; যথাঃ সাধারণ বরাদ্দ, বর্ধিত বরাদ্দ, দুর্বল লোকেদের জন্যে বরাদ্দ, সুস্থ লোকদের জন্যে বরাদ্দ (রেশন), শিশুদের বরাদ্দ, স্যানাটোরিয়ামের বরাদ্দ, হাসপাতালের বরাদ্দ। নানা ফন্দী-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে, ভিক্ষা ক'রে, চতুর কুটিলতার সাহায্যে, আমাদের লক্ষ্মী-ছাড়া চেহারা দেখিয়ে করুণার উদ্রেক ক'রে, এমন কি ছেলেদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে ব'লে ভয় দেখিয়েও আমরা এক আধ 'ক্ষেপ্' কখনও বা স্যানা-টোরিয়াম রেশন কখনও বা অন্য কোনও রকম টুকরোটাকরা মঞ্জুরী আদায় ক'রে নিতুম। ঐ রেশনগুলোতে একটু 'বাহার' ছিল; অর্থাৎ ওতে দুধ, বেশি ক'রে স্নেহপদার্থ আর শাদা রুটি দেবার কথা ছিল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু আমরা

* জোয়ারের ছাতুর তৈরি এক ধরনের তরল লপ্‌সি

সে সবের কিছুই পেতুম না; তবে তার বদলে কিছুটা বাড়তি কালো রুটিরই বরাদ্দ, একবার বা কিছু যই কি গমের শাঁস পেয়ে যেতুম। কিন্তু প্রতিমাসেই প্রায় আমাদের হার হোতো—একটা ক'রে 'কূটনৈতিক চাল' ফেঁসে গিয়ে। সুতরাং তাতে ঐ 'স্বর্গসুখ'টুকু খুইয়ে আবার আমাদের অবস্থাটা মরজগতের সাধারণ মানুষগুলোরই সামিল হ'য়ে দাঁড়াতো। আবার তখন আমাদের গোড়া থেকে শুরু করতে হোতো—প্রকাশ্য এবং গোপন কূটচাতুর্যের জাল বোনা। কখনও বা আমরা সত্যি সত্যি মাংস, ধোঁয়ার-রাঁধা মাছ এবং মিছ্রির রেশন যোগাড় ক'রে ফেলতুম। কিন্তু পরে আবার সেটা সহ্য করা বড্ড বেশি কঠিন হ'য়ে উঠতো—যখন শেষ পর্যন্ত টের পাওয়া যেতো যে ও-ধরনের বিলাসিতায় অধিকার কেবল মানসিক শক্তিতে যাদের ঘাট্তি আছে তাদেরই, নৈতিক চরিত্রে যাদের ঘাট্তি আছে তাদের কোনও অধিকার নেই।

মাঝে মাঝে, শিক্ষাবিভাগের গন্ডী কাটিয়ে আমরা অন্য বিভাগের কাছে গিয়েও খাবার আদায় ক'রে আনতুম। যেমন, গ্যুবের্নিয়া সরবরাহ কমিসারিয়েট কিংবা ফার্স্ট রিজার্ভ আর্মি কিংবা অল্পবিস্তর ঐ জাতীয়ই সব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। নিয়মবিরুদ্ধ এরকম 'পথভ্রংশে' জনশিক্ষাবিভাগের গুরুতর অসমর্থন ছিল ব'লে আমাদের খুব গোপনেই কাজ সারতে হোতো।

আমাদের যেটুকু অস্ত্র ব্যবহার করতে হোতো তা হচ্ছে, সহজ কিন্তু সুস্পষ্ট এই কাহিনীটা একটা কাগজে লিখে নিয়ে যাওয়া—"কমবয়সী মন্দ ছেলেদের কলোনির অধিবাসীদের জন্যে একশো 'পুড্' রাই-ময়দার আবেদন।"

খোদ কলোনিতেই আমরা কখনও 'মন্দ ছেলে' বা 'অপরাধী' এই কথাগুলো ব্যবহার করিনি। আমাদের কলোনির কখনও ও-রকম নামও ছিল না। তখনকার দিনে আমরা 'নৈতিক পথভ্রষ্ট' ব'লে অভিহিত হতুম। কিন্তু ও-ধরনের নামে শিক্ষাবিভাগের 'গন্ধটা বড্ড বেশি ছিল ব'লে ঐ নাম নিয়ে অন্য বিভাগের কাছে উমেদারি করতে গেলে বিশেষ সুবিধে করতে না পারার ভয় ছিল।

লিখিত কাগজের ঐ অস্ত্রখানি সম্বল ক'রে আমি যুৎসই কোনও বিভাগের বারান্দায়, প্রধান অফিসারটির দোরের ঠিক সামনেটিতে গিয়ে ঘাঁটি নিতুম। ঐ দরজার মধ্যে দিয়ে অভ্যাগত মানুষদের একটি অবিরাম স্রোত সর্বদাই চলতো। মাঝে মাঝে অফিসে এত ভিড় হোতো যে তখন ইচ্ছে করলে যে-কেউ ঢুকে পড়তে পারতো। আর ভেতরে একবার ঢুকে পড়তে পারলে তখন শুধু ঠেলেঠুলে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে টেবিলে-বসা কর্তাটির কাছে এগিয়ে গিয়ে নীরবে তাঁর হাতে কাগজটি গুঁজে দেওয়ার ওয়াস্তা।

সরবরাহ বিভাগের কর্তারা সাধারণতঃ শিক্ষা বিভাগের অতশত খুঁটি-

নাটির মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল থাকতেন না এবং প্রায়ই বুঝতে পারতেন না যে 'কমবয়সী মন্দ ছেলে'দের সঙ্গে শিক্ষাবিভাগের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে। তা ছাড়া 'কমবয়সী মন্দ ছেলে'—এই কথাগুলোর মধ্যে মানুষের মনের ভাবপ্রবণ জায়গাটায় ধাক্কা দেবার বেশ জুতও ছিল। সেই জন্যে বড় জোর নেহাৎ ক্বচিৎ কখনোই, হয়ত কোথাও কোনও কর্তা আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একবার বলতেন, "আমাদের কাছে আসতে কে বল্লে আপনাদের? আপনাদের জনশিক্ষা দপ্তরে দরখাস্ত দিন গে!"

কিন্তু বেশির ভাগই যা ঘট্‌তো তা' এই যে, কর্তাব্যক্তিটি খানিকটা চিন্তা ক'রে আমাদের একপ্রস্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেনঃ "আপনাদের সরবরাহ বরাদ্দ কাদের যোগাবার কথা? জেলের কর্তাদের?"

"আজ্ঞে না, জেলের কর্তারা তো আমাদের দেন না! আমাদের ছেলেরা তো সব নাবালক, বুঝছেন না?"

"তা হ'লে কারা দেয়?"

"মানে—বুঝ্‌লেন—সেটা এখনও স্থিরই হয়নি।"

"স্থিরই হয়নি কি বলচেন মশাই? এ তো ভারি অদ্ভুত কথা!"

জবানবন্দী এই পর্যন্ত এগোবার পর হয়ত কর্তাটি তাঁর লেখবার প্যাডের ওপর গোটাকয়েক কথা লিখে নিয়ে বললেন, হপ্তা খানেক পরে আবার দেখা করতে।

আমি হয়ত তখন বললুম, "তাহলে, এ ক'টা দিন আমাদের চলবার মতন অন্তত 'পুড্‌' বিশেক যাতে পাই তার ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

"কুড়ি 'পুড্‌' দিতে পারবো না—আপাততঃ আপনারা পাঁচ পুড্‌ পেতে পারেন। তারপর আমি যত শিগগির পারি খোঁজখবর করে দেখছি।"

পাঁচ পুড্‌ মোটেই যথেষ্ট নয়। আর কথাবার্তাটা যেদিকে মোড় নিলে তাতে—আমাদের প্ল্যানের সঙ্গে তার কোনও সামঞ্জস্য রইল না। এদিকে আমরা যে প্ল্যান ক'রে ওখানে গেছলুম তাতে কোনো রকম খোঁজ খবরের কোনো রাস্তাও রাখা হয়নি।

কাজেই এই ধরনের সাক্ষাৎ ও আলাপের দরুন গোর্কি কলোনির পক্ষে মেনে নেবার মত এইটুকু সুফল ফললো যে কর্তাটি আমাদেরকে আর কোনও রকম অসুবিধাজনক প্রশ্নে বিব্রত না ক'রে, বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের কাগজখানি নিয়ে, তার একটি কোণে একটি মাত্র কথা লিখে দিলেন, "মঞ্জুর!"

যেই না ওটা পাওয়া, অমনি আমি সোজা কলোনিতে দৌড়লুম।

"কালিনা আইভানোভিচ্‌! অর্ডার মিলেছে! একশো পুড্‌! জল্‌দি

জনকয়েক লোক জোগাড় ক'রে ওরা কোনো রকম খোঁজখবর করবার মত সময় পাবার আগেই মালটা এনে ফেলো।"

কালিনা আইভানোভিচ্ মহা আহ্লাদে কাগজখানার ওপর ঝ‍ুঁকে পড়লো।

"একশো পুড্! ভাবো একবার! কোথা থেকে আসচে?"

"দেখচো না? গুবের্নিয়া কমিসারিয়েট্—গুবের্নিয়া আঞ্চলিক সীমানা নির্ধারণ দপ্তরের সরবরাহের জন্যে!"

"সেটা আবার কী ব্যাপার? কিন্তু ওসব ভাবনাতেই বা কাজ কি? এলেই হোলো—তা' সে যেখান থেকেই কেন আসুকগে না!"

মানুষের সবচেয়ে আগে দরকার অন্ন। সেই জন্যেই আমাদের পোষাকের অবস্থাটা আমাদের কাছে অন্নসমস্যার মত অতখানি তীব্র দুশ্চিন্তার কারণ হয়নি। আমাদের 'জিম্মি'গুলোর জঠরে সব সময়েই থাকতো ক্ষিদের জ্বালা, আর তাইতেই তাদের নতুন ক'রে নীতিশিক্ষা দেবার কাজটা দস্তুরমত জটিল হ'য়ে উঠেছিলো। আবার তারা নিজেরা চেষ্টাচরিত্র করেও যেটুকু জুটিয়ে নিতে পারতো তাতেও তাদের ক্ষিদের বিশেষ কিছুই মিটতো না।

তাদের নিজেদের চেষ্টায় খাবার জোটাবার একটা 'প্রকরণ' ছিল মাছধরা। শীতকালে এ-কাজটিতেও খুব কষ্ট ছিল। সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল গ্রামের লোকরা আমাদের হ্রদে আর কাছাকাছি একটা ছোট নদীতে মাছ ধরবার যে 'ইয়াতেরি' (চারমুখো পিরামিডের আকারের এক ধরনের জাল) পেতে রাখতো তাই থেকে চুরি ক'রে মাছ ধরা। আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের বশে আর নিজেদের সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে একটা টনটনে জ্ঞান ছিল বলেই ছেলেগুলো নেহাতই জালগুলোকে আর চুরি করতো না। কিন্তু শেষ অবধি একদিন তাদের একজন এই 'সোনার নিয়ম'টাও ভেঙে বসলো।

নিয়ম ভাঙলে 'তারানেৎস্'। ষোলো বছর বয়েস, ছিপছিপে;—মুখে বসন্তের দাগ; ফুর্তি-বাজ আর ফোক্কড় এই ছেলেটা ছিল একটা ডাক-সাইটে চোরের বংশের ছেলে। খুব জোগাড়ে ছেলে ছিল সে। ব্যক্তিগত উৎসাহেরও তার অভাব ছিল না; কিন্তু নিজের দলেরই আর-পাঁচজনের ভালমন্দকেও সে 'থোড়াই কেয়ার' ক'রেই চলতো। নদী থেকে গোটাকতক 'ইয়াতেরি' চুরি ক'রে সে কলোনিতে নিয়ে এলো। জালের মালিকরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হোলো। তারপর অনেক কেলেঙ্কারির পর ব্যাপারটা চুক্‌লো। এর পর থেকে ঐ চাষীজেলেরা তাদের জাল পাহারা দিতে শুরু করায় আমাদের এই মাছ-শিকারীদের পক্ষে আর জালের মাছ লুঠে কিংবা হাতসাফাই ক'রে আনার সুবিধে রইল না। কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু তারানেৎস্ আর অন্য

কয়েকটা ছেলের মিলে খুব মেজাজের ওপরেই নিজেদের একটা ক'রে আপন জালের মালিক হয়ে পড়লো। বললে, ওদের শহরের কোন 'বন্ধু' নাকি ওগুলো ওদের দিয়েছে। এই জালগুলো পাওয়াতে আমাদের মাছ ধরায় খুব পশার জমে উঠলো। প্রথমটা মাছ খাবার মজাটা জুটতো বাছাই করা মাত্র জন-কয়েকেরই ভাগ্যে। কিন্তু শীতের শেষাশেষি তারানেৎস্ বোকার মতো আমাকেও ঐ নির্বাচিতদের দলে টান্‌বে ব'লে ঠিক করলে। এক প্লেট মাছ-ভাজা হাতে ক'রে সে আমার ঘরে ঢুকলো।

"আপনার জন্যে একটু মাছ এনেছি।"

"তাইত দেখছি, কিন্তু ওতো আমি নেবো না।"

"নেবেন না কেন?"

"কারণ সেটা অন্যায় হবে। কলোনির সকলকারই এর ভাগ পাওয়া উচিত।"

রাগে তারানেৎস্-এর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

"তারা কেন ভাগ পাবে? জাল আনলুম আমি, মাছ ধরলুম আমি, নদীতে ভিজে সারা হলুম আমি; আর খাবার বেলাতেই বুঝি সকলের সংগে ভাগ করে খেতে হবে?"

"বেশ কথা! মাছ তুমি ফিরে নিয়ে যাও। আমিও তো জাল আনিনি, ভিজেও সারা হইনি।"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে খেতে দিচ্ছি।"

"আমি কিন্তু ও বস্তু নিচ্ছি না। ব্যাপারটা আগাগোড়াই আমার পছন্দ নয়। এর মধ্যে যে একটা অন্যায় রয়েচে!"

"অন্যায়টা কি দেখলেন?"

"বলছি, কি অন্যায়ঃ জালগুলো তোমরা কেন নি; কিনেচো? তোমরা বলো, কে নাকি তোমাদের ওগুলো দিয়েচে!"

"সে তো ঠিকই!"

"তাহলে ওই জালগুলো কাদের জন্যে? শুধুই তোমাদের ক'জনের, না—গোটা কলোনির জন্যে?"

"বলেন কি আপনি?—গোটা কলোনির জন্যে? ওগুলো সে আমাকে দিয়েচে!"

"কিন্তু আমার বিবেচনায় ওগুলোতে আমার নিজের আর কলোনির প্রত্যেকটি মানুষের দাবি আছে। কার কড়াতে তোমরা মাছ ভাজো? তোমাদের নিজেদের? না—প্রত্যেকের! আর রাঁধুনি ঠাকরুণকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মাছ

ভাজবার জন্যে ওই যে সূর্যমুখীর তেলটুকু আদায় করো? ও তেল কার, তাও কি ভেবে দেখেচো? ওটাও তো সব্বাইকার! তারপর—কাঠ, উনুন, কেঁড়ে-বারকোষ বালতি? বলো, এর জবাবে কী বলবে? আমি তোমাদের ওই 'ইয়াতেরি'গুলো বাজেয়াপ্ত ক'রে এ ব্যাপারটা থামিয়ে দেবো। কিন্তু তোমাদের এই স্বার্থপর বুদ্ধিটাই সবচেয়ে খারাপ। জাল তোমাদের, তাতে হয়েচে কি? সঙ্গীরা রয়েছে, তাদের কথা ভাবতে হবে না? মাছ তো যে-কেউ ধরতে পারে!"

"ভালো," বললে তারানেৎস্, "যা' ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু এই মাছটুকু আপনাকে খেতেই হ'চ্চে!"

মাছ আমি নিলুম। আর সেই দিন থেকে, 'পালা'-করে সকলেই মাছ ধরতে লাগলো, আর ধরা-মাছগুলো সবই এজমালি রান্নাঘরে পাঠানো চলতে লাগলো।

বেসরকারী মহল থেকে খাবার জোগাড় করার আর একটা উপায় ছিল বাজারে ধাওয়া করা। রোজই কালিনা আইভানোভিচ্ 'ল্যাডি'কে—মানে আমাদের সেই 'কীরঘীজ্' পুঙ্গবকে—লাগাম পরাতো আর হয় খাবার আনতে যেতো, নয় রওনা হোতো সরকারী মহলগুলোতে হামলা করবার জন্যে। দু'তিনটে ছেলে, যাদের নিজেদের দরকারে শহরে যাবার থাকতো—হয়ত কারু চিকিৎসার প্রয়োজনে—নয়তো কোনও কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার তাগিদে —তারা সঙ্গে যাবার জন্যে ধরাধরি করতো; বলতো দরকার হ'লে তারা তো ল্যাডির মাথাটা চেপে ধরেও সাহায্য করতে পারবে। ভাগ্যবান এই ছোকরা-গুলো নিজেরা শহর থেকে ভরাপেটে ফিরতো এবং প্রায়ই সঙ্গীদের জন্যে এটা সেটা ভালোমন্দ নিয়েও আসতো। বাজারে গিয়ে এদের মধ্যে কেউ কোনও দিন ধরা পড়েচে, এমন ঘটনা একটাও ঘটেনি। এই সব 'অভিযান'-এর ফলে এরা যা কিছু হাতিয়ে আনতো তার প্রত্যেকটি সম্পর্কেই এরা হয়, "মাসি দিয়েছে"—নয়তো, "এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল"—এই রকম একটা না একটা যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়তও দিতো। আমি কলোনির একটি ছেলেকেও কখনো এ নিয়ে কোনো রকম 'নিচু' সন্দেহ প্রকাশ ক'রে অপমান করিনি। সব ক্ষেত্রেই যে যা কৈফিয়ত দিতো তা মেনে নিতুম। কেননা আমার অবিশ্বাসের ফলে কী লাভটাই বা হতে পারতো? 'হা অন্ন, হা অন্ন!' ক'রে খাবার খুঁজে বেড়াচ্চে ওই যে ক্ষুধাতুর, অন্নবঞ্চিত ছেলেগুলো—ওদের সে সময়ে আমি কোনও 'হিতকথা' শোনাবার উপযুক্ত পাত্র বলে ভাবতেই পারতুম না। ওই রকম অবস্থায় প'ড়ে তারা যদি বাজার থেকে একখানা সস্তার 'জিলিপি-

বিস্কুট'* কি একজোড়া জুতোর সোল সরানোর লোভ সামলাতে না পেরেই থাকে; তাতেই বা কি ?

আমাদের দারিদ্র্যের একটা ভাল দিকও ছিল; ডিরেক্টর, শিক্ষকরা, ছাত্রেরা সকলেই ছিল সমান ক্ষুৎকাতর এবং নিঃস্ব। সে সময়ে আমাদের মাইনের টাকার দামটা হয়ে গিয়েছিল নগণ্য। সবাইকেই একই ধরনের জীর্ণ-বাস প'রে থাকতে হোতো—বাইরেও যেতে হোতো প্রায় তাই-ই প'রে। সারা শীতটাই বলতে গেলে আমার জুতোয় সোলই ছিল না। আর আমার পায়ে মোজার অভাবে যে ন্যাকড়ার পট্টি বাঁধতুম তারও ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি প্রায়ই বেরিয়ে এসে লোকের নজরে প'ড়ে যেতো। এ অবস্থার ব্যতিক্রম ছিল কেবল একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না। সে তার পোষাককে অতি যত্নে রক্ষা করতে পেরেছিল আর বুরুশ দিয়ে সযত্নে ঝেড়েঝুড়ে তাই-ই সে পরতো।

* কথাটা, "বাব্‌লিক্‌"—দেখ্‌তে বড় আংটির মতন এক রকমের মুড়্‌মুড়ে 'চাকা-বিস্কুট'—বাংলা অনুবাদক

৪

ঘরের দিকের নানা কাজ

ফেব্রুয়ারি মাসে আমার একটা ড্রয়ার থেকে একতাড়া নোট অদৃশ্য হোলো। টাকার পরিমাণটা প্রায় আমার ছ'মাসের মাইনের সমান।

সে সময়টায় আমার ঘরটাই ছিল অফিস, শিক্ষকদের ঘর, হিসাবরক্ষকের অফিস আবার মাইনে দেবার ডেস্কও। কারণ আমি একাই অতগুলো কাজ করতুম। কর্‌করে ঐ ব্যাঙ্কনোটগুলো চাবিদেওয়া একটা ড্রয়ার থেকেই উধাও হোলো অথচ জোর ক'রে ভেঙে যে তা বার ক'রে নেওয়া হয়েছে তারও কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

সেই সন্ধ্যেবেলাই আমি ব্যাপারটা ছেলেদের জানালুম। তাদের বল্লুম টাকাটা ফিরিয়ে দিতে। এও বল্লুম যে টাকাটা যে চুরিই হয়েছে, আমি তার কোনও প্রমাণ দেখাতেও পারবো না; কাজেই আমাকে হয়ত 'তবিল্‌ তছরুপে'র দায়ে পড়তে হবে। ছেলেরা নিস্তব্ধ হয়ে আমার কথা শুনলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর যখন আমি আবার অন্ধকার দিয়ে উঠোন পার হ'য়ে আমার ঘরের দিকে যাচ্ছিলুম তখন অন্ধকারেই দুটো ছেলে আমায় 'পাকড়াও' করলে। তারানেৎস্‌ আর একটা ক্ষীণদেহ ওস্তাদ ছেলে—'গাদ্‌'।

তারানেৎস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললে, "আমরা জানি কে টাকাটা নিয়েছে, কেবল সবায়ের সামনে আমরা সেটা বলতে পারিনি; তবে টাকাটা যে কোথায় লুকোনো আছে, তা আমরা জানি না। আবার, এদিকে আমরা যদি গোয়েন্দা-গিরি করতে যাই, তাহ'লে সে হয়ত টাকা নিয়ে চম্পট দেবে।"

"কে বলোতো?"

"ওই-যে ওই—" তারানেৎস্‌ বলতে যাচ্ছিল কিন্তু 'গাদ' তাকে চোখ টিপে থামিয়ে দিলে। বেশ বোঝা গেল তারানেৎস্‌-এর এই কায়দাটা তার পছন্দ নয়।

"বলবার দরকার কি? তার মুখখানা থেঁৎলে দিলেই তো হয়!"

তারানেৎস্ বিদ্রূপ করে বললে, "কে সেটা করবে শুনি? তুই? যা না একবার! তোকেই পিটিয়ে 'তক্তা' বানিয়ে ছেড়ে দেবে!"

"নিলে কে, আমায় বলো না? আমিই তাকে ব'লে ক'য়ে দেখি"—আমি বললুম।

"তা হবে না!"

তারানেৎস্-এর মতলব, একটা গোপন ষড়যন্ত্র করা।

"বেশ, যা খুসি করো",—আমি কাঁধ ঝেঁকে বললুম। ব'লেই আমি শুতে চ'লে গেলুম।

পরের দিন সকাল বেলায় 'গাদ্' আস্তাবলে টাকাটা দেখতে পেলে। জানলার ঘেঁসাঘেঁসি গরাদগুলোর ফাঁকে কেউ নোটগুলো গুঁজে রেখেছিল। তারপর সেগুলো মেঝেময় ছড়িয়ে গেছলো। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে সে দু'হাতের মুঠোয় সেগুলোকে চট্‌কে মট্‌কে তালপাকিয়ে ধরে আমার কাছে ছুটে এলো।

আহ্লাদের চোটে 'গাদ্' কলোনিময় লাফালাফি ক'রে বেড়াতে লাগলো। অন্য ছেলেগুলোও উৎফুল্ল হ'য়ে আমার ঘরে চ'লে এলো, আমায় দেখতে। শুধু তারানেৎস্ 'চালের মাথায়' লম্বা লম্বা পা ফেলে, মাথা খাড়া ক'রে পায়চারি করতে লাগলো। আগের রাত্রে আমার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তারপর তারা কি করলে, সে সম্বন্ধে তাকে কিম্বা 'গাদ্'কে কোনও প্রশ্ন করতে যাওয়ার লোভটা আমি সামলে গেলুম।

দিন দুই বাদে কে যেন মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরের তালা মুচড়ে ভেঙে কয়েক পাউন্ড শুয়োরের চর্বি—আমাদের সম্বল স্নেহপদার্থের সবটাই—চুরি ক'রে নিয়ে গেল, তালাগুলোর পর্যন্ত 'পাত্তা' পাওয়া গেল না। আবার দু'এক-দিন বাদে দেখা গেল ভাঁড়ারের জানলাটা নেই, সেই সঙ্গে কিছু 'মেঠাই'—যা আমরা সামনের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের বার্ষিক উৎসবের জন্যে জমিয়ে রেখেছিলুম —তাও নেই। আর নেই কয়েক জার গাড়ির চাকার ঘন তেল। আমাদের কাছে ঐ ঘনতেলটা ছিল সোনার মতন দামী।

কালিনা আইভানোভিচ্ রোগা হ'য়ে যাচ্ছিল; সে তার শুকনো মুখখানা প্রত্যেকটি ছেলের মুখের দিকে ফিরিয়ে আর তাদের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে তাদের সঙ্গে তর্ক করতে চেষ্টা করলেঃ

"বলি শোন, ওরে কুত্তির বাচ্ছারা! ওগুলো তো তোদেরই জন্যে ছিল!

তোরা তো নিজেদের জিনিসই নিজেরা চুরি ক'রে মরচিস্—ওরে পরগাছার ঝাড় !"

মনে হয় অন্য সবাই এ ব্যাপারে যতটা জানতো তারানেৎস্ তার চেয়ে অনেক বেশিই জানতো। কিন্তু সেতো সরাসরি কিছুই বলবে না। বিনা জাঁকজমকে কিছু জানানো তার কুষ্ঠিতেই লেখেনি! এদিকে আবার এসব ব্যাপারের মজার দিকটা ছেলেদের মনে লেগে গেল। তাদের মাথায় এটা ঢোকানো গেল না যে এতে তারাই ঠকছে।

শোবার ঘরে গিয়ে আমি রাগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে তাদের ধমক লাগালুম:

"তোরা নিজেদের কি ভেবেচিস! তোরা মানুষ? নাকি তোরা—"

"আমরা ডাকাত, গুণ্ডা!" ঘরের শেষ প্রান্তের একটা বিছানা থেকে স্বরটা এলো।

"হ্যাঁ, ডাকু-গুণ্ডা!—ওই আমাদের পরিচয়!"

"ভুষিমাল* তোরা! তোরা গুণ্ডাও নোস্। তোরা হ'লি সব ছিঁচ্কে চোর, নিজেদের মধ্যেই একে অন্যের জিনিস 'হাতিয়ে' বেড়াস! আর তো শুয়োরের চর্বি নেই—এবার মরগে যা নিজেরাই! বার্ষিক উৎসবেও আর মেঠাই জুটবে না। আর কি আমাদের কেউ দেবে? পেলিনা তো, নিজেরাই পেলি না। আমার ব'য়েই গেল!"

"তা' আমরা কী করবো, আন্তন সেমিওনোভিচ্? কে চুরি করলে, তাই তো আমরা জানি না। আপনি নিজেও যেমন জানেন না, আমরাও তেমনিই জানি না!"

গোড়া থেকেই জান্তুম আমি ব'লেও কিছু ফল হবে না। চোর নিশ্চয় বড় ছেলেগুলোর ভেতরেই কেউ—যাকে বাকি ছেলেগুলো ভয় করে।

পরের দিন আমি দুটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে একটা মোটামুটি রকমের রেশন জোগাড়ের চেষ্টায় বেরুলুম শহরের দিকে। কয়েকদিনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আমরা খানিকটা শুয়োরের চর্বি পেলুম। এমন কি আগে তারা আমাদের যে 'মেঠাই'টুকু দিয়েছিল তা' জমিয়ে রাখ্তে পারিনি ব'লে খুব খানিক বকাঝকা, তম্বিতম্বা ক'রে শেষটা আবার এক দফা 'মেঠাই'ও দিলে। যেদিন ঐ সব পাবার ব্যবস্থা ক'রে কলোনিতে ফিরলুম সেদিন গোটা সন্ধ্যে-টাই, আমরা যে কী ক'রে ঐ রকম 'বাজি মাৎ'টা ক'রে ফেল্লুম তারই 'ফালাও ব্যাখ্যানা' নিয়ে কেটে গেল। অবশেষে একদিন ঐ বরাদ্দ চর্বিটা কলোনিতে এসে পোঁছলো। কিন্তু সেই রাত্তিরেই সেটা চুরি হয়ে গেল!

---

* Shucks—ভুষিমাল (অবজ্ঞা বা ঘৃণার্থে ব্যবহৃত শব্দ)। —বাংলা অনুবাদক

এটা ঘটাতে, বল্‌তে গেলে আমি প্রায় খুসিই হলুম। আমি ভাবলুম, এইবার আমাদের সম্মিলিত সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত চেতনাটা জেগে উঠে নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই ক'রে নেবে এবং তাতে চুরিটুরির মতন উৎপাত বন্ধ করার ব্যাপারে আরও বেশি উৎসাহের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ঘটবার বেলায় যেটা ঘট্‌লো সেটা এই যে, যদিও ছেলেরা সকলেই বেশ দ'মে গেল তবুও উৎসাহের প্রকাশটা বিশেষ লক্ষ্য করা গেল না। বরং প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর, এর 'মজা'র দিকটার প্রভাবই তাদের বেশি ক'রে পেয়ে বস্‌লোঃ "এই ওস্তাদ বাহাদুর লোক্‌টা কে বল্‌ দেখি?"

দিন কয়েক পরে দেখা গেল ঘোড়ার গলার কলারটার পাত্তা নেই। ফলে এবার আমাদের শহরে যাবার পর্যন্ত উপায় রইল না। তখন নিরুপায় হ'য়ে দোরে দোরে ঘুরে আমাদের ভিক্ষে ক'রে ফিরতে হোলো। যদি কেউ একটা ঘোড়ার কলার আমাদের দিন কয়েকের জন্যে ধার দেয়।

চুরি যাওয়াটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারেই দাঁড়িয়ে গেল। রোজ সকাল হ'লেই দেখা যাবে একটা না একটা কিছু খোওয়া গেছেঃ কুড়ুল, করাত, বাসনপত্র, কড়া-চাটু, ঘোড়ার জিন বাঁধবার চামড়ার স্ট্রাপ, একজোড়া লাগাম, খাবার-দাবার, কিছু না কিছু। না ঘুমিয়ে, রিভলভার নিয়ে উঠোনে পায়-চারি ক'রে দেখলুম, দুতিন রাতের বেশি পারা যায় না। এক রাতে আমি ওসিপভ্‌কে পাহারা দিতে বললুম। তাতে সে যেরকম ভয় খেয়ে গেল, যে, —আমি আর তাকে দ্বিতীয়বার বল্‌তে পারলুম না।

অনেককেই আমার সন্দেহ হোলো, এমন কি 'গাদ', 'তারানেৎস্‌'—এরাও বাদ গেল না। কিন্তু প্রমাণ না থাকায় চেপেই যেতে হোলো।

জাদোরভ্‌ হো হো ক'রে হেসে রসিকতা করলেঃ

"আপনি কি সত্যিই ভাবেন আন্তন সেমিওনোভিচ্‌, যে, 'শ্রম-কলোনি'তে সবটা শুধু কাজই থাকবে? মজাটজা কিচ্ছু থাকবে না? সবুর করুন না —আরও দেখ্‌বেন! তাছাড়া ধরতে যাকে পারবেন, তাকে কী করবেন?"

"জেলে পাঠাবো।"

"ব্যস? আমি ভেবেছিলুম, ঠ্যাঙাতে চাইবেন।"

এক রাতে সে মুড়ি সুড়ি দিয়ে সেজেগুজে উঠোনে বেরিয়ে এলো।

"আপনার সঙ্গে একটু পায়চারি করবো।"

"চোরগুলো সম্বন্ধে সাবধান থেকো, তা হ'লেই হবে!"

"উঁহু, ওরা জানে আজ রাতে আপনি পাহারায় আছেন! আজ আর ওরা চুরি করতে বেরোবে না। সে দিক থেকে ঠিক আছে।"

"তুমি ওদের ভয় করো জাদোরভ্! ঠিক, কি না? ব'লে ফ্যালো,—এখুনি!"

"চোরের ভয়? তা অবিশ্যি করি! কিন্তু আমার ভয়-করা না-করায় ততটা এসে যায় না—আপনি তো জানেন আন্তন সেমিওনোভিচ্, যে 'বন্ধু-সঙ্গী' 'ভাই-বেরাদর'দের ধরিয়ে দেওয়াটাও ঠিক নয়!"

"কিন্তু তোমরা নিজেরাই ত' ঠক্‌চো!"

"আমি? আমার কীই বা এখানে আছে!"

"কিন্তু তুমি তো থাকো, এখানে?"

"একে আপনি থাকা বলেন, আন্তন সেমিওনোভিচ্? এর নাম বেঁচে থাকা? আপনার এ কলোনি দিয়ে 'কিস্যু' হবে না! এ আপনি ছেড়ে দিলেও পারেন! দেখবেন, চুরি করবার মতো যা কিছু এখানে আছে তা সব নেওয়া হ'য়ে গেলেই, ওরাও ভাগ্‌বে। তার চেয়ে রাইফেলধারী স্রেফ্ গোটা দুই 'ষণ্ডামার্ক' গোছের পাহারার ব্যবস্থা করুন না কেন?"

"রাইফেল-ওলা পাহারা আমি বসাবো না।"

"নাই বা কেন?"—অবাক হ'য়ে শুধোয় জাদোরভ্।

"পাহারা বসাতে হ'লে মাইনে লাগে। আমরা এমনিই ত' গরীবের এক-শেষ। আর তার চেয়েও বড়ো কথা, তোমাদের শেখা দরকার যে তোমরা নিজেরাই এখানকার সব কিছুর মালিক।"

অনেক ছেলেই রাত-পাহারা বসাবার কথাটা তুলেছিল। শোবার ঘরে এ নিয়ে দস্তুরমতো বিতর্কও হ'য়েছিল।

দ্বিতীয় দফায় আমাদের ওখানে যে ছেলের দলটা এসেছিল, তাদের মধ্যে সেরা ছেলেটা—আন্তন ব্রাৎচেঙ্কো—তাতে বলেছিল ঃ

"পাহারা থাকলে কেউ চুরি করতে বেরুবে না। আর যদিই বা বেরোয়, তাহলেও মোক্ষম জায়গাটিতে এমন কোঁৎকা খাবে যে তাই নিয়ে মাসখানেক চলাফেরা ক'রেই তার আক্কেল হ'য়ে যাবে। সে আর কখনো এসব চালাকি করতে যাবে না।"

কোস্তিয়া ভেৎকোভ্‌স্কি কিন্তু এ-কথার প্রতিবাদ করলে। এ ছোকরা-টাকে দেখ্‌তে বেশ। বহির্জগতে এর বৈশিষ্ট্য ছিল 'জাল' ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে লোকের ঘর সার্চ্ করে বেড়ানো। আসল সার্চের ব্যাপারে তার প্রত্যক্ষ যোগ অবশ্য থাকতো না। সে-সব কাজ বয়স্কেরাই করতো। কোস্তিয়ার 'রেকর্ডের' (ক্রিয়াকলাপের কাহিনী-সমন্বিত ইতিহাসের নথি) সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সে নিজে কখনো কিছু চুরি করে নি। তার ঝোঁক এ বিষয়ে যা কিছু ছিল,

তা' শুধু কাগজে-কলমে। চোরকে সে বরাবরই ঘৃণা করতো। আমি অনেক দিন ধরে এই ছেলেটার কূট, জটিল প্রকৃতিটা লক্ষ্য করিচি। যেটাতে আমি অবাক হতুম সেটা এই যে, ছেলেটা সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ছোঁড়াগুলোর ওপরে পর্যন্ত সর্দারি ফলাতো। এ ছাড়া, রাজনৈতিক ব্যাপারেও তার দখলটাকে সবাই স্বীকার করতো।

সে জোর দিয়ে বল্লে, "আন্তন সেমিওনোভিচ্‌ই ঠিক। পাহারা টাহারা রাখা চল্‌বে না। এখনও আমরা ঠিক বুঝিনি বটে তবে শিগগিরই আমরা বুঝ্‌বো যে কলোনিতে চুরি-টুরি চল্‌বে না। ইতিমধ্যেও আমাদের অনেক ছেলেই সেটা বোঝে। শিগগিরই আমরা নিজেরাই পাহারা দেবো। দেবো না, বুরুন?" সে হঠাৎ বুরুনের দিকে ফিরে কথাটা বল্লে।

"কেন দেবো না?" "পাহারা দিতে ক্ষতিটা কি?" বুরুন জবাব দিলে।

ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের 'গৃহিনী'টি কলোনির চাকরিতে ইস্তফা দিলে। আমি তাকে এক হাসপাতালে চাকরি যোগাড় ক'রে দিয়েছিলুম ব'লেই সে যেতে পারলে। এক রবিবারে ল্যাডিকে গাড়িতে জুতে তার দোর-গোড়ায় এনে দাঁড় করানো হোলো। বুড়ির আগেকার সখাসখি, ইয়ারবক্‌সি আর তার দার্শনিক চায়ের আসরের সাময়িক সভ্যরা সবাই মিলে তার অগণিত বাক্স পেঁট্‌রা বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কিগুলো সেই 'স্লেজ্‌' গাড়িতে তুলে দিলে। তারপর 'ভাল-মান্‌সের-মেয়ে' বুড়ি তো তার মালপত্তরের ওপর জাঁকিয়ে ব'সে ল্যাডির অভ্যস্ত সেই ঘণ্টায় দু' কিলোমিটার গতিতে তার নতুন জীবনের পথে রওনা হোলো।

কিন্তু সেই দিনই একটু বেশি রাত্তিরে ল্যাডি, হাপুস-নয়নে কেঁদে-সারা বুড়িকে নিয়ে আবার ফিরে এল। হাউমাউ ক'রে কেঁদে বুড়ি আমার ঘরে ঢুকে জানালে, তার সর্বস্বই প্রায় চুরি গেছে। তার ইয়ারবক্‌সি এবং অন্য হিতা-কাঙ্ক্ষীরা তার সব পোঁটলা-পুঁট্‌লি নাকি গাড়িতে না তুলে, কতকগুলো নিয়ে ভেগেচে—একেবারে দিনে ডাকাতির ব্যাপার! তখনই আমি কালিনা আইভা-নোভিচ্‌, জাদোরভ্‌ আর তারানেৎস্‌কে জাগিয়ে সবাই মিলে আঁতি-পাঁতি ক'রে কলোনির সর্বত্র সন্ধান করলুম। মাল এত বেশি পরিমাণে সরানো হ'য়ে-ছিল যে সবগুলো ঠিকভাবে লুকোনোও যায় নি। 'গিন্নি' বেচারার সম্পত্তি সব পাওয়া যেতে লাগ্‌লো ঝোপের মধ্যে থেকে, সদরের চালের বাতা থেকে, দাওয়ায় ওঠ্‌বার সিঁড়ির নিচে থেকে; এমন কি খাটের নিচে আর আলমারির পেছন থেকেও লুঠের মালপত্তর সব বেরুতে লাগ্‌লো। দেখা গেল বুড়িকে বেশ 'শাঁসালো' মক্কেলই পেয়েছিল চোরে। সম্পত্তি অঢেল। ডজনখানেক

নতুন টেব্‌ল্‌ক্লথ পাওয়া গেল, এক গাদা চাদর-তোয়ালে, কতকগুলো রুপোর চামচ, কাঁচের টুকিটাকি নানান পাত্র, একটা ব্রেস্‌লেট্‌, গোটা কয়েক ইয়ারিং—হরেক রকমের সব বাজে মালও।

বুড়িতো আমার ঘরে ব'সে কাঁদতে কাঁদতে শেষটা তার পুরোণো বন্ধুদের এর-তার নামে সন্দেহও প্রকাশ করতে লাগ্‌লো।

প্রথমটা ছেলেরা সমস্তই অস্বীকার করলে কিন্তু আমি একটু ধমক-ধামক দিতেই টের পাওয়া গেল দিগন্তের কাছে আকাশ যেন একটু ফর্‌সা হ'য়ে উঠ্‌ছে! প্রকাশ পেলো, যে বুড়ির বন্ধুরাই প্রধান চোর নয়। তারা কেউ একটা ঝাড়ন, কেউ বা একটা চিনির বাটির মতন ছোট খাটো সব স্মারক চিহ্নই সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার প্রধান নায়ক ব'লে ধরা পড়লো বুরুন। এই আবিষ্কারে সবাই হতবাক্‌—বিশেষ ক'রে আমি। এই বুরুন-কেই মনে হোত ছেলেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সব সময়েই গম্ভীর, ভারিক্কি কিন্তু সহৃদয়; আর ছাত্র হিসেবেও শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে 'খাটিয়ে' ছেলে। তার কীর্তির বহর আর 'পারিপাট্য' দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। বুড়ির সম্পত্তি সে একেবারে গাঁঠ্‌রি কে গাঁঠ্‌রি 'পাচার' করেচে! আর সন্দেহ রইলো না যে, কলোনিতে এর আগে আরও যেসব চুরি হ'য়েছিল সেসবও তারই কাজ।

শেষটা তাহলে 'যত-নষ্টের-মূল' যে কে, তা জানা গেল! আমি বুরুনকে নিয়ে তখন 'পঞ্চায়েতি বিচারসভা' বসালুম—কলোনির ইতিহাসে এ জিনিস এই প্রথম।

শোবার ঘরটাতেই খাটিয়া, টেবিল ইত্যাদির ওপর সারি দিয়ে আমাদের ন্যাক্‌ড়া-কানি' পরা গম্ভীর বদন 'জুরিরা' সব ব'সে গেল। তেলের আলোয় ছেলেদের গম্ভীর মুখগুলো দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। আর বিবর্ণ চেহারার বুরুনকে তার ভারি, বেমানান গড়ন আর মোটা গর্দান মিলিয়ে হুবহু মার্কা-মারা আমেরিকান গুণ্ডার মতন দেখাতে লাগ্‌লো।

আমি দৃঢ় দীপ্তকণ্ঠে ছেলেদের সাম্‌নে অপরাধের বিবরণ দিলুমঃ "একটা বুড়ি, মেয়েছেলে, জগতে যার একমাত্র সান্ত্বনা ঐ কটা সামান্য সম্বল, যে-মানুষটা ছেলেদের সাহায্য করতে আসার দিন থেকে আজ অবধি কলোনির আর সকলের চেয়ে তাদের বেশি স্নেহ ক'রেচে, তার জিনিস যে-লোক চুরি করতে পারে তার মধ্যে আর মানুষ ব'লে গণ্য হবার মত কোন পদার্থ অবশিষ্ট নেই। সে যে শুধু জানোয়ার তা নয়, জানোয়ারের মধ্যেও সে দুর্গন্ধে-ভরা 'ছুঁচো!' মানুষ ব'লে গণ্য হ'তে হ'লে শক্ত হ'তে হবে! আত্মসম্মানটুকু অন্তত বজায় রাখ্‌তে হবে—বুড়ি মেয়েমানুষের সামান্য 'পুঁজিটুকু'ও চুরি

করবার মতন মনোবৃত্তি রাখলে চল্‌বে না!”

কারণ যাই হোক—আমার বক্তৃতাটা তাদের খুব মনে লেগেছিল ব'লেই হোক, কিম্বা অন্য কোনও কারণেই হোক্—দেখা গেল, ছেলেরা যথেষ্ট চেতিয়েছে।'

'বুরুন্' সকলের সম্মিলিত তীব্র আক্রমণের পাত্র হ'য়ে উঠ্‌লো।

'ঝাঁক্‌ড়া-চুলো' ক্ষুদে ব্রাৎচেঙ্কো বুরুনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ব'লে উঠ্‌লোঃ

"বল্! তুই নিজেই বল, কী তোর বলবার আছে? তোকে গারদে আট্‌কে রাখা উচিত, তোকে ঠেলে জেলে পাঠানো উচিত! এতদিন ধ'রে আমরা না খেয়ে মরচি—তুই-ই নিশ্চয় আন্তন সেমিওনোভিচের টাকা নিয়েছিলি!”

বুরুন হঠাৎ প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লো।

"আন্তন সেমিওনোভিচের টাকা? পারিস্ তো প্রমাণ কর্!”

"সেজন্যে তোকে ভাব্‌তে হবে না!”

"প্রমাণ কর্ তা' হ'লে!”

"তুই তাহলে নিস্‌নি?—নিস্‌নি বলচিস্?”

"চুরি গেছে; অতএব আমিই নিইচি—না?”

"আলবাৎ, তুই নিইচিস্!”

"আমি আন্তন সেমিওনোভিচের টাকা নিইচি? কে প্রমাণ করতে পারে?”

ঘরের পেছন থেকে তারানেৎস্-এর গলা পাওয়া গেলঃ "আমি পারি!”

বুরুন বজ্রাহত! তারানেৎস্-এর দিকে ফিরে সে আবার তড়্‌পাতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী ভেবে, শুধু বল্‌লেঃ

"নিয়েই থাকি ত', কী? আবার তো ফিরে দিইচি; দিই নি?”

ছেলেরা হেসে উঠে আমায় অবাক্ করে দিলে। তর্কাতর্কিটাতে তারা খুব মজা পেয়েছিল। তারানেৎস্ নায়কের ভঙ্গিতে সাম্‌নে এগিয়ে এসে বল্‌লেঃ

"কিন্তু তবুও ওকে তাড়িয়ে কাজ নেই। অন্যায় তো আমরা সকলেই করেছি। তবে ওটাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়াতে আপত্তি নেই।”

সবাই চুপ। বুরুন ধীরে ধীরে তারানেৎস্-এর বসন্তের দাগে ভরা মুখখানা ভাল ক'রে দেখে নিলে।

"কেমন দিস্ দেখি আয়! এত উঠে প'ড়ে লেগিচিস্ কীজন্যে তুই, অ্যাঁ?

যতই চেষ্টা কর্, কলোনির ম্যানেজার তুই কোনোদিন হ'তে পারবি না! দরকার হয়, আন্তন নিজে আমায় পিটুনি দেবেন। তোদের মাথাব্যথা কিসের?"

ভেংকোভ্স্কি লাফিয়ে উঠ্লো।

" 'আমাদের মাথাব্যথা কিসের', মানে? এ—ই! বল্তো তোরা, এটা আমাদের মাথাব্যথা কিনা?"

"আল্বাৎ! আল্বাৎ"—ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠ্লো।

"আমরা নিজেরাই ওকে পিট্বো। আর আন্তনের চেয়ে ওকাজটা আমরা ঢের ভাল পারবো!"

একজন ইতিমধ্যে বুরুনের দিকে তেড়ে গেল। ব্রাৎচেঙ্কো তার মুখের ওপর ঘুসি নেড়ে বললে, "তোকে চাব্কে সিধে করা উচিত, বুঝ্লি?"

জাদোরভ্ কানে কানে আমায় বল্লে, "ওকে সরিয়ে নিন্। নইলে ছেলেরা এখুনি মার শুরু করবে।"

আমি ব্রাৎচেঙ্কোকে বুরুনের কাছ থেকে টেনে নিলুম। জাদোরভ দু'তিনটে ছেলেকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। অনেক কষ্টে আমরা গোলমাল থামালুম।

"বুরুন বলুক! ওকে বল্তে দেওয়া যাক্!"—ব্রাৎচেঙ্কো চেঁচিয়ে উঠ্লো।

বুরুন মাথা নোওয়ালে।

"আমার আর বলার কিছু নেই। তোমরাই ঠিক্, সকলে! আমি আন্তন সেমিওনোভিচের সঙ্গে যাচ্ছি। উনি যেমন উচিত মনে করেন, আমায় শাস্তি দিন্।"

চুপচাপ! আমি দরজার দিকে এগোলুম—যে-রাগটা আমার চ'ড়ে উঠ্তে যাচ্ছিল সেটা পাছে উপ্ছে পড়ে—এই ভয়ে। ছেলেরা দু'পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমার আর বুরুনের যাবার পথ ক'রে দিলে।

নিঃশব্দে অন্ধকার উঠোন পার হ'য়ে ঝরে-পড়া তুষার মাড়িয়ে আমরা চল্লুম—আমি আগে আগে, আর বুরুন আমার পেছনে।

আমার মানসিক অবস্থা তখন শোচনীয়। বুরুনটাকে মানুষ জাতের মধ্যে একটা জঞ্জাল ব'লেই আমার মনে হচ্ছিল। ওকে নিয়ে কী যে করা যায় তা আমি ঠিক করতেই পারছিলুম না। ও যে চোরেদের দলেরই একজন তা' জানিয়েই ওকে এই কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল। সে-দলের বেশির ভাগই —তারা সবাই বয়স্ক—গুলি খেয়ে মরেছিল। এর বয়েস সতেরো।

বুরুন দরজার ঠিক ভেতরদিকটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। টেবিলে ব'সে, অতি কষ্টে, আমি 'ওর দিকে ভারি কিছু একটা ছুঁড়ে মেরে এই সাক্ষাৎ-পর্বটা চুকিয়ে দেবার' প্রবৃত্তিকে সংযত করলুম।

শেষে বুরুন মাথা তুলে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে, থেমে থেমে, ফোঁপানি চাপ্‌তে না পেরেই ব'লে গেল:

"আমি...আর...কখনো...চুরি করবো না!"

"মিথ্যেবাদী কোথাকার! এর আগে কমিশনের সাম্‌নেও তুই ওই কথা বলেচিস্‌!"

"সে তো কমিশনে! আর এ যে আপনার কাছে! আমায় যা খুসি শাস্তি দিন, শুধু আমায় কলোনি থেকে তাড়িয়ে দেবেন না!"

"কলোনির কোন্‌ জিনিসটা তোর এত ভাল লাগ্‌ল, শুনি?"

"এখানে আমার থাক্‌তে ভাল লাগে! তাছাড়া এখানে লেখাপড়া শেখানো হয়। আমার লেখাপড়া শিখ্‌তে ইচ্ছে। আর চুরি যে করেচি, সে শুধু পেটের জ্বালাতেই! দিনরাত ক্ষিদেয় পেট জ্বলে ব'লে।"

—"আচ্ছা বেশ! তাহ'লে তোকে তিনদিন তালা-চাবি বন্ধ হ'য়ে শুধু রুটি আর জল খেয়ে থাক্‌তে হবে। আর তারানেৎস্‌-এর গায়ে আঙুলটুকুও ছোঁয়াতে পাবি না!"

"বেশ!"

বুরুন তিনদিন শোবার ঘরের লাগোয়া ঘরটায় বন্ধ রইলো। ঐ ঘরেই আগেকার দিনের সংশোধনাগারের শিক্ষকরা ঘুমোতো। আমি অবশ্য ওর ঘর চাবিবন্ধ করলুম না। কেননা ও, কথা দিয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া বাইরে যাবে না। প্রথম দিনটা আমি ওকে রুটি-জল ছাড়া আর কিছু পাঠালুম না। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আমার মায়া হোলো। তাই আমি ওকে পুরো খাবারই পাঠিয়ে দিলুম। বুরুন খাবারটা প্রত্যাখ্যান ক'রে অভিমান বজায় রাখবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু আমি ধমক লাগালুম:

"চালাকি ছাড়ো! ওসব বাহাদুরি চল্‌বে না!"

সে ক্ষীণভাবে হাস্‌লে, নিরুপায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ-ঝাঁকি দিলে, তারপর লক্ষ্মীছেলের মতো চামচ্‌টা হাতে তুলে নিলে।

বুরুন তার কথা রেখেছিল। সে আর কখনো কিছু চুরি করেনি—না কলোনিতে, না অন্য কোথাও।

বুরুন দরজার ঠিক ভেতর দিকটাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল·

৫

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বের ব্যাপার

অতঃপর আমাদের ছেলেগুলোকে কলোনির সম্পত্তি সম্পর্কে কতকটা উদাসীন ক'রে তোলা গেল। কিন্তু এবার আবার আগ্রহের সঞ্চার হোলো বাইরের কতকগুলো ব্যাপারের প্রতি।

বাইরের ব্যাপারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো ঘটতে লাগ্‌লো খারকভ্‌ শড়কের ওপর। এমন রাত বড় আর কাটে না, যে-রাতে এই পথে কারু না কারু ওপর রাহাজানি হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের এক-সারি গাড়িকে একটি গুলির আওয়াজে থামিয়ে দেয় ডাকাতরা। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে, যে-হাতে রাইফেল নেই, সেই খালি-হাতটা গুন্ডারা মেয়েদের জামার মধ্যে চালিয়ে দেয়! তাদের হতভম্ব স্বামীরা নিজেদের হাইবুটের গায়ে হাতের চাবুকটা ঠুকে ব'লে ওঠে "এটা কোন্‌ দেশি ব্যাপার হ'চ্চে? নিরাপদ জেনে মেয়েদের কাছেই আমরা টাকা-কড়ি রাখি; আর, দ্যাখো কান্ড—এরা কিনা তাদেরই গায়ে হাত দেয়!"

এ-ধরণের দলবদ্ধ ডাকাতিতে রক্তপাত বড় একটা হোতো না। ডাকাতরা যতক্ষণ হানা দিতো সে-সময়টায় চুপচাপ থাকার পর, স্বামীদের আবার সম্বিত ফিরে আস্‌তো। তখন তারা কলোনিতে এসে ঘটনার নিখুঁত বিবরণ শোনাতো। তাই শুনে দলবেঁধে লাঠিসোটা জোগাড় ক'রে, আর আমার রিভলবারটা আমার সঙ্গে নিয়ে, বড় রাস্তায় গিয়ে আমরা আশপাশের জঙ্গলগুলো তন্ন তন্ন ক'রে খুজে দেখ্‌তুম। এরকম ভাবে বেরিয়ে মাত্র একবারই আমরা 'সাফল্যলাভ' করেছিলুম। রাস্তা থেকে আধ কিলোমিটার দূরে বনের মধ্যে তুষার স্তূপের ভেতর গা-ঢাকা-দেওয়া একটা ছোট্ট দলের সন্ধান পেয়েছিলুম। আমাদের ছেলেদের হল্লার জবাবে তারা একটি মাত্র গুলির আওয়াজ ক'রে যে যেদিকে পারলে পালালো। দলের একটা লোককে কিন্তু আমরা ধ'রে কলোনিতে

নিয়ে এলুম। তবে তার সঙ্গে না ছিল বন্দুক, না ছিল লুঠের মাল। সে রীতিমত গরম হয়ে সব অভিযোগই অস্বীকার করলে। তারপর আমরা যখন তাকে গ্যুবের্নিয়া গোয়েন্দা বিভাগের হাতে দিলুম তখন দেখা গেল সে একটা কুখ্যাত ডাকাত। অল্পদিন বাদেই গোটা দলটা ধরা পড়লো। ফলে গ্যুবের্নিয়া একজিকিউটিভ্ কমিটি, আমাদের গোর্কি কলোনির খুব তারিফ্ করলে।

বড় রাস্তায় রাহাজানি কিন্তু আগের মতোই চ'ল্তে লাগলো। শীতের শেষের দিকটায় আমাদের ছেলেরা এমন সব ইঙ্গিতের সন্ধান পেতে লাগলো যা থেকে বোঝা গেল যে রাত্রে ওখানে অনেক "রহস্যময় অপরাধেরও" অনুষ্ঠান চলে। একদিন আমাদের নজরে পড়্লো দুটো পাইনগাছের মাঝখানে বরফের মধ্যে থেকে একখানা হাত বেরিয়ে রয়েছে! তখন চারপাশের বরফ খুঁড়ে দেখা গেল একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ! মুখে গুলি ক'রে তাকে খুন করা হয়েছিল। আর একবার রাস্তার ঠিক পাশেই একটা ঝোপের মধ্যে আমরা একটা মরা মানুষ পেলুম। লোকটার গায়ে ছিল মাল-বওয়া গাড়ীর চালকের কোট। তার মাথার খুলির খানিকটা ভেঙ্গে মাথার ঘিলুর মধ্যে ঢুকে গেছে! একদিন সকালে আমরা জেগে দেখি বনের কিনারায় দুটো লোক গাছে ঝুল্‌চে! করোনার না আসা পর্যন্ত মরা মানুষদুটোর ঠেলে-বের-হওয়া চোখগুলো আমাদের কলোনির দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভয় পাওয়া দূরে থাক্, আমাদের কলোনির ছেলেগুলো এ ব্যাপারেও যেন উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো। আর সে ঔৎসুক্য গোপন করতেও তারা চেষ্টা করলে না। বসন্তকালে তুষার গ'লে যাওয়ার পর তারা বনের মধ্যে গিয়ে খেঁক-শেয়ালিতে চেটেপুটে-পরিষ্কার-করা মানুষের মাথার খুলি সংগ্রহ করতো। তারপর সেগুলোকে লাঠির ডগায় উঁচু ক'রে তুলে কলোনিতে নিয়ে আস্‌তো—স্পষ্টতঃই লিডিয়া পেত্রোভ্‌নাকে ভয় দেখাবার জন্যে। এমনিতেই শিক্ষিকারা দিনরাত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতো। বিছানায় শুয়ে তারা এই ভয়ে কেঁপে সারা হোতো যে কোনদিন হয়তো ডাকাতের দল কলোনিতে হানা দিয়ে খুন-খারাবি শুরু করবে। ওসিপভ্‌দের যে অনেক সম্পত্তি আছে সে-কথাটা সবাই বলা-বলি করতো ব'লে ওসিপভ্‌রাই সব চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিল।

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে একদিন সন্ধ্যাবেলা নানা রকম মালে বোঝাই হ'য়ে আমাদের গাড়িটা যখন তার স্বাভাবিক ঢিমে চালে বাড়ি ফিরছিল সেই সময়ে কলোনির এলাকায় ঢোকবার বাঁকটার মোড়ে, সেটার ওপরেও 'হাম্‌লা' হোলো। গাড়ীতে চিনি আর গমটম যা ছিল তা' কেন যেন, হানদারদের তেমন পছন্দ হোলো না। কালিনা আইভানোভিচের কাছে দামি জিনিস বল্‌তে তো

তার তামাক-খাওয়া পাইপ্‌টি! এ রকম অবস্থায় ডাকাতদের একটু রাগ হতেই পারে! তারা কালিনা আইভানোভিচের মাথায় ডাণ্ডা কষালে। সে বরফের ওপর ছিট্‌কে পড়্‌লো, আর ডাকাতরা না ভাগা পর্যন্ত আর উঠ্‌লো না। ল্যাডির তদারক করার জন্যে 'গাদ' সব সময়েই সঙ্গে মোতায়েন থাক্‌তো। সে বেচারা নীরব সাক্ষী হ'য়েই বসে রইল। তারপর ফিরে এসে দুজনেই সবিস্তারে ঘটনার বর্ণনা দিলে। কালিনা আইভানোভিচের জবানবন্দীতে ঘটনার নাটকীয় দিকটাই প্রধান, আর গাদ্‌-এর বিবরণীতে কৌতুককর দিকটা। সকলেই একমত হ'য়ে ঠিক করা গেল যে, এরপর থেকে কলোনির একদল লোক আগে থাকতে এগিয়ে গিয়ে ঐ মোড় থেকে গাড়িটাকে পাহারা দিয়ে আন্‌বে। পুরো দুটি বচ্ছর আমরা এই সংকল্পে অটল ছিলুম।

সাধারণত জনদশেক লোক নিয়েই পাহারার দলটা বানানো হোতো। আমার রিভলভার আছে ব'লে মাঝে মাঝে আমিও যেতুম। এ জিনিসটা যাকে-তাকে দিয়ে বিশ্বাস্‌ করাও যায় না আবার এটা সঙ্গে না থাক্‌লে পাহারার তেমন জোরও থাকে না। জাদোরভকেই কেবল মাঝে মাঝে আমি এটা দিতুম আর সে তার জীর্ণ শতচ্ছিন্ন পোষাকের ওপরেই এটাকে খুব ঘটা ক'রে বেঁধে নিতো।

পথ-পাহারার এই 'ডিউটি' দেওয়াটা ছিল খুবই মজাদার একটা ব্যাপার। নদীর ওপরের পুলটা থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের কলোনিতে ঢোকবার রাস্তার মোড়টা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার আন্দাজ জায়গা জুড়ে আমরা —পাহারাদাররা—সবাই ছড়িয়ে থাকতুম। দারুণ শীতে শরীর গরম রাখবার জন্যে ছেলেগুলো খুব লাফা-ঝাঁপা করতো, আর চেঁচিয়ে হল্লা ক'রে পরস্পরের খবর নিয়ে দলের প্রত্যেকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতো। আবার সন্ধ্যের পর বাড়ী-ফিরতে-দেরি-করে-ফেলা পথিকদের প্রাণে আকস্মিক মৃত্যুভয়েরও সঞ্চার করতো তারা। ফিরতি পথের গ্রামবাসীরা নীরবে ঘোড়াকে চাবুক হাঁকড়াতে হাঁকড়াতে দ্রুতবেগে পথের-পাশে-দাঁড়ানো একটার পর একটা এই-সব 'সন্দেহজনক ব্যক্তি'কে অতিক্রম ক'রে চ'লে যেতো। সোভ্‌খোজের ডিরেক্টররা আর অন্য সব কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের 'ডবল-ব্যারেল' বন্দুক আর রাইফেল-গুলোকে—ছেলেরা যাতে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পায়, এইভাবে—উঁচিয়ে ধরে তাদের গাড়ি ঘড়ঘড়িয়ে চ'লে যেতো। পথিকরা অন্য পথিকদের সঙ্গে 'জোট-বেঁধে', 'দলেভারি' হ'য়ে যাবার আশায় পুলটার ওপরে অপেক্ষা করে থাক্‌তো।

আমি সঙ্গে থাকলে ছেলেরা কখনো উৎপাত করতো না কিম্বা লোককে ভয়টয়ও দেখাতো না। কিন্তু আমি সঙ্গে না থাকলে তাদের এক এক সময়

সাম্লানো দায় হ'তো ব'লে জাদোরভ 'জেদ্' ধরতো আমায় সঙ্গে নেবার জন্যে—তার অতো সাধের রিভলবার বাঁধ্তে পাওয়ার মোহ ত্যাগ ক'রেও। কাজেই শেষটা আমাকে রোজই তাদের সঙ্গে যেতে হোতো। তবে তার ন্যায্য-গুণে-অর্জিত-বিশ্বাসের সুফল ভোগ করার ঐ সুখটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত করতে আমার প্রাণ চাইতো না ব'লে রিভলভারটা আমি তাকেই বইতে দিতুম।

আমাদের ল্যাডি 'মহাপ্রভুকে' আস্তে দেখ্লেই আমরা "এই রোখো!—হাত তোলো!" ব'লে ধমক মেরে তাকে সম্ভাষণ জানাতুম। কালিনা আইভা-নোভিচ শুধু হাস্তো আর মহাতৃপ্তিতে তামাক টান্তে আরম্ভ করতো। এক পাইপ তামাকই তার সারাদিন টিকতো আর "কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, টেরই পাওয়া গেল না" কথাটা এর বেলাতে ঠিক খেটে যেতো।

ক্রমে পাহারাদাররা ফূর্তিতে হল্লা ক'রে ল্যাডির পেছনে সারি বেঁধে চল্তে চল্তে আর, কী কী মাল পাওয়া গেল কালিনা আইভানোভিচ্কে অধীর আগ্রহে তাই জিগ্যেস্ করতে করতে কলোনির 'হাতা'য় ঢুক্তো।

ঐ শীতকালটাতেই আমরা আবার এমন কাজে লেগে পড়্লুম যার ক্ষেত্রটা কলোনির ভালোমন্দের চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত। সে কাজটার ছিল একটা জাতীয় গুরুত্ব। বনের পাহারাদারটা একদিন আমাদের কলোনিতে এসে বল্লে, বন থেকে বে-আইনি কাঠ কেটে নেওয়াটা বড্ড বেশি চল্চে—সে তার অল্প লোকজন নিয়ে ঠিক ঠিক পাহারা দিয়ে উঠ্তে পার্চে না। আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে।

বন-পাহারার ব্যাপারটাতে নিজেদের কাছেই আমাদের খাতির বেড়ে গেল। এটা আমাদের খুব পছন্দসই একটা কাজ জুট্লো। আর শেষ অবধি এতে আমাদের লাভ বড় কম হোলো না।

রাত্রিবেলা। একটু পরেই ফর্সা হবে কিন্তু তখনও বেশ অন্ধকার। জানলা-ঠোকার আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙ্লো। চোখ চেয়ে দেখি জানলার তুষারের নক্সা-আঁকা কাঁচের ওপারে চেপ্টে রয়েছে একটা থ্যাব্ড়া নাক আর একটা ঝাঁক্ড়া মাথা।

"ব্যাপার কি?"

"আন্তন সেমিওনোভিচ্! বনে কারা গাছ কাট্চে!"

আমার নিজে-হাতে বানিয়ে-নেওয়া বাতিটা জেলে আমি চট্ ক'রে পোষাক এঁটে রিভলবার আর ডবল-ব্যারেল বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

দরজার সাম্নের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল বুরুন আর একটা সাদাসিদে ধরনের বাচ্ছা ছেলে—নাম শেলাপুতিন। রাত জেগে ঘুরে বেড়াবার ছুতো

পেলে এদের চিরকালই মহা ফূর্তি! বুরুন বন্দুকটা হাতে নিলে। আমরা গিয়ে বনে ঢুকলুম।

"কোন্ দিকে?"

"শুনুন না!"

আমরা থামলুম। প্রথমটা কিছুই শুন্‌তে পেলুম না। কিন্তু ক্রমে আমি টের পেলুম। রাতের নানা রকম মিশ্রিত আওয়াজের এবং আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দ সত্ত্বেও তখন আমি যেন কাঠের ওপর ইস্পাতের অতি ক্ষীণ 'ঠুক্ ঠুক্' আওয়াজ পেলুম। শব্দটার নিশানা ধ'রে আমরা এগোলুম। পাছে, ধরা প'ড়ে যাই এই ভয়ে সাবধানে গুঁড়ি মেরেই এগিয়ে চল্‌লুম। পাইন গাছের চারার ডালপালার আঁচড় লেগে আমাদের গালমুখ সব ছ'ড়ে যেতে লাগ্‌ল, আমার চশ্‌মাটা বারবার ঠিক্‌রে প'ড়ে যেতে লাগ্‌ল আর আমাদের সর্বাঙ্গে বরফের গুঁড়োও লেগে গেল। মাঝে মাঝেই দেখি আওয়াজটা থেমে যায়। আমরাও তখন দিক্ 'ঘুলিয়ে' ফেলবার ভয়ে থেমে যাই। কাজেই আবার শব্দ শুরু হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করি। শিগ্‌গিরই অবশ্য শব্দ আবার শুরু হয়। এই-ভাবে চল্‌তে চল্‌তে প্রতি মিনিটেই শব্দটা আরও স্পষ্ট হ'তে, আর আমরা আরও কাছে এগোতে লাগলুম।

যতটা নিঃশব্দে পারি আমরা এগোচ্ছিলুম, পাছে ভয় পেয়ে চোর পালায়। বুরুন তার ভারি দেহটাকে কতকটা ভাল্লুকের মতন দ্রুতভাবে থপ্‌থপিয়ে,— আর পেছনে ক্ষুদে শেলাপুতিনটা শীতের চোটে আঁট-সাঁট ক'রে জামা চেপে ধ'রে তার পেছনে পেছনে, হাল্‌কা দ্রুত পায়ে 'তির্‌তিরিয়ে'—চলেছিল। আমি ওদের পেছনে।

শেষ পর্যন্ত গন্তব্য স্থানে পেঁছে গেলুম। একটা পাইনগাছের পেছনে আমরা আস্তানা নিলুম।

দেখলুম একটা ছিপ্‌ছিপে লম্বা গাছের সারা দেহটা তখনও কাঁপ্‌ছে আর তার তলায় কোমরে বেল্ট্ বাঁধা একটা লোক। পরখ্ ক'রে দেখবার মতন কয়েকটা এলোপাতাড়ি 'কোপ' চালিয়ে, কুড়ুলধরা মানুষটা সিধে হ'য়ে দাঁড়িয়ে চারদিক একবার দেখে নিলে; তারপর আবার কুড়ুল চালাতে শুরু করলে। তখন আমরা তার কাছে থেকে পাঁচ গজ দূরে। বুরুন বন্দুকের নলের মুখটা উঁচু ক'রে তুলে বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে আমার দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। শেলাপুতিন্ আমার পাশে গুঁড়ি মেরে আমার কাঁধে ঝুঁকে ফিস্-ফিস্ ক'রে কানে কানে বল্‌লেঃ

"এইবার,—কী বলেন?"

আমি মাথা নাড়তেই শেলাপ্যুতিন ব্যুন্নের কোটের হাতা ধ'রে একটু টান দিলে।

প্রচণ্ড শব্দে গুলির আওয়াজ হ'য়ে গাছে গাছে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কুড়ুল হাতে ব'সে পড়্‌ল। সব চুপচাপ। আমরা তার সামনে গেলুম। শেলাপ্যুতিন এসব ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ! দেখি কুড়ুলটা ইতিমধ্যেই তার হাতে চ'লে গেছে। ব্যুন্ন উৎফুল্ল সম্ভাষণ জানালেঃ

"আরে! মোসি কার্‌পোভিচ্‌! প্রাতঃ পেন্নাম হই!"

সে মোসি কার্‌পোভিচ্‌-এর কাঁধটা চাপ্‌ড়েও দিলে। মোসি কারপো-ভিচের কিন্তু মুখে 'রা' নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে তখন যন্ত্রচালিতের মতন তার কোটের বাঁ হাতাটা থেকে শুধু বরফ-গুঁড়ো ঝেড়েই চলেছে!

"তোমার ঘোড়া কোথায়?"—আমি জিগ্যেস করলুম।

মোসি কারপোভিচ্‌ তখনও কথা বল্‌তে পারচে না। ব্যুন্নই তার হ'য়ে জবাব দিলেঃ

"ঐ তো! অ্যা—ই ছোঁড়া! এদিকে চ'লে আয়!"

মাত্র তখনই আমার নজরে এলো যে, পাইনগাছের ডালপালার জালের ফাঁক দিয়ে একটা ঘোড়ার মাথা আর চাষীদের গাড়ীর ঘোড়া জোতবার-'বোম্‌'-এর ডগাটা দেখা যাচ্ছে।

ব্যুন্ন মোসি কারপোভিচের হাতখান্য বাগিয়ে ধরলে। তারপর রগড় ক'রে বললে, "এই যে মোসি কার্‌পোভিচ্‌, আপনার অ্যাম্বুলেন্সখানা এই দিকে।"

অবশেষে, মোসি কার্‌পোভিচের দেহে যে প্রাণ আছে তার সাড়া পাওয়া গেল। টুপি খুলে চুলগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সে ব'লে উঠলো, "নারায়ণ, নারায়ণ!"*

সবাই একজোটে আমরা 'স্লেজ'টার দিকে এগোলুম। সেটাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে নিয়ে বরফে-প্রায়-ঢাকা-পড়ে-যাওয়া গভীর চাকার দাগ ধ'রে আমরা চলতে লাগলুম। গাড়োয়ানটি বছর চোদ্দ বয়েসের এক ছোকরা। মাথায় মস্তবড় এক টুপি, পায়ের জুতোজোড়াও তার পায়ের মাপের চেয়ে

* ইংরেজিতে "মাই গড্‌! মাই গড্‌!" থাক্‌লেও প্রকৃত অর্থটাকে জুৎসই ক'রে পরিস্ফুট করার প্রয়োজনেই আমি ও'র মুখে এখানে 'নারায়ণ নারায়ণ' না বসিয়ে পারলুম না। —বাংলা অনুবাদক

অনেক বড়। ঘোড়াকে মুখ চুকিয়ে সে গম্ভীর শোকে মুহ্যমান হ'য়ে ঘোড়ার লাগাম নাড়া দিচ্ছিল। সারাক্ষণ সে শুধু ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। বেচারা একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেছলো।

বনের কিনারায় পেঁছিবার পর ছেলেটার হাত থেকে বুরুন 'রাশ' কেড়ে নিলে।

ধমক লাগিয়ে ব'লে উঠলো, "উলটো দিকে চালাচ্ছিস যে! বোঝা নিয়ে যদি আসতে পারতিস তো ঐ রাস্তাটাই ঠিক রাস্তা হোতো। কিন্তু এখন তুই শুধু তোর বাপকেই নিয়ে যাচ্ছিস কিনা, তাই এই পথটা দিয়ে যেতে হবে!"

ছেলেটা জিগেস করলে, "কলোনিতে?" বুরুন কিন্তু তার হাতে আর রাশ ছেড়ে দিলে না। নিজেই কলোনির দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরালে।

ভোর হ'য়ে আসছিল।

হঠাৎ বুরুনের হাতের ওপর দিয়েই লাগাম টেনে দিয়ে মৌসি কারপোভিচ্ ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিলে, আর অন্য হাতটা দিয়ে মাথার টুপি খুলে আমায় অনুনয় ক'রে বললেঃ

"আন্তন সেমিওনোভিচ্, আমায় ছেড়ে দিন। এই প্রথমবারটা!—আমাদের জ্বালানি কাঠ নেই...দয়া ক'রে এবারটি আমায় ছেড়ে দিন!"

বুরুন চ'টে 'হাতঝোনা' দিয়ে মৌসি কারপোভিচের হাতখানা লাগাম থেকে হটিয়ে দিলে; নিজে কিন্তু ঘোড়াটাকে চালালে না। আমি কি বলি শোনবার জন্যে গাড়ি থামিয়েই রাখলে।

আমি বললুম, "না, না মৌসি কারপোভিচ্! তা' হয় না! আমাদের এজাহার লিখে পাঠাতে হবে। জানোই ত'—এ হচ্ছে সরকারী ব্যাপার!"

সেই ভোরের আবছা আলোয় শেলাপুতিনের 'রিণরিণে' কাঁচ গলার মিঠে আওয়াজ শোনা গেলঃ

"আর প্রথমবারও এটা নয়! প্রথমবার কেন, এটা তিনবারের বার! এক-বার তো তোমার ভ্যাসিলি ধরা পড়েছিল। তার পরের বার..."

বুরুনের ভারি পুরুষালি গলা তার মিঠে আওয়াজকে কেটে দিয়ে ব'লে উঠলো. "এখানে এমন ক'রে টাঙানো থেকে লাভ কি? অ্যা-ই আন্দ্রেই! ছুট্টে বাড়ি চ'লে যা! তুই তো সবে 'চুনো-পুঁটি'রে! তোর মাকে বলগে যা'। তোর বাপ ধরা-প'ড়েচে! পারে তো তাকে কিছু পাঠিয়ে দিক।"

আন্দ্রেই ভয়ে হাঁদা বনে' গিয়ে একলাফে গাড়ি থেকে নেবে উধর্শ্বাসে

তাদের গাঁয়ের খামারবাড়ির দিকে ছ্‌ুটলো। আমরা আবার গন্তব্যপথে রওনা হ্‌লুম।

কলোনির চৌহদ্দিতে পেঁছেই আমাদের একদল ছেলের দেখা পাওয়া গেল। তারা আমাদের উদ্দেশেই রওনা হচ্ছিল।

“কি ম্‌ুস্কিল! আমরা ভাবল্‌ুম তোমাদের হয়ত খ্‌ুনট্‌ুন হবার দাখিল হয়েচে। তাই আমরা তোমাদের বাঁচাতে যাবো ঠিক করেছিল্‌ুম।”

“আরে, ‘কাম’ একেবারে ‘নিটোল রকম’ ‘ফতে’ হ’য়ে গ্যাচে!” ব্‌ুর্‌ুন হেসে বললে।

আমার ঘরে সবাই ভিড় ক’রে এলো। মৌসি কারপোভিচ্‌ দার্‌ুণ মনমরা হ’য়ে আমার সামনের চেয়ারখানায় বসলো। ব্‌ুর্‌ুন উঠে বসল জানলার তলাগিতে, হাতে তখনও তার বন্দ্‌ুক ধরা। শেলাপ্‌ুতিন তার সঙ্গীদের কাছে চুপি চুপি তাদের নৈশ অভিযানের কাহিনীর বর্ণনা করছিল। দ্‌ুটো ছেলে বসেছিল আমার বিছানাটায় আর বাকি সবাই বেঞ্চে ব’সে পরম আগ্রহে এজাহারের পদ্ধতিটা লক্ষ্য করছিল।

হৃদয়-বিদারক রকমের খ্‌ুঁটিনাটির বর্ণনা দিয়েই এজেহার তৈরি হোলো।

“তোমার বারো দেস্যাতিন* জমি আছে, না? আর তিনটে ঘোড়া?”

“ঘোড়া?” মৌসি কারপোভিচ্‌ আর্তনাদ ক’রে উঠলো। “ওটাকে আপনি ঘোড়া বলচেন কী করে? ওটার যে মোটে দ্‌ু’বছর বয়েস!”

“তিন বছর!” মিঠে ক’রে মৌসি কারপোভিচের কাঁধে চাপড় দিয়ে ব্‌ুর্‌ুন বেশ জেদের সঙ্গেই কথাটা বললে।

আমি লিখে চলল্‌ুমঃ

“গাছের গায়ের ক্ষতের পরিমাণ ছ’ ইঞ্চি গভীর...”

মৌসি কারপোভিচ্‌ হাত দ্‌ুটো ছ্‌ুঁড়ে বলে উঠলো, ‘সেকি কথা, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌! দোহাই ভগবান! ওকথা বলেন কী ক’রে? চার ইঞ্চি হয় কি, না হয়!”

হঠাৎ শেলাপ্‌ুতিন ফিস্‌ ফিস্‌ ক’রে তার কাহিনী শোনানো বন্ধ ক’রে হাত দ্‌ুটো আধ মিটার আন্দাজ ফাঁক করে মৌসি কারপোভিচের ম্‌ুখের কাছে ম্‌ুখ ভেংচে ব’লে উঠলোঃ

“এই ট্‌ুকুনি? ” সে ভেংচে বলে উঠলো, “মোটে তো এই ট্‌ুকুনি? কী বলো?”

* প্রায় ২.৭ একর।

মৌসি কারপোভিচ্ যেন সে-কথা শুনতেই পেলে না এমনি ভান ক'রে করুণ মিনতিভরা চোখে আমার কলম-চলা দেখতে লাগলো।

এজেহার লেখা শেষ হোলো। যাবার সময় অভিমান-আহত নির্দোষিতার ভঙ্গিতে মৌসি কারপোভিচ্ আমার সঙ্গে হাত-নাড়ানাড়ি করলে। আর উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে বুরুনকে সবার চেয়ে বয়সে বড় দেখে তার দিকেও হাত বাড়িয়ে বললেঃ

"তোমরা বাপু এমন ক'রে উঠেপ'ড়ে লেগো না; আমাদের সবাইকেই ত' বাঁচতে হবে!"

বিনয়ের ভঙ্গিতে বুরুন বিদ্রূপ ক'রে বললেঃ

"থাক্ থাক্, আর বলবেন না! আপনাদের সেবায় লাগতে পারলেই আমরা কৃতার্থ!"

তারপর তার হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেলঃ

"তাইতো, আন্তন সেমিওনোভিচ্! গাছটার কী হবে?"

কথাটা সবাইকেই ভাবিয়ে তুললে। গাছটা তো বলতে গেলে কাটা হ'য়েই এসেছিল; কালই হয়তো কেউ বাকি কাজটুকু সেরে ওটাকে নিয়ে পালাবে। আমাদের চিন্তার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই বুরুন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতেই সে ঘাড় ফিরিয়ে 'বর্তমানে-একেবারে-কুপোকাৎ' মৌসি কারপোভিচ্‌কে ব'লে গেলঃ

কিচ্ছু ভাববেন না—আপনার ঘোড়া আমরা এখুনি ফিরিয়ে এনে দেবো! কে কে যাবি রে আমার সঙ্গে? আরে ঢের ঢের—জন ছ'য়েক হলেই চলবে। কি, মৌসি কারপোভিচ্! দড়িটড়ি আছে?"

"স্লেজেই বাঁধা আছে।"

সবাই বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদেই দীর্ঘ এক পাইন গাছ কলোনিতে এসে পড়লো। এটা আমাদেরই 'পাওনা' হ'য়ে গেল। অনেক কালের প্রচলিত রীতি-হিসেবে কুড়ুলখানাও আমাদেরই হ'য়ে গেল। তারপরে অনেক কাল ধ'রেই মালপত্তরের হিসেব মেলাবার সময় আমরা বলাবলি করতুমঃ

"মৌসি কারপোভিচের সেই কুড়ুলখানা কোথায় গেল?"

নীতিগত বক্তৃতা, ধমক-ধামক আর মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রাগারাগি ক'রেও যত না ফল পাওয়া গেছলো, সমাজ-শত্রুদের সঙ্গে জোর লড়াই চালাবার মতো এই ধরনের সব পছন্দসই কাজের মধ্যে দিয়ে তার চেয়ে ঢের ভালভাবে আমাদের ওখানে প্রথম একটা সুস্থ ভ্রাতৃত্ববোধের অঙ্কুর গজিয়ে উঠলো। সেই থেকে কতো সন্ধ্যেয় সুদীর্ঘ আলোচনা, প্রাণখোলা হাসিঠাট্টা, আবার কখনও বা

নতুন কোনও অভিযান সম্পর্কে যুক্তি-পরামর্শের মধ্যে দিয়ে আমরা ক্রমশ পরস্পরের সঙ্গে আরও একাত্ম হ'য়ে উঠতে লাগলুম—আর শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে গোর্কি কলোনি নামের অখণ্ড একটা সঙ্ঘে পরিণত হলুম।

৬

লোহার ট্যাঙ্ক্ দখল

এদিকে এইসঙ্গে আমাদের কলোনি তার টিকে থাকবার পক্ষে উপযুক্ত উপকরণ ইত্যাদির দিক দিয়েও ধীরে ধীরে মজবুত হ'য়ে গ'ড়ে উঠছিল। অপরিসীম দারিদ্র্য, ইঁদুর ছুঁচো পোকামাকড়ের অত্যাচার, বরফে-ক্ষয়ে-যাওয়া পায়ের আঙুল—কোন কিছুতেই আমাদের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যা কিছু স্বপ্ন আমরা দেখতুম, তা সবই ছিল চাষবাস শুরু করতে পারাকে কেন্দ্র ক'রে—যদিও প্রৌঢ় বয়েসের ঐ 'ল্যাডি' আর আমাদের সেকেলে সেই বীজ ছড়াবার যন্ত্রটার সাহায্যে তা করতে পারার কোনো আশাই ছিল না। 'হর্স-পাওয়ার' বলতে ল্যাডির দেহে শক্তির যেটুকু অবশেষ তখনও ছিল তার ভরসায় তাকে দিয়ে লাঙল টানিয়ে চাষবাস করা চলবে এমন কথা ভাবার চেয়ে উৎকট কল্পনা আর কিছু হ'তে পারতো না। তাছাড়া আমাদের সবার মতোই ল্যাডির পেটেও, খাদ্য বড় বেশি পেঁছতো না। শুকনো ঘাস দূরের কথা, তার জন্যে সামান্য খড়টুকু জোটাতেও আমাদের হিমসিম খেয়ে যেতে হোতো। গোটা শীতকালটা তাকে দিয়ে গাড়ি টানানোটাই তো ছিল একটানা একটা অমানুষিক অত্যাচার। তাছাড়া যে-চাবুক 'আফ্শে' তাকে ভয় না দেখালে 'ল্যাডি' এক পাও নড়তে চাইত না দিনের পর দিন সর্বদা সেই চাবুক আফ্শাতে আফ্শাতে কালিনা আইভানোভিচের ডান হাতে একটা স্থায়ী বেদনাই দাঁড়িয়ে গেছলো।

সবচেয়ে বড়ো কথা,—যে-জমিটায় আমাদের কলোনি, সেটা চাষের পক্ষে ছিল একদম বাজে—আগাগোড়া বালি বললেই হয়।

আজ এতদিন পরে, আমার এই ভেবে অবাক লাগে যে আমাদের সেই অবস্থায় আমরা এতবড় একটা দুর্দান্ত প্রচেষ্টার কল্পনা করতে কী ক'রে সাহস করেছিলুম! আর কপালক্রমে সেইটাই কিনা শেষ পর্যন্ত আমাদের

দাঁড় করিয়ে দিলে!

বড়ো অদ্ভুতভাবে জিনিসটার শুরু হোলো।

হঠাৎ আমাদের বরাত ফিরলো। আমরা ওক গাছের গুঁড়ি সাপ্লাই করবার একটা অর্ডার পেয়ে গেলুম। যেসব বনে সেগুলো কাটা হোতো সেই-খান থেকেই সেগুলোকে আনতে হোত। যদিও ওই বিশেষ বনগুলো আমাদেরই গ্রাম-সোহিবুয়েটের চৌহদ্দির মধ্যে ছিল তবু এর আগে ওদিকটাতে আমরা আর কখনও অতোটা দূরে যাইনি।

চাষীগাঁয়ের দুজন লোকের সঙ্গে আমাদের বন্দোবস্ত হোলো যে তারা তাদেরই ঘোড়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে। তারপর আমরা এক নতুন জায়গার দিকে রওনা হলুম। সেখানে পৌঁছে কালিনা আইভানোভিচ্ আর আমি বহুদূরের বরফ-জমা নদীর ধারের শরবন ছাড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল যে একসারি পপ্লার গাছ, সেই দিকে মনোযোগ দিলুম। গাড়োয়ান-দুটো যখন কাটা গাছগুলোকে তাদের স্লেজ গাড়িতে বোঝাই দিতে দিতে—সেগুলো গাড়ি চলার সময়ে পথে প'ড়ে যাবে কিনা তাই নিয়ে তর্কে মত্ত, সেই সময়ে আমরা বরফ পার হ'য়ে নদীর অপর পারের একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠেচে যে একটা—প্রায় পথ বলা চলে—এমন সুবিধেমত 'চড়াই',— সেইটা ধরে, ওপরে উঠে গেলুম। সেখানে পৌঁছে দেখি, জায়গাটা একেবারে মৃত্যুপুরী! একেবারে বিধ্বস্ত গোটাবারো বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা হাজির হলুম। নানা আকারের বিভিন্ন ধরনের বাড়ি ছিল সেগুলো—বাসগৃহ, চালা, কুঁড়ে, বারবাড়ি, এমনি সব...। সব কটারই প্রায় সমান বিধ্বস্ত অবস্থা। এক সময়ে যে জায়গাটায় উনুন ছিল এখন সেখানে বরফে অর্ধেকটা ঢাকা ইট আর মাটির স্তূপ। মেঝে, দরজা, জানলা, সিঁড়ি—সবই প্রায় উধাও। অনেক-গুলো পার্টিশন আর সিলিং ভেঙে একেবারে চুরমার হ'য়ে গেছে। এখান-সেখান থেকে ইটের দেওয়াল এমন কি ভিত পর্যন্ত সরে গেছে। আস্তাবল-গুলোর, বাকি রয়েছে শুধু সামনের আর পেছনের দেওয়াল-দুটো। আর তারই ওপরে মৌন বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ব'সে রয়েছে খাসা একটা জলের ট্যাঙ্ক্—দেখলে মনে হয় সেটা যেন সদ্য রঙ্ করা। সারা জায়গাটার মধ্যে শুধু এই ট্যাঙ্কটাই যেন জ্যান্ত;—বাকি সব কিছুই একেবারে 'পাথুরে-মড়া'।

কেবল উঠোনের একধারে খাড়া হ'য়ে উঠেছে একটা নতুন দোতলা বাড়ি—তখনও তার দেওয়ালে চূণবালির 'আস্তর' পড়েনি—কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় যে এটাকে একটু 'স্টাইলের মাথাতেই' গেঁথে তোলা হ'য়েচে। এটার মস্ত মস্ত ঘরগুলোতে প্লাস্টারের ছাঁচের আর মার্বেল পাথরে তৈরি জানলার

তলাকার গোব্রাট-এর টুকরো টাকরাগুলো তখনও প'ড়ে। উঠোনের অপর প্রান্তে 'হলো-কংক্রীট'-এ তৈরি একটা নতুন আস্তাবল। সবচেয়ে বেশি-ধ্বসে-যাওয়া বাড়িগুলোরও খুব কাছে গিয়ে যখন আমরা 'নিরিখ' ক'রে দেখলুম তখন তাদের নিরেট কারুকাজ, বিরাট বিরাট ওক কাঠের কড়ি, মজবুত বাঁধন আর সৌখীন বরগা আর নিখুঁত-হিসেবের খাড়া পত্তন দেখে আমাদের চোখ ঠিক্‌রে পড়ার জোগাড়! যত্ন ক'রে গড়া অমন মজবুত কাঠামোটার অপমৃত্যু জরাব্যাধির দ্বারা ঘটেনি, ঘ'টেছে তরুণ বয়েসেই তার ওপর নির্মম যে আঘাত হানা হয়েছিল, তারই ফলে।

এতখানি ঐশ্বর্যের ঘটা দেখে কালিনা আইভানোভিচ্ আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

"তাকিয়ে দেখুন একবার," সে ব'লে উঠল, "ঐ নদী, এ-ই বাগান আর কী তেপান্তর 'নাবাল' মাঠঘাটের ঘটা!"

নদীটা জায়গাটাকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে যে পাহাড়টাকে পেরিয়ে চ'লে গেছে, অমন একটা পাহাড় আমাদের সমতল অঞ্চলে একেবারেই দুর্লভ। ঢালু ফলের বাগানখানা নদীর দিকে তিন থাকে নেবে গেছে। প্রথম থাকটায় অজস্র চেরী গাছ, তার নিচের দিকে নেবে গেছে যে মাঝের থাক, সেটাতে কত যে আপেল আর পীয়ার গাছ আর সব নিচের থাকটা ভ'রে রয়েছে শুধু কালো রঙের কিস্‌মিস্-মনাক্কা-বৈঁচির ঘন ঝোপ!

প্রধান বাড়িখানার উলটো দিকের আর একটা চত্বরের ওপর খাড়া হ'য়ে রয়েছে একটা পাঁচতলা উঁচু ময়দার কল। তার পাখ্‌নাগুলো তখন পুরোদমে ঘুরে চ'লেচে! কলের মজুরদের মুখে শুনলুম ওটা ছিল 'ত্রেপ্‌কে'দের ক'-ভাই-এর সম্পত্তি। তারা সর্বস্ব ফেলে, ডেনিকিনের সৈন্যদল যখন এখানে হামলা করে, সেই সময় পালিয়ে গেছলো। স্থাবর সম্পত্তি যা কিছু ছিল সে-সব অনেকদিন আগেই, কাছাকাছি 'গঞ্চারোভ্‌কা' ব'লে যে গ্রামটা আছে সেখানকার বাসিন্দাদের আশপাশের চাষীদের বাড়ি বাড়ি 'চালান' হ'য়ে গেছে। এবার এখান থেকে সরতে আরম্ভ করেছে মূল বাড়িগুলো পর্যন্ত!

কালিনা আইভানোভিচ্ এবার মুখ খুললেঃ

"জংলি, শুয়ার ইডিয়টের দল!"—সে ফুঁসে উঠলো। "দেখুন দেখি একবার সম্পত্তিখানা! কী বাড়ি! আস্তাবল! নিজেরাই কোন্ ভোগ করলি কুত্তির বাচ্ছারা! নিজেরাও তো এসে বাস করতে পারতিস, চাষবাস করতে পারতিস, মজা করে কফি খেতিস্! তা না, তোদের মাথায় শুধু খেলে এমন ঘর বাড়িতেও শুধু কুড়ুল মেরে সব ছারেখারে দিতে! আর তা-ও কিসের

জন্যে? না তোদের পুরু 'পিটুলি'র পিণ্ডি সেদ্ধ করবি ব'লে! এমন কুঁড়ে তোরা, যে, কাঠখানা পর্যন্ত চেলা ক'রে নিতে তোদের হাত ওঠে না...পিটুলির পিণ্ডি গলায় বেঁধে মরগে যা সব মুখ্যুর ঝাড়, ইডিয়টের পাল! কোনো বিপ্লবে ওদের 'কিসসু' সুবিধে হবে না—এই ব'লে দিলুম। ওরা যেমনটি আছে ঠিক অমনিটিই সব কবরে যাবে! ওরে শুয়োররা, ওরে পচা মড়ারা, ওরে মাথা-মোটা হতভাগারা! এ কী 'নরকে' কাণ্ড!"

মিলের একজন শ্রমিক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, কালিনা আইভানোভিচ্ তার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

"আচ্ছা কমরেড্, বলতে পারো?" সে জিগেস্ করলে, "ওই ট্যাঙ্কটা কী করলে পাওয়া যায়? ওই যে, আস্তাবলের ওপর যেটা রয়েচে! ওটা তো, যাই বলো, এখানে প'ড়ে প'ড়ে শুধুই নষ্ট হবে; কারও ত' কোনো কাজে লাগবে না!"

"ওই ট্যাঙ্কটা? তা' আমি জানবো কী ক'রে ছাই! এখানকার সব কিছুরই ভার ওই গ্রাম-সোভিয়েটের ওপর।"

"বটে? তবু ভালো!"—কালিনা আইভানোভিচ্ জবাব দিলে। তার-পর আমরা বাড়ি রওনা হলুম।

বসন্তের হাওয়া লেগে ইতিমধ্যেই গলতে আরম্ভ করেছিল যে বরফ—তারই মসৃণ আস্তরণে ঢাকা পথের ওপর দিয়ে আমাদের পড়শিদের স্লেজ্ গাড়িটায় চ'ড়ে বাড়ি ফেরার সময় কালিনা আইভানোভিচ্ তার দিবাস্বপ্নে বুঁদ হ'য়ে গেল: "ওই ট্যাঙ্কটা পাওয়া গেলে বেশ হবে, না? ওটাকে কলোনিতে নিয়ে গিয়ে ধোবিখানার 'চিলে-ছাতে'র ওপর বসাতে পারলে ধোবি-খানাটাকে কেমন 'স্টীম-বাথ্' বানিয়ে ফেলা যায়!"

পরের দিন সকালে আবার বনের পথে রওনা হ'তে যাচ্ছি, কালিনা আই-ভানোভিচ্ তার 'বায়না' ধ'রে আমাকে খানিক দেরি করিয়ে দিলে।

"ওই গ্রাম-সোভিয়েটের নামে আমাকে একটা চিঠি লিখে দিতেই হবে, লক্ষ্মীটি! ওদের তো ওটাতে কোনো দরকার নেই, কুকুরের যেমন 'পাছ্-পকেট' দরকার নেই। অথচ আমরা ওটা পেলে কেমন 'স্টীম বাথ্' বানাতে পারি!"

তাকে খুসি করার জন্যে আমি লিখে দিলুম। সন্ধ্যাবেলা সে রেগে 'টং' হ'য়ে ফিরে এলো।

"পরগাছারা! ওরা সব কিছুই দ্যাখে শুধু হাওয়াতে, কল্পনাতে!

আসলে, কাজে কী দাঁড়াবে, তা দেখ্‌বার কারো মুরোদ নেই! 'ঢ়ুণ্ডু'*গুলো বলে কিনা ও ট্যাঙ্ক্‌টা সরকারী সম্পত্তি। এমন আহাম্মক দেখেচেন কোথাও? আমায় আর একটা চিঠি লিখে দিন। আমি সোজা ভোলোস্ত্‌ এক্‌জিকিউটিভ্‌ কমিটির কাছে যাবো।"

"সেখানে যাবে কেমন ক'রে? সে তো এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার! যাচ্ছো কিসে?"

"আমার এক চেনা-লোক ওই দিকে যাচ্ছে, আমায় সঙ্গে নেবে।"

কালিনা আইভানোভিচের 'স্টীম বাথ্‌'-এর প্ল্যানটা কলোনির সবার খুব মনে ধ'রেছিল বটে কিন্তু কারও বিশ্বাস হয়নি যে ট্যাঙ্ক্‌টা ও আন্‌তে পারবে।

"ওটা বাদ দাও। তার চেয়ে আমরা একটা কাঠের ট্যাঙ্ক্‌ বানিয়ে নেবো।"

"আপনি তো সব বোঝেন! তাহ'লে আর লোকে লোহার ট্যাঙ্ক্‌ বানাতে যেতো না! ওটা আমি আনবোই!—ওদের গলা টিপে আদায় করতে হ'লেও!"

"তারপর? সেটাকে এখানে আন্‌বে কেমন ক'রে? 'ল্যাডি' ব'য়ে আন্‌বে নাকি?"

"সে ঠিক আছে! নালা থাকলেই, শুয়ার থাকে!"

ভোলোস্ত্‌ এক্‌জিকিউটিভ্‌ কমিটির কাছ থেকে কালিনা আইভানোভিচ্‌ আরও খাপ্পা হ'য়ে ফিরে এলো। পৃথিবীতে গালাগালি ছাড়াও যে কিছু ভাল ভাল কথা আছে, তা যেন সে একদম ভুলেই গেল!

পরের সারা সপ্তাহটা সে ছেলেদের অজস্র ঠাট্টা-বিদ্রূপকে উপেক্ষা ক'রে আমার পেছু পেছু কেবল একটা অনুরোধ নিয়েই ফিরতে লাগ্‌ল, "এবার ইউয়েজ্‌দ্‌ এক্‌জিকিউটিভ্‌ কমিটির নামে একখানা চিঠি" তাকে লিখে দিতেই হবে!

আমি হাঁক পাড়লুম, "দোহাই কালিনা আইভানোভিচ্‌! আমায় মুক্তি দাও! তোমার ওই ট্যাঙ্কের কথা ছাড়াও আমার অন্য ঢের ভাববার জিনিস আছে!"

* মূল রাশিয়ান ভাষায় কী ছিল জানি না, ইংরেজী অনুবাদক লিখেছেন: They say—drat them!—this here tank is state property. কিন্তু drat শব্দের কোনও মানে নেই। ওটা 'God rot' থেকে অপভ্রংশ ক'রে নেওয়া একটা প্রায় অর্থহীন গালাগাল। বাংলায় এর জায়গায় 'ঢ়ুণ্ডু গণেশ' শব্দ থেকে আমি 'ঢ়ুণ্ডু'টুকু এখানে লাগিয়ে দিলুম। —বাংলা অনুবাদক।

সে কিন্তু নাছোড়বান্দা! "দিন্ না আমায় একটা চিঠি লিখে! তাতে আপনার ক্ষতিটা কী হ'চ্চে? ওইটুকু কাগজ লোকসান হবার ভয়? না—কী? আপনি শুধু লিখে দিন। দেখ্‌বেন, আমি ট্যাঙ্ক নিয়ে আস্‌বো।"

নেহাৎ কালিনা আইভানোভিচের খাতিরেই এবারও আমি লিখে দিলুম। কাগজটা পকেটে গুঁজে সে এবার স্বস্তির হাসি হাসলে।

"এমন মাথা-মোটা আইনও দেখিনি কোথাও—ভালো জিনিসটা প'ড়ে প'ড়ে নষ্ট হবে, তবু কাউকে ছুঁতে দেবে না! আর তো আমরা 'জারে'র রাজত্বে বাস কর্‌চি নারে বাবা!"

কিন্তু কালিনা আইভানোভিচ্ অনেক রাত্তিরে ইউয়েজ্‌দ্ একজিকিউটিভ্ কমিটি থেকে ফিরে এসে না ঢুকলো ছেলেদের শোবার ঘরে, না এলো আমার ঘরে। পরের দিন সকালের আগে পর্যন্ত সে আর আমার সাম্‌নে আসেনি। যখন এলো তখন দেখি উদাসীন গাম্ভীর্যভরা কঠিন উদ্ধত তার মূর্তি! জানলার বাইরে দিয়ে অনেক দূরের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

তারপর কাগজটা আমায় ফিরিয়ে দিয়ে ছোট ক'রে বল্‌লে "হোলো না!"

আমাদের অতো যত্ন ক'রে খুঁটিয়ে লেখা দরখাস্তখানার ওপর আড়া-আড়িভাবে লাল কালিতে লেখা ছোট্ট একটি মর্মভেদী চরম এবং মোক্ষম 'কাটা-বুলি'—"বলে দাও, হবে না!"

এই মস্ত ধাক্কাটা সাম্‌লে উঠ্‌তে কালিনা আইভানোভিচের বেশ সময় লাগ্‌ল। প্রায় হপ্তাদুয়েক ধ'রে তার মধ্যেকার সেই মধুর প্রবীণ জীবন-চাঞ্চল্যটার আর দেখাই পাওয়া গেল না। দারুণ শোকের উচ্ছ্বাসে ঐ সময়টা সে গুম্ খেয়ে রইলো।

পরের রবিবারে, যখন বরফের অবশেষটুকু মার্চ মাসের উত্তাপে ক্রমশঃই বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ছে, সেই সময়টায় আমি কয়েকটা ছেলেকে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার জন্যে ডাকলুম। তারা অঙ্গে সামান্য কিছু জীর্ণ গরম কাপড়ের টুক্‌রো টাক্‌রা চড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর আমরা রওনা হলুম...ত্রেপ্‌কে'দের সম্পত্তির সেই আস্তানাটার দিকে।

আন্‌মনে যে কথাটা আমি ভাবছিলুম সেই চিন্তাটাই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ "যদি আমরা আমাদের কলোনিটাকেই এখানে তুলে আনি!"

"এখানে?"

"এ—ই বাড়িগুলোতে!"

"কিন্তু এগুলোয় ত' আর তা' ব'লে বাস করা যায় না!"

"মেরামত করিয়ে তো নেওয়া যায়!"

জাদোরভ হাসিতে ফেটে প'ড়ে উঠোনময় লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে আমায় মনে করিয়ে দিলেঃ

"আমাদের তিনখানা বাড়ি এখনও মেরামত করাতে বাকি, আর সারা শীতকালটার মধ্যেও সেটা আমরা ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না।"

"জানি! কিন্তু ধরোই না, যদি আমরা এ জায়গাটা মেরামত করিয়ে নিতে পারি?"

"ওঃ তাহলে এটা 'তোফা' একটা কলোনি হ'য়ে ওঠে! একটা নদী—একটা বাগান—আবার একটা 'মিল্‌'ও!"

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে আমরা আমাদের কল্পনাকে আকাশে ছেড়ে দিলুমঃ এই জায়গাটায় হবে বড় শোবার ঘর, এইখানটায় একটা খাবার ঘর, এইটা একটা প্রধান ক্লাব, আর ওইখানটায় ক্লাস-ঘরগুলো...

খুব ক্লান্ত দেহে আমরা বাড়ি ফিরলেও মন তখন আমাদের, উৎসাহে ভরপুর। শোবার ঘরে সবাই মিলে বেশ গলা ছেড়েই আমাদের ভবিষ্যৎ কলোনির সম্বন্ধে নানা খুঁটিনাটির আলোচনা চল্‌লো। তারপর রাতের মতো সবাই যে-যার শোবার জায়গায় চ'লে যাবার আগে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না বল্‌লেঃ

"একটা জিনিস জানো তোমরা, যে দিবাস্বপ্নে বিভোর হওয়াটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়? ওটা বোল্‌শেভিক রীতিই নয়!"

শোবার ঘরটাতে একটা বিশ্রি নিস্তব্ধতা দেখা দিলে।

আমি একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার দিকে চোখ পাকিয়ে, টেবিলের ওপর 'দুম্‌' ক'রে ঘুসি ঠুকে ব'লে উঠ্‌লুমঃ

"আমি বলি, শুনে রাখো! একমাসের মধ্যে ওই জমিদারি আমাদের হবে! তাহ'লে সেটা বোল্‌শেভিক রীতি হবে তো?"

ছেলেগুলো আহ্লাদে হেসে উঠ্‌লো। আমি তাদের সঙ্গে হাসলুম। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাও সে হাসিতে যোগ দিলে।

সারা রাত ধ'রে আমি ব'সে ব'সে গ্যুবের্নিয়া একজিকিউটিভ্‌ কমিটির কাছে পেশ করবার জন্যে একখানা বিবৃতি (দরখাস্ত) লিখে ফেল্‌লুম।

হপ্তাখানেক বাদে গ্যুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা আমায় ডেকে পাঠালেন।

"মৎলবটা মন্দ নয়। চলো, জায়গাটা দেখে আসা যাক্‌!"

আর একটা সপ্তাহ কেটে গেল। আমাদের পরিকল্পনাটা নিয়ে গ্যুবের্নিয়া একজিকিউটিভ্‌ কমিটিতে আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌ল।

বোঝা গেল, কর্তারা এই সম্পত্তিটা নিয়ে বেশ কিছুকাল ধ'রেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। আমি এই সুযোগে ওই সম্পত্তিটার কথা, আমাদের বর্তমান কলোনির দারিদ্র্য আর অবহেলিত অবস্থার কথা, সেখানে আমাদের উন্নতির সুযোগের অভাবের কথা আর সেখানে আমাদের ওই যে সুন্দর সমবেত জীবন-সম্পর্কটা গ'ড়ে উঠেছিল তার কথা—সবই বর্ণনা করলুম।

শুনে গুবের্নিয়া একজিকিউটিভ্ কমিটির চেয়ারম্যান বল্লেন:

"জায়গাটাকে কাজে লাগাবার লোক চাই, আবার ওখানে গিয়ে কাজ করতে চায় এমন লোকও যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন ওদেরই ওটা দিয়ে দেওয়া যাক্!"

ফলে আমার হাতে এসে গেল এক অর্ডার—যাতে ষাট 'দেসিয়াতিন্' ভালো চাষের-যোগ্য জমি-যুক্ত ত্রেপ্‌কেদের ঐ আগেকার সম্পত্তিগুলোকে সবই—মায় তার মেরামতি খরচার মঞ্জুর-করা খস্‌ড়া শুদ্ধু আমাদের দেওয়া হ'য়েচে! এটা যে কেবল একটা স্বপ্নমাত্র নয়, একথা বিশ্বাস করতে প্রায় অক্ষম হ'য়ে আমি রইলুম বড় শোবার ঘরখানার ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে! —আর আমাকে ঘিরে উৎসাহে উদ্দীপনায় ঘূর্ণি ঝড়ের মতোই চঞ্চল ছেলের দল অগণিত ঊর্ধ্ববাহু বনস্পতির মতো আমায় মিনতি করতে লাগ্‌লো:

"দেখি, দেখি! আমরা একবারটি দেখি!"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এসে ঘরে ঢুকলো। ছেলেগুলো ভদ্র সভ্য মিষ্টি ঠাট্টা তামাসায় উপ্‌ছে প'ড়ে মহা উৎসাহে তার দিকে ছুটে গেল। শেলাপুতিনের তীক্ষ্ণ রিণ্‌রিণে মিঠে গলায় ধ্বনিত হোলো:

"বলুন, সেটা বোল্‌শেভিক রীতি ছিলো কিনা? আপনিই বলুন আমাদের!"

"ব্যাপার কি? কী হ'য়েচে?"

"এটা? এটা কি বোল্‌শেভিক রীতি? শুধু তাকিয়ে দেখুন একবার!"

এই সমস্ত ব্যাপারটায় কালিনা আইভানোভিচ্-এর চেয়ে সুখী আর কেউ হয় নি।

"আপনি একখানি তুরুপের তাস!"—সে বল্লে, "এ যেন সেই শাস্তরের (শাস্ত্রের) কথা: "চাও, তাহলেই তোমরা পাবে, দরজায় ধাক্কা দাও, তাহ'লেই দোর খুলে যাবে!—আর তুমি পাবে—"

"—গালে একটি থাপ্পড়্!"—টিপ্পনি জুড়ে দিলে জাদোরভ্।

"ওটা আর গালে থাপ্পড় নয়," কালিনা আইভানোভিচ্ তার দিকে ফিরে বল্‌লে, "ওটি দস্তুরমতো অর্ডার!"

"আপনি একটা ট্যাঙ্ক্ পাবার জন্যে দরজা চাপ্‌ড়েছিলেন, বদলে পেয়েছিলেন গালে থাপ্পড়। আর এ হ'চ্ছে রীতিমত সরকারী গুরুত্বের ব্যাপার। শুধু ভিক্ষের জিনিস নয়।"

কালিনা আইভানোভিচ্ খুসির সুরে বল্‌লে, "শাস্তরের ব্যাখ্যানা করবার মতো বয়েস তোমার এখনও হয়নি বাপু!" এই আনন্দলগ্নটিতে সে আর কিছুতে হঠ্‌তে রাজি নয়!

পরের রবিবারেই সে, আমি আর ছেলের দল মিলে আমাদের নতুন 'রাজ্যপাট'টা ভালো ক'রে দেখ্‌তে গেলুম। কালিনা আইভানোভিচের তামাকের পাইপ্ থেকে মুহুর্মুহু বিজয়-গর্বের রাশি রাশি ধোঁয়া বেরিয়ে সেই ধ্বংসস্তূপকে বারবার আচ্ছন্ন ক'রে দিতে লাগ্‌ল। সে খুব 'চালে'র মাথায় ট্যাঙ্ক্-টার পাশ দিয়ে চ'লে গেল।

বুরুন নিটোল গাম্ভীর্যভরা মুখে তাকে জিগ্যেস্ করলে, "তাহলে ট্যাঙ্ক্‌টাকে কখন সরানো যাবে?"

"এ পরগাছটাকে আর সরাতে যাবো কী দুঃখে?"—বল্‌লে কালিনা আইভানোভিচ্। "এটাকে, দেখো না—এইখানেই কোনো একটা কাজে লাগিয়ে নেবো। এই যে আস্তাবলগুলো দেখ্‌চো—এমন নিখুঁত জিনিসটি আর কাউকে বানাতে হবে না, জানো?"

৭

প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু যোগ্যতা আছে

'গ্রেপ্‌কে'দের সম্পত্তিটা পেয়ে যে উল্লাস আমাদের হোলো সেটাকে যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজের ভাষার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গেলুম, তা কিন্তু নয়! 'এটা-সেটা' নানা কারণে টাকাকড়ি, মালপত্তর—এসে পৌঁছতে বেশ খানিক দেরি হোলো। কিন্তু প্রধান বাধা যেটা, সেটা একটা নিতান্ত ছোট্ট, কিন্তু দুর্দান্ত পাজী—নদী। আমাদের কলোনি আর গ্রেপ্‌কে-দের সম্পত্তিটার মাঝখান দিয়ে এটা ব'য়ে গেছে। এপ্রিল মাসটা একবার পড়্‌লে হয়, তখন এর তেজ দেখে কে? মনে হবে, প্রকৃতির ভাঁড়ারে উৎপাত করবার যতরকমের সর্বনাশা শক্তি আছে, তা' সবই এর কাঁধে এসে ভর ক'রেছে! প্রথমটা ধীরে ধীরে একগুঁয়েমির সঙ্গে ফুল্‌তে ফুল্‌তে, ফাঁপ্‌তে ফাঁপ্‌তে শুধু দুপাশের পাড়গুলোকে ভাসাতে থাকবে। তারপরই আরও ঢিমে চালে ক্রমশঃ রোগা হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত আবার আগেকার শীর্ণ চেহারায় ফিরে যাবে—কিন্তু পেছনে রেখে যাবে আবার নতুন রকমের এক উৎপাত—এমন 'দ'ক' যে, কী মানুষ, কী পশু কেউ তা পার হ'তে পারবে না।

"গ্রেপ্‌কে,"—তখন থেকে আমাদের ঐ নতুন-দখল-পাওয়া জায়গাটাকে আমরা ঐ নামেই ডাক্‌তে শুরু করেছিলুম—অনেক দিন ধ'রেই সেই জন্যে ধ্বংসস্তূপরূপেই প'ড়ে রইল। ইতিমধ্যে বসন্ত এসে পড়ায় আমাদের ছেলে-গুলোর ফূর্তি বেড়ে গেল। সকালে 'জলখাওয়া' সারবার পর থেকে কাজের ঘণ্টা পড়ার আগে পর্যন্ত তারা নিজেদের জামা খুলে সেগুলোকে টান মেরে মেরে উঠোনময় এলোমেলো ছড়িয়ে ফেলে সারি সারি সব বুক চিতিয়ে রোদ পোহাতে ব'সে যেতো। সে সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাটি না ব'লে রোদে ব'সে থাকবার তাদের ক্ষমতা জন্মাতো। কিন্তু এর সুদ-শুদ্ধ তারা উশুল ক'রে নিতো শীতকালে, যখন শোবার ঘরের মধ্যেও চুপচাপ থেকে শরীর গরম

যেতে যেতে সে সেই মামুলি কাহিনী শোনাতে লাগ্‌লো⋯

রাখা অসম্ভব হোতো।

ঘণ্টা পড়্‌লে তাদের উঠ্‌তেই হোতো। তখন তারা অনিচ্ছার সঙ্গে যে-যার জায়গায় গিয়ে কাজে লাগ্‌তো। কিন্তু কাজের মাঝেও যেকোনও ছুতোয় মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে গায়ে একটু রোদ লাগিয়ে নিতো।

এপ্রিলের প্রথম দিকে ভাস্‌কা পোলেশ্‌চুক্‌ পালালো। কলোনির পাকা-পোক্ত সভ্য সে অবশ্য ছিল না। ডিসেম্বর মাসে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা জনশিক্ষা দপ্তরের এক টেবিলে। দেখি শতচ্ছিন্ন পোষাক পরা নোংরা ছেলেটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে, একটা ছোটোখাটো ভিড়। 'অপূর্ণ ছেলে-মেয়েদের দপ্তর' থেকে তাকে 'অপূর্ণ-মস্তিষ্ক-ছেলে' ব'লে 'রায়' দিয়ে ঐ রকম ছেলেদের একটা 'আশ্রমে'ই পাঠানো হচ্ছিল। 'জীর্ণচীরধারী' ছেলেটা কেঁদে প্রতিবাদ করছিল যে, সে মোটেই 'মাথা পাগ্‌লা' নয়; কারা যেন তাকে ক্রাস্‌নোদর্‌-এ নিয়ে গিয়ে ইস্কুলে পড়বার সুবিধে ক'রে দেবে ব'লে ভুলিয়ে ভালিয়ে শহরে নিয়ে এসেছিল।

আমি তাকে জিগেস্‌ করলুম, "এই, তুই চেঁচাচ্চিস কেন?"

"ওরা বল্‌চে আমি পাগ্‌লা!"

"বেশ, বেশ—আমি তোর সব কথা শুনেচি! 'হাঁউ মাউ' করা ছেড়ে আমার সঙ্গে চল্‌।"

"কি ক'রে যাবো?"

"কি ক'রে আবার? চরণ-জুড়িতে! চ'লে আয়!*

ছেলেটার মুখে বুদ্ধির কোনও ছাপ ছিল না তবে তার যে উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েচে—সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আমি ভাব্‌লুম, "মরুকগে ছাই! প্রত্যেকেরই একটা না একটা যোগ্যতা তো থাকে!"

এর ভার থেকে মুক্তি পেয়ে 'অপূর্ণ-ছেলেমেয়েদের-দপ্তর'টা যেন বেঁচে গেল। আমরা কলোনির দিকে চট্‌পট্‌ পা চালিয়ে দিলুম। যেতে যেতে সে সেই মামুলি কাহিনী শোনাতে লাগ্‌ল। বাপ-মা মারা গেছে, সহায় সম্বল কিচ্ছু নেই—ইত্যাদি। নাম বল্লে, ভাস্‌কা পোলেশ্‌চুক। নিজেকে সে 'আহত সৈনিক' ব'লেও পরিচয় দিলে। সে নাকি 'পেরেকপ্‌'-এ হাম্‌লার সময়ে দলে ছিল।

কলোনিতে এসে প্রথম দিনটা সে একেবারে 'বোবা' হ'য়ে রইল। না শিক্ষিকারা, না ছেলেরা—কেউ তার মুখ দিয়ে 'রা' বার করতে পারলে না।

* "How are we going?"—"On our two feet! Come on!"

হয়ত এই ধরনের একটা কিছু দেখেই পণ্ডিতরা * তাঁদের ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ছেলেটার মস্তিষ্ক অপরিণত। তার এই নীরবতা অন্য ছেলেদের কাছে অদ্ভুত লাগ্‌লো। তারা এর ওপরে নিজেদের একটা কায়দা খাটাবার অনুমতি চাইলে আমার কাছে। তারা বল্‌লে ওকে খুব ক'ষে ভয় পাইয়ে দিতে পারলে, ও নিশ্চয় কথা বল্‌বে। আমি ওসব করতে সোজা নিষেধ করে দিলুম। বোবাটাকে কলোনিতে এনেচি ব'লে তখন আমার মনে অনুশোচনা আরম্ভ হ'য়ে গেছ্‌লো।

তারপর হঠাৎ কারও বিনা প্ররোচনাতেই সে কথা কইতে শুরু করলে। হয়ত বসন্তদিনের উত্তাপে ভিজে মাটি থেকে যে বাষ্প উঠ্‌ছিল তার 'সোঁদা সোঁদা' মিঠে গন্ধেই কাজ হোলো! সে উৎসাহিত তীক্ষ্ম কণ্ঠে হাসির ধমক মিশিয়ে কথা বল্‌ত; মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফ্‌ও দিত। আবার মাঝে মাঝে সে আমাকে পেয়ে বস্‌ত; তখন সে দিনের পর দিন আমার সঙ্গেই লেপ্‌টে থাক্‌ত আর অনর্গল ব'কে যেতো।...লালসেনাদলভুক্ত জীবনের আনন্দের কথা আর কমাণ্ডার 'জুবাতা'র গল্প!

"কী লোক! তার চোখ ছিল এ—ই রকম কালো, এ—ই রকম নীল—সে তাকালে আপনার অঙ্গ হিম হ'য়ে যাবে! যখন সে 'পেরেকপ'-এ ছিল তখন আমাদের লোকরা তাকে কী ভয়ই না ক'রত...।"

ছেলেরা ব'ল্‌তো, "তোর মুখে দিনরাত 'জুবাতা'র গল্প!—তার ঠিকানা জানিস্‌?"

"ঠিকানা—মানে?"

"তার ঠিকানা—জানিস তুই? কোথায় তাকে চিঠি লিখ্‌তে হয়?"

"না, জানি না। তাকে আমি চিঠি লিখ্‌তে যাবো কেন? আমি শুধু নিকোলায়েভের কাছে যাবো; সেখানেই তাকে দেখ্‌তে পাব।"

"সে তোকে বেঁধে, ফিরে চালান দেবে!"

"কক্ষণো নয়! আর একটা যে লোক আছে ওখানে—সে-ই তো আমায় তাড়ালে। বল্‌লে, 'এই 'গবেট্‌'টাকে রাখার ঝঞ্ঝাট পুইয়ে লাভ কি?'—আমি কিন্তু 'গবেট্‌' নয়! বলোতো!—আমি গবেট্‌?"

দিনের পর দিন পোলেশ্চুক, শুধু 'জুবাতার' গল্প ক'রতো—তার সুন্দর চেহারার কথা, তার সাহসের কথা, আর রেগে চীৎকার করার সময়েও সে যে কখনও মুখ দিয়ে কোনও খারাপ কথা উচ্চারণ ক'রতো না—সেই সব কথা।

* ইংরেজী অনুবাদক ঠিক এই সংস্কৃত শব্দটিই ব্যবহার ক'রেচেন।—বাং অ

"তুই কি পালাবি—না কী রে?"—ছেলেরা তাকে জিগেস ক'রতো।

পোলেশ্চুক আমার দিকে তাকিয়ে আন্‌মনা হয়ে যেত। বোঝাই যেতো. কথাটা নিয়ে সে খুব ভাব্‌তো। তারপর অন্য ছেলেরা যখন সেকথা একেবারে ভুলে যেতো, তখন হয়তো হঠাৎ, যে-ছেলেটা তাকে প্রশ্নটা জিগ্যেস ক'রেছিল তাকে, পাক্‌ড়ে ব'ল্‌তোঃ

"আচ্ছা, আন্তন খুব রেগে যাবেন?"

"কি জন্যে?"

"মানে,—আমি যদি পালাই?"

"তা, রাগবেন বৈকি! তোর জন্যে এতো করেন উনি!"

ভাস্‌কা আবার বিমনা হ'য়ে যেত।

তারপর একদিন সকালের 'জলখাওয়া'র ঠিক পরে শেলাপুতিন দৌড়ে এলো আমার ঘরে।

"ভাস্‌কা কলোনির কোথাও নেই। সকালে কিচ্ছু খায়-টায় নি; সে ভেগেচে! 'জুবাতা'র কাছে গেছে!"

উঠোনে ছেলেরা আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো—ভাস্‌কার এই নিরুদ্দেশ হওয়াটা আমি কীভাবে নিই তাই দেখ্‌তে।

"পোলেশ্চুক শেষটা পালালো,..."

"এই বসন্ত কালে..."

"ও ক্রিমিয়ায় গেছে..."

"ক্রিমিয়া নয়, নিকোলায়েভ্‌..."

"স্টেশনে গেলে এখনও ওকে ধ'রতে পারা যায়!"

ভাস্‌কা আমাদের কাছে এমন কিছু একটা গর্বের বস্তু ছিল না। তবু ছেলেটার ঐ অসহায় অবস্থা আমার মনের একটা করুণ জায়গায় গভীর রেখাপাত করেছিল। আর এটা স্বীকার করতেও কষ্ট হোলো যে. আমাদের ঐ সামান্য আয়োজন-উপকরণটুকু একজনের তো মনে ধ'র্‌লো না!—সে তো চ'লে গেল আরও ভাল কিছুর সন্ধানে! অবশ্য সেই সঙ্গে আমার এটাও ভাল ক'রেই মনে পড়্‌লো যে আমাদের ঐ দারিদ্র্যপিষ্ট কলোনিতে মানুষকে টেনে ধ'রে রাখবার মতন কিছুই ছিল না।

ছেলেদের আমি বললুমঃ

"চুলোয় যাক সে! গেছে তো' গেছে! মাথা ঘামাবার আমাদের অন্য ঢের জিনিস আছে!"

এপ্রিল মাসে কালিনা আইভানোভিচ্‌ লাঙল চালাতে শুরু করলে।

একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলেই এটা সম্ভব হোলো। ছোক্‌রা অপরাধী সম্পর্কিত কমিশনের কাছে এক ছোকরা 'ঘোড়া-চোর'কে আনা হোলো। ছেলেটাকে ওরা কোথায় যেন পাঠিয়ে দিলে, কিন্তু ঘোড়ার মালিকের সন্ধান কিছুতে পাওয়া গেল না। জলজ্যান্ত একটা ঘোড়ার মত প্রত্যক্ষ বাস্তব সাক্ষী চোরাই মালের 'তদারকি' করা, সেটাকে সাম্‌লে রাখা তাদের অভ্যেস্‌ না থাকায় এই ঘোড়া নিয়ে হপ্তাখানেক তাদের ভোগান্তির আর নাকালের একশেষ হোলো। তারপর কালিনা আইভানোভিচ্‌ কমিশনে গিয়ে, ভাঙা উঠোনে একা পরিত্যক্ত নিরীহ জীবটার দুর্দশাটা দেখ্‌লে। এবং অবশেষে লাগাম ধ'রে বিনা বাক্যব্যয়ে সেটাকে কলোনিতে এনে হাজির করলে—তার পেছনে কমিশনের সভ্যদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। তারা বাঁচ্‌লো!

কলোনিতে কালিনা আইভানোভিচ্‌ ছেলেদের আত্মহারা উল্লাস-কলরোলের দ্বারা সংবর্ধিত হোলো। কালিনা আইভানোভিচের হাত থেকে লাগামটা হাতে নেবার সময় উত্তেজনায় 'গাদ্‌'-এর হাত কাঁপতে লাগ্‌লো। তার প্রসারিত অন্তঃকরণে কালিনা আইভানোভিচের উপদেশবাণী গভীর হ'য়ে ব'সে গেলঃ

"দেখো, সাবধান! নিজেদের পরস্পরের সঙ্গে তোমরা যেমন করো, ওর সঙ্গে যেন তেমন ক'রে লেগো না! ও বেচারা অবোলা জীব মাত্র! তোমরা ভালই জানো, ও নালিশ করতে পারবে না। আর ওকে জ্বালাতন করলে ও যদি তোমাদের মুণ্ডুতে চাট্‌ মারে তাহ'লে হাঁউমাউ ক'রে আন্তন সেমিও-নোভিচের কাছে গিয়ে নালিশ ক'রেও লাভ নেই। তখন কেঁদে দম ফাটিয়ে ফেল্‌লেও কোনো সুবিধে হবে না। আমিই উল্‌টে তোমাদের মাথার খুলি ফাটাবো!"

আমরা বাকি ক'জনও এই গুরু-গম্ভীর পরিবেশে এসে জমায়েত হ'য়ে গেলুম এবং 'গাদ্‌'-এর মুণ্ডুর ওপর যে সাংঘাতিক শাসানিটা বর্ষিত হোলো, কেউ তার প্রতিবাদ করলে না। পাইপ মুখে, এই 'শাসানি-ওলা' বক্তৃতা দেবার সময় কালিনা আইভানোভিচের মুখখানা ভারি প্রদীপ্ত দেখাচ্ছিল। বাদামি রঙের ঘোড়াটার বয়েস এখনও বেশ কাঁচা আর ওটা বেশ হৃষ্টপুষ্টও।

কটা দিন কালিনা আইভানোভিচ্‌ আর কয়েকটা ছেলেয় মিলে আস্তাবলে খুব ব্যস্ত হ'য়ে রইল। হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার নানারকম লোহা লক্কড় আর আগেকার কলোনির পরিত্যক্ত হাজারো রকমের টুকিটাকি জোগাড় ক'রে নিয়ে, নানারকমের হাঁকডাক, আদেশ-উপদেশ সহযোগে তারা অবশেষে একখানা লাঙলগোছের বস্তু খাড়া ক'রে ফেল্‌লে।

তারপর ঘ'ট্‌লো সেই শুভমুহূর্তটির আবির্ভাব, যখন বরুন আর জাদোরভ্‌ লাঙলের পেছু পেছু চল্‌লো! কালিনা আইভানোভিচ্‌ চেঁচাতে চেঁচাতে সঙ্গ নিলেঃ

"ওরে পরগাছা-রা! দ্যা-খো! লাঙল ধ'রতে পর্যন্ত জানে না! ওই তো'—ভুল হ'চ্ছে! আবার!—অঃয়্‌, অঃয়্‌!"

ছেলেরা আমোদ ক'রে পাল্টা জবাব দিচ্ছেঃ

"নিজে ক'রে দেখিয়ে দিলেই তো' হয় মশাই! নিজে বোধ হয় জীবনে লাঙল দিয়ে জমিতে কখনো আঁচড়টি পর্যন্ত দ্যাননি!"

"আমি? লাঙল চষিনি কখনো? তোরাই কখনো চষিস্‌ নি! তোদেরই বুঝে নিতে এখনো বাকি! আমি পস্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি ভুল হ'চ্চে, আর তোরা কিনা নিজেরা টেরই পাচ্চিস্‌ না!"

গাদ্‌ আর ব্রাৎচেঙ্কোও সঙ্গ নিয়েছিল। গাদের লক্ষ্য, ওরা ঘোড়াটার সঙ্গে দুর্ব্বহার করে কিনা সেই দিকে। ঘোড়াটা মাদি। নাম হ'য়েচে তার 'রাঙি*।' ব্রাৎচেঙ্কো পরম অনুরাগে শুধু 'রাঙি'র রূপে বিভোর হ'য়েই তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পেছু পেছু চ'লেছিল। গাদ্‌-এর অনুমতি পেয়ে তারই অধীনে, 'রাঙি'র সহিস হবার মতন গৌরবময় বিনি-মাইনের-চাকরিটা স্বেচ্ছায় সে বেছে নিয়েছিল।

বড় ছেলেরা জনকয়েক মিলে চালার নিচেয় বীজ-ছড়াবার যন্ত্রটা নিয়ে খুব নাড়াচাড়া আরম্ভ ক'রে দিলে। সোফ্রোন গোলোভান্‌ বেশ মাতব্বরি ক'রে চেঁচিয়ে নিজের বিদ্যের ওপর তাদের তাজা তরুণ মনের শ্রদ্ধা আদায় কোরে নিতে লাগ্‌লো।

এই সোফ্রোন গোলোভান লোকটার কতকগুলো 'নির্ভাজ' বৈশিষ্ট্য ছিল। আর সেই জন্যেই মরজগতের অধিবাসী তার সমপর্যায়ের অন্য মানুষগুলির মধ্যে তার ছিল সবার চেয়ে বেশি পশার। ইয়া লম্বা-চওড়া দশাসই তাগ্‌ড়াই মানুষটা; সব সময়েই সামান্য 'ঢুলু ঢুলু' ভাব, কিন্তু এক দিনের জন্যেও কখনো সত্যি মাতাল নয়; দুনিয়ার সর্ব ব্যাপারেই নিজস্ব মতামত জানিয়ে তার মাতব্বরি করা চাই! আর লোকগুলোও ছিলো আশ্চর্য 'আকাট্‌'! 'কুলাক' চাষী আর কামারের এক আশ্চর্য সমন্বয় ছিল এই গোলোভানঃ তার দু'খানা কুঁড়ে, তিনটে ঘোড়া আর একটা কামারশালা ছিল। চাষে দস্তুরমত পশার থাকলেও কামারও ছিল সে বেশ দক্ষ। আর তার মাথার বুদ্ধির চেয়ে

* ইংরেজী অনুবাদক লিখেচেন "Red." মূল রাশিয়ানে নিশ্চয় অন্য শব্দ ছিল। কাজেই বাংলা অনুবাদে আমাদের এদেশী 'রাঙি' নামটাই বোধহয় সমীচীন।—বাং—অ

হাতের কাজই ছিল বেশি সূক্ষ্ম। সোফ্রোনের কামারশালাটা ছিল একেবারে বড় রাস্তার ওপরে, একেবারে সরাইখানাটার লাগোয়া। আর দোকানখানার এই অবস্থানের গুণেই তার পশার অতোটা জ'মে উঠেছিল।

কালিনা আইভানোভিচের আমন্ত্রণেই গোলোভান কলোনিতে এসেছিল। যন্ত্রপাতি সব একরকম আমাদের চালা থেকেই যোগাড় হোলো; যদিও দেখা গেল, আসল কামারশালাটা খুবই ভগ্নদশায় পেঁৗছেচে। সোফ্রোন নিজেই বল্‌লে সে তার নিজের নেয়াই, হাপর আর অন্য গোটাকতক বাড়্‌তি যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে আর নিজেই সব শিখিয়ে পড়িয়েও দেবে। এমন কি তার নিজের খরচেই আমাদের কামারশালাটা মেরামত ক'রে দিতেও চাইলে। প্রথমটা তার এতখানি দরদ-এর কারণটা আমার মাথায় ঠিক ঢোকেনি কিন্তু কালিনা আই-ভানোভিচ্ সন্ধ্যেবেলা এসে তার রিপোর্ট্ দেবার সময় আমার মাথায় সেটা ঢুকিয়ে দিলে।

পাইপ ধরাবার জন্যে খানিকটা খবরের কাগজ পাকিয়ে আমার আলোর চিমনির মধ্যে সেটা গুঁজে দিয়ে কালিনা আইভানোভিচ্ বল্‌লেঃ

"পরগাছা ঐ সোফ্রোন্‌টা যে আমাদের কাছে চ'লে আস্‌তে চাইচে তার একটা মস্ত কারণ আছে। মুঝিক্‌রা ওকে ধরার তালে আছে, বুঝ্‌লেন? ওর ভয় যে তারা ওর কামারশালাটা বাজেয়াপ্ত ক'রে নেবে। কিন্তু ও যদি এখানে থাকে তা হ'লে সেটা দ্যাখাবে ও যেন সোহিয়েটের হ'য়েই কাজ করছে। এবার বুঝেছেন ব্যাপারটা?"

"তা হ'লে কী করা যাবে?"—আমি জিগ্যেস করলুম।

"থাকুক না—ও, এখানেই! ও ছাড়া অন্য আর কে-ই বা আমাদের কাছে আস্‌বে? তাছাড়া যন্ত্রপাতি, হাপর-টাপরই বা পাবো কোথায়? আর শেখাতে পড়াতে কেউ এলেও তাকেও তো থাকতে দেবার একটা আস্তানা চাই? কুঁড়েঘরগুলোর একটাকেও যদি কাজে লাগাতে চাই, তাহলেও তো আবার সেই ছুতোর ডাকতে যেতে হবে! আর তাছাড়া—" কালিনা আই-ভানোভিচ্ তার চোখের পাতা কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "ও 'কুলাক্'—তাতেই বা কি? তাতেও দেখ্‌বেন কাজ ভালই করবে, ও—'মানুষ-ভালো' হ'লে ঠিক যেমনটি ক'র্‌ত, তেমনটিই।"

কালিনা আইভানোভিচ্ চিন্তাকুলভাবে আমার ঘরের নিচু ছাতের দিকে তামাকের ধোঁওয়া ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্‌লেঃ

"পরগাছা ঐ মুঝিক্‌গুলো ওর কামারশালাটা হয়তো বাজেয়াপ্ত কর্‌বে ঠিকই। কিন্তু তাতেই বা কার কী লাভ হবে? ওটা শুধু তখন মিছি-

মিছি প'ড়েই থাকবে। আমরাও একটা কামারশালা খুল্‌তে পারি—সোফ্রোন্‌ও যাহোক, এখন তার কাছে যা' আস্‌ছে—তা-ই পাবে। আমরা ওকে টেনে এনে আমাদের কাজটা গুছিয়ে নিয়ে তারপর ভাগিয়ে দেবো। তখন আমরা ওকে ব'ল্‌বো, 'এটা একটা সোহিব্রয়েট প্রতিষ্ঠান। আর তুই? তুই-কুত্তির-বাচ্ছা একটা রক্তচোষা জোঁক ছাড়া আর কিছু নয়; তুই তো দেশের লোকের রক্ত চুষিস্‌! তাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিস্‌!'—হোঃ হোঃ হোঃ...!"

এতদিনে আমরা সম্পত্তিটা মেরামত করার জন্যে মঞ্জুর-করা টাকার খানিকটা পেয়ে গেছ্‌লুম। কিন্তু সেই 'খানিকটা'টা এতই কম যে ওই দিয়ে প্রথমে কোন্‌ দিকে কী করা চল্‌বে—বুদ্ধি বাৎলে তারই একটা মৎলব ঠিক করতে গিয়ে আমাদের প্রাণান্ত। সবই আমাদের নিজেদের ক'রে নিতে হবে আর আমাদের নিজস্ব একটা কামার-শালা আর একটা ছুতোরখানাও দরকার। কাঠে জোড়া লাগাবার 'বেঞ্চ্‌' আমাদের যা হয় গোটাকতক ছিল। যন্ত্রপাতিও আমরা কিছু কিনেছিলুম আর ছুতোরের কাজ শেখাবার 'গুরুমশাই'ও একজন পেয়ে যেতে আমাদের দেরি হয় নি। তার শিক্ষাধীনে ছেলেরা বাজার-থেকে-কিনে-আনা বোর্ড্‌গুলো খুব উৎসাহের সঙ্গেই করাত দিয়ে চিরতে আরম্ভ করেছিল—নতুন কলোনির জন্যে জানলার ফ্রেম আর দরজা তৈরি করবার জন্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নিজেদের দলের 'ছুতোর'দের বিদ্যের দৌড় তখন এমনই নিচের স্তরে ছিল যে আমাদের নতুন জীবনের জন্যে জানলা দরজা তৈরি করার পদ্ধতিটা প্রথমে সাংঘাতিক শক্তই ঠেকেছিলো তাদের কাছে। কামারশালার কাজ ছিল আমাদের অজস্র—তা সেগুলোও প্রথম প্রথম যা দাঁড়াচ্ছিল, তা মোটেই গৌরব করবার মতন নয়। এদিকে সোহিব্রয়েট সরকারের নবজীবন-গঠনের 'প্রথম অধ্যায়ে'র কাজকে চট্‌ ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে দেবার দিকে সোফ্রোনের যে বিশেষ কোনো তাড়া আছে তাও মনে হচ্ছিলো না। অবশ্য বলা যেতে পারে, শিক্ষক-হিসেবে সে মাইনে যা' পেতো সেটা তেমন কিছু নয়। আর সেই মাইনেটা পাওয়ামাত্রই সে বেশ 'ফলাও' ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে, ছেলেদের মধ্যে যাকে হোক ধ'রে, বুড়ি এক ভাটিখানার মালিকের কাছে সব টাকাটা পাঠিয়ে দিতো "সেরা মালের তিন বোতল খাঁটির" * জন্যে।

আমার কাছে, বেশ কিছু কাল ব্যাপারটা 'চাপা'ই ছিল। ঠিক সেই সময়-টাতে আমার মস্তিষ্ক সর্বদাই যেসব শব্দের 'মন্ত্র মোহে' আচ্ছন্ন থাক্‌ত' তা

* "Three bottles of the best."

হ'চ্ছে 'আড়ৎ', 'কাঁচা মাল', 'কব্জা,' 'ছিট্‌কিনি', 'হিঞ্জ্ প্লেট্'—এই সব জবরদস্ত নাম-ওয়ালা শব্দ। আমাদের কাজের ক্ষেত্র বেড়ে যাওয়াতে ছেলেদের মধ্যে যতটা, আমার মধ্যেও ঠিক ততটা উৎসাহই দেখা দিয়েছিল। অল্প-দিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে ছুতোর এবং 'তালাচাবি-ওয়ালা'ও গজিয়ে উঠ্‌লো আর খরচ করতে পারার মতো কিছু টাকাও আমাদের হাতে এসে গেল।

কামার-শালাটার সঙ্গে যে একটা সজীবতা এসে পড়্‌লো তাতে আমাদের দেহে শিহরণ জাগ্‌লো। আট্‌টা বাজ্‌লেই নেহাই পেটানোর খুসিমাখা আওয়াজ সারা কলোনিটাতে প্রতিধ্বনি জাগাতো। কামার-শালা থেকে সর্বদাই হাসির কলধ্বনি উঠ্‌তো। কামারশালার 'দু'হাট-করে-খোলা' দরজার সাম্‌নে দু'তিনজন গ্রামবাসী সর্বদাই হাজির থাক্‌তো; তাদের মুখে সর্বদাই খৈ ফুটতো—চাষবাস, খাজ্‌না-ট্যাক্স, ভের্‌খোলা 'কম্বেডে'র* চেয়ারম্যান, খড়-ঘাস, আমাদের সীড্-ড্রিলটা—এইসব নিয়েই হরেক আলোচনা। আমরা চাষীদের ঘোড়ার পায়ে নাল পরানো, তাদের গাড়ির চাকায় লোহার টায়ার (বেড়) লাগানো, তাদের লাঙল মেরামত—ইত্যাদি করতুম। চাষীদের ভেতর যারা আবার বেশি গরীব—তাদের কাজ আমরা আধা-দামে ক'রে দিতুম। আর ওই থেকেই সামাজিক সুবিচার-অবিচার নিয়ে সীমাহীন আলোচনার সূত্র-পাতটা হ'য়েছিল।

সোফ্রোন্ বল্‌লে, সে আমাদের জন্যে একটা হাল্‌কা গোছের 'গিগ্'† গাড়ি বানিয়ে দেবে। কলোনির চালাগুলোর প্রায় সর্বত্রই যে অজস্র 'রাবিশ্'-এর স্তূপ ছিল তারই মধ্যে থেকে পাওয়া গেছ্‌লো গাড়ির 'খোল্'টা। শহরে গিয়ে কালিনা আইভানোভিচ্ চাকা আঁট্‌বার একজোড়া 'ধুরো' (axle) নিয়ে এল। গোটা দুদিন ধ'রে এই ধুরোগুলোকে নেয়াইয়ে রেখে ছোটো-বড়ো হাতুড়ি দিয়ে খুব পেটানো হোলো। শেষে সোফ্রোন্ বল্‌লে কেবল স্প্রিং আর চাকা বাদে গোটা গাড়িটাই প্রায় তৈরি হ'য়ে গেছে! কিন্তু আমাদের না আছে স্প্রিং, না আছে চাকা। পুরোনো স্প্রিং কেনার চেষ্টায় আমি শহরের বাজার প্রায় চ'ষে ফেল্‌তে লাগলুম আর কালিনা আইভানোভিচ্ গাঁয়ের দিকে লম্বা পাড়ি দিতে বেরোলো।

পুরো একটি সপ্তাহ বাদে দু'জোড়া একেবারে নতুন চাকা আর একপ্রস্থ

* 'কম্বেড্'—গরীব চাষীদের কমিটি।
† gig—হাল্‌কা দু'চাকার এক ঘোড়ার গাড়ি।

'খাঁটি অভিমত' নিয়ে সে ফিরলো, তার মধ্যে প্রধান মতটা এই যে, 'মুঝিক্-গুলো কী হাঁদা!'

একদিন সোফ্রোন্ 'কোজির্'কে নিয়ে এল। কোজির্ লোকটা গাঁয়েরই মানুষ। লোকটা নিরীহ, ভদ্র; মুখে সর্বদাই হাসিটি লেগে আছে; কথায় কথায় পবিত্র ক্রুশচিহ্নের ভঙ্গি করার অভ্যেসটা বড্ড বেশি। লোকটা হালে পাগলা-গারদ থেকে ছাড়া পেয়েচে, তার কাছে তার বউয়ের নাম করলেই সে কেঁপে সারা হোতো। কারণ গুবের্নিয়ার মনস্তাত্ত্বিকরা তার সম্বন্ধে যে ভুল রায়টা দিয়েছিলো তার মূল কারণই নাকি ওই বউ। কোজির চাকা-বানাবার ওস্তাদ। তার কাছে চারটে চাকা বানিয়ে দেবার প্রস্তাবটা করতেই সে আর আহ্লাদ চাপ্‌তে পার্‌লে না। তার সংসার-সুখের ঐ অবস্থা আর তার নিজের ধর্মকর্ম বৈরাগ্যের ঝোঁকের বশে তখুনি সে একটা দরকারি কথা পেড়ে বস্‌ল, "ভায়ারা (কমরেড্‌স্!)—ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন!—তোমরা তো এ-বুড়োটাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে, কেমন? এখন ধরো, আমি যদি এখানেই থেকে যেতে চাই?"

"কিন্তু তোমায় থাক্‌তে দেবো কোথা?"

"সে জন্যে ভেবো না! আমি নিজেই একটা 'কোণ' খুঁজে নেবো। ভগবান আমায় দেখ্‌বেন! এখন ত' গ্রীষ্মকাল, আর শীত এলে যা' হয় কো'রে হো'য়ে যাবে'খন। আমি ওই চালাটাতেও থাকতে পারি!—দিব্যি থাক্‌বো ওখানে!"

"বেশ, তবে থেকো!"

কোজির ক্রুশের ভঙ্গি ক'রে, তখুনি কাজের কথা শুরু করলে।

"আমরা চাকার চাক্‌তি জোগাড় করবো! কালিনা আইভানোভিচ্ পারেনি বটে, কিন্তু আমি জানি কী ক'রে কী করতে হয়। দেখ্‌বে চাকতি আপনি আস্‌বে—মুঝিক্‌রা নিজেরাই আন্‌বে, দেখে নিও! ভগবান আমাদের কোনো অভাব রাখ্‌বেন না!"

"কিন্তু আর চাক্‌তিতে আমাদের কী দরকার?"

"বটে? দরকার নেই? ভগবান রক্ষে করুন! তোমাদের নিজেদের দরকার না থাক্‌তে পারে, কিন্তু অন্যের দরকার হবে! চাকা নইলে মুঝিকরা বাঁচে? তোমরা চাকা বেচে পয়সা করবে, ছেলেগুলোর তাতে লাভ আছে।"

কালিনা আইভানোভিচ্ হেসে তার কথাটা সমর্থন করলে।

"এ লোকটা থেকেই যাক্ এখানে! আপদ্ কোথাকার! দুনিয়াটা দেখ্‌চি, আচ্ছা খাসা জায়গা তো! সব মনিষ্যিগুলোই এখানে একটা না একটা কাজে

লেগে যায় গা ?”

কোজির কলোনির সক্কলকারই খুব ‘ন্যাওটো’ হ’য়ে পড়ল। শোবার ঘরের পাশের ঘরটাতে তাকে থাক্‌তে দেওয়া হোলো। এখানে সে বউ-এর হাত থেকে একদম্‌ নিরাপদ—যা’ ‘জাঁহাবাজ্‌’ ‘খান্ডারনী’ বউ তার! সে হাম্‌লা করতে এলে কোজির-এর হ’য়ে লড়্‌তে ছেলেরা খুব মজা পেতো। এই মহীয়সী মহিলাটি একেবারে সপ্তম সুরে গালমন্দ শাপশাপান্তর ঘূর্ণিঝড় না বইয়ে কখনও কলোনিতে আস্‌তো না—আর আস্‌তো সে প্রায়ই। তার ঘর-সংসারের ‘সুখের নীড়ে’ তার স্বামীকে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানিয়ে সে আমার, ছেলেদের, সোহিব্রেট সরকারের আর ‘ওই হতচ্ছাড়া ভবঘুরে মিন্‌সে’ সোফ্রোনের বিরুদ্ধে তার ঘরসংসার ভাঙার অভিযোগ ক’র্‌ত। ছেলেরা খোলাখুলি ব্যঙ্গের সুরে তাকে বোঝাতো, ‘কোজিরটা স্বামী হিসেবে কোনো কম্মের নয়, আবার এদিকে সংসার করার চেয়ে চাকা তৈরি করাটা ঢের বেশি দরকারীও বটে।’ ঐ সময়টায় কোজির সারাক্ষণ তার ছোট্ট ঘরটার মধ্যে চুপ-চাপ ব’সে ব’সে—যতক্ষণ আক্রমণটা সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়ে ফিরে না যায়, ততক্ষণ ধৈর্য ধ’রে প্রতীক্ষা ক’র্‌ত। তারপর যখন নিজের ওই জীবনসঙ্গিনীটির আহত কণ্ঠস্বরের মধুর রাগিণীর রেশ হ্রদের অপর পার থেকে অপূর্ব মীড়ে মূর্ছনায় দমকে দমকে আশীর্বাণী আর হিতাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভেসে আস্‌ত, “...র বাচ্ছারা ...তোদের...হোক...”—তখন কোজির তার পবিত্র মন্দিরটি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আস্‌তোঃ “ভগবান এ-যাত্রাটা খুব বাঁচিয়ে দিলেন, বাবাসকল! কী বেয়াড়া মেয়েমানুষ রে, বাবা!”

পরিবেশটা অসুবিধেজনক হওয়া সত্ত্বেও চাকার ব্যবসাতে লাভ হ’তে শুরু হোলো। কোজির শুধু ‘ক্রুশের ভঙ্গি’ ক’রেই খদ্দেরদের কাছে বেশ পশার জমিয়ে নিলে। আমাদের নিজেদের আঙুলটি নাড়্‌তে হোতো না’ অথচ চাকা দিব্যি গড়িয়ে চল্‌ত—আমাদের সেজন্যে পয়সাও কিচ্ছু লাগ্‌তো না। চাকা বানাতে কোজির সত্যিই একজন সেরা কারিগর ছিল। তার হাতের কাজের সুখ্যাতি আমাদের জেলার এলাকা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে-দূরেও ছড়িয়ে গেছ্‌লো।

জীবন আমাদের আরও জটিল—আর অনেকখানি উজ্জ্বল হ’য়ে উঠ্‌লো। শেষ পর্যন্ত কালিনা আইভানোভিচ্‌ আমাদের প্রায় পাঁচ দেস্যাতিন জমিতে ‘যই’ বুনে ফেল্‌লে। এদিকে আস্তাবল আলো ক’রে র’য়েছে আমাদের রাঙা ঘোড়া, ওদিকে উঠোন জাঁকিয়ে রেখেচে আমাদের ‘গিগ্‌’খানা!—যদিও গাড়িটার উচ্চতাটা একটু অসাধারণ রকমের বেশিই হোয়ে প’ড়েছিল। তার পেছন

দিকটা জমি থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচুতে ঝুল্‌তো! ফলে চলার সময়ে গাড়ির আরোহীর সর্বদাই মনে হ'তো গাড়ির সাম্‌নে যে ঘোড়া একটা কোথাও জোড়া রয়েচে তাতে সন্দেহ নেই বটে তবে সেটা 'গিগ্‌'-এর থেকে নিশ্চয় অনেক —অনে—ক খানি নিচের দিকেই কোথাও হবে।

কাজকর্ম এতই বেড়ে গেলো যে মনে হ'তে লাগ্‌লো লোক আমাদের বড্ডই কম। শোবার একটা বড় ঘর লাগ্‌বে ব'লে আর একটা বাড়ি আমাদের খুব তাড়াতাড়ি মেরামত করিয়ে নেবার দরকার পড়্‌লো। রি-ইন্‌ফোর্স্‌মেন্ট ঢালাই-এর মালমশলাও চট্‌পট্‌ই এসে গেল। এতকাল আমরা যে-ধরনের মাল-মশলা পেয়েছি, এবারকার মালমশলাগুলো দেখলুম, তা থেকে একদম্‌ আলাদা রকমের!

ইতিমধ্যেই অটোমানদের অনেক দলই ভেঙে গেছ্‌লো আর তাদের ছোকরা চেলাদের অনেকেরই মিলিটারি আর হানাদারি কার্যকলাপের বহরটা তখন শুধু সহিস্‌ আর রাঁধুনির কাজের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে এসেছিল। সেই-রকম অনেকগুলো ছেলেকে আমাদের কলোনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। এই ঐতিহাসিক 'পরিস্থিতি'র ফলে আমাদের সভ্যসংখ্যা তখন কারাবানভ্‌, প্রিখোদ্‌কো, গেস্‌লোস্‌, সোরোকা, ভের্‌স্কেভ্‌, মিত্যাগিন ইত্যাদি নতুন নতুন নামের গৌরবে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো।

৮

স্বভাব-চরিত্র আর সংস্কৃতি

কলোনিতে নতুন সভ্যগুলি আমদানি হওয়ার ফলে আমাদের ভেতর সমবেত শক্তির যে ভিত্‌টা গ'ড়ে উঠেছিল সেটা একেবারে বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়্‌ল। আমরা আবার আগেকার দিনের সেই সব বেয়াড়া অভ্যেস আর চালচলনে ফিরে গেলুম।

আমাদের পুরোনো সভ্যরা সে সময়ে সবে আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার 'অ-আ ক্লাসেই' ভর্তি হ'য়েছিল। এমন সময়টাতে ঐ নতুন 'সভ্য'রা এসে হাজির হোলো—নিয়মকানুনের ত্রিসীমানা দিয়ে যারা কখনো হাঁটেনি! এগুলো আবার আইনশৃঙ্খলার তোয়াক্কা করতে আরও কম রাজি। তবে এটা বল্‌তে হয় যে এবারে আর আগেকার মতন, শিক্ষকদের মেনে চল্‌তে সেই রকম খোলা-খুলি প্রতিরোধ কিম্বা গুণ্ডামির ভাবটা দেখা গেল না। ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, জাদোরভ্‌, বুরুন, তারানেৎস্‌ আর অন্য ছেলেরা এই নবাগতদের গোর্কি কলোনির সেই প্রথম দিনগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গোড়াতেই শুনিয়ে দিয়েছিল। 'অভিজ্ঞ' আর 'আনাড়ি' দুটো দলই এটা বুঝেছিল যে এখনকার শিক্ষককুল তাদের 'বিরুদ্ধ পক্ষ' নয়। এই ভাবটা বজায় থাকার মূল কারণ নিঃসন্দেহেই নিবদ্ধ ছিল শিক্ষকদের নিজেদের কাজের মধ্যেই। যে-রকম নিঃস্বার্থভাবে আর যতখানি বেশি পরিমাণ কাজের বোঝা তাঁরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন তাতে সেটা তাদের অন্তরের একটা সহজ শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করেছিল। তাই ক্বচিৎ কখনো সামান্য এক আধটা ব্যতিক্রম ছাড়া ছেলেগুলো সাধারণতঃ সর্বদাই আমাদের সঙ্গে বেশ বনিয়ে চল্‌তো। কাজ-কর্ম আর পড়াশোনাটা যে করা দরকার, সেটা তারা মেনেই নিয়েছিল—কেননা তারা বুঝেছিল তাতে দুপক্ষেরই লাভ। পরিশ্রমে যেটুকু শ্লথতা ছিল তার কারণটা ছিল নিতান্তই দৈহিক,—সেটা প্রতিবাদের চেষ্টা আদবেই নয়।

এ-সত্যটা আমাদের জানাই ছিল যে আমাদের অবস্থার যে উন্নতিটুকু হ'য়েছিল তা কেবল বাইরে থেকে চাপানো নিয়ম মানারই ফল; আদিম সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র পরিচয়ও তার স্বারা সূচিত ছিল না।

কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে আমাদের ওই দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে বাস কোরে অতো কঠোর পরিশ্রমের জীবন যাপন করায় তাদের যে সম্মতিটা ফুটে উঠ্তো সেটার কারণটাকে অবশ্য শুধু শিক্ষাপর্যায়ের মধ্যেই খুঁজ্লে চল্বে না। ১৯২১ সালের সেই দিনগুলোতে 'রাস্তার ছেলে' হ'য়ে দিন কাটানোর মধ্যেও আবার কোনো মজাই ছিল না। উপবাসী জেলাগুলোর তালিকায় আমাদের 'গ্যুবের্নিয়া'র নাম অবশ্য ছিল না কিন্তু কেবল ওইটুকু বাদ দিলে আমাদের শহরের অবস্থা পর্যন্ত অত্যন্ত সঙ্গীণ ছিল তখন। সেখানেও লোকের 'পেট-পুরে অন্ন' তা ব'লে জুট্ত না। তাছাড়া প্রথম বছরটায় আমাদের ছেলেগুলো ঠিক ক্ষুধাতৃষ্ণার 'পোড়্খাওয়া' পথের ভিকিরিও ছিল না। আমাদের ছেলে-গুলোর বেশির ভাগই ছিল 'বাড়ির ছেলে'; ঘরের মায়া তারা কাটিয়েছিল মাত্র অল্প দিনই।

তবে সেই সঙ্গে, ছেলেগুলো কিন্তু ছিল আবার বিষম রকম তেএঁটে দজ্জাল; সংস্কৃতির মানটা তাদের ছিল একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায়ের। আর বেছে বেছে ঠিক ঐ ধরনের ছেলেগুলোকেই আমাদের কলোনিতে পাঠানো হয়েছিল। কারণ শক্ত পাল্লার ছেলেগুলোর জন্যেই বিশেষ ক'রে এই কলোনিটা গড়তে চাওয়া হয়েছিল। এ-দলের প্রায় সব কটারই বিদ্যে ছিল একেবারে 'ক-অক্ষর গোমাংস।' দু'এক জনেরই মাত্র শুধু অক্ষর-পরিচয়টুকু যা ঘ'টেছিল। প্রায় সবাই তারা নোংরা আর ইঁদুর-ছুঁচো, পোকা-মাকড়, মশা-ছারপোকা, উকুন-মরামাস নিয়েই দিব্যি থাক্তে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল।. সঙ্গীদের প্রতি তাদের ব্যবহারটাও কঠোর হ'তে হ'তে শেষে মারপিট-দাঙ্গাহাঙ্গামা আর বড়াই-বীরত্বের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টার একটা রূপ নিয়েছিল।

ওই ভিড়ের মধ্যে কিছুটা বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য নিয়ে যারা ফুটে উঠেছিল তারা হ'চ্চে—জাদোরভ্, বুরুন, ভেৎকোভ্স্কি, ব্রাৎচেঙ্কো; নবাগতদের ভেতর কেবল কারাবানভ্ আর মিত্যাগিন্। বাকি সবাই শুধু খুব ধীরে ধীরে মানবসংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; আমরা দারিদ্র্য আর ক্ষুধার পেষণে বেশি জর্জরিত থাকলেই তাদের অগ্রগতিও সেই অনুপাতে পিছিয়ে প'ড়তো।

প্রথম বছরটা আমাদের বিরক্তির সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করার স্থায়ী ঝোঁকটা। বড় বহরের একটা দলের ভেতর বাঁধনের জোরটা ভয়ানক কম হয়েই থাকে; কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মিনিটে মিনিটে, অতি

তুচ্ছ ব্যাপারেও বাঁধন কেটে যেতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেতো যে এটা তাদের পরস্পরের প্রতি শত্রুতার জন্যে ততটা ঘটে না, যতটা ঘটে সেই বীরত্বের বড়াই করবার বাহাদুরির লোভের জন্যে; এর সংগে কিন্তু রাজনৈতিক চেতনার লেশমাত্র সংশ্রব ছিল না। যদিও তাদের মধ্যে অনেকে তাদের শ্রেণীগত শত্রুদের সংগে শিবিরে বাস কোরে এসেছিল তবুও নিজেদেরকে কোনও রকম শ্রেণীর অন্তর্গত ব'লে বিন্দুমাত্র ধারণা তাদের ছিল না। আমাদের মধ্যে শ্রমিক ঘরের লোকদের ছেলে কেউ বড় ছিল না, সর্বহারা বল্‌তে কী বোঝায় তা তাদের সম্পূর্ণ অজানাই ছিল। ওদের মধ্যে অনেকেরই কৃষি-মজুরদের সম্বন্ধে একটা দারুণ ঘৃণার ভাব ছিল; কিম্বা এও বলা যেতে পারে যে ওরা শ্রমিক মানুষগুলোকে যতনা অপছন্দ করতো তার চেয়ে বেশি বিতৃষ্ণা ওদের ছিল কৃষিমজুরদের জীবন-পরিকল্পনা আর মনোবৃত্তির ওপর। সেই জন্যে সব রকমের খুঁতখুঁতুনির—মানসিক একাকীত্বের—দ্বারা নৈতিক অবনতি ঘ'টে অর্ধবর্বরতার মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্বের নিমজ্জনটা প্রকাশিত হ'য়ে ওঠবার একটা মস্ত অবকাশ ছিল। যদিও তাদের এই ছবিটার বাইরের মোটামুটি চেহারাটা খুবই ম্লান ছিল তবুও প্রথমবারের সেই শীতকালটায় একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবার একটা যে মনোভাব আমাদের এই সমাজসংঘটায় বিস্ময়কর রূপ নিয়ে অংকুরিত হ'য়ে উঠেছিল সেইটাই ক্রমশ বাড়ছিল। কাজেই এই অংকুরগুলোকে প্রাণপণ চেষ্টায় রক্ষা করতে হোলো; যাতে এর পাশে কোনও বাজে বুনো প্রবৃত্তির গাছের অংকুর গজিয়ে উঠে এই ভালো কচি সবুজ অংকুরগুলোর উদ্গমকে পিষ্ট ক'রে মেরে দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করতেই হোলো। দেখা গেল এই প্রথম অংকুরগুলির পরিচর্যা করতে যে-পরিমাণ আগ্রহ আর ধৈর্যের দরকার হোলো যে, আমি যদি আগে বুঝতুম যে এটা এইরকম একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার তা হ'লে ভয় পেয়ে এ-চেষ্টায় ক্ষান্ত হতুম। তবে সে-পরাজয় থেকে আমায় বাঁচিয়েছিল কেবল একটি জিনিস—সেটি আমার অনপনেয় আশাবাদ! সারাজীবন ধরেই আমার বারে বারে মনে হ'য়েচে জয়টা তো প্রায় মাত্র এক ইঞ্চির মধ্যেই এসে গেছে!

আমার জীবনের ঐ সময়টার প্রতিটি দিনই ছিল বিশ্বাস, উল্লাস আর হতাশার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

দেখ্‌লে মনে হোতো যে, সবই যেন বেশ তর্‌ তর্‌ ক'রে ব'য়ে চলেছে। শিক্ষকরা তাঁদের দৈনন্দিন কাজ শেষ করেচেন, চেঁচিয়ে পড়া, গল্প করা বা অন্য উপায়ে তাঁদের 'জিম্মি'দের মনোরঞ্জন করা শেষ ক'রে তাদের শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে নিজেদের ঘরে ফিরে গেছেন। ছেলেগুলোও বেশ শান্ত মেজাজে ঘুমোবার

জোগাড় করচে। আমার ঘরেও দিনের কাজের শেষ হৃৎস্পন্দনগুলো সমাপ্তির প্রতীক্ষা করচেঃ কালিনা আইভানোভিচ্ সেখানে ব'সে ব'সে,—যেমন তার অভ্যাস,—তেমনিভাবে, যেসব ব্যাপারকে সে একান্তই তার স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে করে সেগুলোকে, বেশ জোর দিয়েই ব্যক্ত করচেঃ বেশি কৌতূহলী কয়েকটা ছেলে আশেপাশে ঘুর্ ঘুর্ করচেঃ নিত্যকার অভ্যাসমতো কালিনা আইভানোভিচ্‌কে শুকনো ঘাস-খড়ের প্রশ্ন নিয়ে আক্রমণ করবার জন্যে ব্রাৎচেঙ্কো আর 'গাদ' দরজায় দাঁড়িয়ে সুযোগের প্রতীক্ষা করচেঃ এমন সময় এক চীৎকারে বাতাসটা চিরে গিয়ে কেঁপে উঠ্‌লোঃ

"ছোরাছুরি চালিয়ে মোলো এরা!"

ছুটে ঘর থেকে বেরুলুম। দেখি শোবার ঘরে 'হুলস্থূল' কাণ্ড! এককোণে দুটি হিংস্র দল একেবারে ক্ষেপে উঠেচে। ছুরি হাতে সে কী আফ্‌সানি! আর কী কদর্য ভাষার উক্তি! একজন আর একজনের কানে ঘুসি চালাচ্চে, বুরুন এক বীরপুঙ্গবের হাত মুচ্‌ড়ে এক 'ফিনিশ্'* ছোরা কেড়ে নিচ্চে আর ঘরের অন্য কোণ থেকে প্রতিবাদ উঠ্‌চেঃ

"তোকে মোড়লি করতে কে ডেকেছে? তোর কাছে আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি?"

একটা ছেলে বিছানার ধারে ব'সে চাদর-ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে নীরবে তার একটা আহত রক্তাক্ত হাত বাঁধ্‌চে—আর একদল ছেলে তাকে ঘিরে সহানুভূতি প্রকাশ করচে!

আমার ঠিক পেছনে ভীত অনুচ্চ কণ্ঠে কালিনা আইভানোভিচ্ বল্‌চে, "শিগ্‌গির! শিগ্‌গির থামান! পরগাছাগুলো গলা কাটাকাটি ক'রে মোলো যে!"

আমি আমার নিজের একটা নিয়ম করেছিলুম এই যে, যুধ্যমানদের আমি কখনও ছাড়িয়ে দিতে কিংবা চীৎকার ক'রে থামাতে চেষ্টা করবো না। কাজেই আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখ্‌তে লাগলুম।

ছেলেরা সব ক্রমে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হচ্চে আর থেমে যাচ্চে—এই ভাবে ঘরটা কয়েক মুহূর্তেই নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। এই আকস্মিক নিস্তব্ধতাই তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজিত ছেলেটাকেও শান্ত ক'রে দিলে। ছোরাছুরিগুলো পরিত্যক্ত হোলো, উত্তেজিত ঘুসিগুলো ঝুলে পড়্‌ল আর অনেক কদর্য কথা মাঝপথেই অর্ধোচ্চারিত হ'য়ে থেমে গেল। আমি কিন্তু

---

* ফিন্‌ল্যান্ডের

তখনও নিস্তব্ধই রইলুম—যদিও ভেতরে ভেতরে সারা বর্বর দুনিয়াটার বিরুদ্ধেই আমার রাগ আর ঘৃণাটা টগ্‌বগিয়ে ফুট্‌তে লাগ্‌ল। ঘৃণাটা অক্ষমতারই ঘৃণা, কেননা আমি জান্‌তুম যে আজকের এই ঘটনাটাই এখানকার শেষ ঘটনা নয়।

শোবার ঘরে একটা ভয়ংকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দটা পর্যন্ত ক্রমে মিলিয়ে গেল।

তখন আমি মানুষের একটা ন্যায্য রাগ আর 'যা করচি, ঠিকই করচি' এই দৃঢ় ধারণার বশে হঠাৎ ফেটে পড়্‌লুম :

"সব ছুরি টেবিলে রাখ্‌! রাখ্‌ বল্‌চি আগে!"

টেবিলের ওপর একরাশ ছুরি জমা হোলো : ফিনিশ ছুরি, প্রতিশোধ নেবার জন্যে রান্নাঘর থেকে চুরি ক'রে-আনা ছুরি আর কামারশালাতেই বানিয়ে-নেওয়া হাতে-তৈরি ছোরা।

শোবার ঘরে আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌ল। টেবিলের ধারে হাসিমুখে জাদোরভ্‌ দাঁড়িয়ে—আমার প্রিয় সদাকর্মব্যস্ত জাদোরভ্‌! তাকে দেখে আমার এদানি মনে হয় আমার আত্মার আত্মীয় এখন শুধু ঐ একটা মানুষই! আর একটা হুংকার ছাড়্‌লুম :

"আর লাঠি খেঁটে?"

"আমার হাতে একটা আছে—কেড়ে নিয়েচি"—বল্‌লে জাদোরভ্‌।

সবাই গোল হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

"শুগে যা—সব!"

প্রত্যেকটি ছেলে যতক্ষণ না বিছানায় ঢুকলো, আমি সেখান থেকে নড়্‌লুম না।

পরের দিন ছেলেগুলো কেউ আগের রাতের ঘটনার নামও উচ্চারণ করলে না। আমিও ঘৃণাক্ষরে সেকথা তুললুম না।

দু'একটা মাস কেটে গেল। এর মধ্যে আড়ালে-আব্‌ডালে একটা দুটো যে 'এতে-ওতে', রাগারাগির গোপন আগুন গুমে গুমে জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠার উপক্রম কর্‌তো সেগুলো উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য ছেলেদের সমবেত চেষ্টাতে নিবে যেতো। তারপরে আবার হয়তো একদিন এক ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘ'টে আবার উন্মত্ত ছেলের দলটা, মানুষের পরিচয় হারিয়ে ছুরি-হাতে একে অন্যকে তাড়া ক'রতো!

এমনিই এক সন্ধ্যেবেলা আমি বুঝ্‌তে পারলুম আমার 'স্কু'তে একটু

'টাইট্' দিয়ে দেওয়া দরকার।* একটা লড়াই হ'য়ে যাবার পর আমি 'ফিনিশ্' ছোরা হাতে নিয়ে অক্লান্ত রণনিপুণ এক বীর-বাহাদুর—"চোবট"কে আমার ঘরে আস্তে হুকুম দিলুম।

নিরীহ ভেড়াটির মতন সে সুড়্সুড়্ ক'রে আমার ঘরে এসে হাজির হোলো। ঘরে পেয়ে তাকে বললুম, "তোমায় এখান থেকে যেতে হবে!"

"কোথায় যাবো?"

"আমার পরামর্শ যদি শোনো তাহ'লে যেখানে অন্য সবায়ের সঙ্গে 'ফিনিশ' ছোরা নিয়ে লড়্বার বেশ সুবিধে, সেই রকম কোনো জায়গায় পথ দেখো। আজ খাবার ঘরে তোমার একজন সঙ্গী তার জায়গাটা তোমায় ছেড়ে দেয়নি ব'লে তুমি তার গায়ে ছোরা বসিয়ে দিয়েচো! বেশ কথা, তাহ'লে ছোরা দিয়েই যেখানে মতামতের মীমাংসা হয় তেমনি কোথাও চ'লে যাও।"

"কখন যেতে হবে?"

"কাল সকালে।"

সে বিমর্ষ হ'য়ে চ'লে গেল। পরের দিন সকালে সবাই যখন জলখাবার খাচ্ছে সেই সময় সব ছেলেরা আমায় ধ'রে পড়লোঃ চোবট্‌কে থাকতে দিন। বললে, তারাই তার ব্যবহারের জন্যে দায়ী হবে।

"গ্যারান্টিটা কী পেয়েচো?"

কথাটা তারা বুঝ্তে পারলে না।

"ওর জন্যে তোমরা দায়ীটা কী হবে? ধরো, যদি সে আবার কাউকে ছোরা মারে,—তোমরা কী করবে?"

"তাহ'লে তাকে তাড়িয়ে দেবেন!"

"তবেই দেখ্চো? কোনো গ্যারান্টি নেই! না নাঃ! ওকে যেতেই হবে!"

জলখাওয়া শেষ হ'লে 'চোবট্' নিজেই আমার কাছে এসে বললেঃ

"আমি বিদায় নিতে এসেছি, আন্তন সেমিওনোভিচ্! যা' শিখিয়েচেন, তার জন্যে ধন্যবাদ!"

"গুড্ বাই! মনে মনে বিদ্বেষ পুষো না। খুব কষ্টে পড়্লে আবার এসো। কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে নয়।"

এক মাস বাদে খুব রোগা আর ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে সে ফিরে এলো।

"আপনার কথামত আমি ফিরে এলুম।"

"তোমার পোষায় এমন জায়গা পেলে না?"

---

* I shall have to tight the screws.

সে হাসলে।

"পাইনি কি আর? আছে তেমন জায়গা। কিন্তু আমি কলোনিতেই থাক্‌বো। ছোরা-টোরা আর চালাবো না।"

শোবার ঘরে ছেলেরা আমাদের সস্নেহে সম্ভাষণ করলে। "ওকে মাপ ক'রেচেন তাহ'লে? আপনি অবশ্য বলেছিলেন, মাপ করবেন!"

৯

ইউক্রাইন-এ শিভ্যালরির যুগ এখনও শেষ হয়নি

এক রবিবারে 'ওসাদ্‌চি' খুব মাতাল হোলো। শোবার ঘরে শান্তিভঙ্গ করার অভিযোগে তাকে আমার কাছে আন্‌লে সবাই। ওসাদ্‌চি আমার ঘরে ব'সে ব'সে ইনিয়ে বিনিয়ে অনর্গল প্রলাপ ব'কে তার নালিশ জানালে। দেখলুম তার সঙ্গে তখন তর্ক করা বৃথা। আমি তাকে ঘুমোতে ব'লে ঘরটা ছেড়ে দিলুম।

শোবার ঘরে ঢুকে মদের গন্ধ পেলুম। বেশ বোঝা গেল অনেক ছেলেই আমাকে এড়িয়ে দূরে থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌চে। কে কে অপরাধী তা ধরবার চেষ্টায় হৈ চৈ না ক'রে আমি শুধু বললুমঃ

"ওসাদ্‌চিই যে শুধু মদ খেয়েচে তা নয়। অন্য অনেকের পেটেও একটু আধটু পড়েচে!"

দিন কয়েক পরে কলোনিতে আবার মদ খাওয়া ধরা পড়্‌ল। কতকগুলো ছেলে আমার কাছ থেকে স'রে স'রে পালাতে লাগ্‌ল বটে কিন্তু জনকয়েক মদের ঝোঁকে আমার কাছে এসে খুসিতে বক্‌বক্‌ করতে করতে আমায় প্রেম-নিবেদন ক'রে বস্‌ল।

তারা যে গাঁয়ে যায় সেকথাও গোপন করলে না।

সন্ধ্যেবেলায় শোবার ঘরে মদ খাওয়ার দোষ নিয়ে আলোচনা হোলো, অপরাধীরা কথা দিলে তারা আর কখনো মদ খাবে না আর আমিও সন্তুষ্ট হওয়ার ভান করলুম; এমন কি, কাউকে শাস্তি পর্যন্ত দিলুম না। ইতিমধ্যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে গেছলো। আমি ভাল ক'রেই জানতুম যে মদ খাওয়া ছাড়াবার চেষ্টার ব্যাপারে শুধু কলোনির ছেলেদেরই শাসন করলে চলবে না—অন্য আরও অনেকের সঙ্গে এ-বিষয়ে বোঝাপড়া করা দরকার।

সেই অন্য ব্যক্তিদের খুঁজতে বেশি দূর যাবারও দরকার ছিল না।

সে সময়ে আমরা সামোগন্-এর* মহাসমুদ্রে পরিবেষ্টিত ছিলুম। চাকুরে এবং চাষী বহুলোক, প্রায়ই মাতাল হ'য়ে কলোনিতে আসত। তার ওপর তখনি শুনতে পেলুম যে, গলোভানের অভ্যেস্ ছিল ছেলেদের মদ আনতে পাঠানো। অভিযোগটা সে অস্বীকার করারও দরকার মনে করলে না।

"বেশ তো, পাঠিয়েচি তো হ'য়েচে কী?"

কালিনা আইভানোভিচ্ কখনও মদ ছোঁয়নি। সে গলোভানকে 'তুড়ে' দিলে ঃ

"ওরে পরগাছা! তুই কি জানিস না সোহিবয়েট সরকার কী চীজ? তুই কি ভাবিস্ সোহিবয়েট সরকার র'য়েচে তোরা ঘরে ঘরে চোরামদ চোলাই করবি ব'লে?"

গলোভান তার নড়বড়ে চেয়ারটায় নড়ে চ'ড়ে বসে সাফাই দিতে চেষ্টা করলে ঃ

"বেশ, তাতেই বা কী? আমিই তোমায় জিগ্যেস করি মদ খায় না কে? প্রত্যেকেরই ভাটিখানা আছে, আর সকলেই যত খুসি মদ খায়ও। সোহিবয়েট সরকার মদ খাওয়া বন্ধ করুক দেখিতো!"

"কোন্ সোহিবয়েট?"

"যে-কটা আছে, সব! শহরে যেমন মদ চলে, গাঁয়েও তেমনি!"

আমি সোফ্রোনকে জিগ্যেস্ করলুম, "এখানে কে সামোগন বেচে জানো?"

"আমি তার কি জানি? নিজে আমি কখনো কিনতে যাইনি। আপনার দরকার থাকে—পাঠান না কাউকে। একথা জিগ্যেস্ই বা কেন ক'রচেন? আপনি সেটা বাজেয়াপ্ত করবেন নাকি?"

"নিশ্চয় করবো! কেন, তোমার কী মনে হয়?"

"ও—ওঃ! 'মিলিশিয়া' থেকে তো কতোই বাজেয়াপ্ত করেছিল, তাতে হোলো কী?"

পরের দিন আমি শহরে গিয়ে একটা হুকুম বার করে আনলুম যে আমাদের গ্রাম-সোহিবয়েটের আওতায় যেখানে যত বে-আইনি চোলাইখানা আছে তার সবগুলোর বিরুদ্ধে নির্মম 'জেহাদ্' ঘোষণা করা হোক্!

সেই সন্ধ্যেয় আমি কালিনা আইভানোভিচের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলুম। কালিনা আইভানোভিচ্ সন্দেহ প্রকাশ করলে।

"ওই সব নোংরা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন না।"—সে আমায় উপদেশ

* চোরা ভাটিখানায় চোলাই-করা ভোদ্কা (মদ)।

দিলে। "আমি আপনাকে বলচি ওরা সবাই চোরের ঝাড়—গ্রাম-সোভিয়েটের ওই যে চেয়ারম্যান, 'গ্রেচানি'—চেনেন তো ওকে—ও-ও তার মধ্যে একজন। আর চাষীগাঁয়ে যেখানে যান, দেখবেন প্রায় সবাই এক একটি গ্রেচানি! আর ওরা লোক কেমন, তাও তো জানেন—ওরা ঘোড়া দিয়ে লাঙ্গল টানায় না, টানায় বলদ দিয়ে। আর চেয়ে দেখুন, এখন ওরা গোটা গণ্ডারোভ্কা গাঁ-খানাকে এমনি ক'রে হাতের মুঠোয় পুরেচে!" কালিনা আইভানোভিচ্ ক'ষে মুঠো ক'রে দেখিয়ে দিলে। "সব ব্যাটা পরগাছা! আপনি ওখানে 'কিস্যুটি' 'জুৎ' করতে পারবেন না।"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারচি না, কালিনা আইভানোভিচ্। তার সঙ্গে চোলাইখানার সম্পর্কটা কী?"

"আপনি বেশ মজার লোক, বুঝলেন? আপনি না লেখাপড়া জানেন! দেখ্চেন না, ক্ষমতা যা', তা' সবই তো ওদের মুঠোয়! ওদের ছুঁতে যাবেন না! তাহ'লে ওরা আপনার রক্ত নিয়ে ছাড়্বে—দেখবেন তখন, নেয় কি না!"

শোবার ঘরে গিয়ে ছেলেদের বল্লুম:

"তোমাদের ব'লে দিচ্ছি ছোকরারা! কারু মদটদ খাওয়া আমি সইবো না! আর চাষীপাড়ার ওই দজ্জালগুলোকেও আমি থে'তো করবো! আমার কাজে কে সাহায্য করতে চাও?"

বেশির ভাগ ছেলেই ইতস্তত করলে, কিন্তু জনকয়েক বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সাড়া দিলে।

"বেশ কথা—খুব ভালো কথা!" কারাবানভের কালো চোখ চক্চক্ ক'রে উঠ্লো। "এবার ঐ কুলাকগুলোর সঙ্গে লাগা দরকার!"

আমার কাজে সাহায্য করবার জন্যে তিনজনকে আমি বেছে নিলুম—জাদোরভ্, ভলোখভ্ আর তারানেৎস্।

শনিবারে অনেক রাত্তিরে আমাদের কল-কৌশলের প্ল্যানটা ছকা হোলো। চাষীপাড়ার যে প্ল্যানটা আমি তৈরি করেছিলুম, আমার বাতির আলোর তলায় সেটার ওপর আমি ঝুঁকলুম। তারানেৎস্ তার লাল চুলের ঝাঁক্ড়ার মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে কাগজটার ওপর তার বসন্তের দাগ-ওলা নাকটা ঝুঁকিয়ে দিলে।

"মোটে এক-একটা ক'রে কুড়েয় আমরা গিয়ে হানা দিলে, অন্য কুড়ের 'মাল-টাল' আর চোলাইয়ের সরঞ্জামগুলো ওরা অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেল্বার সময় পেয়ে যাবে। মোটে তিনজনে কিছু হবে না!"

"এতো বেশি কুড়েয় চোলাইখানা আছে?"

"ঘরে-ঘরেই প্রায়! মৌসি গ্রেচানি, আন্দ্রেই কার্পোভিচ্, সের্গেই গ্রেচানি, চেয়ারম্যান নিজে—সব্বা—ই চোলাই করে! ভের্খোলারা সবাই চোলাই করে আর মেয়েরা শহরে নিয়ে গিয়ে বেচে। দলে আমাদের পুরু হ'তে হবে, নইলে ওরা আমাদের মেরে হাঁকিয়ে দেবে আর ওইখেনেই আমাদের সব খতম্!"

ভলোখভ্ এতক্ষণ কোণে বসে হাই তুল্ছিল। এবার তার মুখ ফুট্ল।

"আমাদের মেরে হাঁকাবে! সে আর ওদের 'কম্ম' নয়!" কারুকে নিতে হবে না—শুধু একবার কারাবানভ্কে নিন না, ওদের আর তাহ'লে আঙুলটি তুল্তে হ'চ্চে না! ও কুলাক্দের আমি খুব জানি। আমাদের ভয়ে ওরা কাঁটা!"

ভলোখভ্ ব্যাপারটায় যোগ দিয়েছিল নেহাৎ অনুৎসাহের সঙ্গেই। তখনও সে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল—'নিয়ম মানা'টা তার পছন্দ নয়—ওসব কী? কচি ছেলেদের মতন! এদিকে সে আবার জাদোরভের বড় অনুরক্ত। তাই মতামত নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জাদোরভের কর্তৃত্ব সে সর্বদাই মেনে চ'ল্তো।

জাদোরভ্ তার স্বাভাবিক ধীর আত্মবিশ্বাসের হাসি হাস্লে। শক্তির অপব্যয় না ক'রে আর নিজের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে এক কড়াও ক্ষুণ্ন না ক'রেই কাজ করবার, তার একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। এক্ষেত্রেও তাই, অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই, জাদোরভের ওপর আমার যতোটা বিশ্বাস ছিল, ততটা আর কারও ওপর ছিল না। আমি জান্তুম তার জীবনে যতদূর সাধ্য তার মধ্যে যে কোনও স্বার্থত্যাগই করবার তার ক্ষমতা ছিল। আর সেটা যে সকল ক্ষেত্রেই ক'রেও থাকে—তার নিজের ব্যক্তিত্বকে কণামাত্র খর্ব না করেই—। এবার সে তারানেৎস্-এর দিকে ফিরলে:

" 'তানাই-মানাই' করা ছাড়্, ফিডর! স্রেফ্ ব'লে ফ্যাল্, আগে কোন্ কুড়েটায় কাজ শুরু করতে হবে, আর, কোথায় যেতে হবে! তারপর কাল দেখ্‌চি! ভলোখভ্ কথাটা ব'লেচে মন্দ নয়। কারাবানভ্কে নিতেই হবে। ওই কুলাকগুলোর সঙ্গে কথা বলার রীত্কানুন সব তার জানা আছে —নিজেও কুলাক্ ছিলো তো? আর নয়, চলো এবার সব শুয়ে পড়া যাক। কাল আবার বেশ ভোরেই উঠে পড়্তে হবে। কেননা তারা সেখানে সব মাতাল হ'য়ে পড়ার আগেই আমাদের গিয়ে পড়া চাইত? তাই না র‍্যা, গ্রিৎস্কো?"

"উঁ? হুঁ—ম্!"—ভলোখভ্ জেগে, চেঁতিয়ে বল্‌লে।

সভা ভঙ্গ হোলো। লিডচ্‌কা আর একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না উঠোনে পায়চারি করছিল। লিডচ্‌কা আমায় বল্‌লেঃ

"ছেলেরা ব'ল্‌চে, আপনি নাকি চোলাইওলাদের ধর্মভয় শেখাতে যাচ্ছেন? এসব আপনার মাথায় ঢোকালে কে? ওই বুঝি আপনার মাস্টারির কাজ হোলো? আমি বলি, এটা লজ্জার কাজ!"

"ওইটেই হোলো ঠিক মাস্টারের কাজ"—আমি জবাব দিলুম।—"কাল চলো না আমাদের সঙ্গে!"

"আপনি কি ভাবেন, আমি ভয় পাই? ঠিক যাবো, দেখে নেবেন! কিন্তু তবুও বলি, এটা মোটেই মাস্টারের কাজ নয়!"

"তুমি সত্যি যাবে নাকি?"

"বল্লুম তো!"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না আমাকে আড়ালে ডেকে বল্‌লেঃ

"ওই বাচ্ছা মেয়েটাকে কী করতে নিয়ে যাবেন?"

"তা হচ্চে না! আমি যাবোই!"—চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো লিডিয়া পেত্রোভ্‌না।

কাজেই দলে আমরা পাঁচজন হলুম।

সকাল সাতটায় আমরা গিয়ে আমাদের সবচেয়ে কাছের পড়্‌শি আন্দ্রেই কার্‌পোভিচ্‌ গ্রেচানির দরজা ঠ্যাঙালুম। আমাদের দোর-ঠ্যাঙানির ফলে উদ্বোধনপর্ব শুরু হোয়ে গেল নিটোল একখানি সারমেয়-কণ্ঠের ঐকতান-সঙ্গীত দিয়ে—সে সঙ্গীত চল্‌লো পাক্কা পাঁচটি মিনিট ধ'রে!

কাজেই আসল অভিনয়ের পালাটা তাই, ন্যায্য নিয়মে, ঐ উদ্বোধন-সঙ্গীতের ঠিক পরেই শুরু হোলো।

অভিনয়-দৃশ্যে আন্দ্রেই গ্রেচানির আবির্ভাবের সঙ্গে পালা শুরু! লোকটার মাথায় অল্প টাক্‌—দাড়িটা চোস্ত ক'রে ছাঁটা।

"আমাদের কাছে কিসের দরকার?"—'ব্যাজার'-মুখে এসে বল্‌লে, গাফের্‌ আন্দ্রেই।

"তোমার যে চোলাই মদের ভাটিটা আছে, আমরা সেটা নষ্ট ক'রে দিতে এসেচি"—আমি বল্‌লুম,—"গুবের্নিয়া 'মিলিশিয়া'র কাছ থেকে ওয়ারেন্ট্‌ এনেছি।"

"চোরাই ভাঁটি?" বিচলিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ ক'রে, গাফের্‌ আন্দ্রেই আমাদের মুখগুলোর আর ছেলেদের ছবির মতো সাজসজ্জার ওপর দিয়ে তার তীক্ষ্ন নজরটা বুলিয়ে নিলে।

এই সময়ে 'সারমেয়-ঐকতান'টা আবার হঠাৎ একেবারেই 'তারা-সপ্তকে'র চূড়া স্বরগুলোতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো; কারাবানভ্‌ ইতিমধ্যে 'কাৎ' মেরে গাফেরকে ছাড়িয়ে—অভিনয়-মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগটাতে পৌঁছে গেলো—আর যাবার সময় হাতের লাঠিটা—বুদ্ধি ক'রে যেটা সে সঙ্গে এনেছিল সেইটা—দিয়ে কর্কশ ঝাঁকড়া লোম-ওলা বালি-রঙের একটা কুকুরকে 'দুম্‌' ক'রে এক ঘা' কষিয়ে গেল। আর যায় কোথা! সারমেয়-কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বর-গ্রামের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে অন্তত আরও দুটো 'সপ্তক' চড়িয়ে দিয়ে এবার কাণ ফাটাতে লাগ্‌লো তার 'একক' সঙ্গীতের কালোয়াতি!

কুকুরগুলোকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে আমরা ফাঁকটাতে ঢুকে পড়্‌লুম। ভলোখভ্‌ জলদ-গম্ভীর স্বরে সেগুলোকে 'দাব্‌ড়ানি' দিলে। কুকুরগুলো এবার একলাফে উঠোনের একধারে তাদের গানের 'সঞ্চারী' অংশের বিস্তার কর্‌বার জায়গাটায় পৌঁছে গিয়ে করুণ অবরোহী মীড়ে-মূর্ছনায় 'রেশ' টেনে টেনে সূক্ষ্ম কারিগরির খেল্‌ দেখাতে লাগ্‌লো।

কারাবানভ্‌ ইতিমধ্যে কুড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমরা যখন গাফেরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ঢুকলুম তখন সে বিজয়-গর্বে আমাদের দেখালে তার আবিষ্কার।—আবিষ্কার অবশ্য একটা চোলাই-খানাই।

গাফের তখন ভারি ভারি পা ফেলে 'উজ্জ্বল' মূর্তিতে পায়চারি করচে—কারণ গায়ে তার সত্যিসত্যিই অপেরা-গাইয়েদের মতন একটা 'মোল্‌স্কিন' জ্যাকেট্‌।

জাদোরভ্‌ জিগ্যেস করলে, "কাল মদ চোলাই হ'য়েচে?"

"অ্যাঁ—তা' হ'য়েচে"—অন্যমনস্কভাবে দাড়িতে আঙুল চালাতে চালাতে বল্‌লে গাফের আন্দ্রেই—তার দৃষ্টি তখন—তারানেৎস্‌ কাছাকাছি একটা বেঞ্চের নিচে থেকে 'গোলাপী-বেগুনি' রঙের আমেজ্‌-ওলা অমৃতের একটা যে গ্যালন-মাপের বোতল টেনে বার করছিলো—সেই দিকে।

গাফের্‌ আন্দ্রেই হঠাৎ ক্ষিপ্ত হ'য়ে তেড়ে গেল তারানেৎস্‌-এর দিকে। হিসেবটা সে ঠিকই ক'রে নিয়েছিল যে, হরেক রকমের বেঞ্চি, টেবিল, মূর্তি আর পুতুল-টুতুল ঠাসা ঐ কোণটাতেই তার পক্ষে তারানেৎস্‌কে 'কব্জায়' পাবার সুবিধে হবে। তারানেৎস্‌কে সে গিয়ে পাক্‌ড়াও ক'রলেও ঠিকই। তারানেৎস্‌ কিন্তু শান্তভাবে তার মাথা ডিঙিয়ে বোতলটা জাদোরভ্‌-এর হাতে 'চালান' ক'রে দিলে। এতটা উদ্‌যোগের পরেও গাফেরের কপালে জুট্‌লো শুধু তারানেৎস্‌-এর জয়োৎফুল্ল উন্মত্ত পাগ্‌লা হাসি, আর মিষ্টি 'টিপ্‌টেন্‌': "এবার বুলি ছাড়ো,—বাপ্‌ধন!"

গাফের আন্দ্রেই চ'টে হে'কে উঠ্‌লো, "তোমাদের একটু 'ছায়া' থাকা উচিত!" এম্‌নি ক'রে কুঁড়ে ঘরে এসে লুটপাট্‌ করতে তোমাদের লজ্জা করে না? আবার মেয়েছেলে সঙ্গে আনা হ'য়েচে! কবে যে লোকে একটু শান্তি পাবে! তোমাদের বরাতে যা' নাচ্‌চে সেটা ঘট্‌বে, কবে?"

কারাবানভ্‌ হুবহু তার স্বরটা নকল ক'রে ব'লে উঠলো, "কেন হে গাফের! তুমি তো দেখ্‌চি দিব্যি একটি—'কবিয়াল্‌'।"

হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে সে খুব কায়দা ক'রে গাফের্‌কে একটা অভিবাদন করলে।

"বেরোও আমার ঘর থেকে!" হাঁক দিলে গাফের আন্দ্রেই, সঙ্গে সঙ্গে উনুনের পাশ থেকে এক তাড়া তীক্ষ্ণাগ্র মোটা লোহার ডান্ডা হিঁচ্‌ড়ে তুলে নিয়ে ভলোখভের কাঁধে বসিয়ে দিলে মোক্ষম এক ঘা'!

ভলোখভ্‌ কিন্তু হেসে লোহার ডান্ডাগুলোকে আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে নতুন একটা ব্যাপারে গাফেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেঃ

"দ্যাখো একবার—ঐ দিকে তাকিয়ে!"

গাফের চারিদিকে তাকাতেই তার নজর পড়লো তারানেৎস্‌-এর ওপর। তারানেৎস্‌-এর মুখে সরল হাসি। সে উনুনটার ওপর থেকে—সামোগন ভর্‌তি আর একটা বোতল নিয়ে কোনো রকমে আঁক্‌ড়ে-পাক্‌ড়ে নাব্‌চে। গাফের আন্দ্রেই মাথা নিচু ক'রে হতাশভাবে একটা বেঞ্চে ব'সে পড়্‌ল।

লিডচ্‌কা তার পাশে ব'সে প'ড়ে খুব মিষ্টি ক'রে বল্‌লেঃ

"আন্দ্রেই কার্‌পোভিচ্‌! তুমি জানো চোরাই ভাটিখানা রাখা বে-আইনি! তাছাড়া চারিদিকে যখন লোকে খেতে পাচ্ছে না সে সময়ে এভাবে শস্য নষ্ট করা?"

"খেতে পায় না শুধু তারাই, যারা কাজ করতে চায় না। যে খাটে, তার অভাব হয় না।"

উনুনের ওপর থেকে, হাসিখুসিভরা মিঠে রিণ্‌রিণে গলায় তারানেৎস্‌ জিগেস্‌ করলে, "আর তুমি খুব খাটো, না গাফের্‌? আর স্তেপান নেচি-পোরেঙ্কো? সে খাটে না?"

"স্তেপান্‌?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, স্তেপান্‌ হে! তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েচো, মাইনে দাওনি, আবার তার কাপড়-চোপড় আট্‌কে রেখেচো! এখন সে কলোনিতে ঢোক্‌বার চেষ্টা ক'র্‌চে!"

ফুর্তির সঙ্গে গাফের এর দিকে তাকিয়ে মুখের মধ্যে জিভ্‌ দিয়ে 'ক্লাক্‌'

ক'রে শব্দ ক'রে তারানেৎস্ লাফিয়ে উনুনের ওপর থেকে নেবে পড়্‌ল।

জাদোরভ্ জিগেস্ করলে, "এখন এগুলো নিয়ে কী করবো?"

"বাইরে নিয়ে গিয়ে সব ভেঙে ফ্যালো!"

"চোলাই-এর সরঞ্জামও?"

"চোলাই-এর সরঞ্জামও!"

গাফের ঘর থেকে বেরিয়ে শাস্তিদান-ক্ষেত্রে আর এলো না। সে ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে একাদিক্রমে অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয়ে লিডিয়া পেত্রোভ্‌নার মুখ থেকে 'জ্বালাময়ী' বক্তৃতাগুলো শুন্‌তে লাগ্‌ল। উঠোনে মালিকের প্রতিনিধি বল্‌তে রইল কেবল কুকুরগুলো। তারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পাছায় ভর দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে সব ব্যাপার দেখ্‌লে। শুধু আমরা যখন রাস্তায় বেরিয়ে এলুম তখন তাদের মধ্যে কয়েকটা কুকুর অনেক বিলম্বে তাদের অক্ষম প্রতিবাদটা জানিয়ে দিলে।

জাদোরভের সব দিকে খেয়াল থাকে; সে বাইরে থেকে লিডচ্‌কাকে ডাক দিলে :

"এবার আমাদের সঙ্গে চ'লে আসুন নইলে গাফের আন্দ্রেই আপনার মাংস দিয়ে কাবাব বানাবে!"

লিডচ্‌কা ছুটে চ'লে এলো; আন্দ্রেইর সঙ্গে কথা ক'য়ে তার মনে খুব একটা আত্মপ্রসাদ!

"আমার কথাগুলো সবই ওর খুব মনে লেগেচে!" উৎসাহভরে সে ব'লে উঠ্‌লো—"ও মান্‌লে যে চোরা-ভাঁটি রাখা একটা অপরাধ।"

জবাবে ছেলেদের কাছ থেকে পাওয়া গেল শুধু হাসির ধমক।

"ও মেনে নিয়েচে, না?"—আধবোজা চোখে লিডচ্‌কার দিকে তাকিয়ে কারাবানভ্ বল্‌লে, "মস্ত খবর তো! আপনি আর খানিক ওর পাশে থাক্‌লে ও হয়ত নিজে হাতেই চোলাই-এর সরঞ্জাম ভেঙে ফেল্‌তো! কী বলেন?"

তারানেৎস্ বল্‌লে, "ভাগ্যি মানুন, যে, ওর বুড়িটা বাড়ি নেই—গির্জেয় গেছে, গঞ্চারোভ্‌কায়। তা', কথা আপনার হবেখন সেই ভেরখোলা-বুড়ির সঙ্গে!"

লুকা সেমিওনোভিচ্ ভেরখোলার নানা অজুহাতে, সর্বদাই কলোনিতে যাতায়াত ছিল। আমরাও নানা দরকারে তার সম্পর্কে আসতুম,—কখনো একটা ঘোড়ার নতুন কলার ধার করতে, কখনো বা একটা গাড়ি কিম্বা একটা পিপের জন্যে। লুকা সেমিওনোভিচ্ ছিল খুব চতুর ফিকিরবাজ্ লোক। খুব ব'কতে পারত; নানা ব্যাপারে লোককে আপ্যায়িতও করত সে; আর

গতিবিধিও ছিল তার সর্বত্র। চেহারাটি ছিল জমকালো; আর তার ঢেউ খেলানো লাল দাড়িটিরও দস্তুরমত যত্ন নিতো সে; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতো, নিয়মিত মানান ক'রে ছাঁট্‌তো। তার তিন ছেলের মধ্যে বড় ছেলে আইভান্‌-এর খুব খ্যাতি ছিল চারপাশের দশ কিলোমিটার স্থানের মধ্যে সর্বত্র। তিন থাকের ভিয়েনিজ্‌ অ্যাকর্ডিয়ন বাজাতে সে ছিল একজন ওস্তাদ।

লুকা সেমিওনোভিচ্‌ খুব হৃদ্যভাবেই আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালে।

"আ—! মান্য প্রতিবেশীরা যে! আসুন, আসুন! শুনিচি, শুনিচি আমি! সামোভার চাই ত? তা বেশ! তা বেশ! বসুন! তুমি এই বেঞ্চিটায় বসো ভায়া! তারপর? চল্‌চে কেমন? 'ত্রেপ্‌কে'র কাজের জন্যে মিস্তিরি পেলেন? না পেয়ে থাকেন তো, আমি কাল ব্রিগাদিরোভ্‌কা যাচ্ছি, বলেন যদি আপনার জন্যে নিয়ে আসি জন কয়েককে। বল্‌ব কি আপনাকে কী মিস্তিরি তারা...! ভায়া যে বস্‌চো না? নানা, আমার কোনো চোরা-ভাঁটি নেই! আমি ও সবের মধ্যে নেই। ওতো বারণ! সে কী কথা! সোভিয়েট সরকার যখন নিষেধ ক'রে দিয়েচেন, তখন আমি ত বুঝি, ওসব কারু করা চল্‌বে না! ভয় পেয়ো না গিন্নি, এঁরা সব মানী অতিথি!"

কানায়-কানায় ভর্তি এক গাম্‌লা 'স্মেতানা' (ঘন, টক ননী বা দই) আর বেশ উঁচু ক'রে সাজানো থালাভরা ছানাবড়া (Cheesecakes) এসে পড়্‌ল টেবিলে। অতিরিক্ত কাকুতি-মিনতি কিম্বা বাড়াবাড়ি রকমের পেড়াপিড়ি বাদ দিয়েই লুকা সেমিওনোভিচ্‌ সেই সব সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করতে আমাদের আমন্ত্রণ জানালে। তার ছিল বেশ হৃদ্য, দরাজ 'খাদে'র গম্ভীর গলাটি আর খুব বনেদী নবাবী আদব-কায়দা। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম, ঐ ননীটার রূপ দেখে আমাদের ছেলেদের মন কীরকম দুর্বল হ'য়ে পড়ছে! ভলোখভ্‌ আর তারানেৎস্‌, খাবারের ওই 'খোল্‌তাই' বাহারের দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারে না! 'পরিস্থিতি'টাকে যে কীরকম জটিল ক'রে তোলা হয়েছে, তা' স্পষ্ট ক'রে 'উপলব্ধি' ক'রে, জাদোরভ্‌ হাসিমাখা রাঙামুখে দরজার ওপরেই দাঁড়িয়ে রইলো। কারাবানভ্‌ আমার ঠিক পাশেই বসেছিল। সে এক ফাঁকে আমার কাণে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বল্‌লে, "ওঃ কুত্তির-বাচ্ছা! যাই হোক, বুঝ্‌তেই পারচেন, এ পারা যায় না! খেতেই হবে আমায়—ভগবান সাক্ষী, খাবোই আমি! আমি আর থাক্‌তে পারচি না—ঈশ্বর জানেন, আমি নাচার!"

লুকা সেমিওনোভিচ্‌ জাদোরভের জন্যে একখানা চেয়ার টেনে আন্‌লে।

"খেয়ে নাও, পড়শিরা! খাও, খাও! পানীয়ও কিছু আনাতে পারতুম, কিন্তু যে-কাজে এখন তোমরা বেরিয়েচো..."

জাদোরভ টেবিলের ওদিকে আমার ঠিক সাম্‌নেটায় ব'সে চোখ নামিয়ে আধ্‌খানা বড়া মুখে পুরে দিলে। খানিকটা ঘন ননী তার চিবুকে 'নেব্‌ড়ে' গেল। তারানেৎস্‌-এর গালে এ-কাণ থেকে ও-কাণ পর্যন্ত ননীর গোঁফ্‌ আঁকা হ'য়ে গেল। ভলোখভ্‌ কোনো দিকে মাথা না ফিরিয়ে বড়ার পর বড়া মুখের মধ্যে চালিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

"আরও বড়া এনে দাও"—লুকা সেমিওনোভিচ্‌ তার স্ত্রীকে বল্‌লে।—"আইভান! একটু বাজ্‌না শোনা!"

তার স্ত্রী আপত্তি করলে, "গির্জেয় এখন প্রার্থনা চল্‌চে যে!"

"তাতে কী?" লুকা সেমিওনোভিচ্‌ বল্‌লে, "প্রিয় অতিথি সজ্জনদের জন্যে একটু নিয়মভঙ্গ করলে দোষ নেই!"

নধর-কান্তি আইভান নীরবে 'চাঁদিনী রাতে' গানটার সুর বাজালে। কারাবানভ্‌ হেসে টেবিলের তলায় লুটিয়ে পড়ার যোগাড়।

"বেড়ে অতিথি কিন্তু আমরা!"

আহারপর্ব চুক্‌লে আলাপ আরম্ভ হোলো। লুকা সেমিওনোভিচ্‌ খুব উৎসাহের সঙ্গে ত্রেপ্‌কেদের সম্পত্তিটার সম্বন্ধে আমাদের যে 'প্ল্যান' ছিল তা' সমর্থন করলে। তা ছাড়া এ-ও জানিয়ে দিলে যে, তার সম্বলের মধ্যে যতোটা কুলোয় দরকারি যন্ত্রপাতি আর কাজকর্ম সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতেও সে রাজি।

"আপনারা এই 'বন'টার মধ্যে আর প'ড়ে থাক্‌বেন না!" সে পরামর্শ দিলে।—"যত তাড়াতাড়ি পারেন, ওখানে চ'লে যান! মালিকদের নজর রাখা চাইত! আর ঐ মিলটাও নিয়ে নেবেন—মনে রাখ্‌বেন!—ওটা নেবেনই কিন্তু! ওদের যে 'বোর্ড্‌'টা (সঙ্ঘ) আছে, তাদের 'কম্ম' নয়, অমন একটা কারবার চালানো! চাষীরা তাই নালিশ করছিল,—আহা, বেচারিরা কতো নালিশ জানায়! 'ঈস্টার্‌'-এর জন্যে কেক-তৈরি করতে আর পুর-পিঠে গ'ড়তে ময়দা চাইত তাদের? তা, সেজন্যে তারা আজ দু'মাস ধ'রে শুধুই রোজ হাঁটাহাঁটি করচে। চাষীরা এ-সময়ে দু'খানা 'পুর-পিঠে' বানাবে তো? তা', আসল জিনিস,—ঐ ময়দাই,—যদি না পান তো আপনি 'পুর-পিঠে' গ'ড়বেন কী দিয়ে?"

আমি বললুম, "একটা 'মিল্‌' সাম্‌লাবার মতন অতটা ক্ষমতা আমাদের নেই।"

"কী বল্‌চেন 'ক্ষমতা নেই'? সাহায্যও পাবেন যথেষ্ট! আপনি জানেন, এখানকার লোক আপনাকে কতোখানি মান্য করে! সবাই বলে, 'কী চমৎকার মানুষ!'

নাটকের 'উজ্জ্বল-দৃশ্যে'র এই রমণীয় মুহূর্তটাতে তারানেৎস্‌ দরজায় এসে দাঁড়ালো আর শঙ্কিতা গৃহিণীর তীব্র চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে কুটিরের চালাগুলো কেঁপে উঠ্‌লো। তারানেৎস্‌-এর হাতে চমৎকার একটা ভাঁটির খানিকটা অংশ—সবচেয়ে দরকারি অংশ যে 'কয়েল্‌'—সেইটা। তারানেৎস্‌ আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে কখন যে 'টুক্‌' ক'রে স'রে পড়েছিল, তা আমরা কেউই টের পাইনি।

"চালার ওপরের চিলে-কোঠায় এটা পেলুম,"—বল্‌লে তারানেৎস্‌—" 'মাল'-ও রয়েচে সেখানে; এখনও গরম!"

লুকা সেমিওনোভিচ্‌ তার দাড়িগুলো মুঠো ক'রে ধরলে আর মুহূর্তের জন্যে শান্ত,—গম্ভীর হ'য়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চোখমুখ আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে তারানেৎস্‌-এর মুখের দিকে তাকালে, তারপর কানের পেছনটা চুল্‌কোতে চুল্‌কোতে আমার দিকে চেয়ে চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে বল্‌লেঃ

"এ ছেলেটি কালে একজন হবে বটে! যাক্‌গে, ব্যাপার যখন এম্‌নিই দাঁড়ালো, আমার আর বল্‌বার কিছু নেই! আমি রাগও ক'র্‌বো না। আইন—আইনই। আপনারা নিশ্চয়ই এসব ভেঙেচুরে দেবেন? ভালো, ওরে আইভান, তুইও একাজে এঁদের সাহায্য কর্‌!"

'ভের্‌খোলিখা' কিন্তু আইন-শৃঙ্খলার ওপর 'ঋষিকল্প' স্বামীর এই ভক্তির কোনো ধার ধার্‌লে না। তারানেৎস্‌-এর হাত থেকে 'কয়েল্‌'-টা ছিনিয়ে নিয়ে সে 'খন্‌খনিয়ে' উঠ্‌লঃ

"দেখি তো, কে ভাঙ্‌তে দ্যায়? বলি, ভাঙ্‌তে দেবে'টা কে? শুনি না! ভাঙ্‌তে তো সবাই ওস্তাদ জানি! একটা বানা'ক্‌ দিকি কেউ, দেখি! উকুন-মাথা বয়াটের দল! বেরো!—বেরো, নইলে মাথা ভাঙ্‌বো সব!"

ভের্‌খোলিখার 'গলাবাজি' থাম্‌ল না। লিডচ্‌কা শান্তভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত ঠায় এককোণে দাঁড়িয়ে 'ঘরে-চোলাই' মদের দোষ নিয়ে একটা আলোচনা ফাঁদার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু 'ভের্‌খোলিখা' একজোড়া ফুস্‌ফুস্‌ নিয়ে জন্মেছিল বটে! ঘরে-তৈরি মদের বোতলগুলো সব ভাঙা হোলো, কারাবানভ্‌ উঠোনের মাঝ্‌খানে দাঁড়িয়ে একটা লোহার ডান্ডা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে চোলাই-এর সরঞ্জামগুলো সব ভাঙ্‌লে, লুকা সেমিওনোভিচ্‌ আমাদের খুব

আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ ক'রে একে একে বিদায় জানালে, পই পই ক'রে আমাদের আবার আস্‌তে বল্‌লে আর বার বার ক'রে বোঝাতে লাগ্‌ল যে, সে এজন্যে মোটেই রাগ করেনি, জাদোরভ্‌ আইভানের সঙ্গে হৃদ্যতার হাত-নাড়ানাড়ি করলে, আইভান তার অ্যাকর্ডিয়নে আর একটা সুর ভাঁজ্‌লে—কিন্তু ভের্‌-খোলিখার হাঁউমাউ আর গালাগালি মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হোলো না। ওরই মধ্যে সমানে চল্‌লো। কত নতুন নতুন বিশেষণ আবিষ্কার ক'রে তাই দিয়ে আমাদের 'আচরণ'-এর 'ব্যাখ্যানা' ক'রে চল্‌লো আর আমাদের শোচনীয় ভবিষ্যৎ-এর ছবিটাও সেই সঙ্গে ছ'কে দিয়ে যেতে লাগলো!

আশপাশের বাড়িগুলোর উঠোনে উঠোনে মেয়েরা সব 'কাঠ্‌' হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, উঠোনের ওপরের আড়াআড়ি টাঙানো তার থেকে নিচের দিকে টানা-দেওয়া তারে-বাঁধা কুকুরগুলো চেন্‌-টানাটানি ক'রে 'ঘেউ ঘেউ' 'কেঁউ কেঁউ' চালাতে লাগ্‌লো আর আস্তাবলে যে লোকগুলো কাজ করছিল তারা 'হক্‌-চকিয়ে' মাথা নাড়্‌লে।

আমরা সব রাস্তায় পালিয়ে এলুম। কারাবানভ্‌ কিন্তু একটা চিকে-বেড়ার ওপর অসহায় ভাবে ঝুলে পড়্‌লঃ

"মরে যাবো! ওঃ ভগবান! আমি ঠিক ম'রে যাবো! প্রিয় অতিথি —ওরে বাবারে! তোর 'স্মেতানা'র নিকুচি ক'রেচে! পচুক্‌—নাড়ি ভুঁড়ির মধ্যে!...হ্যাঁরে ভলোকভ্‌? তোর পেটব্যথা ক'র্‌চে না র‍্যা?"

সেদিন আমরা ছটা ভাঁটি চুর্‌মার করলুম।

আমাদের তরফে কেউ হতাহত হোলো না। শুধু শেষ বাড়িটা থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আস্‌ছিলুম তখন আমরা গ্রাম-সোহিবয়েটের চেয়ারম্যান 'সের্‌গেই পেত্রোভিচ্‌ গ্রেচানি'র সামনে প'ড়লুম। এই চেয়ারম্যানটি যেন একটি 'কোজাক' সর্দার। মাথার কালো চুলগুলি চক্‌চক্‌ কর্‌চে, মুখের গোঁফে্‌র ডগাগুলো মোম দিয়ে পাকানো। যদিও বয়েস বেশ কমই তবু ও-জেলায় ও-ই ছিল সবচেয়ে সম্পন্ন চাষী। সবাই বলতো লোকটা দারুণ কাজের। কিছুটা দূর থেকে সে আমাদের ডাক্‌ দিলেঃ

"শুনুন! একটু দাঁড়িয়ে যান! এক মিনিট্‌!"

আমরা চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে গেলুম।

"নমস্কার!" সে বল্লে, "এই যে হানা দিয়ে বেড়াচ্চেন, লোকের ভাঁটি-টাটি সব ভাঙ্‌চেন, এর জন্যে কী ধরনের ওয়ারেণ্ট্‌ আপনাদের আছে জিগ্যেস্‌ করতে পারি? কোন্‌ অধিকারে আপনারা এসব 'দৌরাত্ম্য' ক'রে বেড়াচ্চেন শুনি?"

সে তার গোঁফে আর একটা চাড়া দিয়ে আমাদের বে-সরকারী মূর্তি-গুলোর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে রইলো।

নীরবে আমি তার হাতে 'দৌরাত্ম্যি' করবার 'ওয়ারেণ্ট্'খানা দিলুম। সেটা হাতে নিয়ে সে উল্‌টে-পাল্‌টে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লে। তারপর বেশ অসন্তুষ্ট মনেই যে সেটা আমাকে ফেরত দিলে, সেটা বেশ বোঝা গেল।

"হ্যাঁ, এটা একটা অনুমতি ঠিকই, তবে লোকে অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়েছে। যে কোনো একটা কলোনি যদি এরকম ক'রে বেড়াতে পায় তা' হ'লে সোভিয়েট্ সরকারের শেষ পর্যন্ত কী অবস্থা হবে কে বল্‌তে পারে? আমি নিজে তো গুণ্ডামি বন্ধ করতে চাই!"

"আর তবুও, আপনি নিজেই একটা 'চোরা-ভাঁটি' রাখেন!"—অন্তর্ভেদী দৃষ্টিটা চেয়ারম্যানের মুখের ওপর উদ্ধতভাবে বুলিয়ে তারানেৎস্ শান্তভাবে কথাটা বল্‌লে।

জীর্ণবাস তারানেৎস্-এর দিকে চেয়ারম্যান হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালে। বল্লেঃ

"নিজের চরকায় তেল দাও গে হে ছোকরা! নিজেকে ভেবেচো কী? এয়েচো তো ঐ কলোনি থেকে! সবার বড়ো ওপরও'লার কাছ পর্যন্ত আমি এ ব্যাপার টেনে নিয়ে যাবো। তারপরে দেখ্‌বো একদল চোর-ডাকাত-গুণ্ডা তাদের নিজের এলাকার কর্তাব্যক্তিদের অপমান ক'রে পার পেয়ে যায় কী ক'রে!"

তারপর আমরা যে-যার নিজের পথে রওনা হলুম।

আমাদের এই অভিযানটা লোকের মনের ওপর বেশ ছাপ দিলে। পরের দিন কামারশালায় আমাদের যেসব খদ্দের জমায়েত হোলো তাদের জাদোরভ্ বল্‌লেঃ

"সাম্‌নের রবিবার কাজটা আরও 'জবর' ক'রে করা যাবে—আমরা কলোনি-সুদ্ধু সবাই বেরিয়ে প'ড়্‌বো—একেবারে পঞ্চাশজনেই!"

গ্রামবাসীরা দাড়ি নেড়ে চট্‌পট্ স্বীকার করলেঃ

"সেটা অবিশ্যি ঠিক কথা! শস্যও এতে নষ্ট হয় বৈকি! আর আইনে যখন এটা বারণই, তখন এটা বন্ধ হওয়াই দরকার।"

মাত্‌লামির ঘটনা কলোনিতে আর ঘট্‌লো না কিন্তু নতুন একটা আপদ দেখা দিলে—'জুয়া'। আমরা লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লুম কতকগুলো ক'রে ছেলে খাবার সময় রুটি নিচ্চে না। তাছাড়া ঘর পরিষ্কার ইত্যাদি এমন কতকগুলো কাজ, যেগুলো ক'রতে কা'রও মজা লাগে না, সেগুলো যখন যার করবার

পালা, তখন সেইলোক তা' না ক'রে তার বদলে, সেটা কোরে দিচ্ছে অন্য লোক।

"আজ তুমি ঘর পরিষ্কার কর্‌চো যে? আইভান কর্‌চে না কেন?"

"সে আমায় বল্‌লে, তার হ'য়ে ক'রে দিতে।"

'উপরোধে' কাজ ক'রে দেওয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো। তাছাড়া দেখা গেল অনুরোধকারীদের আবার বিশেষ বিশেষ দল আছে। খাবার নিজেরা না খেয়ে সঙ্গীদের দিয়ে দিচ্চে এমন ছেলের সংখ্যা দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু ছোটদের শিবিরে জুয়ার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নেই। জুয়াড়ীর পক্ষে ক্রমে সাধারণ সম্পদে আর কুলোয় না। তখন সে উপরি সম্পদ খুঁজ্‌তে বাধ্য হয়—যা পাবার একমাত্র উপায় চুরি। তাই আর কাল-বিলম্ব না ক'রে আমি তখনই এই শত্রুটার ওপর হাম্‌লা করলুম।

ওভ্‌চারেঙ্কো ব'লে একটা আমুদে চট্‌পটে ছেলে ইতিমধ্যেই আমাদের এখানে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছিল। সে হঠাৎ একদিন পালালো।

এর কারণটা জান্‌তে চেষ্টা ক'রেও বিশেষ সুবিধে করতে পারলুম না। পরের দিন শহরে, রাস্তার বাজারের ভিড়ে তার সঙ্গে আমার সাম্‌না-সাম্‌নি দেখা হ'য়ে গেল। অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'রেও তাকে আমি কলোনিতে ফিরে আস্‌তে রাজী করতে পারলুম না। সে আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বল্‌লে তাতে, সে যে খুবই বিব্রত হ'য়ে পড়েছে সেটা ধরা পড়্‌লো।

আমাদের ঐ 'জিম্মি'গুলোর মধ্যে জুয়ার ঋণটা ছিল একটা খাতিরের ব্যাপার। এ দেনা কেউ শোধ ক'রতে না পারলে তাকে দু' এক ঘা' দিয়ে কিম্বা তার সঙ্গে একটা মারামারি হ'য়েই যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হ'তো তা নয়, তাকে সবার সামনে লাঞ্ছিত করা হোতো।

আমাদের আস্তানায় ফিরে এসে সন্ধ্যেবেলায় আমি ছেলেদের জিগ্যেস্‌ করলুম:

"ওভ্‌চারেঙ্কো পালালো কেন?"

"আমরা কী ক'রে জান্‌বো?"

"খুব ভাল ক'রেই জানো তোমরা!"

আর সাড়াটি নেই!

সেই রাতে আমি কালিনা আইভানোভিচ্‌কে নিয়ে আচ্ছা ক'রে খানা-তল্লাসি ('সার্চ্‌') চালালুম। ফলে যা' বেরুলো তাতে আমার পিলে চম্‌কে

গেল! বালিশের তলায়, তোরঙ্গে, বাক্সে এমন কি কতকগুলো ছেলের পকেটে পর্যন্ত গাদা গাদা চিনি! বুরুনই দেখলুম এ ব্যাপারে সবার চেয়ে বড়-লোক। আমার অনুমতি নিয়ে ছুতোরখানায় সে যে ট্রাঙ্কটা বানিয়ে নিয়েছিল তার ভেতর থেকে বেরুলো একেবারে সেরপনেরো মাল! কিন্তু মিত্যাগিনের কাছ থেকে যা' পাওয়া গেল সেটা আবার সবচেয়ে চমকপ্রদ! তার বালিশের তলায় একটা ভেড়ীর চামড়ার টুপির ভেতর, তামাতে-রুপোতে মিলিয়ে, লুকোনো ছিল—পঞ্চাশ রুব্‌ল্ টাকা-পয়সা!

বুরুন দারুণ দ'মে গিয়ে খোলাখুলিই স্বীকার করলেঃ

"আমি তাস খেলে জিতেছি।"

"অন্য ছেলেদের কাছ থেকে?"

"হুঁ!"

মিত্যাগিন কিন্তু সব প্রশ্নেরই জবাবে বল্‌লে "আমি বল্‌ব না!"

সবচেয়ে বেশি মাল-পত্তর,—যেমন, রাশি রাশি চিনি, ব্লাউজ্, হাতব্যাগ ইত্যাদি কিন্তু বেরুলো মেয়ে তিন্‌টের ঘর থেকে। মেয়ে তিন্‌টে মানে ওলিয়া, রায়েষা আর মারুশিয়া। জিনিসগুলোর মালিক যে কে তা কিন্তু মেয়েগুলো বল্‌লে না। ওলিয়া আর মারুশিয়া কাঁদ্‌লে; রায়েষা শান্তই রইল।

লোকের বাড়ি বাড়ি চুরি ক'রে বেড়াতো ব'লে কমিশন থেকে এই মেয়ে তিনটেকে আমাদের কলোনিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটা—ওলিয়া ভোরোনোভা—(সম্ভবত দৈবদুর্বিপাকে) একটা কদর্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, কমবয়সী ঝিয়েদের কপালে যে রকম ঘটনা দুর্লভ নয়। মারুশিয়া লেভ্‌চেঙ্কো আর রায়েষা শোকোলোভা কিন্তু ছিল অত্যন্ত প্রগল্‌ভ অসংযত-চরিত্র, কড়াধাতের মেয়ে। এ দু'জনের মুখেও যেমন কিছু বল্‌তে বাধতো না, ছেলেদের সঙ্গে মদ খেতেও তেমনি আটকাতো না। তাসও খেলতো তারা ছেলেদের সঙ্গে আর খেলাটা সাধারণত চল্‌তো মেয়েগুলোরই ঘরটাতে। এর ওপর আবার মারুশিয়া ছিল সাঙ্ঘাতিক ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের মেয়ে; সে যখন-তখন অন্য মেয়েদুটোকে অপমান করতো, এমনকি, ধ'রে ঠেঙিয়েও দিতো! ছেলেদের সঙ্গেও সে অদ্ভুত সব কারণের অজুহাতে দিনরাত ঝগড়া ক'রে বেড়াতো। সব সময়ে তার মুখের বুলিই ছিল "আমার তো বারোটা বেজে গেছে।" বক্‌তে যান, বোঝাতে যান, সেই একঘেয়ে জবাবঃ

"ওসব শুনে আমার লাভ কী? যা-ই বলুন, আর যা-ই করুন,—আমার যা' হবার, তা হ'য়ে সব চুকেবুকে গ্যাচে!"

রায়েষা মেয়েটা মোটাসোটা, নোংরাটে আর একের নম্বরের কুড়ে। সব তাতেই

কেবল 'হ্যা হ্যা' ক'রে হাসি। এদিকে কিন্তু মেয়েটার বুদ্ধিও যেমন আদপেই মোটা নয়, লেখাপড়াও তেম্‌নি সে যে একেবারেই শেখেনি তা-ও নয়। কোনও এককালে সে 'হাই স্কুলে'ও পড়েছিল; তাই আমাদের শিক্ষিকারা তাকে 'রাবফাক্'* পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে বল্‌তেন। তার বাপ আমাদেরই শহরে জুতো গড়্‌তো। বছর দুই আগে লোকটা একদিন মদ খেয়ে 'হাঙ্গামা-হুজ্জুত' ক'রে ছোরা খেয়ে মারা গেছলো। ওর মাও ছিল মাতাল; ভিক্ষে ক'রে বেড়াতো। রায়েষা আমাদের ব'ল্‌তো তারা ওর আসল বাপ-মা ছিল না। সে ব'ল্‌তো তার কাঁচবেলায় সোলোকভের দোরগোড়ায় তাকে রেখে যাওয়া হ'য়েছিল, সোলোকভ্ কুড়িয়ে পেয়ে তাকে মানুষ ক'রেছিল। ছেলেরা কিন্তু ব'ল্‌তো, ওইসব ব'লে ও নিজের দর বাড়াবার চেষ্টা করেঃ

"কোন্‌দিন ও হয়তো ব'ল্‌বে ওর বাপ একটা রাজা-জমিদার কি নবাব-বাদশা ছিল!"

রায়েষা আর মারুশিয়া ছেলেদের কাছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চল্‌তো ব'লে, ছেলেরাও ওদের, 'অনেক-ঘাটের-জল-খাওয়া ঝানু-মেয়ে' জেনে বরং তাদের কতকটা সমীহ ক'রেই চ'ল্‌তো। এই জন্যেই মিত্যাগিন আর ওই ধরণের ছেলেগুলো নোংরা কীর্তিকাহিনীর খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারকে 'সামাল' দেবার ভারটা এদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতো।

মিত্যাগিন আসার পর থেকেই আবার আয়তন আর সংখ্যা সব দিক থেকেই 'গুণ্ডাবাজি'টা বেড়ে উঠেছিল।

মিত্যাগিন ছিল একটি পাকা চোর, বুদ্ধিমান, দুঃসাহসী এবং ধরা না প'ড়ে কাজ বাগিয়ে নিতে ওস্তাদ। আর এই সব নিয়ে সে খুব আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল। তার বয়েস ছিল সতেরো কিম্বা আর একটু বেশি।

তার চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তার খুব মোটা ঘন ঝাঁকড়া চুল ছিল। সে নিজেও বল্‌ত যে ঐ 'বৈশিষ্ট্য'টার জন্যেই তার অনেক 'প্রচেষ্টা' ফেঁসেও যেতো। চুরি ছাড়া আর কিছু করার যে সে উপযুক্ত হ'তে পারে এটা তার মাথায় কিছুতে ঢুকতো না। সবে যেদিন সে কলোনিতে এলো সেদিন সন্ধ্যেবেলাই সে অত্যন্ত বন্ধুভাবে খোলাখুলিই আমাকে ব'লে ফেল্‌লেঃ

"ছেলেরা আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, আন্তন সেমিওনোভিচ্!"

"কেন, তাতে কী?"

* Workers' Faculty.

"কথাটা ভালোই! ওদের যদি আপনাকে ভালো লাগে, তাহলে ওদের পক্ষেই সেটা ভালো।"

"তাই বুঝি তোমারও আমাকে ভালো লাগিয়ে নিতে হবে?"

"না, না! আমি তো কলোনিতে বেশি দিন থাক্‌চিই না!"

"না কেন?"

"লাভ কি? আমি বরাবর চোরই থাক্‌বো।"

"অভ্যেস্ তো ছেড়ে দিতে পারো?"

"তা জানি। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই।"

"এটা শুধু তোমার বাহাদুরির আস্ফালন, মিত্যাগিন!"

"না, তা' নয়! চুরি করায় মজা কত! কী ক'রে করতে হয়, তা' শুধু জানা চাই—আর, সক্কলের জিনিস নিতেও নেই! কতকগুলো শুয়োর আছে, তারা যেন চায় যে তাদের জিনিস চুরি যাক্। আর কতকগুলো লোক আছে, যাদের জিনিস নিতে নেই।"

"সেটা বলেচো ঠিকই,"—আমি বললুম, কিন্তু চুরি যে করে, কষ্টটা আসলে সে-ই ভোগ করে; যার জিনিস খোওয়া যায় সে ততোটা ভোগ করে না।"

"কষ্ট মানে?"

"বল্‌চি, শোনো। এতে চুরিটাই অভ্যেস্ হ'য়ে যায়, আর কাজ করার অভ্যেস যায় নষ্ট হ'য়ে। চোর দ্যাখে, সবই ত বেশ সহজ, তখন সে মদ ধরে -তারপর সে একদম 'বাউণ্ডুলে' হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন জেলে যাও, জেলের পর আবার অন্য কোথাও......"

"আহা! জেলে যেন মানুষ নেই! জেলের ভেতর যারা আছে, তাদের চেয়ে জেলের বাইরে আছে এমন অনেক লোকের অবস্থা আরও খারাপ। কিছুই বলা যায় না!"

"অক্টোবর বিপ্লবের কথা শুনেচো কখনো?"

"তা শুনিচি বৈকি! আমি তো 'রেড্ গার্ড'-এ ছিলুম।"

"তাহলে তো ভালো কথা! এখন দেশের সব লোকেরই জীবন, জেলের জীবনের চেয়ে ভালো হবে।"

"সে দেখ্‌তে এখনও বাকি আছে," মিত্যাগিন চিন্তিত হ'য়ে বল্‌লে। এখনও চারদিকে উকুন-মাথা 'বাউণ্ডুলে' রয়েচে! তারা নিজেদের রাস্তাতেই চল্‌বে—হয় এ-রাস্তা—নয় ও-রাস্তা। এই কলোনির ঝাঁকটাকেই দেখুন না। হুঃ!"

আমি কলোনির জুয়ার আড্ডাটা যখন ভেঙে দিলুম তখন, মিত্যাগিন

কিছুতে বল্‌তে রাজি হোলো না টুপির মধ্যের ঐ টাকাটা তার হাতে এলো কোত্থেকে।

"তুমি কি এটা চুরি ক'রেচো?"

সে হাস্‌লেঃ "আপনি বেশ মজার লোক, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌!"—সে বল্লে, "এতো সোজা কথাই যে, ওটাকা কিছু আমি 'কিনে' জোগাড় করিনি। 'রক্তচোষা' কোনও লোক এ টাকাটা সবই একজায়গায় এনে জমা ক'রে তারপর 'সেলাম বাজিয়ে' 'ভুঁড়িদাস' শয়তানদের হাতে তুলে দিয়েছিল। কাজেই, আমিই বা ওটা নিতে 'খুঁত্‌খুঁত্‌' ক'রবো কেন? আমি নিজেও তো অম্‌নি করেই নিতে পারতুম! আর তা-ই আমি নিয়েচি! তবে মুস্কিল হ'য়েচে কি জানেন? আপনার এই কলোনিতে কিছু লুকিয়ে রাখবার জায়গা নেই! আপনি যে আবার খোঁজাখুঁজি লাগাবেন, তাও ভাবিনি...।"

"বেশ কথা! আমিও এই টাকাটা কলোনির জন্যে নিয়ে নেবো। আমি এখনি এইখানেই একটা এজেহার লিখে, এই টাকাটা আমাদের 'তবিলে' জমা ক'রে নেবো। এবার আমি যা' বল্‌বো সেটা তোমার সম্বন্ধে নয়।"

ছেলেদের কাছে আমি চুরির কথা সব বল্‌লুম।

"আমি এই স্পষ্ট জুয়া খেল্‌তে বারণ ক'রে দিচ্ছি। তোমরা আর কখনও তাস খেল্‌তে পাবে না। তাস খেলা মানেই নিজের সঙ্গীদের ওপর ডাকাতি করা।"

"তাহলে ওরা খেলা বন্ধ করে দিক্‌!"

"ওরা নির্বোধ ব'লেই খেলে। আমাদের কলোনির কত ছেলে রুটি চিনি সব বাদ দিয়ে পেটে ক্ষিদে নিয়ে থাকে! ওভ্‌চারেঙ্কো শুধু এই জুয়ার জন্যেই কলোনি ছেড়ে চ'লে গেল। এখন বেচারা বাজারের চোরেদের আস্তানায় গিয়ে কেঁদে কেঁদে ফির্‌চে!"

মিত্যাগিন বল্‌লে,—"হ্যাঁ, ওভ্‌চারেঙ্কোর পক্ষে ব্যাপারটা বড্ড 'সঙ্গীন' হ'য়ে উঠেছিল।"

আমি ব'লে চল্‌লুম, "আমি দেখ্‌ছি, এ কলোনিতে দুর্বল একজন সঙ্গীকে বাঁচাবার কেউ নেই। কাজেই সে-কাজটা আমাকেই করতে হবে। ভাগ্যে হাতে খারাপ তাস জুট্‌লো ব'লে যে কেউ, সেই দোষে না-খেয়ে শরীর মাটি করবে, তা' আমি হ'তে দেবো না। কিছুতেই তা চল্‌বে না! এখন তোমরা ভেবে দেখো, কী করবে! ভেবো না, তোমাদের শোবার ঘর 'সার্চ্‌' ক'রে আমি খুব মজা পাই! কিন্তু ওভ্‌চারেঙ্কোকে শহরে কেঁদে কেঁদে জাহান্নমের পথে যেতে দেখেই আমি ঠিক করলুম যে তোমাদের সঙ্গে অতো

চক্ষুলজ্জা রক্ষা করতে যাওয়া আমার পোষাবে না! তোমাদের ইচ্ছে হয়, তো, চুক্তি করো যে জুয়া আর খেলা হবে না। দ্যাখো, কথা দেবে কি না! যদিও মুস্কিল এই যে, তোমাদের কথারও আবার বিশেষ দাম নেই। দ্যাখো না, বুরুন কথা দিয়েছিল...”

বুরুন সাম্‌নে এগিয়ে এলো।

“একথা সত্যি নয়, আন্তন সেমিওনোভিচ্!” ও চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। আপনার মিথ্যে কথা বল্‌তে লজ্জা পাওয়া উচিত! আপনিই যদি মিথ্যে কথা বলেন, আমরা তা' হলে—আমি তাসের সম্বন্ধে একটা কথাও কখনও বলিনি!”

“আমার অন্যায় হ'য়েচে! তুমি ঠিক বলেচো। সেই সঙ্গে তুমি তাসও খেল্‌বে না, এই প্রতিজ্ঞাটা করিয়ে না নেওয়া আমার দোষই হ'য়েচে। আর, সামোগনের কথাটাও...”

“আমি সামোগন খাই না!”

“বেশ বেশ! ওইতেই হবে! এখন এ ব্যাপারটার কী হবে?”

কারাবানভ্ আস্তে আস্তে সাম্‌নে এগিয়ে এলো।

বরাবরের মতোই দৃঢ় দৃপ্ত ভঙ্গি—একটু বা' বাহাদুরির ঢং! ও যখন স্টেপ্‌স্-এ ছিল তখনই ও স্টেপ্‌স্-এর বলদের মতন লম্বা চওড়া আকৃতি আর তার উপযুক্ত দৈহিক শক্তি অর্জন করেছিল। সে-শক্তিকে সে যেভাবে সংযত রাখ্‌তো তার ফলে সে-শক্তি আরও অনেক বেশি কার্যকরী হোতো।

“ভাই সব! এ একেবারে দিনের মতন পরিষ্কার! তাস খেলে সঙ্গীদের জিনিস নিয়ে নেওয়া আমাদের আর চল্‌বে না। তোমরা আমার ওপর চটো আর যাই করো আমি নিজে তাস খেলার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছি। কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌চো, এখন থেকে আমি অন্য কিছু যদি নাও ধরিয়ে দিই তো, তাস খেলার গন্ধ পেলেই ধরিয়ে দেবো, এটা বলে রাখ্‌চি। কিম্বা, কাউকে তাস খেল্‌তে দেখলে আমি নিজেই তাকে শাস্তি দেবো। আমি ওভ্‌চারেঙ্কোকে চ'লে যেতে দেখেছি। সে ব্যাপারটা আমার কাছে লেগেছিল যেন একটা মানুষকে কবরে পাঠিয়ে দেওয়ারই মতন। আর তোমরা জানো, ওভ্‌চারেঙ্কোর চুরি করারও মুরোদ নেই। বুরুন আর রায়েষাই ওকে এখান থেকে তাড়িয়েচে। এখন আমি বলি কি, ওরা গিয়ে তাকে খুঁজে আনুক, আর ওরা তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এখানে ফিরে আস্‌তে পাবে না!”

বুরুন খুব খুসি হ'য়েই রাজি হোলো। কিন্তু বল্‌লেঃ

“আবার রায়েষাকে কী করতে সঙ্গে নিতে যাবো? আমি একাই তাকে খুঁজে আন্‌তে পার্‌বো।”

ছেলেরা এবার সবাই একসঙ্গে কথা বল্‌তে আরম্ভ করলে। যা' সাব্যস্ত হোলো তাতে সবাই খুব খুসি। বুরুন সব তাস টেনেটুনে বার ক'রে এনে নিজে হাতে জঞ্জালের টিনে ফেলে দিলে। কালিনা আইভানোভিচ্‌ মহানন্দে লুকোনো চিনিগুলো সব এক জায়গায় জমা করলে। বল্লে, "বেঁচে থাক্‌ ব্যাটারা! ঢের মাল বাঁচিয়ে ফেলেছিস্‌! ভাঁড়ারের অনেকখানি 'সুসার' হবে এতে।"

শোবার ঘরের বাইরে এসে মিত্যাগিন আমাকে ধ'রলে। "আমায় কি চ'লে যেতে হবে?"—সে জিগ্যেস্‌ করলে।

আমি ক্লান্তভাবে বল্‌লুম, "তুমি আর কিছুদিন থাক্‌তে পারো।"

"আমি সে-ই চুরি করতেই থাক্‌বো।"

"বেশ তাই!—জাহান্নমে যাও! চুরিই করো তা'হলে!"

চম্‌কে উঠে সে আমার কাছ থেকে স'রে প'ড়্‌লো।

পরের দিন সকালে, বুরুন শহরে চ'লে গেল, ওভ্‌চারেঙ্কোকে খুঁজ্‌তে। ছেলেরাও রায়েবাকে টেনে নিয়ে চল্‌লো। কারাবানভ্‌ কলোনির সর্বত্র বুরুনের কাঁধ চাপ্‌ড়ে চেঁচিয়ে বেড়ালো:

"দুর্বলের জন্যে স্বার্থত্যাগের কাল ইউক্রাইনে আজও ফুরোয়নি!" জাদোরভ্‌ 'দন্তবিকাশ' ক'রে কামারশালা থেকে মুণ্ডু বাড়ালে। সে তার সহজ স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠভাবে আমার দিকে ফিরে ব'লে উঠ্‌লো:

"উকুনভরা বখার দল!—ছোঁড়াগুলো কিন্তু সত্যিই ভালো!"

কারাবানভ্‌ খেঁকিয়ে উঠ্‌লো:

"আর তুমি নিজে কী হে?"

নিজের কাজে মন দিতে দিতে সে বল্‌লে:

"আগে ছিলুম বখার ঝাড়! এখন ম্যাক্সিম গোর্কি শ্রমিক-কলোনির কামারশালার কারিগর আলেকজান্দার জাদোরভ!"

কামারশালার পাশ দিয়ে চ'লে যেতে যেতে কারাবানভ্‌ ব'লে গেল:

"ঈ-শ্‌! বড্ড দেমাক্‌ যে! দেখিস্‌!"

সন্ধ্যেবেলায় বুরুন ওভ্‌চারেঙ্কোকে নিয়ে ফিরে এলো। না খেতে পেয়ে অনেকখানি শুকিয়ে গেছে বটে, কিন্তু মনটা তখন তার গভীর প্রসন্নতায় ভরা।

জাদোরভ 'দন্তবিকাশ' ক'রে কামারশালা থেকে মুণ্ড বাড়ালে।

১০

সমাজ-শিক্ষার বীরের দল

আমাকে নিয়ে পাঁচজন। আমাদের নাম হ'য়ে গেল "সমাজ-শিক্ষার বীরের দল।" শুধু যে আমরা নিজেদের কখনো ওই নামে অভিহিত করিনি, তাই নয়, আমাদের কখনো একথাও মনে হয়নি যে আমরা বিশেষ কোনো বাহাদুরির কাজ করেছিলুম; না কলোনির শুরুতে, না তার অষ্টম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব পালনের সময়।

'বীর' শব্দটা শুধু যে গোর্কি কলোনি সম্পর্কেই ব্যবহৃত হোতো তা নয়, আমরাও আমাদের গোপন মনের এক কোণে এমন একটা শব্দকে, বালকাশ্রম আর কলোনির কর্মীদের মনোবলকে উঁচু তারে বেঁধে রাখবার মহামন্ত্র ব'লেই মনে করতুম। কারণ সে-সময়ে সোভিয়েৎ জীবন এবং বিপ্লব আন্দোলন বীরত্বে পূর্ণ ছিল। এদিকে আমাদের নিজেদের জীবনটা ছিল যেমন কাজ, তেমনি ফল,—দুদিক দিয়েই অত্যন্ত নীরস।

আমরা ছিলুম একেবারে সাধারণ মর্ত্যের জীব মাত্র। ত্রুটির আমাদের অন্ত ছিল না। এমন কি আমরা আমাদের নিজেদের কাজটাও ঠিকমত বুঝতুম না। আমরা সারাদিনে যত সব কাজ করতুম তা ভুল-এ একেবারে ভর্তি, আমাদের নড়াচড়া চলাফেরাতেও যেন সর্বদাই কেমন একটা 'হয়তো-পেরে-উঠ্‌বো-না গোছের 'ভয় ভয়' ভাব থেকে যেতো। এমনকি আমাদের ভাবনাচিন্তাগুলো পর্যন্ত যেন কেমন গোলমেলে ধরনের ছিল। আমাদের চোখের সাম্‌নে ছিল যেন দুর্ভেদ্য কুয়াশা। সেই দুর্ভেদ্য কুয়াশার মধ্যে দিয়েই আমরা, অপরিসীম চেষ্টায়, আমাদের শিক্ষকজীবনের কেবলমাত্র একটা আব্‌ছা ছাঁদের আভাষই মাত্র নজরে আন্‌তে পারতুম।

আমরা যে-কোনো দিকে যে-কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করতুম তার সবেরই, ইচ্ছে করলে নানারকম বিরূপ সমালোচনা করা যেতে পারতো। কেননা

আমাদের কোনো ব্যবস্থাতেই আমরা, আগে নিখুঁত পরিকল্পনা ক'রে নিয়ে তারপর কাজে হাত দিতে পাইনি। প্রতিবাদ করতে চাইলে তখন আমাদের সব কাজেরই যথেষ্ট প্রতিবাদ করা চল্‌তে পারতো। আবার যখন এই নিয়ে আমরা তর্কাতর্কি করতে যেতুম তখন অবস্থাটা আরও খারাপ হ'য়ে দাঁড়াতো। কারণ ওই সব তর্কের দ্বারা কোনও সত্যেরই প্রতিষ্ঠা আমরা কখনও করতে পারতুম না।

একমাত্র দুটো ব্যাপারে কখনও কোনো সন্দেহ জাগ্‌তে পারেনি। একটা ছিল,—কাজটা কখনো ছেড়ে দেবো না, যেকোনো একটা সমাপ্তি পর্যন্ত,—তা' সে সমাপ্তি যদি শেষ অবধি নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হয়, তবু সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাবো ব'লে আমাদের একটা দৃঢ় সংকল্প। আর দ্বিতীয়টা ছিল, আমাদের দৈনন্দিন জীবন—কলোনির ভেতরের আর বাইরের জীবনটা।

ওসিপভ্‌রা যখন কলোনিতে প্রথম এলো, তখন তারা এখানকার অধিবাসীদের দেখে বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠেছিল। আমার নিয়ম ছিল কর্তব্যরত শিক্ষকদের, ছেলেদের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খেতে হবে। আইভান আইভানোভিচ্‌ এবং তার স্ত্রী দুজনেই ব'লে দিয়েছিল যে তারা ছেলেদের সঙ্গে ব'সে খাবে না কারণ তারা তাদের খুঁতখুঁতুনিটুকু কিছুতেই বর্জন করতে পার্‌বে না।

আমি তাতে বলেছিলুম, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে। শোবার ঘরটাতে 'ডিউটি'তে থাকার সময়েও আইভান আইভানোভিচ্‌ কখনও কারুর বিছানায় বসতো না। আর সেখানে খাটিয়াগুলো ছাড়া বস্‌বার আর কোনো জায়গা ছিল না ব'লে সে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই 'ডিউটি' দিতো। উকুন-ছারপোকায় ভরা এই বিছানাগুলোয় আমি যে কী ক'রে বসি তা' ভেবে তারা স্বামী-স্ত্রী ভেবে কূলকিনারা পেতো না।

আমি ব'ল্‌তুম, "ও কিচ্ছু না। শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হ'য়ে যাবে। হয় আমরা উকুন তাড়িয়ে ছাড়্‌বো, নয় তো অন্য কোনও ব্যবস্থা করবো।"

তিনমাস পরে আইভান আইভানোভিচ্‌ শুধু যে তৃপ্তির সঙ্গে টেবিলে ব'সে খেতেই শুরু করলে তা নয়, সে শেষে নিজের চামচ্‌টা পর্যন্ত নিয়ে আসাও ছেড়ে দিলে। তখন সে টেবিলের মাঝখানে-রাখা স্তূপীকৃত চামচগুলোর মধ্যে থেকে একটা কাঠের চামচ্‌ তুলে নিয়ে নেহাৎ নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে সেটার ওপর দিয়ে একবার আঙুল চালিয়ে নিয়েই খুসি হোতো। তাছাড়া সে সন্ধ্যেবেলাতে কোনো একটা বিছানাতে ব'সে উৎসাহে উজ্জ্বল ছেলের দলে পরিবৃত হ'য়ে তাদের সঙ্গে 'চোর-গোয়েন্দা' খেলাতেও মেতে যেতে শুরু করলে।

এ-খেলা যারা খেল্‌তো, একগোছা টিকিট ভেঁজে তাদের সবাইকে একখানা ক'রে টিকিট দেওয়া হোতো। টিকিটগুলোর এক একটার ওপর এক একটা শব্দ লেখা থাক্‌তো। যেমন "চোর," "গোয়েন্দা," "তদন্তকারী", 'জজ' কিম্বা "দণ্ডদাতা" ইত্যাদি। "গোয়েন্দা" লেখা টিকিটখানা যে পেতো, সে একটা চাবুক হাতে নিয়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করতো, "চোর" কে হ'য়েচে। সকলকেই যে যার হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হোতো। "গোয়েন্দা" যাকে "চোর" ব'লে সন্দেহ করতো তার হাতের চেটোয় চাবুকটা ছুঁইয়ে দিতো। কিন্তু সে যদি ভুল ক'রে, 'জজ', 'তদন্তকারী' ইত্যাদি নিরীহ ভদ্র লোকদের চোর বদনাম দিয়ে ফেল্‌তো তা'হলে তারা,—খেলার নিয়ম অনুসারে, গোয়েন্দারই হাতে বেত মার্‌তে পেতো। গোয়েন্দা যখন আসল "চোরকে" ধরতে পারতো মাত্র তখনই তার দুর্ভোগ শেষ হোতো। তখন দুর্ভোগ শুরু হোতো ঐ চোরের। "জজ" তখন রায় দিতো—"কড়া রকম পাঁচ ঘা, কড়া রকম দশ ঘা' কিম্বা হাল্কা রকম পাঁচ ঘা।" জজের রায় দেওয়া হোলে দণ্ডদাতা তখন চাবুকটা নিয়ে যেমন রায়, তেমনি দণ্ড দিতো।

প্রথমবারে যে "চোর" হয়েছিল দ্বিতীয়বারে সে হয়তো "জজ" কিম্বা "দণ্ডদাতা" হোলো—এইভাবে খেলোয়াড়দের ভূমিকাগুলো ক্রমাগতই বদ্‌লে যাওয়ার দরুন খেলার আসল মজাটা ছিল এই যে, "দুর্ভোগ" ভোগ কিম্বা 'প্রতিশোধ" নেওয়ার সুযোগ-দুর্যোগটা ঘুরে ঘুরে সবার ভাগ্যেই জুটতো। একবারের কড়া "জজ" কিম্বা নির্মম "দণ্ডদাতা" যখন পরের বারে "গোয়েন্দা" অথবা "চোর" হোতো তখন সে এই পরেরবারের "জজ" কিম্বা "দণ্ডদাতা"র হাতে হয়তো আরও কড়া রকম শাস্তি ভোগ ক'রতো—কারণ এরাও তো আগের বারের শাস্তির 'ঝাল্‌'টা মেটাতে চাইতো?

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না আর লিডিয়া পেত্রোভ্‌না-ও এ-খেলায় যোগ দিতো, তবে ছেলেরা এদের বেলায় পৌরুষ-ধর্মের মানরক্ষা ক'রে চল্‌তো। মাত্র নরম দুচার ঘা'র হুকুম দিতো আর দণ্ডদাতাও এদের নরম মেয়েলি হাতে বেতটা শুধু দুচারবার হাল্‌কা ক'রে ছুঁইয়েই ছেড়ে দিতো।

আমি যখন ওদের সঙ্গে খেল্‌তুম ছেলেদের মধ্যে তখন আমার সহ্যশক্তিটা কতদূর তা পরখ্‌ করবার একটা দারুণ কৌতূহল দেখা যেতো। কাজেই আমাকেও সাংঘাতিক সাহস আর সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়ে তাদের প্রচণ্ড কঠোরতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জিত্‌তে হোতো! আমি "জজ" হ'লে এমন ভীষণ শাস্তির হুকুম দিতুম যে "দণ্ডদাতা" পর্যন্ত ভয়ে শিউরে উঠ্‌তো। আর আমি নিজে যখন "দণ্ডদাতা" হ'য়ে "জজে"'র হুকুম মানতুম তখন আমি

এমনভাবে "দণ্ড" দিতুম যে শাস্তিভোগকারীর সব দর্প চূর্ণ হ'য়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌তোঃ

"আন্তন সেমিওনোভিচ্‌! এটা বড্ড বেশি হ'য়ে যাচ্ছে!"

আমার শাস্তিভোগের পালা এলে তখন আবার সেটা সুদশুদ্ধ আমার ওপর দিয়ে "উশুল" হোতো। কাজেই খেলার শেষে ফোলা-বাঁ-হাত না নিয়ে আমি কখনও ঘরে ফিরতে পেতুম না। কারণ একে তো হাত বদ্‌লে নেওয়াটা ছিল চরম হার স্বীকারের পরিচয়, তার ওপর আবার নিত্যকার দরকারী লেখা-পড়ার কাজের প্রয়োজনে—ডান হাতটাকে আমার সুস্থ রাখতেই হোতো।

আইভান আইভানোভিচ্‌ ওসিপভ্‌, নিতান্ত ভীরুতাবশেই নিছক মেয়েলি পনার আশ্রয় নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতো, আর গোড়ায়-গোড়ায় ছেলেরাও তার বেলায় একটু নরমই হোতো। একদিন আমি আইভানোভিচ্‌কে বললুম যে আপনার ওই সব মেয়েলিপনার আশ্রয় নেওয়াটা ভুল 'কায়দা'; আমাদের এই ছেলেগুলোর, বীর দুঃসাহসী হ'য়ে গ'ড়ে ওঠা দরকার। বিপদকে ভয় পেলে ওদের চল্‌বে না, দেহের কষ্টকে তো নয়ই! আইভান আইভানোভিচ্‌ সেদিন আমার কথায় সায় দেয়নি।

এক সন্ধ্যেয় যখন আমরা দু'জনেই খেলায় যোগ দিয়েছিলুম তখন আমি "জজ" হ'য়ে তার ওপর কড়া বারো ঘা "দণ্ডে"র হুকুম দিলুম। আবার তার পরের বার "দণ্ডদাতা" হ'য়ে সাঁই সাঁই শব্দে নির্মম ক'রে তার হাতে বেতের 'বাড়ি' চালালুম, সে ক্ষেপে আগুন হ'য়ে গেল। তারপর যখন আমার "শাস্তি"-ভোগের পালা এলো তখন আচ্ছা ক'রে এর শোধ তুল্‌লে। আমার "ভক্ত"রা আবার আইভান আইভানোভিচের এই ব্যবহারটার শোধ না নিয়ে ছাড়লে না। একজন এতদূর উঠ্‌লো যে আইভান আর "দর্প" বজায় রাখ্‌তে পারলে না, তাকে হাত বদল করতে হোলো।

পরের সন্ধ্যেয় আইভান আইভানোভিচ্‌ এই 'বর্বর' খেলার খপ্পর এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলে কিন্তু ছেলেদের 'টিট্‌কিরি'র জ্বালায় তাকে শেষ পর্যন্ত এতে যোগ দিতেই হোলো। সেই থেকে সে কিন্তু 'জয়পতাকা' নিয়েই এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। তখন থেকেই সে আর "জজ" হ'য়েও যেমন 'মিউ মিউ' করতো না, "চোর" হ'য়েও তেমনি কাপুরুষতার পরিচয় দিতো না।

ওসিপভ্‌রা প্রায়ই নালিশ জানাতো যে তারা এই শোবার ঘর থেকে নিজেদের ঘরে 'উকুন' নিয়ে যাচ্ছে।

আমি তাদের বল্‌লুম, "উকুন তাড়াতে হ'লে ওই বড়ো শোবার ঘরটা থেকেই তা তাড়াতে হবে; শুধু নিজের নিজের ঘরটি থেকে কি আর তাড়ানো যায়?"

সে চেষ্টারও আমরা ত্রুটি করলুম না। অনেক কষ্টে আমরা প্রত্যেকের জন্যে দু-প্রস্থ ক'রে চাদর আর দু-প্রস্থ ক'রে পোষাক জোটালুম। পোষাক-গুলোর অবশ্য সর্বাঙ্গেই তালিমারা, কিন্তু সেগুলোকে স্টীমে সেদ্ধ করা চল্‌তো—ফলে তাতে আর উকুন থাক্‌তে পেতো না। তা'হলেও উকুনের একেবারে উচ্ছেদ ঘটাতে আমাদের বেশ কিছুকাল লেগে গেছ্‌লো। কেননা একদিকে ঘন ঘনই নবাগতদের আমদানিরও যেমন কামাই ছিল না তেমনি ক্রমাগত গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে আসারও আমাদের বিরাম ছিল না।

শিক্ষককুলের কাজকর্মের 'ডিউটি'টা সরকারীভাবে তিনভাগে ভাগ করা ছিলঃ প্রধান বা আসল 'ডিউটি'; কাজের 'ডিউটি' আর সন্ধ্যেবেলার 'ডিউটি'। এর ওপরেও আবার শিক্ষকরা সকালে পড়াতেন। আসল 'ডিউটি' মানে ভোর পাঁচটা থেকে আরম্ভ ক'রে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত সারাক্ষণই কঠিন পরিশ্রম ক'রে যাওয়া। প্রধান 'ডিউটি' যার থাক্‌তো সে-শিক্ষককে সারাদিনের 'রুটিন' দেখ্‌তে হোতো, ভাঁড়ার বার ক'রে দেওয়ার হিসেব রাখ্‌তে হোতো, যে যার 'কাজ' (Task) ঠিকমত কর্‌চে কিনা দেখ্‌তে হোতো, ঝগ্‌ড়া-বিবাদগুলোকে 'সামাল্‌' দিতে হোতো, তাছাড়া 'যুধ্যমান'দের মধ্যে 'মিলমিশ' 'ভাবসাব' করিয়ে দেওয়া, আপত্তি বা 'প্রতিবাদ' জ্ঞাপনকারীদের তুষ্টিবিধান করা, অর্ডার সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করা, কালিনা আইভানোভিচের ভাঁড়ারের হিসেব-তদারকি করা—আর সবার জামাকাপড় বিছানার চাদর ঠিকমত বদ্‌লানো হ'চ্চে কিনা তা' দেখা। প্রধান 'ডিউটি'র কাজের ফিরিস্তি এতই বেশি ছিল যে দ্বিতীয় বছরের শুরু থেকেই আমাদের বড় ছেলেদের মধ্যে কয়েকজনের জামার হাতায় লাল ফেট্টি বেঁধে তাদের 'সর্দার-পড়ুয়া' বানিয়ে নিতে হ'য়েছিল।

কাজের 'ডিউটি' যে-শিক্ষকের থাক্‌ত তাঁকে স্রেফ্‌ যে-কোনও কাজে লেগে পড়্‌তে হোতো, বিশেষ ক'রে যেসব কাজে অনেকগুলো ছেলে লেগে থাক্‌তো কিম্বা যে-দলে নবাগতদের সংখ্যা বেশি থাক্‌তো। শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল, হাতের কাছে যে-কোনো কাজই থাক্‌তো তাইতেই 'হাতেকলমে' লেগে পড়া। কেননা আমাদের যা' অবস্থা ছিল তাতে অন্য ব্যবস্থা করা ছিল অসম্ভব। শিক্ষকদের তাই কারখানার কাজ, বনে গিয়ে গাছকাটার কাজ, ক্ষেতে গিয়ে চাষের কাজ, সব্‌জি বাগানের কাজ ইত্যাদি সব কাজই করতে হোতো; এ ছাড়া মেরামতি কাজ কিম্বা খুচ্‌রো অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব মেলানোর কাজও। সন্ধ্যের ডিউটিটাকেই কেবল কতকটা নামে-মাত্র ডিউটি বলা যেতো। কারণ সন্ধ্যের সময় সব শিক্ষককেই, তা কারুর ডিউটি থাক বা না থাক, বড় শোবার ঘরটায়

সমবেত হ'তে হোতো। এতে যে কোনো বাহাদুরি ছিল, তা নয়; কেননা, আমাদের যাবার আর কোনো জায়গাও ছিল না। আমাদের খালি ঘরগুলোয় ওই সময়ে থাকাটা মোটেই আরামের হোতো না—সেসব ঘরে তো তেলঢালা-পিরিচে সল্‌তে লাগিয়ে আলো জ্বাল্‌তে হোতো! তাছাড়া সন্ধ্যের চা' খাওয়ার পর ছেলেগুলো যে আমাদের জন্যে অধীর প্রতীক্ষায় কাটাতো, সেটাও আমরা জান্‌তুম্‌। তাদের হাসি হাসি মুখ, তীক্ষ্ম উজ্জ্বল চোখ, তাদের সত্য অসত্য নানা গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার, বিশ্বের নানা খবর এবং দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ে তাদের অন্তহীন জিজ্ঞাসা আর 'ইঁদুর-বেড়াল' থেকে আরম্ভ ক'রে 'চোর-গোয়েন্দা' পর্যন্ত নানা রকমের খেলা ইত্যাদির লোভও তাদের ঘরটার দিকে সকলকে কম টান্‌তো না। এই ঘরটাতে গিয়ে আমাদের জীবনের নানা ঘটনার আলোচনা চল্‌তো, আমাদের প্রতিবেশী চাষীদের গুণাগুণ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা চালানো হোতো আর মেরামতির কাজ, আমাদের ভবিষ্যৎ, নতুন কলোনিতে আমাদের সম্ভাব্য সুখী জীবন ইত্যাদি নিয়েও তর্ক-বিতর্ক হোতো।

মিত্যাগিন মাঝে মাঝে গল্পের সুতো কাট্‌তো। ও ছেলেটার গল্প বলায় খুব দখল ছিল; খুব জমাটি ক'রে গল্প ফাঁদতে পারতো, আর সেই সঙ্গে দরকার মতো অভিনয়কলা আর অনুকৃতির 'ফোড়ন' দেওয়াও বাদ যেতো না। মিত্যাগিন ছোটো ছেলেদের খুব ভালোবাস্‌তো আর তার গল্প, তাদেরও খুব ভালো লাগতো। তার গল্পগুলোয় চমকপ্রদ তেমন কিছু যে থাকতো তা' নয়। বেশির ভাগ গল্পই ছিল, বোকা চাষী, চালাক চাষী, জীবনে লক্ষ্যহীন, আদর্শ-বিহীন অভিজাত লোক, ধূর্ত কারিগর, দুঃসাহসী বুদ্ধিমান চোর, অপ্রতিভ পুলিশ কর্মচারী, সাহসী বিজয়ী সৈনিক পুরুষ আর নোংরা স্থূলবুদ্ধি পুরোহিতদের নিয়ে।

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা আমরা শোবার ঘরটাতে বই-পড়ার আসর বসাতুম। গোড়া থেকেই আমরা একটা লাইব্রেরি খাড়া করেছিলুম—কিছু বই কিনে আর কিছু বই লোকের বাড়ি থেকে চেয়ে নিয়ে নিয়ে। শীতের শেষ নাগাদ প্রাচীন রুশ সৎসাহিত্যের প্রায় সবই আমাদের জোগাড় করা হ'য়ে গেছ্‌লো। তাছাড়া অনেক রাজনৈতিক আর চাষবাস সংক্রান্ত বইপত্তরও আমরা পেয়েছিলুম। গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের গুদাম ঘর থেকেও আমি বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধে অনেক বই সংগ্রহ করেছিলুম।

আমাদের 'জিম্মি'দের ভেতর অনেকের বই-এর ওপর ঝোঁক ছিল। তবে তাই ব'লে তারা যে নিজেরা বই প'ড়ে বিশেষ বুঝ্‌তে পারতো, তা নয়। সেই জন্যেই আমরা বই পড়ার আসর বসাতুম। তাতে নিয়ম ক'রে সবাই যোগ

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা আমরা শোবার ঘরটাতে
বই-পড়ার আসর বসাতুম···

দিতো। পড়তুম হয় আমি, নয় জাদোরভ্। কেন না জাদোরভের 'পড়া'টা নিন্দের ছিল না। প্রথম বছরের শীতকালের মধ্যেই আমরা পুশ্কিন, করোলেংকো, মামিন-সিবিরিয়াক এবং ভেরেসায়েভের লেখা অনেক বই প'ড়ে ফেলেছিলুম—কিন্তু সবচেয়ে বেশি পড়েছিলুম গোর্কি'র লেখা।

ছেলেদের মনে গোর্কি'র রচনার খুব জোরালো প্রভাব প'ড়েছিল। যদিও সে-প্রভাবটা ছিল, এদের মধ্যের দুটো পৃথক ধরনের ছেলেদের দলের ওপর দুটো আলাদা রকমের প্রভাব। কারাবানভ্, তারানেৎস্, ভলোকভ্ আর অন্য কয়েকজন—গোর্কি'র রচনার বিশ্লেষণের দিকটার সম্পর্কে যাদের ততটা আগ্রহ ছিল না—তাদের ওপর পড়েছিল গোর্কি'র লেখার রোমান্টিক দিকটার প্রভাব। "মাকার চুদ্রা" পড়ার সময় তাদের চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্তো। শুনতে শুনতে 'ইগ্নাৎ গোর্দেইয়েভ্' চরিত্রটির ওপর ক্ষেপে গিয়ে তারা ঘুসি ছুড়ে ব'সতো, তাদের নিঃশ্বাস তখন দ্রুত বইতো। কিন্তু "গাফের্ আর্খিপ্ আর লিওন্কা"র ট্র্যাজেডি তাদের কাছে বিরক্তিকর লাগ্তো। বরফের চাপে বিধ্বস্ত 'বয়ারিনিয়া'র দিকে যেখানে বৃদ্ধ "গর্দেইয়েভ্" তাকিয়ে দেখে—সে-দৃশ্যটা কারাবানভের খুব ভালো লাগ্তো। এক ধরনের মুখ ক'রে 'সেমিওন' যাত্রার ঢঙ্-এ ব'লে উঠ্তো, "এই একটা মানুষ বটে! ওঃ সবাই যদি এর মতন হোতো!"

"তিনজন"—বইটায় ইলিয়ার মৃত্যুর বর্ণনার কাহিনীও সে ঐ একই রকম উৎসাহের সঙ্গে শুন্তো।

"বাহাদুর লোক! বাহাদুর লোক! পাথরে মাথা ঠুকে 'ঘিলু' ছট্কে মরা—মর্তে হয় তো, ওমনি করে!"

আমাদের রোমান্টিক ছেলেগুলোর দিকে মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে মিত্যাগিন, জাদোরভ্ আর বুরুন তাদের মনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটায় খোঁচা দিতো।

"তো-ছোঁড়ারা শুনিস্, কিন্তু কী যে শুনিস্!"

"মানে? আমি শুনি না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কোন্টা শুনিস্?—'ঘিলু' ছট্কে ফেলার মধ্যে মজাটা কোথায়? ওটাতো একটা 'ক্যাব্লা' হাঁদারাম! ওই ইলিয়াটা একদম পচামার্কা! কোন্ মেয়ে ওর দিকে তে'তো চোখে তাকালে, আর উনি কেঁদে গ'লে প'ড়্লেন। আমি হ'লে ওই সদাগরগুলোর আরও একটাকে গলা টিপে মারতুম—ওদের সব কটাকেই গলা টিপে মারা দরকার, তোর ওই গর্দেইয়েভ্টাকে সুদ্ধু!"

বিরোধী দলটা কেবল একটা ব্যাপারে এ-দলের সঙ্গে একমত ছিল—সেটা

হ'চ্ছে 'নিচুতলা'র ('দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌') লুকার প্রশংসা।

"যা-ই বল্‌ তোরা!"—মাথা নেড়ে বলে উঠ্‌তো কারাবানভ্‌, "এই রকমের বুড়োগুলো যতো-নষ্টের-গোড়া। ব্যাজ্‌-ব্যাজ্‌-ব্যাজ্‌,—তারপর হঠাৎ হাওয়া... খুব চিনি ওদের!"

মিত্যাগিন বল্‌লে, "ওই বুড়ো লুকা কত কী জানে, মশাই! ওর পক্ষে তো ভালই, সবখানেই নিজের তাল্‌টিতে আছে। এ-ই ফেরেব্‌বাজি, এ-ই চুরি, এ-ই দিব্যি মোলায়েম বুড়োটি! নিজে তো সবখানটিতেই ও দিব্যি আছে!"

"শৈশব আর আমার শিক্ষানবিশি (বা তাঁবেদারি)" বইখানা ওদের সবারই খুব মনে লেগেছিল। দম বন্ধ ক'রে ওরা এ-বইটা শুন্‌তো, আর "অন্তত রাত্রি বারোটা পর্যন্ত" পড়া চালিয়ে যাবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতো। অথচ ম্যাক্সিম গোর্কির নিজের জীবনের গল্প যখন আমি ওদের প্রথম শোনাই তখন ওরা আমার কথা বিশ্বাসই করেনি। এবার গল্প শুনে কিন্তু ওরা স্তম্ভিত! হঠাৎ ওদের মাথায় ঢুকে গেল ঃ

"তা'হলে গোর্কিও আমাদের মতনই ছিলেন! আরে, এ-তো ভারি মজা!"

এই ধারণাটা ওদের গভীরভাবে নাড়া দিলে; উৎফুল্লও ক'রে তুল্‌লে ওদের।

ম্যাক্সিম্‌ গোর্কির জীবন যেন আমাদেরই জীবন ব'লে মনে হোলো। সে কাহিনীর অনেক বৃত্তান্তের মধ্যে থেকেই আমরা তুলনা করবার মত দৃষ্টান্ত পেলুম, অনেক "ডাক-নামে"র একটা ভাণ্ডার পেলুম, বিতর্কের একটা "পট-ভূমি" পেলুম আর পেয়ে গেলুম মানুষের মূল্য-নির্ধারণ করবার একটা মাপকাঠি।

এরপর যখন, তিন কিলোমিটার দূরে "করোলেঙ্কো" শিশু-শিবিরটা গ'ড়ে উঠ্‌লো তখন আমাদের ছেলেরা সেটাকে আর ঈর্ষা ক'রে সময় নষ্ট করবার যোগ্য ব'লেই মনে করলে না।

"ও ছেলেগুলোর পক্ষে 'করোলেঙ্কো'ই ঠিক উপযুক্ত নাম। আর আমরা হলুম সব 'গোর্কি' দলের ছেলে!"

দেখা গেল, কালিনা আইভানোভিচেরও ওই একই মত।

"করোলেঙ্কো মানুষটাকে দেখেচি আমি, আলাপও হ'য়েচে ওর সঙ্গে—বেশ গণ্যমান্য লোক ছিল! আর তোরা? তোরা হ'লি লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরের দল—যেম্‌নি বুদ্ধি-শুদ্ধিতে, তেম্‌নি কাজেও!"

সরকারী নামকরণ কিংবা সরকারী সমর্থন অনুমোদন ছাড়াই আমরা 'গোর্কি কলোনি' নামে পরিচিত হ'য়ে গেলুম। এই নামেই আমরা ক্রমাগত

নিজেদের পরিচয় দিতুম ব'লে শহরের ওরাও ক্রমশ তাইতেই অভ্যস্ত হ'য়ে গেল। ওই নামওয়ালা আমাদের সিল-মোহর আর রবারস্ট্যাম্পের ছাপেও কোনো আপত্তিই তারা তুল্‌লে না। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথমটা আমরা "আলেক্সি ম্যাক্সিমো-ভিচে"র সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করতে পারিনি, কেননা, আমাদের শহরে কেউ-ই তাঁর ঠিকানা জান্‌তো না।' মাত্র ১৯২৫ সালে, একখানা সচিত্র সাপ্তাহিকে আমরা "ইতালিতে গোর্কির জীবন" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়লুম। এই প্রবন্ধটাতে তাঁর নামের ইতালীয় সংস্করণ ছাপা হয়েছিল "ম্যাসিমো গোর্কি" ("Massimo Gorky")। তখন আমরা আমাদের প্রথম চিঠিখানা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলুম, "যদিই কোনোরকমে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়!"—এই আশা নিয়ে। নেহাৎ 'আনাড়ি'র মত সংক্ষিপ্ত ঠিকানা তাতে যা দেওয়া গেল তা' এই ঃ "ইতালিয়া, সোরেন্তো, ম্যাসিমো গোর্কি।"

আমাদের ছেলেদের 'সিনিয়র', 'জুনিয়র'—দুটো দলই গোর্কির গল্প আর গোর্কির জীবনীর মহাভক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। যদিও জুনিয়র দলটার তো কোনো-রকম অক্ষর-পরিচয়ও তখনো হয়নি।

"জুনিয়র'দের দলে তখন আমাদের গোটা-বারো ছেলে ছিল, বয়েস সব দশ থেকে ওপর দিকে। এই ছোট্ট দলটার প্রত্যেকটা ছেলেই ছিল বেশ জীবন্ত, অস্থির চঞ্চল, একটু হাত-টান (চোর) আর প্রত্যেকেই অবিশ্বাস্য রকমের পেটুক। তারা সবাই কলোনিতে প্রথম আসতো অত্যন্ত শোচনীয় মূর্তি নিয়ে—চেহারাগুলো শুধু রোগা হাড় জির্‌জিরেই নয়, সে হাড়গুলো পর্যন্ত আবার তাদের সরু আর অপুষ্ট। আর প্রায় সবারই থাক্‌তো গলগণ্ড। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না স্বেচ্ছায় নিজেকে আমাদের চিকিৎসক আর পরিষেবিকার পদ দখল ক'রে নিয়েছিল। এই ছেলেগুলোকে নিয়ে তার আর কাজের অন্ত ছিল না। তার কঠোর-গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এই বাচ্ছাগুলো সবাই তারই দিকে ঝুঁকে পড়্‌তো। সে জান্‌তো ওদের কী ক'রে মায়ের মতন বক্‌তে ঝক্‌তে হয়, তাদের প্রত্যেকের দুর্বলতার সন্ধান রাখ্‌তো, কখনও তাদের কথা বিশ্বাস ক'রে মেনে নিতো না (এই একটা বিদ্যে আমি কখনও শিখ্‌তে পারলুম না), তাদের একটা দোষও সে উপেক্ষা করতো না আর কেউ নিয়ম ভাঙ্‌লেই প্রতি ক্ষেত্রে সে স্পষ্টই তার রাগটা প্রকাশ করতো।

কিন্তু তেমনি আবার তার মতন ক'রে অন্য কেউ বাচ্ছা একটা ছেলের সঙ্গে অমন সহজভাবে, অমন সহৃদয়তার সঙ্গে কথা বলতেও পারতো না। তাদের জীবন সম্বন্ধে, তাদের মায়ের সম্বন্ধে কত কথা হোতো সেই সব ছেলেতে আর তাতে মিলে—বড় হ'য়ে কে নাবিক হবে, কে লাল ফৌজ দলের সেনাধ্যক্ষ হবে,

কে এঞ্জিনিয়ার হবে—তাই নিয়ে কত রঙীন স্বপ্নও...। কোন্ এক দুর্ভাগ্যের অভিশাপ এই কাঁচ কাঁচ ছেলেগুলোর জীবনে বেদনার যে নিষ্ঠুর আঘাত হেনেচে তার অতলস্পর্শ গভীরতাও তার মতন অমন ক'রে হৃদয় দিয়ে আর কেউ অনুভব করতে পারতো না। তাছাড়া, আমাদের সরবরাহ বিভাগের কড়া নিয়মের নাগপাশ এড়িয়ে কতো ছলেই না সে এঁদের পেটপুরে দুটো খাইয়ে নেবার ফিকির আবিষ্কার করতো! মিষ্টি কথায় কালিনা আইভানোভিচের মন গলিয়ে, তার কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠাকে শিথিল করিয়ে, এদের জন্যে এটাসেটা খাবারের দু'মুঠো বেশি আদায় ক'রে নেবার কৌশলে তার ঘাট্‌তি পড়্‌তো না।

বড়ো ছেলেরা একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার সঙ্গে বাচ্ছাগুলোর এই সম্পর্কটাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ক'রতো। সেই জন্যে এদের সম্পর্কে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না তাদের যে ছোটোখাটো অনুরোধগুলো করতো তা সবই বেশ অমায়িকভাবে, খোসমেজাজে, খোলোশা মনে রক্ষা ক'রে তারা সে-ধরনের অনুরোধকে যথেষ্ট প্রশ্রয়ও দিতো—কোন্ ছেলেটা ঠিকভাবে চান করচে না তা' দেখে সেটাকে ধ'রে বেশ ক'রে সাবান মাখিয়ে নাইয়ে-ধুইয়ে দেওয়া, অন্য কোন্ ছেলেটার ওপর নজর রাখা দরকার যে সেটা যেন তামাক চুরুট না টানে —সে ক্ষেত্রেও সে-ভারটুকু গ্রহণ করা,—তাছাড়া কেউ পোষাক না ছেঁড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা, ওমুক ছেলেটা যেন "পেতিয়া"র সঙ্গে লড়াই না বাধায় তা দেখা—ইত্যাদি নানান কাজ।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকে এই জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় যে প্রধানতঃ তার জন্যেই কলোনির ছোটো ছেলেগুলোর ওপর বড়ো ছেলেদের মায়া প'ড়ে গেছলো। ওদের তারা নিজেদের ছোটো ভায়েদের মতনই দেখ্‌তো—ভালোও বাস্‌তো, আবার কড়া নজরও রাখ্‌তো। ওদের ওপর তাদের ব্যবহার ছিল যথেষ্ট সহৃদয় আর সুবিবেচনাপূর্ণ।

১১

সীড্-ড্রিল-এর দেবত্ব লাভ

এটা ক্রমেই বেশি ক'রে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো যে আমাদের কলোনিতে চাষবাস হওয়া অসম্ভব। তাই আমাদের দৃষ্টিটা বারেবারেই নতুন আস্তানাটির দিকে ফিরে যেতে লাগ্‌লো।—সেই কলোমাক নদীর তীরভূমি, যেখানে বসন্তের সমাগমে ফলের গাছগুলো সব ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে আর উর্বর মাটি তার অপূর্ব ঐশ্বর্যে ঝল্‌মল্‌ ক'রচে!

কিন্তু নতুন কলোনিতে মেরামতির কাজ এগোচ্ছিলো একেবারে শামুকের গতিতে। যে সব ছুতোরকে ওখানে কাজে লাগানো আমার সাধ্যে কুলিয়ে উঠেছিল তারা শুধু গুঁড়ি খুঁটি দিয়ে কুড়ে (লগ্ কেবিন) তৈরি করতেই জান্‌তো। কিন্তু ওর চেয়ে জটিল ধরনের ঘরদোর বানানোর ব্যাপারে তারা ছিল একেবারেই আনাড়ি। যে-কোনও দাম দিতে রাজি হ'য়েও কাঁচ পাবার কোনও উপায় ছিল না, তার ওপর আবার আমাদের তো টাকা-পয়সাই ছিল না! তবুও যাহোক গ্রীষ্মের শেষাশেষি নাগাদ বড় বাড়িগুলোর দু'তিনখানাকে যা' হয় একটা চেহারা দেওয়া গেল। তা' সত্ত্বেও কিন্তু সেগুলোতে গিয়ে ওঠা সম্ভব হোলো না। কেননা জানলাগুলোয় তখনও কাঁচ বস্‌লো না। লাগোয়া-হাতাগুলোব কয়েকটাকে সম্পূর্ণতা দেওয়া গেল বটে কিন্তু ওগুলোতে আবার ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, উনুন (অগ্নিকুণ্ডের আধার) তৈরির মিস্ত্রি, পাহারাদার, দ্বারোয়ান ইত্যাদিকে থাকতে দিতে হোলো। তা ছাড়া, ওখানে কারখানা নেই; জমিতেও যে কোনো কাজ করা যাবে তারও কোনো ব্যবস্থা তখনো হয়নি। কাজেই, ছেলেগুলোকে তখন ওখানে নিয়ে গিয়ে তোলারও কোনো মানে হয় না।

আমাদের ছেলেরা কিন্তু তবুও রোজই নতুন কলোনিতে যেতো; কেন না, সেখানে তারা তবুও কিছুটা কাজ করছিল। গ্রীষ্মকালে জনদশেক ছেলেতে মিলে ওখানে যা হয় ক'রে একটা ছাউনির মতন তৈরি ক'রে নিয়েছিল। আর ফলের বাগানেও তারা কিছু কাজকর্ম করেছিল। তারা সেখান থেকে পুরোনো কলোনিতে গাড়ি গাড়ি আপেল আর পীয়ার ফল পাঠিয়ে দিতো। তাদের চেষ্টার ফলে ত্রেপ্‌কের ফলের বাগানের চেহারাটা কতকটা ভদ্রগোছের হ'য়ে উঠ্‌লো—যদিও উন্নতির অবকাশ তবুও তাতে প্রচুরই র'য়ে গেল।

ত্রেপ্‌কে সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন মালিকরা এসে আবির্ভূত হওয়ায় গঞ্চারোভ্‌কা গাঁয়ের অধিবাসীরা খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো—বিশেষ ক'রে তারা যখন এই নতুন মালিকদের ছিন্নবাস ছন্নছাড়া মূর্তিগুলোর মধ্যে চটক-এর কিছুই দেখলে না। আমি হতাশ হ'য়ে অনুভব করলুম ষাট দেস্যাতিন জমি ভোগ করবার যে অনুমতিপত্রটা আমরা পেয়েছিলুম কার্যক্ষেত্রে সেটার দাম একটুক্‌রো বাজে কাগজের চেয়ে বেশি দাঁড়াচ্ছে না। কেন না ত্রেপ্‌কেদের সম্পত্তির মধ্যে যে চাষের জমিটা ছিল তার সবটাই—এমন কি অনুমতিপত্রে আমাদের যে অংশটা দেওয়া হ'য়েছিল সেটুকু সুদ্ধু—সমস্ত জমিটাই স্থানীয় চাষীরা ১৯১৭ সাল থেকে চাষ ক'রে আস্‌ছিল।

আমরা যখন হতবুদ্ধি হ'য়ে শহরে গিয়ে কর্তাদের কাছে আমাদের অবস্থা জানালুম তখন তারা শুধু আমাদের হতবুদ্ধি অবস্থাটা দেখে হাস্‌লে।

"অনুমতি পেয়েছেন মানেই জমি এখন আপনাদের। এখন জমিতে গিয়ে চাষ করতে লেগে যান!"

গ্রাম-সোভিয়েৎ-এর চেয়ারম্যান সের্‌গেই পেত্রোভিচ্‌ গ্রেচানির কিন্তু দেখলুম অন্য রকম মত।

সে ব্যাখ্যানা ক'রে বল্‌লে, "চাষী যখন ঠিক ঠিক আইন-মাফিক জমি পায়, তখন কী হয়—তা তো বোঝেন? সে তখন জমিতে চাষ দিতে শুরু করে। আপনার ঐ সব অনুমতি কাগজপত্রটত্র যাঁরা লিখে দিচ্ছেন এইসব চাষীদের তাঁরা পিছন থেকে ছোরা মার্‌চেন। কাজেই আমি আপনাকে ঐ সব অনুমতির শিঙ্‌ উঁচিয়ে এ-জমিতে ঢুকে না পড়ার পরামর্শই দেবো।"

নতুন কলোনিতে যাবার জন্যে যে পায়ে-চলার পথটা ছিল সেটা শুধু কলোমাক্‌ নদীর কিনারা পর্যন্ত গেছ্‌লো ব'লেই আমরা আমাদের খেয়া পার হবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিলুম। আমাদের ছেলেরাই পালা ক'রে খেয়ামাঝির কাজ করতো। কিন্তু ভারি মালপত্র বওয়ার জন্যে ঘোড়ায় ক'রে কিম্বা গাড়িতে ক'রে ওখানে যাবার দরকার হ'লে আমাদের একটা ঘুরপথ ধ'রে গঞ্চারোভ্‌-

কার প্লটার ওপর দিয়ে যেতে হোতো। সে জায়গাটাতে আমাদের কম শত্রুতার সম্মুখীন হ'তে হোতো না। আমাদের নিরীহ চেহারার ঘোড়ার-গাড়িটাকে দেখ্লেই গাঁয়ের ছেলেগুলো এসে পেছনে লাগ্তো।

"এ-ই ন্যাক্ড়া-পরা ছোঁড়ারা! আমাদের পোলের ওপর তোদের উকুন ঝাড়্বি না, খবরদার! তোরা এদিকে না এলেই সবচেয়ে ভালো কর্বি—নইলে গ্রেপ্কেতে আসা তোদের ঘুচিয়ে দেবো; তখন দেখ্তে পাবি মজা!"

গণ্ডারোভ্কাতে আমরা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম সেটা শান্তি-পূর্ণ প্রতিবেশীর মতন নয়। ওখানে আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলুম জঙ্গী বিজয়ীর মতোই। আর এই জঙ্গী 'পরিস্থিতি'তে আমরা যদি শক্ত হ'য়ে না দাঁড়াতে পারতুম কিংবা লড়ায়ে নিজেদের দুর্বল প্রতিপন্ন ক'রে ফেল্তুম তা হ'লে নির্ঘাত জমিটমিসুদ্ধু গোটা সম্পত্তিটাই আমাদের খোওয়াতে হোতো। চাষীরা জান্তো এ বিবাদের নিষ্পত্তি কোনও সরকারী অফিসে ব'সে হবে না, হবে ঐ জমিরই ওপরে। তারা গত তিনবছর ধ'রে জমিটা চ'ষে আসছিল। তাই তারা ওটার ওপর এই মর্মেই তাদের একরকমের দখলি স্বত্ব দাবি কর্-ছিল। যে-কোনও উপায়েই হোক তাদের দখলের ঐ মেয়াদটা বাড়িয়ে নেওয়ার খুবই দরকার ছিল, কেন না ওই কাজটার ওপরেই তাদের যা' কিছু আশা ভরসা নির্ভর করছিল।

ঠিক ঐ একই কারণে আমাদের আশা-ভরসাও নির্ভর করছিল, আমরা কত তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে জমি-চষা শুরু ক'রে দিতে পারি, তারই ওপর।

গ্রীষ্মকালে জরিপ-ওয়ালারা এলো সীমানার নিশানা ক'রে দিতে। কিন্তু মাঠে তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির হ'তে সাহস না পেয়ে তারা শুধু একটা ম্যাপের ওপরে (সীমানা নির্দেশক) পগারগুলো, নদীর তীরটা আর ঝোপ-ঝোপগুলো দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, ঐগুলো হিসেব ক'রে নিলেই আমরা আমাদের জমি মেপে নিতে পার্বো।

জরিপ-ওয়ালাদের কাছ থেকে পাওয়া দলিলপত্র আর বড়ো ছেলেদের জন-কয়েককে সঙ্গে নিয়ে আমি তো গণ্ডারোভ্কায় গিয়ে হাজির হলুম।

গ্রাম-সোভিয়েৎ-এর চেয়ারম্যান ছিল আমাদের সেই পুরোনো বন্ধু লুকা সেমিওনোভিচ্ ভের্খোলা বুড়ো। সে খুব খাতির-যত্ন ক'রে আমাদের অভ্যর্থনা করলে, বসতেও বল্লে কিন্তু জরিপ-ওলাদের দলিলপত্রের দিকে দৃক্পাতও করলে না।

সে বল্লে, "ভায়ারা! (কম্রেড্স!) আপনাদের জন্যে কিছু করার

ক্ষমতা আমার নেই। আমাদের মুঝিকরা অনেক কাল ধ'রে এ জমি চষ্‌চে! মুঝিক্‌দের আমি চটাতে পারবো না। অন্য কোথাও জমি নিতে চেষ্টা করুন!"

চাষীরা যখন বেরিয়ে গিয়ে আমাদের জমি চষ্‌তে শুরু করলে আমি তখন সেখানে এই মর্মে এক নোটিশ টাঙিয়ে দিলুম যে, কলোনির জমি কেউ চ'ষে দিলে কলোনি তার জন্যে কোনও মজুরি দেবে না।

ও-কায়দায় ফল যে বিশেষ কিছু হবে, তা' অবশ্য আমি মনে করিনি। কেন না, একথা ভাব্‌তে আমার নিজেরই মনটা দ'মে যাচ্ছিলো যে, জমিটা সেইসব কঠোর পরিশ্রমী চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে হ'চ্চে, যাদের কাছে ও-জমি নিঃশ্বাস নেবার বাতাসের মতনই দরকারি!

তারপর কটা সন্ধ্যে কেটে যাবার পর একদিন সন্ধ্যেবেলা জাদোরভ্‌ বড় শোবার ঘরটাতে একটা ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এলো। ছেলেটা ঐ গ্রামেরই ছেলে। দেখ্‌লুম, জাদোরভ্‌ ভারি উত্তেজিত।

"কি বলে শুনুন—শুধু ও কী বল্‌চে, তাই শুনুন!"—সে ব'লে উঠ্‌লো।

কারাবানভ্‌ও তারই মতো উত্তেজিতভাবে 'হোপাক্‌' নাচের ভঙ্গিতে পা' ঠুক্‌তে-ঠুক্‌তে ঘরময় ঘুরে ঘুরে ব'লে উঠ্‌লো, "হো, হো! এবার আমরা ভের্‌খোলাকে দেখাবো, কত ধানে কত চাল!"

ছেলেরা সব আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো।

দেখা গেল, ঐ ছেলেটা গঞ্চারোভ্‌কার কোম্‌সোমোল্‌-এর একজন সদস্য।

আমি তাকে জিগেস্‌ করলুম, "গঞ্চারোভ্‌কায় অনেক কোম্‌সোমোল্‌ আছে নাকি?"

"আমরা মোটে তিনজন।"

"মোটে?"

"তাই আমাদের ভারি মুস্কিল, জান্‌বেন!"—সে ব'লে চল্‌লো। "গ্রামটা কুলাক্‌দের একেবারে মুঠোর মধ্যে। চাষী ঘরগুলোই ওখানকার সর্দার। আমাদের দল আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েচে, যত তাড়াতাড়ি পারেন ওখানে আপনাদের গিয়ে পড়্‌তে বলবার জন্যে। আপনারা একবার গিয়ে প'ড়্‌লে, তখন ওদের দেখিয়ে দেবো। আপনার ছেলেদের বেশ মনের জোর আছে। আমাদের ওখানে এইরকম জনকতক থাক্‌তো!"

"কিন্তু এই জমির ব্যাপারটায় কী ক'রতে হবে তা-ই তো আমরা জানি না!"

"ও-ই বল্‌তেই তো এসেচি! জমি জবর-দখল ক'রে নিন। ওই লাল-চুলো 'লুকা'টার কথায় কান দেবেন না। আপনি জানেন, আপনাদের যে জমি দেওয়া হ'য়েচে—তা কারা চষে?"

"কারা?"

"বল্‌ রে, স্পিরিডন্‌! ব'লে দে!"

স্পিরিডন আঙুল গুণে গুণে ব'লে চল্‌লোঃ

"গ্রেচানি, আন্দ্রেই কার্‌পোভিচ্‌..."

"গাফের্‌ আন্দ্রেই? কিন্তু তাঁর তো এপারে জমি রয়েচে!"

"তা থাক্‌, তারপর...পেত্রো গ্রেচানি, ওনোপ্রি গ্রেচানি, স্তোমুখা—ঐ যে, যে-লোকটা গির্জের ঠিক পাশে থাকে...ও, হ্যাঁ; তারপর, সেরিয়োগা... স্তোমুখা, ইয়াভ্‌তুখ্‌, আর লুকা সেমিওনোভিচ্‌ নিজে। ওই তো হোলো! —ওরা ছ'জন!"

"কক্ষণো নয়! তা কী ক'রে হবে? আর তোমার কোম্‌বেড্‌?"

"আমাদের কোম্‌বেড্‌ তো কোন্‌ ছার! সামোগন দিয়েই সেটাকে কেনা যায়। ব্যাপারটা হ'য়েছিল এইঃ কথা হ'য়েছিল, ও-জমিটা, ব্রেপকেদের ওই সম্পত্তিটার সঙ্গেই থাক্‌বে—এটা-সেটা কাজে ব্যাভার করবার জন্যে। আর, ওদিকে আবার গ্রাম-সোহিৱয়েৎও তো ওদেরই হাতে! তাই ওরা জমিটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নিয়েচে—এই আর কি!"

"এইবার চাকা চল্‌বে!"—কারাবানভ্‌ চেঁচিয়ে বল্‌লে, "এ্যা-ই লুকা! সাম্‌লে পা ফ্যাল্‌!"

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে আমি একদিন শহর থেকে ফির্‌চি। বিকেল তখন দুটো নাগাদ হবে। আমাদের সে-ই আখাম্বা উঁচু গিগ্‌খানা মন্থর ভারি চালে এগিয়ে চ'লেচে। আন্তন 'রাঙি'র কথা কী সব ব'কে চলেচে...তার কথাগুলো স্বপ্নের মত আমার কানে আস্‌চে—কেন না তখন আমি ওরই মধ্যে কলোনির সম্পর্কে নানারকমের সমস্যার কথাও ভেবে চলেছি!

হঠাৎ ব্রাৎচেঙ্কো চুপ ক'রে গেল। রাস্তার বেশ খানিকটা দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সে নিজের সীট্‌-এ খাড়া হ'য়ে উঠে ঘোড়াকে জোরে চাবুক মেরে এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাথর-বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে গাড়িটাকে একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন হাঁকাতে লাগ্‌লো। আন্তন কখনও যা' করে না তাই করলে। সে ক্রমাগত রাঙিকে চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে আমাকে কী যেন বল্‌তে লাগ্‌লো। প্রথমটা আমি বুঝ্‌তেই পারিনি। পরে

ভালো ক'রে শুনে বুঝলুম সে বলচেঃ

"আমাদের ছেলেরা একটা সীড্‌ড্রিল হাঁকিয়ে আস্‌চে!"

কলোনিতে ঢোকবার 'বাঁক'টাতে সীড্‌ড্রিল্‌টা আমাদের গাড়িখানাকে প্রায় একটা ধাক্কা দিয়েছিলো আর কি!—এমনই দারুণ জোরে সেটা আস্‌ছিল! একজোড়া লাল ঘোড়া তাদের পেছনের ঐ অনভ্যস্ত 'রথ'খানির বিকট বেয়াড়া রকমের আওয়াজে ভয় পেয়েই একেবারে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছিল। সদর রাস্তাটার ওপরে সীড্‌ড্রিলটা, তার অতি গুরুভার দেহটাকে নিয়ে একবার ঘুরে গেল; তারপর বালির ওপর দিয়ে গম্ভীর আওয়াজ তুলে খানিকটা চ'লে, অবশেষে আবার রাস্তার ওপরে নেমে কলোনির রাস্তা ধ'রে এগিয়ে চ'লে গেল। আন্তন গিগ্‌ থেকে একলাফে নেমে ঘোড়ার রাশটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সীড্‌ড্রিলটার পেছনে ছুট্‌লো। সীড্‌ড্রিলটার টান্‌ হ'য়ে থাকা 'রাশ'টাকে ধ'রে যেন ম্যাজিকের কৌশলে ব্যালান্স্‌ রেখে প্রায় ঝুল্‌তে ঝুল্‌তেই চল্‌ছিল কারাবানভ্‌ আর প্রিখোদ্‌কো। প্রাণপণ চেষ্টায় আন্তন সেই অদ্ভুত গাড়িটাকে শেষ পর্যন্ত থামালে। কারাবানভ্‌ উত্তেজনা আর শ্রান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে, আমাদের বল্‌লে, কী ঘ'টেছিল।

"আমরা উঠোনে 'থাক্‌' দিয়ে ইঁট সাজিয়ে রাখ্‌ছিলুম। হঠাৎ দেখি একটা চমৎকার 'সীড্‌ড্রিল' আমাদের জমির মধ্যে চ'লেচে, আর তার পেছু পেছু চ'লেচে জনাপাঁচেক লোক। আমরা তাদের কাছে গিয়ে বল্‌লুম 'তোমরা চলে যাও।'"

"আমরা চারজন ছিলুম—আমরা দুজনে, চোবট আর...আর কে র‍্যা?"

প্রিখোদ্‌কো ব'লে দিলেঃ "সোরোকা।"

"হ্যাঁ, ঠিক—সোরোকা! আমি বললুম, 'ভাগো! এখানে বীজ বোনা-টোনা চল্‌বে না!" তখন তাদের মধ্যে একজন, রঙ্‌টা বেশ ময়লা, দেখ্‌তে অনেকটা জিপ্‌সিদের মতন, বুঝ্‌তে পারচেন কার কথা বল্‌চি?—সে চোবট্‌কে তার চাবুকটা দিয়ে কষিয়ে দিলে এক ঘা!

আচ্ছা? চোবট্‌ তখন তার চোয়ালে জমিয়ে দিলে এক ঘুসি। তারপর হঠাৎ দেখি বুরুন একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আস্‌চে। আমি ঘোড়া দুটোর একটার লাগাম চেপে ধরলুম আর চেয়ারম্যানটা তেড়ে এসে আমার শার্টের সাম্‌নেটা মুঠো ক'রে ধরলে...।"

"কোন্‌ চেয়ারম্যান?"

"কোন্‌টা আবার? আমাদের চেয়ারম্যানটা—সেই যে লালচুলো লোকটা, লুকা সেমিওনোভিচ্‌। বটে?—প্রিখোদ্‌কো তখন পেছন থেকে তাকে

ঝাড়্লে একটি লাথি আর সে মাটিতে নাক থেব্ড়ে প'ড়ে গেল। আমি প্রিখোদ্কোকে চেঁচিয়ে বললুম 'সীডারটায় চ'ড়ে বোস্', তার পরেই ওটা হাঁকিয়ে দু'জনে দে-ছুট্! আমরা যখন ঘোড়া ছুটিয়ে গণ্ডারোভ্কার ভেতর ঢুক্লুম, তখন দেখি, রাস্তায় গাঁয়ের ছোঁড়ারা সব বেরিয়ে এসেছে—কী করি? ঘোড়া দুটোকে লাগালুম চাবুক, আর অম্নি ও-দুটো টগ্বগিয়ে পোল পার হ'য়ে সদর রাস্তায় এসে উঠ্লো...আমাদের তিনজন এখনও ওখানে র'য়ে গেছে। বোধ হয় মুঝিকগুলো ওদের আচ্ছা ক'রে ঠেঙিয়েছে!"

জয়ের উল্লাসে কারাবানভের সর্বাঙ্গ কাঁপ্ছিল। প্রিখোদ্কো অচঞ্চল-ভাবে একটা সিগারেট্ পাকিয়ে নিতে নিতে শান্তভাবে হাস্ছিল। আমি কিন্তু এই জোরালো রকমের চিত্তাকর্ষক ইতিহাসটার পরবর্তী অধ্যায়টা আবার কী রকমের হবে তাই ভাব্তে লাগলুমঃ কমিশন, জেরা, তদন্ত—কত কী!

"অ্যাই মাথা খেয়েচে! আবার এক 'বখেড়া' পাকিয়ে তুল্লে তো সব?"

আমার প্রতিক্রিয়াটা দেখে কারাবনাভ্ 'দমাক্' করে একটা ধাক্কা খেলে।

"ওরাই তো আরম্ভ করলে...!"

"বেশ হয়েচে! এখন কলোনিতে ফিরে যাও। সেখানে যা হয় ঠিক করা যাবে।"

কলোনিতে গিয়ে বুরুন-এর দেখা পাওয়া গেল। কপালটা তার প্রকাণ্ড এক 'কাল্শিটে' নিয়ে 'ঢিবি' হ'য়ে উঠেচে আর ছেলেরা তাকে ঘিরে খুব হাসাহাসি কর্চে। চোবট্ আর সোরোকা কলতলায় গিয়ে গা-হাত-পা ধুচ্চে।

কারাবানভ্ বুরুনের কাঁধটা খাব্লে ধরলেঃ

"এই যে! ঠিক কেটে পড়িছিলি, তা'হলে? সাবাশ!"

"প্রথমটা ওরা সীড্ড্রিলটার পেছনে ধাওয়া কর্লে,"—বুরুন বল্লে, "তার-পর দেখ্লে ওতে সুবিধে হবে না, তখন আমাদের তাড়া কর্লে। আমরা তখন দৌড় যা দিলুম একখানা!"

"তারা কোথায়?"

"আমরা নৌকোয় পার হ'য়ে চ'লে এলুম আর তারা পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালাগাল দিতে লাগ্লো। সেইখানেই র'য়ে গেল তারা!"

"আমাদের ছেলেরা কেউ এখনও ওখানে আছে নাকি?"

"শুধু প্যাট্কাগুলো—তোস্কা আর অন্য দু'জন। তাদের কেউ মারবে না।"

ঘণ্টাখানেক পরে দু'জন গ্রামবাসীকে সঙ্গে ক'রে লুকা সেমিওনোভিচ্ এসে হাজির। আমাদের ছেলেরা সৌজন্যের সঙ্গেই তাদের সম্ভাষণ করলে: "সীড্ড্রিল নিতে নাকি?"

দেখি, কৌতূহলী জনতার ভিড়ের চোটে আমার ঘরে ঢোকাই মুস্কিল। অবস্থাটা খুবই অস্বস্তিকর।

টেবিলের ধারে ব'সে লুকা সেমিওনোভিচ্ই প্রথম কথা কইলে।

সে দাবী জানালে: "আমাকে আর আমার সঙ্গীদের যারা মেরেচে, সেই ছেলেগুলোকে ডাকুন!"

"দ্যাখো, লুকা সেমিওনোভিচ্!"—আমি তাকে বললুম, "তোমায় যদি কেউ মেরে থাকে, যেখানে খুসি গিয়ে নালিশ করোগে। আমি এখন কাউকে ডাক্তে-টাক্তে পার্বো না। এখন শুধু তুমি আমায় বলো, তুমি কী চাও আর কী করতেই বা কলোনিতে এসেচো!"

"তাহ'লে আপ্নি ওদের ডাক্বেন না?"

"না!"

"ডাকবেন না, কেমন? তাহ'লে আমাদের অন্য কোথাও এর নিষ্পত্তি করতে হবে।"

"হ্যাঁ, সে-ই ভালো!"

"সীড্-ড্রিলটা কে ফেরত্ দেবে?"

"ফেরত্ চায় কে শুনি?"

রঙ্ ময়লা, কোঁকড়া চুল, নিঃঝুম মতন দেখ্তে একটা লোক, বোঝা গেল ওর সম্বন্ধেই কারাবানভ্ বলেছিল, 'জিপ্সির মতন দেখ্তে',—তাকে দেখিয়ে লুকা সেমিওনোভিচ্ ব'ল্লে:

"ঐতো মালিক ব'সে রয়েচে!"

আমি তাকেই জিগ্যেস করলুম: "তোমার সীড-ড্রিল?"

"হ্যাঁ!"

"বেশ কথা: বে-আইনি ক'রে অন্যের জমিতে বীজ বোনার সময় কেড়ে-রাখা হ'য়েচে ব'লে, ঐ সীড্-ড্রিল আমি ডিস্ট্রিক্ট্ মিলিশিয়ার কাছে পাঠাবো। আর শোনো, তোমার নামটা ব'লে যাও।"

"আমার নাম? গ্রেচানি ওনোপ্রি! 'অন্যের জমি'—কী ব'লচেন আপনি? ও তো আমার জমি! ও-জমি তো বরাবরই আমার..."

"আচ্ছা ও-কথা এখন থাক্। আগে ত' আমি এই ব'লে নালিশটা ঠুকে দিই যে, আমার কলোনির ছেলেরা যখন মাঠে কাজ কর্ছিল তখন বে-আইনি

ক'রে আমাদের জমিতে ঢুকে তাদের মারধর করা হ'য়েচে!"

বুরুন সাম্‌নে এগিয়ে এলো। বল্‌লে:

"ওই লোকটা আমায় প্রায় খুন ক'রেই ফেলেছিল।"

"ওহে, অতো দাম তোমার নয়! তোমায় খুন করতে গেলুমই বটে!... পাগল না—কী!"

এই ধরনের আলাপ-আলোচনা চল্‌লো অনেকক্ষণ ধ'রে। খাওয়াদাওয়ার কথা ভুলে গেলুম, শুতে যাবার ঘণ্টা কখ—ন বেজে গেল, তবু আমরা ওই গেঁয়ো লোকগুলোর সঙ্গে ব'সে ব'সে কথাই চালিয়ে গেলুম; এ-ই যদি বা হাওয়া একটু নরম প'ড়ে একটা মিটমাটের জোগাড় হয়, তো পরমুহূর্তেই আবার যে-কে সেই! তম্বিতাম্বা, উত্তেজনা, কখনও বা 'চিপ্‌টেন' কাটার ঘটা!

আমি জেদ্‌ ধ'রে রইলুম, সীড্‌-ড্রিল ফেরত্‌ দেবো না কিছুতে; নালিশ আমি করবোই! সৌভাগ্যক্রমে গ্রামবাসীদের অঙ্গে একটি আঁচড়ের চিহ্নও ছিল না, অথচ এদিকে আমাদের ছেলেদের ফালাও ক'রে দেখাবার মতন কাল্‌-শিটে আঁচড়-টাচড় অনেক র'য়েচে। শেষে জাদোরভ্‌ই 'কচ্‌কচি'টাকে থামিয়ে দিলে। টেবিল চাপ্‌ড়ে সে সংক্ষেপে এইটুকু বলে দিলে:

"ঢের হ'য়েচে, শোনো! ও জমি আমাদের! ওর মধ্যে মাথা গলাতে না এলেই ভালো কর্‌বে! আমরা আমাদের জমিতে তোমাদের ঢুক্‌তে দেবো না! আমরাও পঞ্চাশ জন আছি, আর সবাই 'মরিয়া'!"

লুকা সেমিওনোভিচ্‌ অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে ভাব্‌লে। তারপর শেষটা দাড়িতে টোকা দিতে দিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ব'ল্‌লে:

"আচ্ছা বেশ, মরোগে! তা', তোমাদের জমি চ'ষে দেওয়ার মজুরিটা অন্ততঃ দেবে তো?"

"না।" ঠাণ্ডাগলায় বললুম আমি: "আগেই তো তোমাদের যথেষ্ট সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম!"

আবার খানিক চুপ্‌চাপ্‌।

"বেশ, তবে ড্রিলটা ফেরত্‌ দিন।"

"দেবো, যদি জরিপ-ওলাদের দলিলটায় সই দাও!"

"আচ্ছা! কই, দিন!"

অবশেষে সেই শরৎকালটায় আমরা নতুন কলোনিতে 'রাই' বুনে দিলুম। আমরা সব নিজেরাই নিজেদের ওস্তাদ। কালিনা আইভানোভিচ্‌ নিজেই চাষ-বাসের বিশেষ কিছু বুঝ্‌তো না। বাকি সবাই তো আরও, না। কিন্তু লাঙল আর সীড্‌ড্রিল চালাতে, দেখি, সবারই আগ্রহ! সবাই মানে অবশ্য

ব্রাৎচেঙ্কো ছাড়া; আদরের ঘোড়া ছাড়্তে তার ঈর্ষা; 'রাই'কে আর আমাদের উৎসাহকে সে অভিসম্পাত দেয়।

" 'গম'-এ সানায় না ও'দের—আবার 'রাই'-ও চাই!"—সে গজ্‌রায়।

অক্টোবর নাগাদ, আট 'দেস্যাতিন' জমি কাঁচ কাঁচ চারায় একেবারে 'দগ্‌দগে' সবুজ হ'য়ে উঠ্‌লো। কালিনা আইভানোভিচ্ তার হাতের লাঠির রবার-লাগানো ডগাটা দিয়ে পূবদিকে অনেক দূরের অস্পষ্ট একটা জায়গা দেখিয়ে চালিয়াতি ক'রে বলে:

"ওইখেনটাতে আমাদের মুসুর বুনে দিতে হবে—চমৎকার জিনিস, মুসুর ডাল!"

রবিশস্য বোনার আগে 'রাঙি' আর 'ডেকো' জমিতে খুব খাটে; জাদোরভ্ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরে শ্রান্তক্লান্ত ধুলোকাদামাখা মূর্তি নিয়ে:

"গোল্লায় যাক্ এই মুঝিক্-পনা! উঃ কী দুর্দান্ত খাটুনি! এর চেয়ে ভাব্‌চি, আমি আমার কামারশালাতেই ফিরে যাবো!"

কাজ যখন আধা-আধি এগিয়েচে, এমন সময় বরফ-পড়া শুরু হ'য়ে গেল। 'হাতে-খড়ি'টা মন্দ হোলো না, এইটাই আমাদের সান্ত্বনা।

১২

ব্রাৎচেঙ্কো আর জেলা সরবরাহ কমিসার

ফোকোটিয়া বরাত আর হাড়-ভোগান্তির রাস্তা ধ'রেই আমাদের চাষ-বাসের পসার বাড়্তে লাগলো। একটা সৌভাগ্য, দেখি, কালিনা আইভানোভিচ্ একদিন একটা বুড়ি গাই নিয়ে এসে হাজির। অবশ্য কালিনা আইভানোভিচ্ নিজেই বল্লে, গাইটা নিশ্চয় 'জন্ম-শুকো।' সরকারী কোন্ একটা দপ্তর নাকি তাদের সম্পত্তি বিলি কর্ছিলো—সেখান থেকেই সেটা সে 'বাগিয়ে' এনেচে! আর একটা সৌভাগ্য যে, আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই যাদের, —সেই কৃষিবিভাগের কোন্ এক দপ্তর থেকে একদিন একই রকম বুড়ি আর 'পেট-উঁচু' ক্ষ্যাপাটে মেজাজের এক কালো মাদি ঘোড়াও আমরা পেয়ে গেলুম। আরও সৌভাগ্যক্রমে ক'টা চাষের মাল-বওয়া গাড়ি, বলদে-টানা গাড়ি, এমন কি একটা 'ফিটন' পর্যন্ত আমাদের চালায় আমদানি হয়ে পড়্লো! ফিটনটা ছিল 'জুড়ী' অর্থাৎ দু'ঘোড়ায় টানবার ফিটন। ওই ফিটনখানা তখন আমাদের কাছে বড়ই সুন্দর আর খুব আরামের লেগেছিল; তবে ওটাতে জোত্বার মতন একযোড়া ঘোড়া জুটে যাবার বরাতটা তখনও খুল্ছিল না—এই যা!

'গাদ্' আস্তাবল ছেড়ে জুতো মেরামত-এর কারখানাটায় লেগে পড়াতে আন্তন ব্রাৎচেঙ্কোই 'হেড্ সহিস্' হ'য়ে উঠেছিল। এ ছেলেটা খুব উৎসাহী। আর তার দেমাক্টা এতই টন্টনে যে এই দেমাক্ বজায় রাখ্তে সে মাঝে মাঝে দারুণ অপদস্থ হ'য়েও পা-লম্বা, রোগা ডিগ্ডিগে নড়বড়ে 'রাঙি' কিংবা বেঁটে-খাটো গ্যাঁট্টাগোঁট্টা পা-বাঁকা 'ডেকো'র পেছনে আখাম্বা উঁচু গাড়িখানার কোচ্বক্স্ আঁকড়েই ব'সে থাক্তো। কালো মাদি ঘোড়াটাকে এই 'ডেকো'* নামটা আন্তনেরই দেওয়া (অমন নামটা ওকে দেওয়া অনুচিতই হয়েছিল) 'ডেকো'টা 'ফি' 'কদম'-এ হোঁচট খেতো, মাঝে মাঝে একদম প'ড়েও যেতো,. শহরের মধ্যিখানে অন্য গাড়োয়ান আর রাস্তার ছেলেদের টিট্কিরির মাঝ-

* ইংরেজিতে আছে Bandit=ডাকাত >'ডাকু' >'ডেকো'। —বাং অ

খানেই আমাদের তখন সে যা' কস্রৎ করতে হোতো! আন্তন আবার মাঝে মাঝে সেই সব হাসি-টিট্‌কিরি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ক্ষেপে গিয়ে ঐ সব গায়ে-পড়া মজাদেখ্‌নে-ওয়ালাদের সঙ্গে তেড়ে কোঁদল বাধিয়ে দিয়ে গোর্কি কলোনির আস্তাবলের ইজ্জতকে আরও কাহিল ক'রে তুলতো।

আন্তনটা ছিল, খামাকো একটা 'হুজ্জুৎ' বাধিয়ে মজা লোটবার একখানি। আর লড়ায়ে সে হার মানতো না কখনো—তা সে প্রতিপক্ষ যেমনই হোক না কেন, 'শাপান্ত' করতে আর খোঁচা মেরে কথা বল্‌তে সে ছিল ওস্তাদেরও গুরুমশাই, এর ওপর আবার নকল ক'রে ভ্যাংচাবার তার ছিল একটা ভগবৎদত্ত ক্ষমতা।

আন্তন নেহাৎ রাস্তার ছেলে ছিল না। তার বাপ শহরের কোন রুটির কারখানায় চাকরি করতো। তার মাও ছিল বেঁচে; সে ছিল ভাল ঘরেরই একমাত্র ছেলে। কিন্তু খুব ছোট্টবেলা থেকেই বাড়ির আরামে তার ছিল অরুচি। সারাটা দিন-রাত্তিরের মধ্যে বাড়ি আস্‌তো সে শুধু ঘুমোতে। রাজ্যের শহুরে রাস্তার ছেলে, আর চোর-ছ্যাঁচড়ের সঙ্গেই সে খালি ভাব ক'রে বেড়াতো!—তারপর বেশ কতকগুলো 'রোখা' রকমের 'মজাদার' 'কীর্তি' ক'রে 'নামটাম কিনে' 'বিশিষ্ট ব্যক্তি'টি ব'নে, জেলে বারকয়েক 'মেয়াদ খেটে' শেষটা এই কলোনিতে শুভাগমন করেছিল। বয়েস তার সবে পনেরো। দেখ্‌তে-শুন্‌তে ভালো, চুল কোঁকড়া, নীল-চোখ, ছিপ্‌ছিপে। দলের ভিড়ে ছাড়া একা-একা সে একটি মুহূর্ত থাক্‌তে পারতো না। কোনো রকমে সে লেখাটা আর পড়াটা কেবল শিখে নিয়েছিল। আর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প তার জানা ছিল গাদা গাদা। কিন্তু পড়্‌বে না কিছুতেই; 'ধরে বেঁধে' না হ'লে ক্লাসে তাকে কিছুতে আট্‌কে রাখা যেতো না। গোড়ায় গোড়ায় প্রায়ই সে কলোনি থেকে চ'লে যেতো। দু'এক দিনের মধ্যেই কিন্তু আবার ফিরেও আস্‌তো। এতে অন্যায়টা যে সে কিছু ক'রেচে—এমন ভাবও তার দেখা যেতো না। তার এই 'চক্কর মারা' রোগটা সে কাটাতেও চেষ্টা কর্‌তো। বল্‌তো, "আমার ওপর যতো পারেন কড়া হোন্—আন্তন সেমিওনোভিচ্! নইলে আমি ঠিক ভবঘুরে হ'য়ে দাঁড়াবো!"

কলোনিতে কখনো কিছু সে চুরি করেনি। 'হক্'-এর দিকটা আঁকড়ে থাক্‌তেও সে ভালবাস্‌তো। কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলার যুক্তিটা তার মাথায় একদম ঢুক্‌তো না। যখনকার তখন, মানিয়ে চল্‌বার জন্যেই যা কেবল সে একটু-আধটু নিয়মের ধার ধারতো। কলোনির নিয়ম মেনে চলার তার যে কোনো দায় আছে তা' সে মান্‌তে চাইতো না। তাই এ নিয়ে তার কোনো লুকোছাপাও ছিল না। আমাকে সে অবশ্য কিছুটা ভয় যে করতো তা ঠিক,

কিন্তু আমার বকঝকা, উপদেশ-টুপদেশেরও সবটা সে কখনও ধৈর্য ধ'রে শুনতো না; সব সময়েই আমার কথার মাঝে হঠাৎ তিড়বিড়িয়ে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিতো। তাতে সে অসংখ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সব রকমের অভিযোগ ক'রতো,—যেমন, আমার কাছে কে লাগিয়েছে, কে বদনাম দিয়েছে, কে নিজে কাজ সামলাতে পারেনি। তারপর অনুপস্থিত শত্রুদের উদ্দেশে চাবুক আফসে, দড়াম্ ক'রে পেছনে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে রেগে ঘর থেকে চ'লে যেতো। শিক্ষকদের প্রতি তার আচরণ ছিল অসহ্য রকমের রূঢ়। কিন্তু তার সে রূঢ়তার মধ্যেও এমন একটা 'যাদু' ছিল যে শিক্ষকরা তাতে অপরাধ নিতেন না। তার ধরনধারণে ধৃষ্টতা কিংবা শত্রুতার নামগন্ধও পাওয়া যেতো না কেন না তার আচরণের মধ্যে মানবিকতার স্বাভাবিক আবেগময় সুরটা সর্বদাই বজায় থাকতো আর সে নিজের স্বার্থ নিয়ে কখনও ঝগড়া করতো না।

কলোনিতে আন্তনের আচরণটা, ঘোড়ার ওপরে তার তীব্র আকর্ষণ আর আস্তাবলের কাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হোতো। এই আকর্ষণটার মূল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কলোনির বেশিরভাগ ছেলের চেয়ে সে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল। যে ভাষায় সে কথা কইতো সেটা ছিল উৎকৃষ্ট শহুরে লোকদের মুখের রাশিয়ান ভাষা। মাঝে মাঝে আবার তাতে সে, নেহাৎ বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই, ইউক্রেনিয়ান বুক্‌নির ফোড়নও দিতো। নিজেকে সে যতটা পারে পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করতো, খুব পড়তো আর বই-এর গল্প ক'রতে ভালবাসতো। অবশ্য এসবের জন্যেও তার প্রায় সারাটাক্ষণই আস্তাবলে থাকাটা আটকাতো না। সেখানে সে ঘোড়ার নাদি সাফ্ করতো, সর্বদাই সে ঘোড়ার পিঠে একবার জিন চড়াতো আর একবার নাবাতো, লাগাম, সাজটাজ সব পালিশ করতো, চাবুকের বিনুনি বাঁধতো; আবহাওয়া যেমনই থাক, শহরে কিম্বা নতুন কলোনিতে যতবার খুসি গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে কখনও তার ক্লান্তি ছিল না,—যদিও বলতে গেলে প্রায় বরাবরই তার দিনের মধ্যে এক আধবেলা খাওয়া বাদ প'ড়ে যেতো। কেন না প্রায়ই সে হয় দিনের বেলার, নয় রাতের বেলার খাওয়ার সময়টিতে হাজির হ'তে পারতো না। আর তার খাবারটা রেখে দেবার কথা যদি কারুর মনে না প'ড়তো, তাহ'লেও, তা' নিয়ে সে কোনোদিন উচ্চবাচ্য করতো না।

সহিসের কাজ ক'রতে তাকে অনর্গল বকাবকি করতে হোতো—হয় কালিনা আইভানোভিচের সঙ্গে, নয় কামারদের সঙ্গে আর নয় ভাঁড়ারঘরের মনিটারদের সঙ্গে; আর কেউ যদি একবার ঘোড়া নিয়ে বেরুতে চাইলে, তাহ'লে

তো আর রক্ষে নেই! তাকে ঘোড়া 'জুতে' বাইরে যাওয়ার হুকুম করতে যাওয়াও ছিল ঝকমারি। বহুক্ষণ ধ'রে অনেক তর্কাতর্কি, ঘোড়ার ওপর নিষ্ঠুরতার নালিশ, কবে 'র‍্যাঙ' আর কবে 'ডেকো' ঘাড়ে ঘা নিয়ে ফিরে এসেছিলো তার ফিরিস্তি, ঘোড়ার দানা-ঘাস-খড়ের কিম্বা পায়ের লোহার নাল লাগাবার দাবি জানানো—এসব চুক্‌লে তবে যদি সে হুকুম তামিল করে! অনেক সময় আবার আন্তন আর ঘোড়াগুলোর কারোই টিকিটিও দেখ্‌তে পাওয়া যেতো না ব'লেই গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরোনো যেতো না। তারপর কলোনির অর্ধেক ছেলেয় মিলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর হয়তো তাদের সন্ধান মিল্‌তো—হয় ত্রেপ্‌কেদের মাঠে, আর নয় তো কাছাকাছি কোনও গোঠে!

আন্তন যেমন ছিল 'ঘোড়া' বল্‌তে অজ্ঞান, কয়েকটা ছেলে আবার তেমনি ছিল 'আন্তন' বল্‌তে অজ্ঞান। সে ছেলেগুলো সব সময় আন্তনকে ঘিরে বেড়াতো। তারা ঘোড়াগুলোকে একেবারে আগ্‌লে বেড়াতো—যেন হাতের তেলোয় ক'রে রাখ্‌তো! তাদের কল্যাণে আস্তাবলটা সব সময় ঝক্‌ঝক্‌ করতো। মেঝেটি নিকোনো, জিন্‌টিন্‌ সব যে যার জায়গায় পরিপাটি ক'রে সাজানো, সারিবন্দী গাড়িগুলো সব সোজা একটা লাইনে দাঁড় করানো, প্রত্যেকটা ঘোড়ার মাথার ওপরে একটা ক'রে মরা ম্যাগ্‌পাই পাখিও টাঙানো। ঘোড়াগুলোর বাহার কতো—ঘাড়ের ঝুঁটিতে বিনুনি-করা, লেজগুলো সুন্দর ক'রে বেঁধে-দেওয়া!

জুন মাসের একদিন, সন্ধ্যে উৎরে গিয়ে বেশ খানিক রাত হ'য়েচে—এমন সময় কতকগুলো ছেলে বড় শোবার ঘরটা থেকে ছুটে এসে আমায় বল্‌লেঃ

কোজির-এর অসুখ করেচে—সে মরোমরো!

"মরো-মরো?"

"হ্যাঁ মরো-মরোঃ তার গা' পুড়ে যাচ্চে, আর নিশ্বেসও প্রায় পড়্‌চেই না।"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাও তাদের কথারই প্রতিধ্বনি করলে; বল্‌লে, কোজিরের 'হার্ট-অ্যাট্যাক্‌' হ'য়েছে, এক্ষুনি ডাক্তার আনা দরকার। আন্তনকে ডেকে পাঠালুম। সে এলো, ভাবখানা এম্‌নি যে, আমি যে-হুকুমই দিতে যাই না কেন, সে আগে থাক্‌তেই আপত্তি ক'রে উঠ্‌বে।

"আন্তন, শিগ্‌গির ঘোড়া জোতো! তোমায় এক্ষুনি শহরে যেতে হবে!"

আন্তন আমায় আর কিছু বল্‌তেই দিলে নাঃ

"আমি কোত্থাও যাবো না, আর ঘোড়াও কাউকে বার করতে দোবো না। আজ সারাদিন খেটে খেটে ওদের পা' ধ'রে গেল—ওরা একদণ্ড জুড়োতে পায়নি

...আজ আর ওদের হাঁকাবো না!"

"আরে. বুঝতে পারচো না, ডাক্তার আনতে হবে?"

"কার অসুখ করলো না করলো তা' দেখতে আমার ব'য়ে গ্যাচে! 'রাঙি'রও তো অসুখ ক'রেচে, তার জন্যে তো কেউ ডাক্তার ডাকে না!"

মেজাজ্ আমার 'সাফ্' বিগড়ে গেল।

"এই মুহূর্তে আস্তাবল ছেড়ে দাও ওপ্রিশ্কোর হাতে! তোমাকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব!"

"নিক্ না ও! 'থোড়াই' কেয়ার করি! দেখা যাবে ওপ্রিশ্কো কেমন সাম্লায়। যে-যা' বলে আপনি তাই বিশ্বাস করেন—'এর অসুখ ক'রেচে'—'ও মর্তে ব'সেচে!' আর ঘোড়াদের বেলায় একটু বিবেচনা নেই—মরুক ওরা...বেশ কথা, মরুক ওরা—আমি তা'ব'লে ঘোড়া বার করতে দিচ্ছি না!"

"আমি যা' বল্লুম, তা' কানে গেল? এখন থেকে তুমি আর 'হেড্ সহিস্' নও; ওপ্রিশ্কোর হাতে আস্তাবল ছেড়ে দাও!"

"আচ্ছা বেশ, তাই দোবো! নিক্ না, কে নেবে! আমিও কলোনিতে আর থাক্বো না!"

"যা' খুসি করতে পারো। কেউ ধ'রে রাখ্চে না তোমায়!"

জল-ভরা চোখে আন্তন পকেট হাতড়াতে লাগ্লো। তারপর এক থোলো চাবি বার ক'রে টেবিলের ওপর রাখ্লে। ওপ্রিশ্কো,—আন্তনের ডান-হাত সে—ঘরে এসে ঢুক্লো আর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার মুরুব্বির চোখের জলের দিকে তাকিয়ে রইলো। ব্রাৎচেঙ্কো, কট্‌মটিয়ে তার দিকে তাকালে, কী যেন একটা বল্‌তেও গেল, কিন্তু একটি কথাও না ব'লে শুধু জামার হাতায় নাক্টা মুছে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেই সন্ধ্যেবেলাই সে কলোনি ছেড়ে গেল, যাবার আগে একবার শোবার ঘরে পর্যন্ত ঢুক্লো না। ডাক্তার আন্তে যারা শহরে গেছ্লো তারা দেখ্লে, সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে চ'লেচে; তাকে গাড়িতে তুলে নেবার কথা সেতো ভুল্লেই না, উল্টে এরা যখন তাকে গাড়িতে উঠ্তে বল্লে, তখনও সে হাত নেড়ে এদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে।

দু'দিন বাদে, সন্ধ্যেবেলা ওপ্রিশ্কো কাঁদ্তে কাঁদ্তে ছুটে এসে আমার ঘরে ঢুক্লো; মুখে তার রক্ত গড়াচ্ছে। কী হ'য়েচে জিগ্যেস্ করার আগেই লিদিয়া পেত্রোভ্না,—সেদিন তার ডিউটি ছিল,—অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে আমার ঘরে দৌড়ে এসে ঢুক্লো।

"আন্তন সেমিওনোভিচ্!" সে ব'লে উঠ্লো, "যান, যান—আস্তাবলে

যান—ব্রাংচেঙ্কো এসে সেখানে ভীষণ হাঙ্গামা জুড়ে দিয়েচে!"

আস্তাবলের পথে, বিরাট দশাসই চেহারার সহিস ফেদোরেঙ্কোর সংগে দেখা; সে তখন হাঁউমাউ চীৎকারে আকাশ ফাটাচ্চে!

"তোমার আবার কী হোলো?"—জিগেস করলুম।

"আমি,...ওই ও,...কী এখ্তিয়ার আছে ওর...? পাঁচের আঁচ্ড়াটার বাড়ি আমার মুখে মেরে দিলে ও'!"

"কে?—ব্রাংচেঙ্কো?"

"ব্রাংচেঙ্কো! ব্রাংচেঙ্কো!"

আস্তাবলে গিয়ে দেখি আন্তন,—আর আস্তাবলে কাজ করে আমাদের আর একটা ছেলে—দুজনে মিলে হন্তদন্ত হ'য়ে কাজ কর্চে। আন্তন মনমরা ভাবে আমাকে সম্ভাষণ করলে, কিন্তু আমার পেছনে ওপ্রিশ্কোকে দেখে আমার উপস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়ে, তাকে নিয়ে প'ড়লো।

"ভাগ্ এখেন থেকে, নইলে জিনের পেটির বাড়ি খাবি ফের্! খু—ব গাড়োয়ান হইচিস্! দেখুন না, রাঙির কী হাল ক'রেচে!"

ঝাঁকি মেরে একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে, আন্তন আমায় রাঙির কাছে টেনে নিয়ে গেল। সত্যিই রাঙির ঘাড়ের কাছে কাঁধের ওপর বিশ্রী একটা ক্ষত; পরিচ্ছন্ন একটা ন্যাকড়া দিয়ে সেটা ঢাকা ছিল, আন্তন সেটা খুব আস্তে আস্তে একবার টেনে তুলে, আবার বসিয়ে দিলে।

"জেরোফর্ম্-গুঁড়ো লাগিয়ে দিয়েছি আমি"—সে গম্ভীরভাবে বললে।

"কিন্তু বিনা হুকুমে আস্তাবলে ঢোকবার, শাসন চালাবার, একে-তাকে মারধোর করবার কী অধিকার আছে তোমার?"

"আপনি ভাব্চেন ওইতেই ওর চুকে গেছে? আমার নজর থেকে স'রে থাক্লেই ও ভালো করবে—আবার মারবো.আমি ওকে!"

একপাল ছেলে আস্তাবলের দোরের কাছে জুটে হাসছিলো। ব্রাংচেঙ্কোর ওপর চট্বো কী—চট্তে আমার মনই সর্লো না। সে নিজে এবং তার ঘোড়াগুলো যে সম্পূর্ণ নির্দোষ—এ বিষয়ে সে একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিল!

"শোনো আন্তন," আমি বললুম, "ছেলেদের মেরেচো ব'লে, আজ সন্ধ্যেটা সারাক্ষণ তুমি আমার ঘরে 'আটক্' থাক্বে!"

"আমার সময় নেই!"

"থাম্বে তুমি?"—আমি ধমক দিলুম।

"আচ্ছা বেশ. তাই হোক্...এখন ঘরে গিয়ে আমার আট্কা থাকবারই সময় বটে!"

সন্ধ্যেবেলাটা আমার ঘরে একটা বই নিয়ে সে 'গোঁজ্' হ'য়ে ব'সে রইলো।

১৯২২ সালের শীতকালটাতে এই ঘোড়া নিয়ে আন্তনের আর আমার কী দুর্ভোগই না গেছ্লো! সার-টার কিচ্ছুই না দিয়ে আল্গা ভস্ভসে বালির ওপরেই কালিনা আইভানোভিচ্ চারটি 'জই' বুনে দিয়েছিল। ফসল হওয়া চুলোয় যাক—'খড়'-ও যে বেশ চারটি পাওয়া যাবে, তা-ও হোলো না। তখনও পর্যন্ত আমরা নিজেদের জমি পাইনি। জানুয়ারি নাগাদ 'খড়ে'র পুঁজিটুকু ফুরিয়ে গেল। প্রথমটা আমরা নানান ফিকিরে, কখনো শহর থেকে, কখনো গাঁয়ের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে চালাতে লাগলুম; কিন্তু ক্রমে লোকে আমাদের ওভাবে দেওয়া-থোওয়াও একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলে। কালিনা আইভানোভিচ্ আর আমি নানা আপিসের আনাচে কানাচে কত ঘোরা-ঘুরি করলুম—কিন্তু সবই বৃথা গেল।

অবশেষে সত্যিকার বিপদ দেখা দিলে। ব্রাৎচেঙ্কো জল-ভরা চোখে এসে বল্লে ঘোড়াগুলো গোটা দু'দিন উপোসী র'য়েচে। আমি চুপ ক'রে রইলুম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্তে কাঁদতে, আর যা মুখে আসে গজ্রাতে গজ্রাতে, আন্তন আস্তাবল পরিষ্কার করতে লাগ্লো; কিন্তু ওইটুকু ছাড়া তার আর কিছু করবার ছিল না। ঘোড়াগুলো যখন আস্তাবলে শুয়ে পড়্লো আন্তন তখন সেই অবস্থাটার দিকে বিশেষ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

পরের দিন কালিনা আইভানোভিচ্ রেগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে শহর থেকে ফিরে এলো।

"করা যায় কী? ওরা তো কিচ্ছুটি দেবে না! এখন কী করা যাবে?"

আন্তন চুপ্টি ক'রে দোরে দাঁড়িয়েছিল।

কালিনা আইভানোভিচ্ দু'হাত ছুঁড়ে ব্রাৎচেঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বল্লেঃ

"শেষটা চুরি করতেই যাবো, না—কী? মানুষ কী করবে বলুন দেখি? বেচারা অ-বোলা জীবগুলো!"

দরজাটা ঠেলে খুলে, আন্তন তেড়ে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদে শুন্লুম আন্তনকে কলোনিতে পাওয়া যাচ্ছে না।

"গেল কোথায়?"—আমি জিগেস্ করলুম।

"জান্বো কী ক'রে? কাউকে তো কিচ্ছু ব'লে যায় নি।"

পরের দিন সে একটা গেঁয়ো লোককে নিয়ে ফির্লো; সঙ্গে বোঝাই এক-গাড়ি খড়। গেঁয়ো লোকটার পরনে একটা নতুন জামা আর মাথায় একটা চমৎকার ভেড়ার চামড়ার টুপি। মন্দ্রিত ধ্বনিসাম্যের সঙ্গে গাড়িটা গড়্গড়িয়ে

একেবারে উঠোনে এসে থাম্‌লো। গাড়িটাতে চমৎকার ফিট্‌-করা 'প্লাগ্‌' লাগানো, ঘোড়াগুলোরও গা' একেবারে চক্‌চক্‌ করচে! গে'য়ো লোকটা কালিনা আইভানোভিচ্‌কে দেখেই একেবারে কর্তাব্যক্তি ব'লে ঠাওরালেঃ

"একটা ছেলে রাস্তায় আমাকে বল্‌লে, 'মালে'র খাজনা নাকি এখানে নেওয়া হয়!"

"কে ছেলে?"

"এ-ই তো এখেনে ছিল গো...আমার সঙ্গেই এলো যে..."

আন্তন তখন আস্তাবল থেকে উঁকি মেরে নানান দুর্বোধ্য ইসারায় ইঙ্গিতে আমায় কী যেন বোঝাতে চাইচে!

মুখের পাইপের আড়ালে হাসি ঢেকে কালিনা আইভানোভিচ্‌ আমায় একপাশে টেনে নিয়ে গেলঃ

"কী আর করা যাবে? এখন তো ওর কাছ থেকে 'মাল'টা নিয়ে নিই, তার-পর দেখা যাবে'খন!"

এতক্ষণে বুঝ্‌লুম ব্যাপারটা।

"কত আছে তোমার ওতে?"—গে'য়ো লোকটাকে জিগেস্‌ করলুম।

"তা আজ্ঞে, 'পুড্‌' বিশেক হবে বোধ হয়। আমি তো আর ওজন-টোজন করিনি, আজ্ঞে!"

এদৃশ্যে এবার আন্তনের আবির্ভাব।

"আসবার সময় তুমি যে নিজে আমায় বল্‌লে মোটে সতেরো 'পুড্‌'!"—আন্তন আপত্তি তুল্‌লে, "—আর এখন বল্‌চো, বিশ! সতেরো 'পুড্‌' তো!"

"মাল খালাস দাও। তারপর আপিস ঘরে এসো; রসিদ দেবো।"

আপিসে, মানে আমার সেই যে-ঘরটাকে আমি এতদিনে একটা পরদা টাঙিয়ে কলোনির বাকি ঘরদোর থেকে একটু আলাদা ক'রে নিতে পেরেছিলুম, সেইখানে ব'সে নিজের অপরাধী হাতে আমাদেরই একটা ফর্ম্‌-এ এই 'বয়েৎ'এ এক রসিদ লিখ্‌লুমঃ

"করদাতা শ্রীঅনুফ্রি ভাৎস্‌-এর নিকট হইতে দেয় খাজ্‌নাবাবদ্‌ অত্র 'মাল-গুজারি' সতেরো 'পুড্‌' 'জই'-এর 'খড়' জমা লইলাম।"

ভাৎস্‌ খুব ঝুঁকে একটা সেলাম ঠুকে, কিসের জন্যে—তা নিজেই না বুঝেও, আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে, ফিরে গেল।

ব্রাৎচেঙ্কো ফুর্তির চোটে গান গাইতে গাইতে চেলা-চামুণ্ডোদের নিয়ে আস্তাবলে কাজে লেগে গেল। কালিনা আইভানোভিচ্‌ মুখে অম্বস্তির হাসি নিয়ে হাত কচ্‌লাতে লাগ্‌লো।

"সার্‌লে, এইবার! এই নিয়ে, দেখুন না কী 'হুজ্জুত'টায় পড়্‌তে হয় আমাদের!"—বল্‌লে সে। "কিন্তু করতুমই বা কী? জানোয়ারগুলোকে তো আর সত্যি উপোসী রেখে মারতে পারতুম না! ওরা তো আসলে সেই সরকারেরই সম্পত্তি বটে!"

"আচ্ছা, যাবার সময় 'মুঝিক্‌'টার অতো আহ্লাদ জাগ্‌লো কিসে বলোতো?" —আমি জিগেস করলুম।

"আহ্লাদ হবে না আবার? ওতো জান্‌তো, ওকে শহরে যেতে হবে, পাহাড়ে চ'ড়্‌তে হবে, সেখানে গিয়ে 'লাইন্‌' লাগিয়ে দাঁড়াতে হবে। আবার, —এখানে তো পরগাছাটা সাফ্‌ ব'লে দিলে সতেরো 'পুড্‌'—কেউ তা' একবার পরখ্‌ ক'রে দেখেও নিলে না; কে জানে, আছে হয়তো বা মোটে পনেরো 'পুড্‌'!"

দিন দুই বাদে শুক্‌নো ঘাস-বোঝাই একখানা গাড়ি এসে হাজির আমাদের উঠোনে।

"খাজ্‌না-বাবদ মালের উশুল। ভাৎস্‌ তো এইখেনেই দিয়ে গেছে।"

"তা' তোমার নামটা কী?"

"আমিও ওই ভাৎস্‌দেরই জ্ঞাতি গো! ভাৎস্‌—স্তেপান্‌ ভাৎস্‌।"

"এক মিনিট সবুর করো।"

গেলুম কালিনা আইভানোভিচের খোঁজে; চট্‌ ক'রে একটু পরামর্শ ক'রে নিলুম তার সঙ্গে। দোরের সাম্‌নে আন্তনের সঙ্গে দেখা।

" 'মাল'-এ খাজনা জমা দেবার দিব্যি খোলোসা পথটি তো দেখিয়ে দিলে —ওদের, তারপর এদিকে..."

"নিয়ে নিন, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌—তারপর কৈফিয়ৎ যা' হয় দেওয়া যাবে'খন!"

নেওয়াও মুস্কিল, ফেরত্‌ দেওয়াও মুস্কিল। না নিলেই তো বল্‌বে "একজন ভাৎস্‌-এর বেলায় নিলেন আর অন্যের বেলায় নেবেন না কেন?"

"যাও, মাল খালাস দাও গে। রসিদ্‌ লিখে দিচ্ছি।"

আরও দু'গাড়ি আঁটিবাঁধা খড়ের 'গাঁট' আর চল্লিশ 'পুড্‌' জই আমরা 'জমা' নিলুম।

এর প্রতিফলটা কী রকম ভুগ্‌তে হবে ভেবে জুতোর মধ্যে আমার পাদুটো কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আন্তন মাঝে মাঝে মুখের 'কষ্‌'-এর আড়ালে হাসি লুকিয়ে চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকায়। কিন্তু দেখা গেল, তার কাছে কেউ ঘোড়া চাইতে এলে আর সে ঝগড়া করে না—যতবারই তাকে গাড়ি হাঁকাতে

বলা হোক, খুসি হ'য়েই হাঁকায়; আবার আস্তাবলেও একেবারে 'ভীমে'র * মতন খাটে।

অবশেষে একদিন সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্ট 'তলব'খানি এলো:

"কোন্ অধিকারবলে 'কলোনি' খাজনা-বাবদে 'মাল' জমা লইতেছে, অবিলম্বে তাহা জানানো হউক্।

—জেলা কমিসার,
সরবরাহ বিভাগ, আগিয়েভ্।"

এই তলবের কথাটা আমি কালিনা আইভানোভিচ্‌কে বল্‌লুম না পর্যন্ত। জবাবও কিছু দিলুম না। জবাব দেবার ছিলই বা কী?

এপ্রিল মাসে একখানা 'তাচাংকা'য় † জোতা একজোড়া কালো ঘোড়া একেবারে যেন উড়ে এসে উঠোনে ঢুক্‌লো, আর সন্ত্রস্ত ব্রাৎচেংকোও উড়ে এসে ঢুক্‌লো আমার ঘরে।

"এসেছে ওরা!"—হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে সে।

"কে এলো?"

"বোধ হয় ওই খড় নিয়ে! রেগে 'টং'—একেবারে!"

সে অগ্নিকুণ্ডের কোণের পেছনটায় গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে পড়লো।

জেলা সরবরাহ কমিসার একেবারে দেখ্‌তে যেমনটি হয়!—গায়ে চাম্‌ড়ার জ্যাকেট্, সঙ্গে রিভল্‌বার, বয়েস কম, পরিচ্ছন্ন ফিট্‌ফাট্।

"আপনিই ডিরেক্টর?"—জিগেস্ করলে।

"হ্যাঁ।"

"চিঠি পেয়েছিলেন?"

"পেয়েছিলুম"

"জবাব দেন নি কেন? এর মানে কী—আমারই আসবার কথা? 'মাল'-এ খাজনা জমা নেবার অনুমতি আপনাকে দিলে কে?"

"বিনা অনুমতিতেই আমরা মাল-এ খাজনা জমা নিয়েচি।"

জেলা সরবরাহ কমিসার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলেন:

"বলেন কী—বিনা অনুমতিতে? এর মানে বোঝেন? এর জন্যে আপনি গ্রেপ্তার হবেন, জনেন তা?"

জান্‌তুম।

"আপনার যা করবার, করুন"—ফাঁপা গলায় আমি জেলা সরবরাহ কমি-

* Like a Hercules

† ইউক্রাইন-এর বিশেষ ধরনের একরকম গাড়ি

সারকে বল্লুম, “আমি কোনও সাফাই দিতেও যাচ্ছি না, দায়িত্ব এড়াতেও চাইচি না। তবে, দয়া ক’রে চেঁচাবেন না। যা’ দরকার বোঝেন, করুন।”

আমার ছোট্ট অফিস্‌ঘরটার এ-কোণ থেকে ও-কোণ, ভদ্রলোক ‘ত্যার্‌ছা’-ভাবে পায়চারি করতে ল্যাগ্‌লেন।

“এ এক আচ্ছা বেয়াড়া ঝামেলা!” বিড়্‌বিড় ক’রে যেন নিজেকেই নিজে ব’লে লড়ুয়ে ঘোড়ার মতন, ভদ্রলোক নাক ঘড়্‌ঘড়ালেন।

তিরিক্ষি মেজাজের জেলা সরবরাহ কমিসারের সঞ্চরমান মূর্তিটির দিকে চোখ রেখে আন্তন উনুনের পেছনের, তার কোণটা থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর হঠাৎ ভ্রমর-গুঞ্জনের মতন নিচু মিঠে গলায় ব’লে উঠ্‌লো ঃ

“ঘোড়ারা চারদিন কিচ্ছু না খেতে পেলে,—মাল-এ উশুল না কিসে উশুল তা’ নিয়ে যে-কেউই মাথা ঘামানোটা বাদ দিতো! আপনার সুন্দর নধরকান্তি ঐ কালো ঘোড়া দুটি যদি চারদিন শুধু খবরের কাগজ পড়া ছাড়া আর কিছু না করতে পেতো তাহ’লে কি আর আপনি যেমন ক’রে এলেন, অম্‌নি ক’রে, টগ্‌বগিয়ে কলোনিতে চ’লে আস্‌তে পারতেন?”

আগিয়েভ্‌ অবাক হ’য়ে থেমে গেলেন।

“তুমি আবার কে হে? এখানে করচো কী?”

“ও আমাদের হেড্‌ সহিস্‌—এতে খানিকটা দায় ওরও আছে।”—আমি বল্‌লুম।

জেলা সরবরাহ কমিসার আবার ঘরময় পায়চারি করা ধরলেন, তারপর হঠাৎ আন্তনের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

“খাতায় অন্ততঃ এটা তুলেচেন? আচ্ছা বেয়াড়া ঝামেলা যা হোক!”

আন্তন একলাফে আমার টেবিলের ধারে এসে উদ্বিগ্ন গলায় চুপিচুপি জিগেস্‌ করলে ঃ

“তুলেচেন, তাই না আন্তন সেমিওনোভিচ্‌?”

এবার না আগিয়েভ্‌, না আমি—কেউই না হেসে পারলুম না।

“এমন খাসা ছেলেটাকে জোটালেন কোত্থেকে?”—জেলা সরবরাহ কমিসার জিগেস করলেন।

“নিজেদেরই বানিয়ে নিতে হয়,”—আমি হেসে বল্‌লুম।

ব্রাৎচেঙ্কো চোখ তুলে জেলা সরবরাহ কমিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর বন্ধুতা-মাখা ভঙ্গিতে বল্‌লে ঃ

“আপনার ‘কাল্লু’-জোড়াকে খাইয়ে দিই, দুটো?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্রেফ্‌ চ’লে যাও—খাওয়াও গে!”

১৩
ওসাদ্‌চি

গোর্কি কলোনিতে ১৯২২ সালের শীত আর বসন্ত এই দুটো ঋতুর স্মৃতিটা সর্বাঙ্গে কতকগুলো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ক্ষতচিহ্নে লাঞ্ছিত। ঘটনা-গুলো একটার পর একটা, ক্রমাগত, এমনভাবে ঘ'টেছিলো যে সে সময়ে আমরা যেন 'দম' নেবার পর্যন্ত 'ফুরসুৎ' পাইনি। আমার স্মৃতিপথে এখন সেগুলো একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে একাকার হ'য়ে যাওয়া জট্‌লাবাঁধা কতকগুলো দুর্ভাগ্যের একটা সমষ্টিমাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ, সেইসব দিনগুলোয় অতোসব দুঃখকর ব্যাপার ঘটা সত্ত্বেও ওই দিনগুলোই আবার বস্তুগত এবং নীতিগত—দু'রকমেরই উন্নতির দিনও ছিল বটে। এই যে দুটো ব্যাপার —দুঃখ আর উন্নতি—এ দুটো পাশাপাশি একসঙ্গে কেমন ক'রে ঘ'টেছিল, তা কোনও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা এখন আমার পক্ষে মুস্কিল। ঘটেছিল কিন্তু তাই-ই। তখনও পর্যন্ত কলোনির স্বাভাবিক দিনগুলো কিন্তু ছিল, শ্রমসাধ্য কাজ, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং মানবজনোচিত সৌভ্রাত্র্য দিয়েই ভরা; এ-সবের ওপরেও আবার ছিল সব সময়েই হাসি, তামাসা, উৎসাহ আর চমৎকার প্রফুল্ল একটা মনোভাব। এদিকে আবার সে সময়ে এমন একটা সপ্তাহ কদাচিৎ কাট্‌তো যে-সপ্তাহটা কোনও একটা অবিশ্বাস্য রকমের ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে বিপদের একেবারে অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে ফেলে না দিতো। আর তার ফলে আমরা এমনই সাংঘাতিক সব ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে জড়িয়ে পড়তুম যে, তাতে দিশেহারা হ'য়ে গিয়ে আমাদের চেহারার স্বাভাবিকতা একে-বারে নষ্ট হ'য়ে যেতো; আমরা তখন অসুস্থ রোগীর মতন হ'য়ে প'ড়ে বাইরের জগতের সঙ্গে এমন আচরণ করতুম, যেন আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো সব একেবারে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে!

একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই হঠাৎ আমাদের ওখানে দেখা দিলে সেমিটিক

জাতির ওপর একটা সুতীব্র বিদ্বেষ। তখনও পর্যন্ত আমাদের ওখানে ইহুদী কেউই ছিল না। প্রথম ইহুদীর আমদানি হোলো শরৎকালে। তার পরে-পরে এক এক ক'রে আরও জনা-কয়েক। তাদের মধ্যে একজন কী সূত্রে যেন গুবের্নিয়া গোয়েন্দাবিভাগে কাজ ক'রেছিল। আমাদের ওখানকার 'আদি' দলটার সাংঘাতিক আক্রোশের পুরো চোট্টা পড়লো তারই ওপর।

প্রথমটা আমি ধরতেই পারিনি যে অপরাধীদের মধ্যে 'পালের গোদা'ই বা কে কে আর 'চুনোপুঁটি'ই বা কারা। আমাদের কলোনির আদি সদস্যদের পরবর্তী আগন্তুক দলটার সেমিটিক-বিদ্বেষের কারণটা ছিল শুধু এইমাত্র যে, এই সেমিটিক-বিদ্বেষের খাত দিয়েই তারা তাদের উৎপাত করার প্রবৃত্তিটাকে প্রবাহিত ক'রে দেবার একটা সহজ পথ দেখ্‌তে পেয়েছিলো। অপরপক্ষে ইহুদী ছেলেগুলোকে অপমান করার আর তাদের ভয় দেখাবার বেশি সুযোগ ছিলো কিন্তু বড়ো ছেলেগুলোরই।

আমাদের কলোনির প্রথম ইহুদী সদস্যটির নাম ছিল অস্ত্রমুখভ্। সে-বেচারার ওপর যখন-তখনই মারধোরটা চল্‌তো।

শুধু একা অস্ত্রমুখভ্ নয়, শনাইডার, গ্লোইসার আর ক্লাইনিক-এর ভাগ্যেও কলোনী-জীবনে নিত্য অহোরহ যেসব অত্যাচার জুট্‌তে লাগ্‌লো তা' যেমন বিবিধ, তেমনই বিচিত্র! মারধোর খাওয়া, ভ্যাঙ্‌চানি বিদ্রূপ সহ্য করা তো ছিলই, তার ওপর হয়ত কারও ভালো বেল্ট্‌টা কি ভালো জুতো-জোড়াটা বেমালুম 'লোপাট' হ'য়ে গিয়ে তার বদলে জুট্‌লো জীর্ণ, ছেঁড়া পুরোণো একটা বেল্ট্ কি জুতোজোড়া! খাদ্যের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চনা, খাদ্যের পবিত্রতা নাশ, সর্বদা অকথ্য রকমে জ্বালাতন হওয়া, যতরকম সম্ভব অপমানকর সব নাম-করণ—এ-সবেরও কামাই ছিল না। আর, এসবের চেয়েও খারাপ যা', তা' হচ্ছে একটা স্থায়ী ভীতি আর লাঞ্ছনার অধীন অবস্থাটা। পাল্লা দিয়ে এই এত রকমের সব উৎপাত রোধ করা বা সেসবের প্রতিকার করা আমাদের পক্ষে এক বিষম যন্ত্রণা হ'য়ে উঠ্‌লো। উপদ্রবকারীরা সব ব্যাপারেই গোপনতা-টুকু রক্ষা করতো চরম বিচক্ষণতার সঙ্গে। সব কিছুই তারা চালিয়ে যেতো অতি সাবধানে। আর যেহেতু ইহুদী ছেলেগুলো গোড়া থেকেই ভয়ে বুদ্ধি-হারা হ'য়ে গেছ্‌লো এবং ভয়ে নালিশ করতে পর্যন্ত সাহস পেতো না সেই হেতু এইসব উপদ্রব চালিয়েও অত্যাচারকারী বদ্ ছেলেগুলো সেজন্যে ভয় পাবার কোনো কারণ দেখ্‌তো না।

শুধু, ইহুদী ছেলেগুলোর মুখের মনমরা হতাশ ভাব, তাদের ভীতু ভীতু চালচলন, তাদের মুখ ফুটে কথাটি কইবার পর্যন্ত সাহসের অভাব, কিংবা

শিক্ষকদের নিজেদের ভেতর যেসব আলোচনা হোতো তাই নিয়ে চালু গুজবের যেটুকু 'আভাস-ইঙ্গিত' ভেসে আস্তো—সেই সব থেকেই যা' তাদের দুরবস্থাটা কিঞ্চিৎ অনুমান ক'রে নেওয়া যেতো।

কিন্তু তা ব'লে, জিম্মিদের একটা গোটা দলের ওপর এইভাবে যে ধারাবাহিক উৎপীড়নটা চ'লেছিলো তার সবকটাকেই আগাগোড়া বরাবর ধামাচাপা দিয়ে রাখাও তো সম্ভব ছিল না। তাই শেষে একটা সময় এলো যখন কলোনির মধ্যেকার ঐ 'ঝাঁঝালো' সেমিটিক-বিদ্বেষের খবরটা কারুর আর জান্তে বাকি রইলো না। 'চাঁই' 'হাম্লা-বাজ্'গুলোর নাম পর্যন্ত বার ক'রে ফেলা গেল। তাঁরা হ'চ্চেন সব, আমাদের পুরোনো বন্ধুগোষ্ঠি—বুরুন, মিত্যাগিন, ভলোখভ্ আর প্রিখোদ্কো। সেরা 'পান্ডাগিরি'র 'মালিকানা' ছিল অবশ্য দুটি ছেলের—ওসাদ্চি আর তারানেৎস্।

'চন্মনে' রকমের 'জ্যান্ত'ভাব, 'রাম-ফক্কড়' আর 'এলেমদার', 'জোগাড়ে' ছেলে ব'লে, অনেকদিন আগেই কলোনির ছেলেদের মধ্যে একেবারে 'পয়লা' সারিতে ঠাঁই পেয়েছিল, তারানেৎস্। তবে ওর চেয়ে বড় বড় ছেলেদের দলটা এসে অবধি ওর কর্মক্ষেত্রের গন্ডীটা কিছু খাটো হ'য়ে প'ড়েছিল। ওর 'দাপট ফলাবার' প্রবৃত্তিটা ফুটে বেরোবার একটা পথ পেয়ে গেল এই ইহুদী ছেলেগুলোকে ঘাব্ড়ে দেওয়া আর নির্যাতিত করার ভেতর দিয়ে। ওসাদ্চির বয়েস ষোলো; 'গুজ্গুজে', খুঁতখুঁতে, 'পাঠ্ঠা জোয়ান' আর একদম 'ব'খে-যাওয়া' ছেলে সে। নিজের অতীত জীবন নিয়ে তার খুব 'বড়াই' ছিলো। তার কারণ অবশ্য এ নয় যে, তার মধ্যে সে খুব একটা 'বাহারে চটক' দেখ্তো। আসলে সেটা ছিল তার নিছক গোঁয়ার্তুমি, কেননা সেটা একান্ত তার নিজেরই অতীত! আর তা' নিয়ে, সে নিজে ছাড়া আর কার কী বলার এখতিয়ার আছে ?

জীবনটাকে চেখে দেখ্তে হয কেমন ক'রে, ওসাদ্চি তা জান্তো। দিনগুলো তার কোনো না কোনো রকম ফুর্তি না ক'রেই যাতে না কাটে, সেদিকে তার খুব খেয়াল থাক্তো। ফুর্তির ব্যাপারে তার বাছ্বিচার বড়ো ছিল না। মাঝে মাঝে এক-আধবার পিরোগোভ্কায় 'ঢুঁ' মেরে আস্তে পেলেই সে খুসি থাকতো। পিরোগোভ্কা ছিল শহরের একেবারে কাছ-ঘেঁসা একটা গাঁ। কিছু বা কুলাক আর কিছু বা ছোটোখাটো ব্যবসার মালিকের দল মিলিয়েই ছিল সে-গাঁয়ের যত বাসিন্দা। সে-কালটাতে 'অঢেল' রূপসী মেয়ে আর সামোগন-এর জন্যে পিরোগোভ্কা জায়গাটার কিছু 'নামডাক' ছিল। আর ঐ সবের ওপর 'টান্'টাতেই ছিল ওসাদ্চির আসল 'মজা'। আর তার সঙ্গে একেবারে

জোট্-এর পায়রার মতন সর্বদা লেপ্‌টে থাক্‌তো গালাতেঙ্কো। সারা কলোনির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্মীছাড়া দুখ-চেটে আর রাক্ষুসে পেটুক ব'লে এই গালাতেঙ্কোর ছিল দারুণ বদ্‌নাম।

মাথার সামনের দিকে ওসাদ্‌টি রেখেছিল 'ইয়া' এক সাধের ঝুঁটি। এই ঝুঁটির জ্বালায় আশপাশের দুনিয়ার অনেকখানি অংশই তার নজরের আড়ালে থেকে যেতো। কিন্তু তেম্‌নি আবার এই 'লম্বা তেড়ি'টাই যে পিরোগোভ্‌কার মেয়েগুলোর কাছ থেকে আদর কাড়বার পক্ষে তার এক মস্ত মূলধন ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। যখনই তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার পড়্‌তো তখনই দেখ্‌তুম সে বেশ 'ব্যাজার' হ'য়ে ওই চুলের 'ঝুঁটি'র তলা থেকে আমার দিকে তাকাচ্ছে। পিরোগোভ্‌কায় আমি তাকে যেতে দিতে চাইতুম না; উল্‌টে সর্বদা কলোনির ব্যাপারে তার আরও বেশি মনোযোগের দাবিটাকেই আমি আঁক্‌ড়ে থাকতুম।

ইহুদী ছেলেগুলোর প্রধান উৎপীড়ক হ'য়ে উঠ্‌লো এই ওসাদ্‌চি। তবে তাকে ঠিক সেমিটিক-বিদ্বেষী বলা কিন্তু মোটেই ঠিক হবে না। ইহুদী ছেলেগুলোর ওই অসহায় অবস্থার জন্যে, তাদের পীড়ন ক'রে পার পাওয়া যেতো ব'লেই তার নিজস্ব 'চাষাড়ে ইয়ার্কি' আর 'মাতব্বরি' ক'রে কলোনিতে 'জাঁকিয়ে' বেড়াবার তার সুবিধে হোতো।

আমাদের ওই 'ইহুদী-জ্বালানে'গুলোর ওপর প্রকাশ্যে 'জেহাদ্‌' ঘোষণা করার আগে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের বার-দুয়েক ভেবে নিতে হোলো। কেননা 'ফস্‌' ক'রে ওই রকম একটা 'জেহাদ্‌' ঘোষণা ক'রে দিলে তাতে ইহুদী ছেলেগুলোর ওপরেই তার ফল আরও সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। ওসাদ্‌চির মতন ছেলেকে ওদিক দিয়ে ওভাবে হঠাৎ 'ঘাঁটালে' সে হয়তো শেষটা ছোরাছুরি চালাতেও 'পরোয়া' করবে না। তাই, হয়, আগে সব দিক দিয়ে 'আটঘাট' বেঁধে 'তলে তলে' একটু একটু ক'রে এগোনো দরকার, আর নয় তো, আচম্‌কা একেবারেই বারুদের মতন ফেটে প'ড়ে একটি মাত্র 'ঝট্‌কা'য় সব ব্যাপারের নিষ্পত্তি ক'রে ফেলা চাই।

আমি প্রথম পদ্ধতিটা দিয়েই 'পরখ' করতে চেষ্টা করলুম। আমার মৎলব ছিলো ওসাদ্‌চি আর তারানেৎস্‌কে আলাদা ক'রে দেওয়া। কারাবানভ্‌, মিত্যাগিন, প্রিখোদ্‌কো আর বুরুন—এরা সব আমার 'মিতে' হ'য়ে উঠেছিল ব'লেই আমি আশা করেছিলুম, এ ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে আমি বেশ খানিকটা 'ঠেস্‌' (Support) পাবো। কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমি শুধু এইটুকু পেলুম যে তারা প্রতিশ্রুতি দিলে তারা নিজেরা আর ইহুদী ছেলেগুলোর সঙ্গে লাগ্‌তে

যাবে না। সেই সংগে স্রেফ্ একথাও ব'লে দিলেঃ

"ক'জনের হাত থেকে আর ওদের বাঁচাতে যাই বলুন? গোটা কলোনির হাত থেকে কি আর কখনো ওদের বাঁচানো যায়?"

"সে কথা হ'চ্ছে না, সেমিওন!"—আমি বললুম—"কাদের কথা বল্‌চি, তাতো ভালোই জানো!"

"ভালো, আই-ই যদি করি?" ধরুন, আমি নয় ওদের হ'য়েই রুখে দাঁড়ালুম। কিন্তু তাই ব'লে অস্ত্রমুখভ্‌কে আমি তো আর সর্বক্ষণ সংগে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পারি না! পারি কি? বলুন! তাহ'লেই, সে-ই তো ওরা ওকে বাগে পাবে! আর বাগে একবার পেলে তখন তো আরও বেশি ক'রে 'ধোলাই' দেবে!"

মিত্যাগিন তো স্পষ্টই ব'লে দিলেঃ

"আমি এতে কিছুই করতে পারবো না—ও আমার ধাতে নেই—তবে আমি নিজে ওদের আর কিছু 'বল্‌বো' না। ওদের সংগে লাগ্‌তে যাওয়ার আমার দরকারটাই বা কিসের?"

আমার মনোভাবের ওপর সহানুভূতি, দেখলুম, এ-দলের মধ্যে আর সবার চেয়ে জাদোরভেরই সবচেয়ে বেশি, কিন্তু সে-ও ওসাদ্‌চির মতন ছেলের বিরুদ্ধে খোলাখুলি 'লড়াই' 'হে'কে দিতে' পার্‌লে না।

"খুব মোক্ষম রকমের একটা কিছু করা দরকার বটে,"—সে বল্‌লে—"কিন্তু কী যে ঠিক করা যায়, সেটা ভেবে পাচ্ছি না। যেম্‌নি আপনার কাছ থেকে, তেম্‌নি আমার কাছ থেকেও ওরা সবই চেপে রাখে। আমার সাম্‌নে তো কাউকে ছোঁয় না!"

ইতিমধ্যে ইহুদীদের সম্পর্কে ব্যাপারটা দিনের দিন আরও খারাপ হ'য়ে চলেছিলো। আজকাল প্রায় প্রত্যেক দিনই ইহুদী ছেলেগুলোর গায়ে নতুন নতুন 'কালশিটে' দেখা যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু জিগ্যেস করতে গেলে তারা পীড়নকারীর নাম ক'রতে চায় না। ওসাদ্‌চি তার মাথার সাম্‌নের দিকে ইয়া লম্বা ঝুঁটির তলা দিয়ে আমার দিকে আর শিক্ষকদের দিকে উদ্ধতভাবে তাকাতে তাকাতে 'কলোনি'ময়, বুক চিতিয়ে, মাথা চাড়া দিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

"ষাঁড়ের শিঙ্‌কে বাগিয়ে ধরাই ভালো"—ঠিক ক'রে নিয়ে আমি তাকে অফিসে ডেকে পাঠালুম। সমস্ত নালিশটাই সে 'সাফ্' উড়িয়ে দিলে। এটা সে ক'রলে স্রেফ্ সুবিধেরই খাতিরে। আসলে কিন্তু তার সম্বন্ধে আমি কী ভাবলুম না ভাবলুম তার সে কোনো 'তোয়াক্কা'ই করলে না।

"তুমি রোজ ওদের মার-ধোর করো!"

"আদপেই না!"—সে নির্লিপ্তের মতন বল্‌লে।

ভয় দেখাল্‌ম, তাকে কলোনি থেকে তাড়াবো।

"ভালো, তাড়ান!"

কলোনি থেকে কাউকে তাড়াতে যাওয়া যে কী দীর্ঘকালব্যাপী একটা ছ্যাঁচড়া ঝকমারির কাজ তা' সে খ্‌ব ভালো ক'রেই জান্‌তো। কমিশনের কাছে অসংখ্য দরখাস্ত পাঠিয়ে যেতে হবে, যতো রকমের ফর্ম্‌ আর ফিরিস্তি আছে তা' সবই লিখে পাঠাতে হবে, আর একপাল সাক্ষী-সাব্‌দকে তো বটেই, স্বয়ং ওসাদ্‌চিকেও বারে বারে ক্রমাগতই জিগেস্‌-পড়া জবানবন্দীর জন্যে পাঠাতে হবে।

তাছাড়া এখন আর শ্‌ধ্‌মাত্র ওসাদ্‌চিকে নিয়েই আমার মাথাব্যথা নয়। ইতিমধ্যে দেখি সারা কলোনির সকলেরই নজর প'ড়ে র'য়েচে তার কান্ড-কারখানার ওপর; তার মধ্যে আবার অনেকের বেশ 'সায়'ও আছে এতে; বেশ খাতিরের চোখেই দেখ্‌চে তারা ওর এই সব কাজ-কারবার! সে অবস্থায় ওকে কলোনি থেকে তাড়ানো মানে 'শহীদ্‌'-বীর ওসাদ্‌চির একটা স্থায়ী স্ম্‌তির র্‌প দিয়ে ওই ইহ্‌দী-বিদ্বেষী মনোভাবটাকেই শ্‌ধ্‌ বরাবরের জন্যে লালিত হ'তে দেওয়া; যেমন, "ওসাদ্‌চি কোনো কিছ্‌তেই ভয় খেতো না," "মান্যগণ্য হিসেবে কাউকেই ধর্তব্যের মধ্যে আন্‌তো না," "ইহ্‌দীগ্‌লোকে 'রাম-ধোলাই' দিয়ে 'ঠান্ডা' বানিয়ে রাখ্‌তো—আর সেই জন্যেই বেচারাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো" ইত্যাদি। তা'ছাড়া একা কেবল ওসাদ্‌চিই যে ইহ্‌দী ছেলেগ্‌লোকে জ্বালিয়ে খেতো, তা-ও তো নয়। তারানেৎস্‌ ওসাদ্‌চির চেয়ে যে অনেক কম 'দজ্জাল' ছিলো, তা' ঠিকই; কিন্তু নতুন নতুন ফন্দি আবিষ্কারে আর ক্‌ট-কৌশল ধ্‌র্তামিতে সেটা আবার ছিল তেম্‌নি 'দড়ো'। সে তাদের মার-ধোর করার ধার দিয়েও যেতো না বরং অন্য ছেলেদের সাম্‌নে ইহ্‌দী ছেলেগ্‌লোকে আদর-টাদর করারই ভান করতো। কিন্তু সে-ই আবার, রাত্তিরে যখন সবাই ঘ্‌মোতো, তখন ইহ্‌দী ছেলেগ্‌লোর পায়ের আঙ্‌লের ফাঁকে কাগজের ট্‌ক্‌রো গ‍্‌জে, তাতে আগ্‌ন ধরিয়ে দিয়েই চট্‌ ক'রে নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে 'ঘাপ্‌টি' মেরে শ্‌য়ে 'মট্‌কা' মেরে প'ড়ে ঘ্‌মোবার ভান করতো; নয়তো একটা চুলছাঁটা 'ক্লিপার' জোগাড় ক'রে ফেদোরেঙ্কো কিংবা ওই ধরনের 'হাম্‌দো' গোছের কোনো ছেলের হাতে সেটা গ‍্‌জে দিয়ে তাদের উস্কে দিতো, হয়তো শনাইডারের মাথার একটা দিকের 'চুল'কে একেবারে গোড়া ঘেঁসিয়ে মাথার তেলো পর্যন্ত কামিয়ে দিতে। ওই-ট্‌কু যেই কামানো হোতো অমনি সে ব'লে বস্‌তো, "ওই যা! ক্লিপারটা তো

বিগ্‌ড়েচে! আর চুল কাট্‌চে না এতে; যা' ভাগ্‌!" তারপর শ্নাইডার বেচারা সেই মূর্তি নিয়ে 'টিট্‌কিরি'র জ্বালায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তার পিছু পিছু কাঙালের মতো ছুটে বেড়াতো তার চুলের বাকি দিকটা ছেঁটে দেবার জন্যে।

এই সব দুর্ভাগ্যের কবল থেকে তাদের মুক্তিটা এলো অপ্রত্যাশিতভাবেই। আর সেটা আবার কলোনির পক্ষে গৌরবেরও নয়।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার অফিসঘরের দরজাটা খুলে গেল, আর ঘরে এসে ঢুক্‌লো আইভান আইভানোভিচ্‌, অস্ত্রমুখভ্‌ আর শ্নাইডারকে সঙ্গে নিয়ে। দেখি, তারা একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্চে, মুখ দিয়েও কেবলই রক্ত তুল্‌চে! অথচ অত্যাচার উৎপীড়ন স'য়ে স'য়ে তাদের এমনই অবস্থা হ'য়েচে আজকাল, যে, এতেও তারা কাঁদ্‌চে না তবু!

"ওসাদ্‌চি?"—আমি জিগেস্‌ করলুম।

যে-শিক্ষকের সেদিন 'ডিউটি' ছিল তিনি বল্‌লেন, শ্নাইডারের আজ খাওয়ার ঘরে পরিবেশন করার 'ডিউটি' ছিল। খাওয়ার সময়ে সারাটাক্ষণ 'ওসাদ্‌চি' তাকে হাজারো রকমে জ্বালিয়ে খেয়েচে, প্লেটভর্তি খাবার নিয়ে সে যখন সবাইকে খাবার 'বিলি' করছিল তখন বারে বারে তাকে দিয়ে খাবারের প্লেট ফেরত্‌ পাঠিয়েচে, তার আনা রুটি পছন্দ হয়নি ব'লে বারে বারে তাকে দিয়ে রুটি বদ্‌লে আনিয়েচে; আর শেষকালে 'ঝোল' পরিবেশন করার সময় দৈবক্রমে ঝোলের প্লেটে শ্নাইডারের বুড়ো আঙুলের ডগাটা একটু ডুবে গেছ্‌লো ব'লে, ওসাদ্‌চি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে ডিউটিতে রত শিক্ষকের সাম্‌নে, কলোনিসুদ্ধু সকলের সাম্‌নে,—শ্নাইডারের মুখে ঘুসি মেরেছে! শ্নাইডার নিজে হয়তো ব্যাপারটাকে চেপেই যেতো, কিন্তু যে-শিক্ষকের ডিউটি ছিল তিনি তো আর ভয় ক'রে বা খাতির ক'রে চল্‌তে বাধ্য নন! আর তা ছাড়া এর আগে কেউ কোনও শিক্ষকেব সামনে ওভাবে কারু গায়ে হাত তুল্‌তে সাহস করেনি। আইভান আইভানোভিচ্‌, ওসাদ্‌চিকে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে আর অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে হুকুম দেয়। ওসাদ্‌চি তাতে খাবার ঘরেব দরজার দিকে এগিয়ে যায় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে গিয়ে ব'লে ওঠে:

"ডিরেক্টরের কাছে আমি যাবো বটে কিন্তু তার আগে আমি ওই 'আইকি'টাকে দস্তুরমতো গান গাইয়ে ছাড়্‌বো।"

আর, ঠিক এই জায়গায় এসে, ছোটোখাটো একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘ'টে গেল। অস্ত্রমুখভ্‌—যার নাকি ওই ইহুদী ছেলেগুলোর মধ্যেও সবচেয়ে নিরীহ

ব'লে খ্যাতি ছিল, সেই মানুষই হঠাৎ টেবিলের সামনে থেকে একলাফে এগিয়ে গিয়ে একেবারে ওসাদ্‌চির ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো। চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো ঃ "ওকে মার্‌তে আমি তোমায় দেবো না কিছুতে!"

এর ফল হোলো এই যে অস্ত্রমুখভ্‌ তো সেইখানে, সেই খাবার ঘরের মধ্যেই ওসাদ্‌চির হাতে বেধড়ক পিটুনি খেলে উপরন্তু ওসাদ্‌চি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার ওপরেই ভয়ে-জড়োসড়ো-হয়ে-বসেপড়া শ্নাইডারকে পেয়ে তার মুখের ওপর এমন প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকড়ালে যে, তার একটা মজবুত কাঁচা দাঁত উপড়ে বেরিয়ে গেল! তারপরে ওসাদ্‌চি আমার কাছে আস্‌তে অস্বীকার ক'রে বস্‌লো।

আমার অফিসঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্ত্রমুখভ্‌ আর শ্নাইডার দুজনেই তাদের দুঃস্থ কদাকার জামার হাতায় রক্ত মুছ্‌তে গিয়ে কেবলই মুখময় রক্ত ন্যাব্‌ড়াতে লাগলো, তবু একফোঁটা কাঁদ্‌লে না—তারা তাদের দুর্ভাগ্যটা এমন ক'রেই মেনে নিয়েছিলো! আমার দৃঢ় ধারণা হোলো যে আমি যদি এক ঝোঁকে এসব ব্যাপারকে এখনই একেবারে থামিয়ে না দিই, তা'হলে হয় প্রাণের দায়েই ইহুদী ছেলেগুলোকে চট্‌পট্‌ সব চোঁ চাঁ চম্পট্‌ দিতে হবে, আর নইলে তাদের সত্যিসত্যিই ম'রে যাবার জন্যে তৈরি থাক্‌তে হবে। আর যেটাতে সবচেয়ে বেশি দ'মে গিয়ে আমার রক্ত একেবারে 'হিম' হ'য়ে গেল সেটা এই যে, খাবার ঘরে এই নৃশংস মারণতাণ্ডবের দাপটটাকেও অন্য ছেলেরা—এমন কি, স্বয়ং জাদোরভ্‌ পর্যন্ত—কী রকম নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের সঙ্গে স'য়ে গেল! সে মুহূর্তে আমার মনে হোলো আমি একা, একেবারে একা!—কলোনির প্রথম দিনগুলোতে আমি যেমন একা ছিলুম—ঠিক সেই রকমই একা। কিন্তু সেদিন আমি কোনো দিক থেকে কোনো 'ঠেস্‌'—কোনো সহানুভূতিই প্রত্যাশা করিনি। সে একাকীত্বটা ছিল একটা স্বাভাবিক একাকীত্ব—সেটাকে আমি অবধারিত ব'লে মেনেই নিয়েছিলুম। আর এখন? এখন আমি গোল্লায় গেছি, আমারই 'জিম্মি'গুলোর কাছ থেকে ক্রমাগত সহযোগিতা পাওয়াটাই আমার মজ্জাগত একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে!

ততক্ষণে নির্যাতিত ছেলেদুটো ছাড়া আরও কয়েকজন আমার অফিসে এসে প'ড়েছিলো।

"ডাকো ওসাদ্‌চিকে,"—বল্লুম তাদের মধ্যে একজনকে।

তখন আমি প্রায় ধ'রেই নিয়েছিলুম যে ওসাদ্‌চি ততক্ষণে দাঁতে দাঁতে 'কষ্‌' এ'টে ব'সেচে, কাজেই আমি 'ডাক্‌চি' শুনেও আস্‌তে চাইবে না। তাই আমি ঠিক ক'রেছিলুম যে আমি নিজেই তাকে নিয়ে আস্‌বো, তাতে যদি

রিভলভার বার করতে হয় তো তা-ও স্বীকার।

কিন্তু ওসাদ্‌চি এলো। গায়ের জ্যাকেটটাকে আল্‌গা ক'রে কাঁধের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ট্রাউজারের দুই পকেটে দু'হাত ভ'রে, ছ'ট্‌কে এসে সে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো; তেড়ে ঢোকবার সময় তার ধাক্কায় একখানা চেয়ার উল্‌টে প'ড়ে গেল। তারই সঙ্গ ধ'রে আবার ঘরে এসে ঢুক্‌লো তারানেৎস্‌-ও। তারানেৎস্‌ এমন একটা ভাবভঙ্গির চেষ্টা করলে যে ব্যাপারটা যেন ভয়ানক একখানা তামাসাই! আর সে তা-ই এসেচে একটুখানি মজার দৃশ্য উপভোগ ক'রতে।

ওসাদ্‌চি ঘাড় বেঁকিয়ে কাঁধ টপ্‌কে তার চাউনিটা আমার দিকে 'চালান' ক'রে দিয়ে বল্‌লেঃ

"এই তো এসিচি...হয়েচেটা কি?"

আমি শনাইডার আর অস্ত্রমুখভ্‌-এর দিকে দেখিয়ে দিলুম।

"এ—ই মাত্তর্‌? চ্যাংড়া একজোড়া ইহুদী বাচ্ছা? আমি ভেবেছিলুম বুঝি সত্যি সত্যি আপনি আমাকে কিছু দেখাতে চান!"

ব্যস্‌! প্রচণ্ড আওয়াজে এক বিস্ফোরণ ঘ'টে আমার পায়ের নিচে থেকে শিক্ষকতার মাটিটা হঠাৎ সরে গেল। আমার মনে হোলো মূর্তিটা আমার মানুষের মতনই থাক্‌লেও ভেতরটা যেন আমার একদম ফোঁপরা হ'য়ে গেল! আমার টেবিলের ওপরে হিসেব করার যে গুটি-পরানো ভারি ফ্রেমের যন্ত্রটা (abacus) প'ড়েছিলো, সেইটে হঠাৎ ওসাদ্‌চির মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুটে গেল। লক্ষ্য অবশ্য আমার ব্যর্থ হোলো; ভারী ফ্রেমটা দড়াম ক'রে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মেঝেয় প'ড়ে গেল।

রাগে জ্ঞানহারা হ'য়ে আমি আর কোনো যা হয় একটা ভারি জিনিস কিছু পাবার জন্যে টেবিলের ওপরটা একবার হাতড়ালুম কিন্তু তার বদলে শেষে হঠাৎ একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে ওসাদ্‌চির দিকে তেড়ে গেলুম। আতঙ্কে সে দরজার দিকে ছুট্‌তে গেল কিন্তু কাঁধের কোটটা মাটিতে প'ড়ে তার পায়ে জড়িয়ে যাওয়াতে সে প'ড়ে গেল।

আমার জ্ঞান ফিরে এলো; দেখি কে যেন আমার কাঁধ ধ'রে টান্‌চে। মুখ ফিরিয়ে দেখি জাদোরভ্‌ হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেঃ

"ওই শুয়ারটা এতখানির যোগ্যই নয়!"

ওসাদ্‌চি মেঝের ওপর ব'সে ব'সে নিচু গলায় নাকিকান্না জুড়ে দিয়েছিল। তারানেৎস্‌ একেবারে মড়ার মতন 'ফ্যাকাশে মেরে' জানলার তলাণ্ডিটার ওপর কাঠ হ'য়ে বসেছিল; দেখি, ঠোঁটদুটো তার থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপচে!

"তুইও এই বাচ্ছাগুলোর ওপর 'হামলা' করিস!"—বল্লুম তাকে।

"আমি কথা দিচ্ছি আর কক্ষণো কর্‌বো না!"

"দূর হ'য়ে যা' এখান থেকে!"

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরেই সে চম্পট দিলে।

অবশেষে ওসাদ্‌চি খাড়া হ'য়ে উঠ্‌লো; একহাতে জামাটা তুলে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে সে তার ত্রাসের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেল্‌লে—মানে, একটি ফোঁটা চোখের জল আস্তে আস্তে তার নোংরা গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আস্‌ছিল। তারপর শান্ত গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকালে।

"জুতো-মেরামতের ঘরে চারদিন শুধু রুটি-জল খেয়ে বন্দী থাক্‌বি!"

"বেশ—তাই করবো।"

বন্দীদশার দ্বিতীয় দিন সে জুতো-মেরামতের ঘরে আমায় ডেকে বল্‌লেঃ

"আমি আর কখনও এমন কাজ করবো না; মাপ করবেন আমায়?"

"মেয়াদটা আগে শেষ হোক—তার পর মাপের কথা হবে।"

চারদিন কেটে যেতে সে আর মাপ-টাপের কথা না তুলে শুধু গোঁ ভরে বল্‌লেঃ

"আমি যাচ্ছি।"

"যাও, তাহ'লে।"

"আমার কাগজ-পত্তরগুলো দিন।"

"কাগজ-ফাগজ্‌ কিচ্ছু পাবে না।"

"বিদায়, তবে!"

"বিদায়।"

১৪
শুভেচ্ছা পরিপোষক দোয়াত

ওসাদ্‌চি কোথায় গেল, তা' আমরা জানলুম না। কেউ বল্‌লে, সে তাশকেন্ত্‌ গেছে; সেখানে সব সস্তা; ফূর্তি লোট্‌বার খুব সুবিধে। আবার কেউ বল্‌লে আমাদের শহরে ওসাদ্‌চির কে যেন আছে, কাকা না মামা; কিম্বা এও নাকি হ'তে পারে যে, সে-লোকটা ওর এক গাড়োয়ান 'মিতে'-ই শুধু।

এই যে টাট্‌কা ধাক্কাটা খেয়ে মাস্টারির ব্যাপারে আবার আমি খানিকটা পেছিয়ে গেলুম এর পরে আবার আমি আমার মনের ভারসাম্যটাকে কী ক'রে যে ফিরে পাবো, তা' বুঝতে পারছিলুম না। ছেলেরা প্রশ্নের বোমা মেরে মেরে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লেঃ—আমি ওসাদ্‌চির কোনো খোঁজ পেলুম নাকি?

"ওসাদ্‌চি তোমাদের কে, যে তাকে নিয়ে এতটা 'হেদিয়ে' সারা হোচ্চো?"

"হেদিয়ে সারা আমরা হইনি"—বল্‌লে কারাবানভ্‌, "তবে কিনা, সে থাক্‌লে বেশ হোতো! আপনার পক্ষে সেটা ভালো হোতো।"

"কী বল্‌চো, বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

কারাবানভ্‌ আমার দিকে 'মেফিস্টোফেলিস্‌'-এর দৃষ্টিতে তাকালে।

"ভেতোরে-ভেতোরে আপনার বোধ হয় খুব ভালো লাগ্‌চে না...মানে, আপনার আত্মা কষ্ট পাচ্ছে!"

আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুমঃ "আ—খেলে যা! আবার আত্মা-টাত্মার কথা পাড়ে যে! বলি, বল্‌তে চাও কী? আমার আত্মাটাকে তোমার মুঠোয় তুলে দিতে হবে নাকি এখুনি?"

কারাবানভ্‌ আমার কাছ থেকে চুপ্‌চাপ স'রে পড়্‌লো।

কলোনি ইতিমধ্যে পুরো দমে জীবন-চাঞ্চল্যে স্পন্দিত হ'য়ে চ'লেচে।

আমার চারিপাশে ধ্বনিত হ'চ্চে এর চিত্ত-চমৎকারী সঙ্গীত। আমি আমার জানলার নিচে থেকে ভেসে-আসা কত কী শুন্‌তে পাই! (ব্যাপারটা কী তা ঠিক বল্‌তে পারি না কিন্তু আমার যেন মনে হোতো সবাই ঠিক আমার জানলাটারই নিচে এসে জড়ো হয়)। দিনের কাজের মাঝে মাঝে নানা রকমের ঠাট্টা-তামাসা, খেয়াল-খুসির কথার ছেদ। তর্কাতর্কি বকাঝকা হৈ-হল্লার নাম-গন্ধ নেই। তারপর একদিন, খুব দুর্বল রুগীকে নার্স্ যেমন ক'রে সান্ত্বনা দেয়,—তেমনি ক'রে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এসে আমায় বল্‌লে, "অমন, ক'রে ভেবে ভেবে বুকের রোগ দাঁড়িয়ে যাবে যে!—ভাবা ছাড়ুন, সব কেটে যাবে!"

"না, না,—আমি ভাবিনি! কেটে যাবে তো বটেই! তারপর? কলোনির খবর কী?"

সে বল্‌লে, "আমি নিজেই ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চি না। কলোনিতে সবই তো বেশ, এখন! সম্পর্কও সবার মধ্যে ভালই। ইহুদী ছেলেগুলো এখন সবারই খুব 'পেটোয়া' হ'য়ে উঠেছে—যা' সব ঘ'টে গেল তাতে সবাই দস্তুর মতো ঘাব্‌ড়ে গেছে বটে, তবে কাজকর্ম সব ভালই ত ক'রচে।—শুধু যা',—ছেলেগুলো একটু যেন বেশি লজ্জায় প'ড়ে গেছে! আপনি বিশ্বাস ক'রবেন? বড়ো ছেলেগুলো আজকাল ওদের স্রেফ্ আদর ক'রতে শুরু ক'রেচে! মিত্যাগিন তো ওদের সম্পর্কে একেবারে ব্যস্ত-সমস্ত তটস্থ হ'য়েই বেড়ায়—যেন সে-ই ওদের ধাই-মা হ'য়ে উঠেচে! এই তো সেদিন, নিজে হাতে শ্লেইসারের চুল ছে'টে দিলে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে চান করালে, তার জামায় বোতাম টি'কে দিলে, পর্যন্ত!"

কাটছিলো তো সব ভালভাবেই। হ্যাঁ। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানীর আত্মার কথাটা? সে বস্তুটাকে হাওয়ায়, নিঃসীম শূন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল—তার মধ্যে চিন্তা আর অনুভূতিগুলো জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বিষম দাপাদাপি শুরু ক'রে দিয়েছিল। একটা প্রশ্ন বিশেষ ক'রেই আমার পিছু নিয়েছিল—সেটা এই যে, আমি কি কোনোদিনই,—আসল রহস্যটা কোথায় লুকোনো র'য়েচে তা' জান্‌তে পারবো না? এক এক সময় এ-ও মনে হ'য়েচে যে, এসে তো গেছে সব কিছুই আমার হাতের মধ্যে—এখন শুধু আমার, সেগুলোকে গুছিয়ে তুলে নেওয়াটাই যা' বাকি। কিন্তু যখন আবার অনেক ছেলেরই চোখে যেন একটা নতুনতরো দৃষ্টির আভাস পেতুম—তখনই আবার সব কিছু হুড়মুড়িয়ে ভেঙে প'ড়ে তছনচ্ হ'য়ে যেতো। ত' হ'লে কী, আবার আমাদের একেবারে গোড়া থেকেই সব কিছু শুরু করতে হবে? শিক্ষণবিদ্যার কলা-কৌশলটা এখনও

অতোটা লজ্জাকর রকম নিম্নস্তরেই আবন্ধ হ'য়ে র'য়েচে দেখে, আর আমার নিজেরও কলাকৌশলের 'এলেমের' অতোখানি অভাব র'য়েচে দেখেই, আমার রাগ ধ'রে গেছ্‌লো। তাই আমি তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে শিক্ষণ-বিজ্ঞান সম্পর্কে ভাব্‌তে ব'সে গেলুম।

ভাব্‌ছিলুম, " ক'হাজার বছর কাট্‌লো, এই নিয়ে ?" এত যে নাম, এত যে ঝল্‌মলে সব পরিকল্পনা—পেস্তালোৎসি, রুশো, নাতোর্প্‌, ব্লন্‌স্কি! কত না বই, কত না 'রীম' 'রীম' কাগজ, কত নামডাক সব! আর তবুও কিনা, সবই ফাঁকা! এত যে সব ব্যাপার—এ-সবও আসলে কিনা, কিছুই না? একটা বাচ্ছা বদ্‌মায়েস্‌কে নিয়ে কী করা যায়, তা' কিনা, কেউই আমায় বুঝিয়ে দিতে পারলে না? আসলে,—নিয়ম-পদ্ধতি উপায়-পন্থা, যুক্তি-টুক্তি —কিছুই কিছু নয়! সবই শুধু গলাভরা-ভরা যতো রাজ্যের ছে'দো চটকদার কথার ভড়ং!

ওসাদ্‌চিকে নিয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। আমি তাকে 'বিলেৎ-প'ড়ে-যাওয়া' হিসেবের মধ্যেই ফেলে দিয়েছিলুম—ধ'রেই নিয়েছিলুম ও টাকা আর আদায় হবার নয়। যেকোনও বড় ব্যাপারেই, যে-সব ঝড়্‌তি-পড়্‌তি ক্ষয়-ক্ষতিকে রোধ করা যায় না, অবশ্যম্ভাবী ব'লে মেনে নিতে হয়,—ওকে আমি তারই মধ্যে ধরে নিয়েছিলুম। তার যাত্রার ঢঙ্‌-এর বিদায় নেওয়াটাও আমার মনে তেমন কোনো 'ছাপ্‌' দিতে পারে নি।

তাছাড়া অল্পদিনের মধ্যেই ফিরেও এলো সে।

আর, তার পরে আমাদের ওপর এমন বিপদ এলো, যার বিবরণ শুনে হাড়ে হাড়ে আমার মালুম হোলো যে 'লোকের চুল-খাড়া-হ'য়ে-ওঠা' কথাটার সত্যিকার মানেটা কী।

এক নিস্তব্ধ শীতের রাত্রে গোর্কি কলোনির একদল ছেলে,—ওসাদ্‌চিও তার মধ্যে ছিলো—পিরোগোভ্‌কার ছোক্‌রাদের সঙ্গে এক ঝগড়ার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়্‌লো। তারপর সেই ঝগড়াটা আবাব শেষ পর্যন্ত দস্তুরমত যুদ্ধে পরিণত হোলো। হাতিয়ার হিসেবে আমাদের দল সে-যুদ্ধে ব্যবহার করলে ঠাণ্ডা ইস্পাত (ফিনিশ ছুরি) আর বিপক্ষ দল ব্যবহার করলে আগ্নেয়াস্ত্র—ঘরে-বানানো করাত-কাটা রাইফেল। আমাদের দলের জয় হ'য়ে লড়াই খতম্‌ হোলো। গাঁয়ের ছেলেগুলো রাস্তার মোড়ে ঘাঁটি গেড়েছিল; আমাদের ছেলেরা তেড়ে গিয়ে তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দিলে। আমাদের ছেলেদের 'দাপট্‌' সইতে না পেরে তারা অতি লজ্জাকরভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গিয়ে ঢুকলো—একেবারে গ্রাম-সোহিবুয়েতের আপিস-বাড়িটার মধ্যে। সেখানে

ঢুকে তারা সব ক'টা দরজা-জানলাতে ছিটকিনি আর খিল্-টিল্ এ'টে বসে রইলো। আমাদের ঝঞ্ঝাবাহিনী রাত তিনটে নাগাদ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গ্রাম-সোহিবয়েৎটা পুরোপুরি দখল ক'রে নিলে—দরজা-জানলা সব ভেঙে পিল্-পিল্ ক'রে ভেতরে ঢুকে প'ড়ে। লড়াইটা তখন কেবল পলায়নপর শত্রুদের পিছু-ধাওয়া করার গিয়ে দাঁড়ালো। গাঁয়ের ছেলেরা ঐসব ভাঙা দরজা আর জানলা দিয়ে বেরিয়ে দৌড়ে বাড়ি পালালো। গোর্কি কলোনির ছেলেরা বিজয়োল্লাসে কলোনিতে ফিরে এলো।

এই লড়াই-এর সবচেয়ে খারাপ ফলটা এই দাঁড়ালো যে, এর দরুন গ্রাম-সোহিবয়েৎ-এর বাড়িখানা একেবারে যেন ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল। পরের দিন আর সেখানে কারও কাজ করবার উপায় রইলো না। জানলা-দরজাগুলো তো সব উড়ে সাবাড় হ'য়ে গেছ্লোই, টেবিল বেঞ্চি-টেঞ্চিগুলো পর্যন্ত ভেঙে-চুরে সব একাকার! কাগজপত্র সব লন্ডভন্ড ক'রে মেঝেময় 'ছত্রাকার'—দোয়াতগুলোও সবই গুঁড়িয়ে চুর একেবারে...!

পরের দিন সকালে 'ডাকাতে-ছেলে'গুলো দিব্যি নিরীহ-শিশুটির মতন ঘুম থেকে উঠে যে-যার কাজে লেগে গেল। কিন্তু দুপুরবেলা পিরোগোভ্কা গ্রাম-সোহিবয়েৎ-এর চেয়ারম্যান এসে হাজির হ'য়ে আমায় শুনিয়ে দিলে, আগের রাতের কাহিনী। আমি 'থ' হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম সেই রোগা ডিগ্ডিগে ঠান্ডা-মেজাজী চতুর-চূড়ামণি, ছোট্ট-খাট্টো গাঁয়ের মানুষটির দিকে। আমি বুঝতেই পারলুম না যে, সে মিলিশিয়া ডেকে আমাকে-সুদ্ধু জড়িয়ে এই দুর্বৃত্তগুলোকে গ্রেপ্তার করিয়ে না দিয়ে, আমার সঙ্গে এসে অমন ক'রে গল্প জুড়ে দিতে পারলে কী ক'রে!

কিন্তু চেয়ারম্যানের কথাবার্তায় রাগের চেয়ে দুঃখের ভাবটাই বেশি ক'রে ফুটে উঠ্লো। তার প্রধান উদ্বেগ দেখলুম, এই সব দরজা-জানলা-টেবিল-গুলোকে সারিয়ে দিতে কলোনি রাজি আছে কিনা, তাই নিয়ে। পিরোগোভ্কার চেয়ারম্যানকে কলোনি একজোড়া দোয়াত দিতে পারে কিনা তাই জিগেস ক'রে লোকটা তার কথা শেষ করলে!

কর্তৃপক্ষীয় এই রকম একজন চাঁই-এর কথায় বার্তায় ও-রকম আস্কারা দেবার ভাবটা ফুটে উঠ্চে কেন, তা' ভেবে কোনও কূলকিনারা না পেয়ে আমি বিস্ময়ে একেবারে হাঁদা বনে গেলুম। তারপর আমি ধ'রে নিলুম যে, চেয়ার-ম্যানটিও আমারই মতন, ঘটনাটার ভয়ঙ্কর গুরুত্বটা ঠিক ঠিক মালুম করতে না পেরে—স্রেফ্ একটা কিছু ক'রতে হয় ব'লেই শুধু ব'কে যাচ্ছিলো। আমি নিজেকে দিয়েই তার বিচার ক'রেছিলুম—কেন না আমি নিজে তো বিড়্ বিড়্

ক'রে আজে-বাজে বকা ছাড়া আর কিছুই করার পাইনি।

"অবশ্য, অবশ্য!"—আমি তাকে আশ্বাস দিলুম—"দেবো বৈ কি, আমরাই সব মেরামত করিয়ে দেবো। দোয়াত? তা' বেশ তো, আপনি এইগুলোই নিয়ে যান না!"

চেয়ারম্যান একটা দোয়াত বাঁ হাতে তুলে নিয়ে সাবধানে পেটের ওপর চেপে ধরলে। একটা সাধারণ দোয়াত, উল্‌টে গেলেও—যেগুলোর কালি প'ড়ে যায় না।

"আমরা সমস্ত সারিয়ে দেবো"—আমি আবার বললুম "আমি এখনই একটা লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। কেবল একটা জিনিস—যেটাতে একটু দেরি হবে, সে হ'চ্চে ঐ জানলার কাঁচগুলো;—কাঁচ আন্‌তে আবার, একবার শহরে যাওয়া দরকার কিনা?"

চেয়ারম্যান কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালে আমার দিকে।

"ও! তা', কাল হ'লেও চলবে—যখন কাঁচ আনাতে পারবেন—সেই সময়েই —না হয় সব একসঙ্গে করিয়ে দেবেন?

"উঁ?—হুঁ! তাই ভালো! তাহ'লে কালই হ'বে!"

কিন্তু তবুও লোকটা নড়ে না যে!—এই আশ্চর্য বিনয়ী চেয়ারম্যানটি?

"আমি তাকে জিগ্যেস্ করলুম, আপনি এখান থেকে সোজা বাড়ি যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

চেয়ারম্যান কাঁধ ডিঙিয়ে আমার দিকে তাকালে, পকেট থেকে একখানা হল্‌দে রুমাল বার করলে, তারপর তার দিব্যি ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার গোঁফ-জোড়াটাই বিনা প্রয়োজনে একবার মুছ্‌লে। অবশেষে সে আমার খুব কাছে এগিয়ে এলো।

"মানে, হ'য়েচে কি জানেন?"—সে বল্‌লে, "আপনার ঐ ছেলেরা কাল একটু...ইয়ে...সবাই ওরা ছেলেমানুষ, বোঝেন তো...আমারটিও যে ছিলেন, ঐ সঙ্গে! ভালো, যা' বল্‌ছিলুম—এক্কেবারে ছেলেমানুষ সব! মানে মজা আর কি! সে রকম সাংঘাতিক কিছু নয়,—ভগবান না করুন! ইয়ার-বক্‌সিদের সবায়েরই আছে, অতএব ও-বাবুরও একটা চাই...মানে ওই যা' বল্‌ছিলুম . আমাদের কালে, জানেন তো...ওরা সবাই সঙ্গে রাখে...এক একটা..."

"কী বল্‌তে চাইচেন, বলুন তো! কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা থেকে কিচ্ছুই বুঝ্‌লুম না এখনো...!

"ও—ই বন্দুক!"—কোনও রকমে ওগ্‌লালেন চেয়ারম্যান।

"কো—ন্‌ বন্দুক?"

"বন্দুকটা!"

"কী হ'য়েছে?"

"ওই যে, হরি হরি*—ওই কথাই তো বল্‌ছিলুম! বাবুদের সব ইয়ার্কি! ...কাল, বুঝলেন না, তাই বল্‌ছিলুম। আপনার ছেলেরা আমার ছেলেটার হাত থেকে একটি, আর, অন্য আর একজনের হাতেরটি! কেড়েই নিয়ে এলো, না—কি ওরা কোথাও সেগুলো ফেলেই এলো?—মানে, কাল সব পেটে দু'এক ফোঁটা বেশি প'ড়েছিল, বুঝলেন না? যোগাড় যে সব করে কোত্থেকে, তাই ভাবি!"

কার পেটে বেশি প'ড়েছিলো?"

"আ—হা, মধুসূদন! কার? মানে, কে? কে যে তা' কি জান্‌বার যো' আছে? আমি তো সেখানে ছিলুম না, তবে ওরা বল্‌ছিলো আপনার ছেলে-গুলো মাতাল হ'য়েছিলো।"

"আপনাদের ছেলেরা?"

চেয়ারম্যান আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগ্‌লো।

"বল্‌লুম তো, আমি ছিলুম না"—সে আবার বল্‌লে, "অবশ্য কাল রবিবার ছিলো। আমি কিন্তু সেজন্যে আসিনি। ছেলেমানুষ ওরা, আপনারগুলিও বটে। আমি কিছু বল্‌চি না...ঠেলাঠেলি-হুড়োহুড়ি একটু হ'য়েছিল; তাতে কেউ মারাও পড়েনি, এমন কি 'চোট্‌'ও খায়নি। নাকি, আপনার ছেলেরা কেউ—?" ভয়ে ভয়ে সে থেমে গেল।

"ছেলেদের সঙ্গে আমার এখনো তো কোনো কথাই হয়নি।"

"আমি বল্‌তে পারি না—কে যেন বল্‌লে দুটো না তিন্‌টে গুলির আওয়াজ হয়েছিল। বোধ হয় সেটা পালাবার সময়েই—আপনার ছেলেরা বেশ রোখা জানেন তো! আর, আমাদের গেঁয়োগুলো ওদের সঙ্গে ঠিক এঁটে উঠ্‌তে পারে না; মানে, অতোটা চটপটে নয় আর কি...হী—হিঃ।"

বুড়োটা চোখ মুচ্‌ড়ে হাস্‌লে। বেশ দরদভরা হৃদ্যভাব...এম্‌নি ধরনের বুড়োকেই সবাই 'খুড়ো'জি বলে। তার দিকে চেয়ে আমিও না হেসে পারলুম না, যদিও ভেতোরে আমার তখন সব উল্‌টে-পাল্‌টে গ্যাছে।

* "Well, for God's sake—its just what I say! They were fooling about—"

"তাহ'লে আপনি বলচেন তেমন কিছু হয়নি?—ঝগড়া একটা হ'য়েচে, আবার সব মিটে-সিটে যাবে?"—আমি জুগিয়ে দিলুম।

"ও-ই, ও-ই! ঠিক তাই! মেটাতেই হবে। ছোটোবেলায় 'মেয়ে' নিয়ে আমরাই কি সোজা রোখের মাথায় মারপিট্ দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিচি মশাই? আমার ভাই 'ইয়াকোভ্'টা তো ছোঁড়াদের ঠ্যাঙানি খেয়ে ম'রেই গেল। ও-ই, আপনার ছেলেদের ডেকে শুধু একটু ব'লে দিন না! আর যেন এমন ধারা না করে!"

বেরিয়ে গাড়ি-বারান্দায় এলুম।

"পিরোগোভ্‌কায় কাল রাতে কারা সব গেছ্‌লো, ডাক্‌তো রে!"

"কোথায় তারা?"—নিজের কোন্ এক ভয়ানক জরুরি কাজে হন্‌হনিয়ে উঠোন দিয়ে চল্‌তে চল্‌তেই জিগ্যেস্ করলে 'তুখোড়্' এক বাচ্ছা।

"কাল রাতে পিরোগোভ্‌কায় কারা ছিল জানিস না তুই?"

"বা, রে! বেশ আপনি! তার চেয়ে আমি বুরুনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্চি।"

"বেশ, বুরুনকেই ডাক্!"

বুরুন গাড়ি-বারান্দায় এলো।

"ওসাদ্‌চি কলোনিতে আছে?"—জিগ্যেস্ করলুম।

"হ্যাঁ। সে ছুতোর-খানায় কাজ করচে।"

"তাকে বলো গিয়ে—আমাদের ছেলেরা কাল পিরোগোভ্‌কায় 'মাইফেল্' করতে গেছ্‌লো, ব্যাপার সুবিধের নয়।"

"হ্যাঁ, বল্‌ছিলো সব।"

"তবে তো ভালই। ওসাদ্‌চিকে গিয়ে বলো, সবাইকে আমার কাছে এখুনি আস্‌তে হবে—চেয়ারম্যান আমার ঘরে। কাউকে ওস্তাদি করতে মানা ক'রে দিও; ব্যাপার অনেকদূর গড়াতে পারে।"

পিরোগোভ্‌কার রণ-নায়কদের ভিড়ে আমার ঘর ভ'রে গেল—ওসাদ্‌চি প্রিখোদ্‌কো, চোবট্, ওপ্রিশ্‌কো, গালাতেঙ্কো, গোলোস্, সোরোকা, আরও যেন সব কে কে, তাদের নাম আমি এখন ভুলে গেছি। ওসাদ্‌চির ভেতোর কোনো বৈলক্ষ্যণ্যই দেখ্‌লুম না। যেন আমাদের মধ্যে এর আগে কিছু ই হয়নি। বাইরের লোকের সাম্‌নে পুরোনো ঘা' খুঁচিয়ে তুল্‌তে আমারও ইচ্ছে গেল না।

"তোমরা কাল পিরোগোভ্‌কায় গেছ্‌লে, মাতাল হ'য়েছিলে, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও বাদ যায়নি। লোকে তোমাদের থামাতে আসাতে তোমরা গাঁয়ের ছেলেদের

মারপিট করেচো, গ্রাম-সোহিদ্রয়েৎ-এর বাড়িটাকে ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ করেচো। ঠিক কি না?"

"আপনি যেমনটা বল্‌চেন, ঠিক সে রকম নয়।"—ওসাদ্‌চি নিজেই বল্‌লে ঃ "পিরোগোভ্‌কায় এরা গেছ্‌লো ঠিকই, আর আমি যে ওখানে তিনদিন ছিলুম, তা-ও আপনি জানেন, আমি...কিন্তু আমরা মাতাল হইনি। ওই কথাটা সত্যি নয়। ওদের পানাস্‌ আর আমাদের সোরোকা সকাল থেকেই গলা ভিজোচ্ছিলো, সোরোকার একটু নেশা হয়েছিল, সে খুব সামান্যই, জান্‌বেন। অন্য সবাই একেবারে হাড়ের মতন শুক্‌নোই ছিল। আর আমরা কারো সংগে লাগ্‌তেও যাইনি। আর পাঁচজনের মতন আমরাও বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলুম। তারপরে এক ছোঁড়া—খার্‌চেংকো—আমার কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ "হাত ওঠাও!"—দেখি বন্দুকটা আমার দিকে বাগিয়ে ধ'রেচে। তখন যে আমি তার চোয়ালে একটা ঘুসি মেরেছিলুম সেকথা সত্যি। এই নিয়েই লেগে গেল। মেয়েরা আমাদের সংগে ঘুরতে ভালোবাসে ব'লে ওরা আমাদের ওপর চটা।

"ওই নিয়ে কী লেগে গেল?"

"সে তেমন কিছু না। একটু মারপিট। ওরা যদি না গুলি ছোঁড়ে, তাহ'লে কিছুই হয় না। কিন্তু পানাস্‌ গুলি ছুঁড়্‌লে, খারচেংকো-ও। তখন আমরা ওদের তাড়া করলুম। ওদের ঠ্যাঙাবার ইচ্ছে আমাদের ছিল না—আমরা শুধু ওদের বন্দুকগুলো কেড়ে নিতে চেয়েছিলুম। তা' ওরা ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলে। প্রিখোদ্‌কো—জানেন তো কী ছেলে ও—সে ক্ষেপে গেল, আর—"

"সে কথা থাক্‌! বন্দুক কই? কটা পেয়েচো?"

"দুটো!"

ওসাদ্‌চি সোরোকার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

"নিয়ে এসো এখানে!" হুকুম দিলুম।

বন্দুক এলো। ছেলেগুলোকে কারখানায় যে যার কাজে পাঠিয়ে দিলুম। চেয়ারম্যান বন্দুকগুলোর ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌লো।

"নিয়ে যাই তাহ'লে এগুলো?"

"উঁহুঁ! আপনার ছেলের বন্দুক নিয়ে ঘোরবার এখ্‌তিয়ার নেই। খারচেংকোরও নয়। আর আমারও আপনাকে এগুলো ফিরে দেবার অধিকার নেই।"

"আমি ও নিয়ে কী কর্‌বো? আপনি দেবেন না, ও এখেনেই থাক্‌, বনে জংগলে হয়তো কাজে লাগ্‌তে পারে, ভয় দেখিয়ে চোর তাড়াতেও...আমি

শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলুম, এ নিয়ে আর বেশি হৈ-হৈ করবেন না ...ছেলের দল, বুঝলেন না...ও ছেলেই তো সব...”

“আপনি বলচেন, রিপোর্ট করবো না?”

“সে তো বুঝচেন-ই...”

হাসলুম।

“কেন করতে যাবো? হাজার হোক্, প্রতিবেশীই তো আমরা? না, কি?”

“এ—ই তো কথা!”—আহ্লাদে ডগোমগো হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্লো বুড়ো।—“আমরা হলুম প্রতিবেশী! এ-রকম তো আখ্‌চারই হয়! আর প্রত্যেকটা ছেঁড়া-ল্যাঠা নিয়ে যদি ওপর-ওলাদের কাছে রিপোর্ট করতে হয়...”

চেয়ারম্যান চ'লে গেল, আমিও নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচ্‌লুম।

এই ব্যাপারকে সম্বল ক'রে আমি খুব মাস্টারি ফলাতে পারতুম, ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা এমন মোলায়েমভাবে মিটে যাওয়াতে ছেলেরা আর আমি উভয় পক্ষই এমন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম যে তখনকার মতন মাস্টারি কায়দাটা আমি শিকেয় তুলে রাখ্‌লুম কাউকেই সাজা-টাজা কিচ্ছু দিলুম না। তবে ওদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম যে আমার বিনা হুকুমে ওরা কেউ কখনো আর পিরো-গোভ্‌কায় যেতে পাবে না। আর গাঁয়ের ছেলেদের সংগে ভাব-সাব ক'রে নেবার চেষ্টা করবে সবাই।

১৫

"আমাদেরটাই সুন্দর!"

১৯২২ সালের শীতকাল নাগাদ আমাদের মেয়েগুলোর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ছয়। ওলিয়া ভোরোনোভার সেই শাদামাটা চেহারা আর নেই, সে এখন বেড়ে উঠে দিব্যি সুন্দর মেয়েটি হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। ছেলেরা এখন বেশ আগ্রহের সংগেই তার দিকে মনোযোগ দিতে আরম্ভ ক'রেচে। ওলিয়া কিন্তু এখনও সেই আগেকার মতোই শান্তশিষ্টটি আছে: সে ছেলেদের একটু এড়িয়েই চলে। ছেলেদের মধ্যে তার একমাত্র বন্ধু হ'চ্চে বুরুন। বুরুনের ভীমের মতন চেহারাখানার আড়ালে সে নিশ্চিন্ত থাকে, কলোনির কাউকে তার আর ভয় ক'রে চল্‌তে হয় না, এমন কি বুরুনের কল্যাণে কলোনির মধ্যে সবচেয়ে তাগ্‌ড়াই জোয়ান, সবচেয়ে মোটা-বুদ্ধি আর সবচেয়ে 'আলন্ত'* ছেলে যে প্রিখোদ্‌কো—তারও 'গদ্‌গদ'-ভাবটাকে পর্যন্ত ওলিয়া দিব্যি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে চল্‌তে পারে। বুরুন যে ওলিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছিল, তা' নয়; তার আর ওলিয়ার মধ্যে একটা সুস্থ, যৌবনোচিত বন্ধুত্বই গ'ড়ে উঠে কলোনিতে তাদের দুজনেরই সম্ভ্রমকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিজের যথেষ্ট রূপ থাকা সত্ত্বেও ওলিয়া সে রূপের দিকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতো না। ক্ষেতকে সে ভালবাসতো, ক্ষেতীর কাজ—তা' সে যতো কষ্ট-করই হোক না কেন—তাকে সংগীতের মতই আকর্ষণ কর্‌তো। নিজের কথা উঠ্‌লে সে ব'লতোঃ "বড়ো হ'য়ে আমি ঠিক কোনো মুঝিক্‌কে বিয়ে করবো—এর আর নড়্‌চড়্‌ নেই!"

মেয়েদের মধ্যে 'পান্ডা' হ'য়ে উঠেছিল নাস্তিয়া নোচেভ্‌নায়া। ইয়া মোটা একতাড়া কাগজ সংগে দিয়ে তাকে কলোনিতে পাঠানো হয়েছিলো। রাজ্যের

* "আলান্ত"=Feckless, লক্ষ্যশূন্য, এলানে ছেলে।

"হরেক রকমের অভিযোগে সেগুলো ছিল ভরা—সে চোর, চোরাই মালের সামাল-দার; চোরের একটা আড্ডাও সে চালাতো। আমরা নাস্তিয়াকে পরম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখ্‌তুম। কেন না তার মধ্যে ছিল একটা অপূর্ব মাধুর্য আর ন্যায়-নিষ্ঠা। বয়েস যদিও মোটে পনেরো তবুও তার অনমনীয় দৃঢ়তা, সুন্দর গায়ের রঙ্‌, মাথা তুলে 'দাঁড়াবার-চলবার-ফেরবার' ভঙ্গি আর চরিত্রের বলিষ্ঠ-তার জন্যে সে একটা বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলো। দরকার হ'লে, কণ্ঠে কর্কশ কিম্বা তীক্ষ্ণ স্বরের আমদানি না ক'রেও কেমন ক'রে অন্য মেয়েদের বকুনি দিতে হয়, তা' সে জান্‌তো, একটিমাত্র দৃষ্টি হেনেই ছোট্ট অথচ ছাপ রাখবার মতন একটুখানি 'কড়্‌কানি' দিয়ে যে-কোনও ছেলেকেই সে থামিয়ে দিতে পার্‌তো।

"নিজের রুটিখানাকে বেশ ক'রে গুঁড়িয়ে, তারপর ফেলে দেবার মানেটা কী? নবাব হ'য়েচো, না শুয়োরদের কাছে আজকাল বিদ্যে শিখ্‌চো? এক্ষুনি তুলে নাও!"—চাপা দৃঢ়তার সঙ্গে শুধু গলা দিয়ে গভীর-গম্ভীর আওয়াজ তুলে সে বলে।

শিক্ষিকাদের সঙ্গে নাস্তিয়া বেশ জমিয়ে নিলে, প্রচুর পড়াশুনো করতে লাগ্‌লো, আর অখণ্ড সাধনায় এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো তার নিজেরই ঠিক-ক'রে-নেওয়া লক্ষ্যের দিকে—'রাব্‌ফাক পরীক্ষা'। কিন্তু নাস্তিয়ার পক্ষে, শুধু নাস্তিয়া কেন, কারাবানভ্‌, ভের্‌স্নেভ্‌, জাদোরভ্‌, ভেৎকোভ্‌স্কি—মানে, ওই উচ্চাশা যে-যে পোষণ করতো তাদের সবার পক্ষেই—রাবফাক তখনো, "বহুৎ দূর্‌ অস্ত্‌!" 'নতুন-পালক-গজানো' আমাদের ওই 'পাখির-ছানা-ক'টি' সে-সময়ে পাটিগণিত আর 'পোলিৎগ্রামোতা'*র জটিলতা ভেদ করতে একেবারে 'হিমসিম্‌ খেয়ে' যাচ্ছিলেন! ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছিলো রায়েষা সোকোলোভা। তাকে আমরা ১৯২১ সালের শরৎকালে একবার 'রাব্‌ফাক্‌' দেবার জন্যে কীয়েভ্‌-এ পাঠিয়েছিলুম।

ও চেষ্টাটা যে বিশেষ আশাপ্রদ নয়, তা' আমরা মনে মনে খুবই জানতুম। কিন্তু আমাদের শিক্ষিকাদের যে বড়ো সাধ, ও'দের কলোনিতে রাবফাক-পাঠী অন্ততঃ একজন কেউ থাকা চাই! উচ্চাশা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই রকম একটা মহান্‌ লক্ষ্যের পক্ষে রায়েষা মেয়েটিই যে বিশেষ ক'রে যোগ্য ব্যক্তি ছিল, তা যে নয়! প্রায় গোটা গ্রীষ্মকালটা ধ'রেই সে 'রাব্‌ফাক্‌' দেবার প্রবেশিকা পরীক্ষাটার জন্যে তৈরি হোলো। তবে তৈরি হওয়া মানে তাকে

* Politgramota—'প্রাথমিক রাজনীতি-পৌরনীতি পাঠ'

ধ'রে-বেঁধেই পড়ানো হোলো। কেন না তার নিজের কোনোরকম লেখাপড়া শেখা সম্বন্ধেই বিশেষ উচ্চাশা ছিল না।

জাদোরভ্, ভের্‌শ্নেভ্, কারাবানভ্—যাদের লেখাপড়ার দিকে সত্যিকারের একটা 'টান' ছিল, তাদের কাছে এটা মোটেই পছন্দসই লাগ্‌তো না যে, রায়েষা ছাত্রীত্বের পদে উন্নীত হ'তে চ'লেচে। ভের্‌শ্নেভ্,—দিনরাত্তির, এমন কি কামারশালায় যাঁতা-হাপর চালাতে চালাতে পর্যন্ত পড়্‌তে পারার জন্যে যার সবিশেষ খ্যাতি ছিল,—সে ছেলেটা সত্যিই ছিল ন্যায়নিষ্ঠ আর সত্যানুসন্ধী; সে তো, রায়েষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা বল্‌তে হ'লে, রাগ না দেখিয়ে কখনো কিছু বল্‌তেই পারতো না।

"দেৎ-দেৎ-দেখ্‌তো পাচ্ছো না ?"—সে তোৎলাতো,—"রায়েষার কপালে আছে শেষ পর্যন্ত জেল খাটা—সে তোমরা যা-ই বলো!"

কারাবানভ্ তার বক্তব্য আরও পরিষ্কার করেই বল্‌তোঃ "তুমি যে ঐ রকম একটা গোঁয়ার্তুমি করতে যাবে, তা কখনো ভাবিনি!"

জাদোরভ্, রায়েষার উপস্থিতিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রেই ব্যঙ্গের হাসি হেসে আর টিট্‌কিরির ভঙ্গি ক'রে বল্‌তোঃ

"রাব্‌ফাক্ ছাত্রী! তাহ'লে তো শেষটা শো'রের কান দিয়েও সিল্কের বটুয়া বানানোর চেষ্টা করা চলে, দেখ্‌চি!"

এই সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বদলে রায়েষা শুধু তার অভ্যস্ত নির্জীব নিস্তেজ, নির্বোধ হাসি হাস্‌তো; রাবফাক দেওয়ার হাঙ্গামার মধ্যে যেতে তার যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল তা' নয় কিন্তু তবু সে তৃপ্ত হয়েছিল; কীয়েভে যেতে পাবে এইতেই সে খুসী হ'য়েছিল।

ছেলেদের সঙ্গে আমি নিজেও একমত ছিলুম। সত্যি, রায়েষা আবার কেমনতরো ছাত্রীটা হবে? যখন সে 'রাবফাক্'-এর জন্যে পড়া তৈরি কর্‌চে, তখনও পর্যন্ত সে শহর থেকে রহস্যময় সব চিঠিপত্র পেতো, আর যখন-তখন যে-কোনও ছুতোয়, যে-কোনও ফিকিরে সে কলোনি থেকে বাইরে চ'লে যেতো। একই গোপনতার পথ ধ'রে তার কাছে প্রায়ই আস্‌তো কর্নিয়েভ ব'লে একটা ছেলে; ছেলেটা মাত্র তিন সপ্তাহ কলোনিতে বাস করেছিলো আর তারই মধ্যে সে ইচ্ছে ক'রে নিয়ম ক'রে আমাদের কত কী যে চুরি করেছিলো! শেষটা সে শহরের একটা ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়েছিল।—একটা গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আর একটায়,—এমনি ক'রে কতোগুলো জায়গায় যে তাকে যেতে হয়েছিলো! সে ছিল নিতান্ত ঘৃণ্য চরিত্রের ভ্রষ্ট একটা ছেলে—যাকে প্রথমে দেখেই আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে ও হ'চ্চে অতি অল্প সংখ্যক সেই দলের

ছেলেদেরই একজন, যাদের শোধ্রানো একেবারেই অসম্ভব!

রায়েষা 'রাব্ফাক্' পরীক্ষা দেবার আগেকার প্রবেশিকাটা যাই হোক, 'পাস' করলে। কিন্তু এই উৎসাহজনক সুখবরটা পাবার হপ্তাখানেক বাদেই আমরা কোনো একটা সূত্রে শুনলুম যে কর্নিয়েভ্-ও কীয়েভে রওনা হ'য়ে গেছে।

"এইবারে ও সত্যি সত্যিই কিছু শিখ্বে বটে!"—বল্লে জাদোরভ্।

শীত কেটে গেল। চিঠি রায়েষা যখন-তখনই দিতো, কিন্তু সেগুলো থেকে বিশেষ কিছুই বোঝা যেতো না। এ—ই মনে হোতো যে, সব কিছুই চমৎকার হ'চ্চে, আবার তার পরেই জানা যেতো পড়াশুনো সবই তার কাছে অত্যন্ত কঠিন ঠেক্চে। আর টাকার অভাব তার নিত্য লেগেই আছে!—যদিও সে একটা স্টাইপেণ্ড্ও (বৃত্তি) পেতো। প্রতি মাসেই আমরা তাকে বিশ-তিরিশ রুব্ল্ ক'রে পাঠিয়ে দিতুম। জাদোরভ্ বল্তো, ওই টাকায় কর্নিয়েভের কাপ্তেনিটা জম্চে ভালো; কথাটা সম্ভবতঃ নেহাত মিথ্যেও নয়। শিক্ষিকারা, যাঁরা ছিলেন এই কীয়েভ্ পরিকল্পনার উদ্যোক্তা, তাঁদেরকে নির্দয় গঞ্জনা সইতে হোতোঃ

"যে কেউ দেখ্তে পেতো, এ শুধু ভস্মে ঘি ঢালাই সার হবে, খালি আপনারাই বুঝ্লেন না! আমরা সবাই যেটা দেখ্তে পেয়েছিলুম, সেটা শুধু আপনারাই কেউ দেখ্তে পেলেন না—এটা কেমনতরো ব্যাপার?"

জানুয়ারি মাসে রায়েষা হঠাৎ তার লট-বহরশুদ্ধু কলোনিতে এসে হাজির। বল্লে ছুটিতে তাকে তারা আস্তে অনুমতি দিয়েচে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করবার মতন কোনো কাগজ-পত্র সে দেখাতে পারলে না। আর তার চাল-চলন দেখেও স্পষ্টই বোঝা গেল যে কীয়েভে ফিরে যাবার মতলব তার আদবেই নেই। আমার চিঠির জবাবে কীয়েভ্ রাব্ফাকের কর্তারা জানালেন যে, রায়েষা অনেকদিন আগে থেকেই সেখানকার ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো আর হোস্টেল ছেড়ে সে যে কোথায় চ'লে গেল তাও কাউকে জানিয়ে যায় নি।

এবার সবই স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্লো। ছেলেগুলোকে ভালো ব'ল্তে হয় যে তারা এ নিয়ে রায়েষাকে 'জ্বালাতন' করা কিংবা তার বিফলতা নিয়ে তাকে খোঁচাখুঁচি করার ধার দিয়েও গেল না। মনে হোলো যে তারা ঐ দুঃসাহসিক অভিযানের সমস্ত ব্যাপারটার আগাগোড়াই মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেচে। সে ফিরে আসার পরের প্রথম কটা দিন তারা একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নাকে (বেচারা এম্নিতেই যথেষ্ট 'হতমান' হ'য়েছিলো) নিয়ে ঠাট্টা-তামাসার আর অন্ত রাখ্লে না। কিন্তু মোটের ওপর তারা যেন ব্যাপারটার

মধ্যে অসাধারণ তেমন কিছুই দেখ্‌লে না, আর শেষ অবধি যে এমনটাই দাঁড়াবে তাওতো তারা আগেই দেখ্‌তে পেয়েছিলো।

মার্চ্‌ মাসে নাতালিয়া মার্কোভ্‌না ওসিপোভা আমায় জানালে যে রায়েষার মধ্যে গর্ভসঞ্চারের কতকগুলো নিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ পাচ্চে ব'লে তার কেবলই সন্দেহ হ'চ্চে!

আমার তো রক্ত 'হিম' হ'য়ে গেল! অপরিণত-বয়স্কদের কলোনিতে এক মেয়ে সদস্যের গর্ভলক্ষণ প্রকাশ! আমার খুবই জানা ছিলো যে আমাদের কলোনিকে ঘিরে আশে পাশে, শহরে এবং জনশিক্ষা দপ্তরের মধ্যেও একদল কপট লজ্জাশীলতার শুচিবায়ুগ্রস্ত ধর্মধ্বজী ব্যক্তি সোরগোল তোল্‌বার কোনো একটা 'ছুতো' পেলেই, হৈ-হৈ রৈ-রৈ রব তুলে ঢিঢিক্কার ক'রে বেড়াবার জন্যে একেবারে 'মুখিয়ে' রয়েচে। ছোটদের কলোনিতে যৌন দুর্নীতি! ছেলে আর মেয়ে একজায়গায় রাখা! কলোনির আবহাওয়া, আর আমারই একজন জিম্মি ঐ রায়েষার অবস্থা—এই দুটো ব্যাপারের কথা ভেবে আমি একেবারে দস্তুরমতো ঘাব্‌ড়ে গেলুম। নাতালিয়া মার্কোভ্‌নাকে আমি, রায়েষার সঙ্গে একটা খোলা-খুলি কথা ক'য়ে নিতে উপদেশ দিলুম।

গর্ভসঞ্চারের কথা রায়েষা সটান অস্বীকার করলে, এমন কি রীতিমত রেগে উঠ্‌লো।

"ওসবের কিছুই না!"—সে গর্জে উঠ্‌লো।—"এসব জানোয়ারের মতো চিন্তা কার মাথায় এলো, শুনি? আর দিদিমনিরাই (শিক্ষিকারা) বা কবে থেকে গুজব ছড়ানো শুরু করলেন?"

বেচারা নাতালিয়া মার্কোভ্‌না সত্যি সত্যি ভাব্‌লে, সে অন্যায় করেচে। রায়েষা মেয়েটা ছিল বড্ড মোটা। তাই, 'অতিরিক্ত স্থূলতার জন্যেই হয়ত তাকে গর্ভবতী ব'লে মনে হ'চ্চে—এভাবেও তো জিনিসটা ব্যাখ্যা করা যায়! আর সম্ভবতঃ তাই-ই হবে, কেন না কোনও বাহ্য লক্ষণও সত্যিই দেখা যাচ্ছিল না। কাজেই আমরা রায়েষার কথা বিশ্বাস ক'রে নেওয়াটাই উচিত ব'লে সাব্যস্ত করলুম।

কিন্তু এক সপ্তাহ বাদে এক সন্ধ্যেবেলা জাদোরভ্‌, গোপনে কিছু বল্‌বে ব'লে আমাকে উঠোনে ডেকে নিয়ে গেল।

"রায়েষা গর্ভবতী, আপনি জানেন?"

"তুমি জান্‌লে কী ক'রে?"

"বেশ মজার লোক তো আপনি! আপনি কি বল্‌তে চান যে আপনি কিচ্ছু দেখ্‌তে পান না? সব্বাই তো জানে; আর, আমি ভেবেছিলুম,

আপনিও জানেন।"

"ধরো, সে যদি গর্ভবতীই হয়, তাতে কী?"

"কিছুই না! কিন্তু সে ভান করে কেন যে, সে গর্ভবতী নয়? তার গর্ভসঞ্চারই যখন হ'য়েচে তখন সে তার চেষ্টায়, আচরণে এমনটাই বা বোঝাতে চায় কেন যে কিছুই হয় নি? এই দেখুন, কর্নিয়েভের চিঠি! এইখেনটা পড়ুন—'আমার আদরের বউটি!' আমরা একথা অনেক আগে থেকেই জানতুম।"

শিক্ষিকাদের মধ্যেও উদ্বেগের লক্ষণ দিন দিন বেড়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত ব্যাপারটায় আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে যেতে লাগ্‌লো।

"এত হাঁফাহাঁফির হ'য়েচেটা কী? গর্ভবতী যদি সে হ'য়েই থাকে, তো তার নয় একটা বাচ্ছাই হবে। গর্ভ হওয়ার খবরটা লুকোনো গেলেও, বাচ্ছা হওয়াটাকে তো আর লুকোনো চল্‌বে না? তাতে এমন ঘোরতর সর্বনাশটাই বা কী হবে? একটা বাচ্ছা ভূমিষ্ঠ হবে, ব্যস্‌ ফুরিয়ে গেল।"

রায়েষাকে আমার ঘরে ডাকিয়ে আমি তাকে জিগেস্‌ করলুমঃ

"সত্যি কথা বলো, রায়েষা! তুমি অন্তঃসত্ত্বা?"

"সবাই এমন ক'রে আমার সঙ্গে উঠে প'ড়ে লেগেচে কেন? এ বড়ো ঘেন্নার কথা হ'য়ে উঠ্‌লো দেখ্‌চি—একেবারে যেন চোরকাঁটার মতন আমার সঙ্গে আট্‌কেচে সব! অন্তঃসত্ত্বা! অন্তঃসত্ত্বা! এই আমি শেষবারের মতন আপনাকে ব'লে দিচ্চি—না!"

রায়েষা কেঁদে ফেল্‌লে।

"শোনো, রায়েষা,"—আমি বল্লুম—"যদি তুমি গর্ভবতীই হও, তাহ'লে সেটা লুকোতে চেষ্টা করার দরকার নেই। আমরা তোমায় কোনো একটা কাজ জোগাড় ক'রে দিয়ে সাহায্য করবো, চাই কি, সেটা এখানে, এই কলোনিতেও হয়তো হ'তে পারবে; আর তাছাড়া টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করবো আমরা। বাচ্ছার জন্যে যা' যা' দরকার সে সব তো জোগাড় করতে হবে, বাচ্ছার পোশাক-আশাক তার পরে..."

সে সবের কিছুই না! আমার কোনো কাজ দরকার নেই—আমায় একা থাক্‌তে দিন!"

"আচ্ছা বেশ—তুমি যেতে পারো!"

কলোনিতে আমরা নিজেরা কিছুই জান্‌তে পারলুম না। ওকে অবশ্য পরীক্ষার জন্যে ডাক্তারের কাছে পাঠানো যেতে পারতো। কিন্তু এই ব্যাপার-টায় শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। একদল বল্‌লে ব্যাপারটার তখনি-

তখনি নিষ্পত্তি হ'য়ে যাক্। অন্য দল আমার সঙ্গে একমত হ'য়ে বল্‌লে, ওইরকম ছোটো একটা মেয়ের পক্ষে ঐ ধরনের পরীক্ষাটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর একটা পীড়নের মতনই হবে। আর তা' ছাড়া তার দরকারটাই বা কী? শিগ্‌গির হোক্, দেরিতে হোক্—সত্যি যা', তা সবই তো জান্‌তে পারা যাবে, এখনই তার জন্যে ব্যস্ত হবার কী আছে? রায়েষা যদি অন্তঃসত্ত্বাই হয়ে থাকে তা'হলেও সেটা মাস পাঁচেকের চেয়ে খুব বেশি নয়। মেয়েটাকে একটু ঠাণ্ডা হ'তে দেওয়া যাক্, নতুন অবস্থার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাটায় সে একটু অভ্যস্ত হোয়ে নিক, ওদিকে ততদিনে আর কিছু গোপন রাখাও কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বে।

রায়েষাকে তার নিজের কর্তৃত্বের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হোলো।

১৫ই এপ্রিল তারিখে শহরের বক্তৃতা-ভবনে শিক্ষকদের এক বিরাট কংগ্রেস বস্‌লো। তার উদ্বোধন-সম্মেলনের দিন আমি সেখানে নিয়ম-নিষ্ঠার ওপরে এক বক্তৃতা দিলুম। আমার প্রথম অধিবেশনের বক্তৃতা শেষ হোলো, কিন্তু আমার ভাষণের ফলে এমন উত্তেজিত বিতর্কের উদ্ভব হোলো যে, বক্তৃতার আলোচনাটাকে পরের দিনের জন্যে মুলতুবি রাখ্‌তে হোলো। আমাদের শিক্ষক-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই এবং বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদেরও জনাকয়েক সেই সভায় যোগ দিতে গেছলো, আর সে-রাতটা শহরেই আমাদের থাক্‌তে হ'য়েছিল।

ততদিনে আমাদের কলোনি সম্পর্কে লোকের আগ্রহটা আমাদের জেলা ছাড়িয়ে আরও অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে প'ড়েছিল। পরের দিনে প্রেক্ষাগারে লোক আর ধরে না! বিতর্কের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়ানোর প্রশ্নটাও উঠ্‌লো। সে সময়টায় কমবয়সী অপরাধীদের কলোনিতে ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। গোটা দেশের মধ্যে কেবল আমাদেরটাই ছিল একমাত্র কলোনি যেখানে জিনিসটা পরখ ক'রে দেখা হচ্ছিল।

এই প্রশ্নটার জবাব দেবার সময় রায়েষার কথাটা চট্ ক'রে একবার আমার মনের ওপর দিয়ে খেলে গেল। কিন্তু তখনই আমার মনে হোলো, সে গর্ভিনী কিনা, তার সঙ্গে সহশিক্ষার প্রশ্নের কোনও সম্পর্কই নেই। আমি সভাকে এই ব'লে নিশ্চিন্ত করলুম যে এ বিষয়ে আমাদের কলোনির খবর খুব ভালোই।

বিরতির সময়টায় হলে ঢোকবার মুখের দালানে আমার ডাক প'ড়লো। সেখানে গিয়ে দেখি ব্রাৎচেঙ্কো হাঁপাচ্ছে—সারা পথটা সে ঊর্ধশ্বাসে ঘোড়া

ছ্‌টিয়ে শহরে এসেচে, আর, কী যে হয়েচে তা' অন্য কোনো শিক্ষককেও জানাতে রাজি হয় নি।

"কলোনিতে ভা-রি ফ্যাসাদ, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌,"—সে বল্‌লে, "মেয়েদের শোবার ঘরে একটা মরা কচি ছেলে পাওয়া গেছে।"

"মরা বাচ্ছা?"

"মরা! একদম মরা! রায়েষার বড়ো ঝ্‌প্‌ড়িটার মধ্যে। লেংকা মেয়েটা ধ্‌চ্ছিলো, সে-ই রায়েষার ঝ্‌প্‌ড়িটার ভেতর ওটা দেখ্‌তে পেয়েচে—হয়তো ওটার মধ্যে থেকে সে কিছ্‌ নিতে যাচ্ছিলো। তারপর দেখে কিনা তার মধ্যে এক মরা ছেলে!"

"আরে, তুমি বল্‌চো কী?"

আমাদের তখনকার মনোভাব লিখে বোঝাবার নয়। সে-রকম আতঙ্কের অন্‌ভূতি তার আগে আমার আর ঘটেনি। শিক্ষিকারা 'পাঙাশ্‌' ম্‌র্তিতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোনোরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে একখানা 'দ্রশ্‌কি' * চেপে কলোনিতে ফিরলো। আমার ফেরার উপায় ছিল না, কেন না আমার বক্তৃতার খোঁচায় যেসব প্রতিবাদের আক্রমণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সে সবের জবাব দেওয়া তখনও বাকি।

"বাচ্ছাটা র'য়েচে কোথায়?"—আন্তনকে জিগেস্‌ করল্‌ম। শোবার ঘরেই সেটাকে রেখে আইভান আইভানোভিচ্‌ ঘরে তালা দিযে দিযেচেন। সেটা ওখানেই আছে, ঐ শোবার ঘরে।"

"আর রায়েষা?"

"রায়েষা আপিসে ব'সে আছে, সবাই তাকে পাহারা দিচ্চে।"

আবিষ্কারটার সম্পর্কে একটা জবানবন্দী লিখে আমি আন্তনকে মিলিশিয়ায় পাঠিয়ে দিল্‌ম। নিজে ওখানেই র'য়ে গেল্‌ম, নিয়ম-শ্‌ঙখলা সম্পর্কে আলোচনার বাকিট্‌কু চালাবার জন্যে।

কলোনিতে ফিরতে আমার সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। দেখি, বিস্রস্ত ম্‌র্তিতে রায়েষা আমার আফিস-ঘরের বেঞ্চটায় ব'সে আছে, পোশাকের ওপবে যে আলখাল্লাটা প'রে ধোবি-খানায় সে কাজ করছিল, সেই আলখাল্লাটা সেইভাবেই তখনও পরা। আমি যখন ঘরে ঢ্‌কল্‌ম তখন সে আমাব দিকে তাকালে না, বরং মাথাটা আরও বেশি ক'রে ঝ্‌ঁকিয়ে দিলে। তার পাশে অন্য আর একটা বেঞ্চে গাদাখানেক বইপত্তরে ঘেরা ভের্‌স্কেভ্‌—দেখেই বোঝা যায় ব্যস্ত হ'য়ে সে

* রাশিয়ায় সে সময়ে বহ্‌-প্রচলিত চার-চাকার একরকম নিচু গাড়ি।

পড়ার কোনও বিষয়ের নজীর-টজিরই খুঁজ্‌ছিলো নিশ্চয়, কেন না ক্রমাগত এক একখানা নতুন বই ধ'রে সে পাতার পর পাতা উল্‌টে চলেছিলো, অন্য কোনো দিকে তার মনোযোগ ছিল না।

শোবার ঘরের তালা খুলে মরা ছেলেসুদ্ধ ঝুপ্‌ড়িটাকে আমি কাপড়-চোপড়ের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম দিলুম। বেশ একটু রাত হ'লে, যখন সবাই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়্‌লো, তখন আমি রায়েষাকে জিগেস করলুমঃ

"এটা করলে কেন?"

রায়েষা মাথা তুলে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে আমার দিকে তাকালে; সে-চাউনি যেন মানুষের চাউনিই নয়। তারপর ক্রমাগত হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কোলের ওপরে অ্যাপ্রনটাকে (আলখাল্লা) সমান ক'রে টান্‌ করতে লাগ্‌লো।

"করিচি তো দেখ্‌চি, আর কী বল্‌বো!"

"আমি যা' বলেছিলুম, করলে না কেন?"

হঠাৎ সে নীরবে কাঁদতে লাগ্‌লো।

"আমি জানি না!"

সে-রাতটা ভেরক্ষেভ্‌-এর পাহারায় তাকে আপিস-ঘরেই রাখ্‌লুম। পড়ায় ভের্‌ক্ষেভ্‌-এর এমনই ঝোঁক ছিলো যে তার পক্ষে কিছুতে ঘুমিয়ে পড়বার ভয় নেই, এটা সবার খুব ভালো ক'রেই জানা ছিল। আমাদের সবারই ভয়-ছিল যে, রায়েষা হয়ত আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে।

পরের দিন সকালে এক তদন্তকারীর আবির্ভাব হোলো। কিন্তু তদন্ত শেষ করতে বেশিক্ষণ লাগ্‌লো না—জেরা করবার বিশেষ কেউ ছিল না। আপন অপরাধের যথাযথ খুঁটিনাটি বিবরণ রায়েষা বেশ অল্প কথায় ব'লে গেল। রাতে বাচ্ছাটা ভূমিষ্ঠ হয়, যে-ঘরে ওর সঙ্গী আর পাঁচটি মেয়ে ঘুমোচ্ছিল সেই ঘরেই। একজনেরও ঘুম ভেঙে যায় নি। অতি সহজে এই ব'লে এটা সে ব্যাখ্যা করলেঃ "আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম যাতে না গোঙাই।"

যে-মুহূর্তে বাচ্ছাটা জন্মালো সেই মুহূর্তেই তার গলায় শালের ফাঁস লাগিয়ে সে তাকে মেরে ফেলে। ভ্রূণহত্যার খেয়াল আগে থাক্‌তেই তার মাথায় ছিল, এই অভিযোগটা সে অস্বীকার করলে।

"মেরে ফেল্‌তে আমি চাইনি, কিন্তু ও কেঁদে উঠ্‌লো যে!"

রাব্‌ফাক-এ যাবার সময় যে-ঝোপ্‌ড়াটা সে নিয়ে গেছ্‌লো সেটার মধ্যে সে মৃতদেহটা এই উদ্দেশ্যে রেখেছিল যে, পরের রাতে সে ওটাকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আস্‌বে। সে ভেবেছিল, খেঁকশেয়ালে ওটাকে

খেয়ে নেবে, আর কেউ কিছু টের পাবে না। পরের দিন সকালে সে ধোবি-খানায় কাজ করতে গেছ্লো। সেখানে অন্য মেয়েরাও তাদের কাপড়-চোপড় কাচছিলো। নিত্যকার মতোই স্বাভাবিক ভাবে সবার সঙ্গে সে সকালের খাবার আর দুপুরের খাবার খেয়েছিল, শুধু কয়েকটা ছেলে লক্ষ্য করেছিলো যে, সে যেন কেমন 'গুম' খেয়ে আছে।

রায়েষাকে সঙ্গে নিয়ে তদন্তকারী চ'লে গেল; বাচ্ছাটাকে একটা হাস-পাতালের 'মরা-ঘরে' পাঠিয়ে দিতে ব'লে গেল, শব-ব্যবচ্ছেদের জন্যে।

সমস্ত ব্যাপারটায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মন একেবারে ভেঙে গেল। তাদের মনে হোলো, কলোনির অন্তিম ঘনিয়ে এসেচে।

ছেলেগুলো বেশ খানিকটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্লো। মেয়েরা সবাই অন্ধকারে যেতে কিম্বা থাকতে ভয় পায়; নিজেদের শোবার ঘরটাও তাদেব কাছে এক মহাভীতির জায়গা হ'য়ে উঠলো, ছেলেরা সঙ্গে না থাক্লে সে-ঘরে তারা ম'রে গেলেও থাক্বে না। ক' রাত ধ'রে জাদোরভ্ আর কারাবানভ্‌কে তাদের ঘরের কাছাকাছি গিয়ে থাক্তে হোলো; তাতে ফল হোলো এই যে, না ঘুমোতে পেলো ছেলেরা, না ঘুমোতে পেলো মেয়েরা; এমন কি কারু পোষাক পর্যন্ত ছাড়া হোলো না। ওই সময়টাতে ছেলেরা এক ভারি মজার খেলা পেয়ে গেল, যখন-তখন মেয়েগুলোকে আচম্কা ভয় পাইয়ে দেওয়া। শুরু হোলো আপাদ-মস্তক শাদা চাদর 'মুড়ি' দিয়ে মেয়েদের জান্লার নিচে গিয়ে হাজির হওয়া; নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডটার গহ্বরে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ বীভৎস চীৎকারে কয়েকজন মিলে গান গেয়ে ওঠা; নয়তো রায়েষার বিছানাটাব নিচে লুকিয়ে থেকে গভীর রাতে হঠাৎ তারস্বরে কচি ছেলের কান্নার নকল করা!

খুনটাকে ছেলেগুলো নিতান্ত একটা সহজ ব্যাপার ব'লেই নিলে। কিন্তু সেই সঙ্গে রায়েষার মতলব সম্পর্কে শিক্ষিকাদের সঙ্গে তাদের মতে মিল্লো না। শিক্ষিকাদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হ'য়েছিল যে রায়েষা তার বাচ্ছাকে দম বন্ধ ক'রে মেরেছিল নেহাৎ কুমারী-সুলভ লজ্জার খাতিরেই—দেহ-মনের ওপরে ক্রমান্বিত একটা অসাধারণ চাপ, নিদ্রিত অন্য মেয়েগুলোর উপস্থিতি, বাচ্ছাটাব হঠাৎ কেঁদে-ওঠা...ওই কান্নায় মেয়েরা সব জেগে উঠ্বে, এই ভয়—এই সবে মিলিয়ে কী রকম বিভ্রান্ত হ'য়েই সে ওটা ক'রে ফেলেছিল।

নিজেদের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে অতি আস্থাবান শিক্ষিকাদের এইসব ব্যাখ্যা যখন জাদোরভ শুন্লে তখন হাসির ধমকে তার তো পিলে ফাট্বার উপক্রম!

"ছাড়ুন তো আপনাদের যতসব বাজে কথা!"—সে ব'লে উঠ্লো।—

"আইবুড়ো মেয়ের লজ্জা-ই বটে! আগে থাক্‌তেই তার সমস্ত প্ল্যান একেবারে 'ছকা' ছিল, আর সেইজন্যেই সে মান্‌তে চায়নি যে শিগ্‌গিরই তার বাচ্ছা হবে। কর্নিয়েভের সঙ্গে তার ঐ সমস্ত প্ল্যানই আগে থাকতে ছকা ছিল ...ঐ ঝোপ্‌ড়োর মধ্যে লুকিয়ে রাখা, ঐ বনে ফেলে দিয়ে আসা—সবই। লজ্জায় প'ড়েই যদি সে ওসব করতো, তাহ'লে কি আর অমন ধীরে-সুস্থে ভাল মানুষটির মতন পরের দিন উঠে কাজে লাগ্‌তে যেতো? আমার ওপরে যদি ওর সম্বন্ধে যা' খুসি বিচার-ব্যবস্থা করার ভার দেওয়া হোতো, তাহ'লে আমি কালই ওকে গুলি ক'রে মেরে ফেলে সব আপদ চুকিয়ে দিতুম। ওটা একটা নরকের কীট, আর ঐ নরকের কীটই ও থাকবে চিরকাল! আর আপনারা বল্‌চেন কিনা কুমারীর লজ্জা—সে-জিনিস ওর কুষ্টিতে ছিল নাকি কোনো কালে?"

"বেশ, তাই যদি হবে, তাহলে ওর মতলবটা কী ছিল, তাই বলো? ও কর্‌তে গেল কেন, এ কাজ?"—শিক্ষকারা 'মরিয়া' হ'য়ে ব'লে ওঠেন।

"মতলব খুব সোজা! ছেলে নিয়ে কর্‌বে কী ও? ছেলেকে দেখ্‌তে-শুন্‌তে হয়, খাওয়াতে হয়, কত কী! ওরা আবার ছেলে চাইবে না ঘেঁচু!—বিশেষ ক'রে ওই কর্নিয়েভ্‌টা!"

"না, তা' কক্ষণো হ'তে পারে না!"

"হ'তে পারে না? কোথাকার কচি খুকি যে আপনারা! অবশ্য রায়েষা কক্ষণো এ কথা মান্‌বে না, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস জপিয়ে-জাপিয়ে ওর কাছ থেকে পেটের কথা বার ক'রে নিতে পারলে সমস্ত ব্যাপার ফাঁস হ'য়ে যাবে .."

অন্য ছেলেরাও জাদোরভের কথায় কায়মনোবাক্যে 'সায়' দিলে। কারাবানভ্‌-এর বদ্ধমূল ধারণা যে 'এ চালাকি' রায়েষার এই প্রথমবারও নয়। সে বলে, ও নিশ্চয় কলোনিতে আসার আগেও এ কাজ ক'রেচে।

খুনের পরে তৃতীয় দিনে কারাবানভ্‌ বাচ্ছার মৃতদেহটা হাসপাতালে দিতে গেছ্‌লো। ফিরে এলো সে দস্তুরমতো দেমাক্‌-এ 'ডগোমগো' হ'য়ে।

"ওঃ কী দৃশ্য দেখ্‌লুম সেখানে! জারে ভ'রে ভ'রে কতো রকমের বাচ্ছাই যে রাখা র'য়েচে ওখানে—বিশটা, কি তিরিশটা হবে।—এক-একটা সে কী কদাকার—ঈ-য়া—বড়ো—মাথা-খানা! একটার আবার পা-দুটোর নিচে দিয়ে আর এক জোড়া পা' গজিয়েচে—সেটাকে দেখ্‌লে মানুষই বলবেন,—না ব্যাঙ-ই বল্‌বেন! আমাদেরটা কিন্তু ও'রকম বিচ্ছিরি নয়। ওগুলোর পাশে আমাদেরটাকে যে কী খাসা দেখ্‌তে!"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকি দিলে বটে কিন্তু তবু সে একটুখানি হাসিকে আর চাপ্‌তে পারলে না।

"কী ক'রে বল্‌চো তুমি ওকথা, সেমিওন! লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার!"

ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে হাসছিলো। শিক্ষিকাদের গোমড়া বিষণ্ণ মুখ দেখে দেখে তাদের মন-মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেছ্‌লো।

তিন মাস পরে বিচারের জন্যে রায়েষার ডাক পড়্‌লো। গোর্কি কলোনির শিক্ষক-শিক্ষিকার দলেরও সবাই-এরই ডাক পড়লো আদালতে। 'মনস্তত্ত্ব' আর কুমারী-সুলভ লজ্জার 'থিয়োরি'টারই প্রতিষ্ঠা হোলো আদালত-ঘরে। উপযুক্ত পরিবেশ আর উপযুক্ত মনোভাব গ'ড়্‌তে পারিনি ব'লে হাকিমের কাছে আমরা বকুনি খেলুম। আমাদের অবশ্য 'সাফাই' গাইবার কিছুই ছিল না। তারপর হাকিম গোপনে আমাকে ডেকে জিগেস্ করলেন, আমি রায়েষাকে কলোনিতে ফিরে নিতে রাজি আছি কি না। আমি জবাব দিলুম, "আছি।"

বিচারে রায়েষার ওপর হুকুম হোলো, তাকে আট বছর ভালো জীবন যাপন করবার পরীক্ষাধীনে থাকতে হবে আর তখনই তাকে তত্ত্বাবধানে রাখবার জন্যে কলোনির হাতে দিয়ে দেওয়া হোলো।

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে সে আমাদের কাছে ফিরে এলো, সঙ্গে আবার নিয়ে এলো একজোড়া বাদামি রঙের চমৎকার বুট জুতো। সেই বুট প'রে সে আমাদের সান্ধ্য-মজ্‌লিশগুলোয় ভাল্‌ৎস্ নাচের ঘূর্ণিচক্রে ঝল্‌মলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো আর আমাদের ধোবিখানার মেয়েগুলোর আর পিরোগোভ্‌কা গাঁয়ের মেয়েদের বুকে যন্ত্রণাদায়ক ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌লে।

"ভালো চান তো রায়েষাকে কলোনি থেকে হটান্,"—নাস্তিয়া নোচেভ্‌নায়া আমায় উপদেশ দিলে, "নয়তো বলুন, আমরাই ওকে বিদেয় ক'রে দি। ওর সঙ্গে এক ঘরে থাক্‌তে ঘেন্না করে!"

শেষটা আমার ওকে একটা সুতো-বোনার কলে কাজ জুটিয়ে দিতে হোলো।

শহরে প্রায়ই ওর সঙ্গে আমার দেখা হোতো। তারপর অনেক দিন বাদে. ১৯২৮ সালে, একবার শহরে গিয়ে এক খাওয়ার হোটেলে কাউন্টারের পেছনে ওকে চিন্‌তে পেরে আমি অবাক হ'য়ে গেলুম। আগের চেয়ে আরও মোটা হ'য়েচে তবে পেশীগুলোও তেমনি আগের চেয়ে বেশি পুষ্ট হ'য়েচে, আর ওর দেহের গড়নেরও অনেকখানি উন্নতি হ'য়েচে।

"তোমার চ'ল্‌চে কেমন বলো,"—আমি জিগেস্ করলুম।

"ভালোই সব! আমি এখন এই কাউন্টারে কাজ করি। আমার দুটো ছেলে, স্বামীও বেশ ভালো লোক।"

"কর্নিয়েভ্?"

"না, না!"—সে হাস্‌লে। "সে সব 'চুকে-বুকে' গ্যাচে! অনেকদিন আগেই রাস্তার এক হাঙ্গামায় সে ছুরি খেয়ে মারা গ্যাচে। আর,—আন্তন সেমিওনোভিচ্—"

"বলো, কি বল্‌ছিলে—?"

"আমায় যে ডুব্‌তে দেন নি আপনি, সেজন্যে ধন্যবাদ। যবে থেকে কলে কাজ ধরলুম, আমার অতীতকেও সেইদিন থেকেই আমি পেছনে ফেলে এলুম!"

১৬

গবরের ঝোল

বসন্তকালে আবার এক নতুন আপদ এলো—গ্রুটি টাইফাস। রোগটা প্রথম ধ'রলে কোস্তিয়া ভেৎকোভ্স্কিকে।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না এক চিকিৎসা বিদ্যালয়ে এক সময়ে কিছুকাল শিক্ষা নিয়েছিল। কালে-ভদ্রে যখন আমাদের এমন অবস্থা হোতো যে ডাক্তারকে একদম বাদ দিয়েও চলা যায় না, আবার ডাক্তার ডাকা উচিত কি না সে বিষয়েও মনস্থির করতে পারচি না, সেইসব সময়ে সে-ই আমাদের দেখাশুনো করতো। সে ছিল আমাদের কলোনির চুলকনা-বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া কাটা ছেঁড়া, পোড়া, থেঁতো হওয়া, আর শীতকালে আমাদের জুতো-মোজার অপ্রতুলতার জন্যে বরফের কামড়ে আমাদের পায়ের আঙুল জখম হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সে-ই আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো। মনে হোতো যেন আমাদের কলোনির বাসিন্দারা শুধু ওই ধরনের সব দৈহিক পীড়াকেই মাত্র 'আমল' দিতে রাজি—নইলে, ডাক্তারের আর তাদের চিকিৎসার কোনও ধার ধারতে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যেতো না।

ওষুধপত্রের ওপর আমার জিম্মিদের এই ধরনের বিতৃষ্ণাকে আমি বরাবরই খুব সম্ভ্রম করতুম, আর এ-ব্যাপারটায় আমি নিজেও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলুম। জ্বর একশো পর্যন্ত উঠ্লেও সেটাকে গ্রাহ্য না করাই আমাদের একটা সাধারণ 'দস্তুর' হ'য়ে গেছ্লো। আমাদের সহ্যশক্তি নিয়ে আমরা পরস্পরের কাছে যথেষ্ট বড়াই করতুম। বল্তে কি, এই মনো-ভাবটা কতকটা আমাদের ওপর জোর ক'রেই চাপিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। কেননা, ডাক্তারেরা কালেভদ্রে আমাদের ওখানে যাও বা আস্তেন সেটাও নিতান্ত অনিচ্ছুক হ'য়েই। তাই, কোস্তিয়ার যখন অসুখ করলো, তার জ্বরটা প্রায় ১০২-এর কাছাকাছি উঠ্লো, তখন সেটাকে কলোনির অভিজ্ঞতায় একটা নতুন

ব্যাপার ব'লে মনে হোলো। কোস্তিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমরা নিজেরা যা' পারি করতে লাগলুম। সন্ধ্যের সময় তার বন্ধুরা তার বিছানার চারদিকে এসে তাকে ঘিরে থাক্‌তে লাগলো; আর সে খুব জনপ্রিয় ছিল ব'লে রোজই সন্ধ্যেবেলা তার বিছানার চারদিকে বেশ বড়ো রকমেরই একটা ভিড় জম্‌তে লাগ্‌লো। সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলুম না ব'লেও বটে, আর. ছেলেদের ভড়্‌কে দেবার ইচ্ছে গেল না ব'লেও বটে,—আমরাও সন্ধ্যেবেলা-গুলো রুগীর বিছানার ধারেই কাটাতে লাগ্‌লুম।

তিনদিন পরে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, দারুণ ভয় পেয়ে আমাকে তার সন্দেহের কথা জানালে—মনে হ'চ্চে অসুখের লক্ষণগুলো গুটি টাইফাস্‌-এরই মতন! অন্য ছেলেদের আমি তার বিছানাটায় যেতে মানা করে দিলুম. কিন্তু যাতে সত্যিকারের কাজ হয়, এমনভাবে তাকে পৃথক ক'রে রাখা দেখ্‌লুম অসম্ভব—কেন না ঐ শোবার বড় ঘরটি ছাড়া কাজ করবার বা সন্ধ্যে-বেলা বস্‌বার-দাঁড়াবার মতন আমাদের আর ঘরটর কিছুই ছিল না।

আরও দু'একটা দিন কাট্‌তে যখন কোস্তিয়ার অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল তখন, ঢিপ্‌লি ঢিপ্‌লি হ'য়ে ডেলা-বেঁধে-যাওয়া ওর একখানি-মাত্র যে-লেপটা ওর কম্বলের কাজ করতো, সেই লেপখানায় ওকে বেশ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে ফিটনের মধ্যে শুইয়ে আমি শহরের দিকে রওনা দিলুম।

হাসপাতালের ওয়েটিংরুমে প্রায় জনা-চল্লিশ লোক, কেউ পায়চারি করছিল, কেউ শুয়েছিল আবার কেউ বা গোঙাচ্ছিল। অনেকক্ষণ যায়, ডাক্তারের আর দেখাই নেই। দেখ্‌লেই বোঝা যায় হাসপাতালের কর্মীদল বহুকাল ধ'রেই খেটে খেটে সব একেবারে হয়রান হ'য়ে রয়েচে। কাজেই হাসপাতালে রুগী রেখে এসে বিশেষ সুফল পাবার আশা বড় নেই। অবশেষে ডাক্তার এলেন। শ্রান্ত ভঙ্গিতে তিনি আমাদের কোস্তিয়ার শার্ট্‌টা একবার উঠিয়ে দেখলেন, তারপর পেন্সিল উঁচিয়ে অপেক্ষমান 'ফেল্‌ড্‌শের'*-এর দিকে ক্লান্তভাবেই ফিরে তাকিয়ে দুর্বল, ক্ষীণ ঘোঁৎঘোঁতানির সঙ্গে বল্‌লেন ঃ "গুটি জ্বর। একে জ্বরো রুগীদের কুড়ের পাঠিয়ে দাও।"

যুদ্ধের পর থেকেই শহরের বাইরের একটা খোলা ময়দানে গোটাকুড়ি কাঠের কুড়ে-ঘর খালি পড়োছিলো। নার্স, রুগী আর চাদর-ঢাকা-স্ট্রেচারবাহী আজ্ঞাবহ সহকারীর দলের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ আমি ঘুরে বেড়ালুম। 'ডিউটি'তে যে 'ফেল্‌ড্‌শের্‌' তখন আছেন রুগীকে তাঁরই নিয়ে নেবার কথা কিন্তু তিনি যে কোথায় তা' কেউ বল্‌তে পারে না। শেষটা ধৈর্য হারিয়ে আমি সাম্‌নে যে নার্স্‌টিকে পেলুম তাকেই ধ'রে প'ড়ে শোনাতে লাগ্‌লুম,

"লজ্জার কথা!" "কী অমানুষিক কাণ্ড!" "আচ্ছা অত্যাচার!" আমার রাগটা বৃথা গেল না। কোস্তিয়ার পোষাক বদ্‌লে, তাকে নিয়ে গেল।

কলোনিতে ফিরে শুনলুম জাদোরভ্, ওসাদ্‌চি আর বেলুখিন—সকলকার প্রবল জ্বর। জাদোরভ অবশ্য তখনও উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছিলো, আর যখন আমি তার কাছে পৌঁছলুম তখন একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না তাকে বিছানায় শোওয়াবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছিলো ব'লে তার সঙ্গে সে তর্ক জুড়ে দিয়েচে :

"আচ্ছা মজার লোক যাহোক, আপনি!"—সে বল্‌ছিলো—"এখন শুতে যাই কী কম্মে আমি? বরং কামারশালে যাই—সোফ্রোন্ আমায় এক মুহূর্তে সারিয়ে দিক।"

"সোফ্রোন সারাবে কী ক'রে? বাজে বকো কেন?"

"—যা' ক'রে সে নিজেকে সারায়— ভোদ্‌কা, মরিচ, নুন, 'নাফ্‌তল্' আর তার সঙ্গে গাড়িতে লাগাবার জমানো তেল মিশিয়ে।"

জাদোরভ্ তার স্বাভাবিক প্রাণখোলা সরল হাসিতে ফেটে পড়লো।

"দেখুন, কী ক'রে ওদের মাথাটা খেয়েচেন, আন্তন সেমিওনোভিচ!"—বল্‌লে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, "সোফ্রোনকে উনি ও'র অসুখ সারাতে দেবেন! যা-ও! হোঁৎকামি ছেড়ে, সোজা বিছানায় শুয়ে পড়োগে!"

জাদোরভের বেশ জ্বর এসেচে, স্পষ্টই বোঝা যায় ও আর দাঁড়াতে পারচে না। আমি কথাটি না ব'লে ওর কনুই-এ হাত দিয়ে ওকে শোবার ঘরে পৌঁছে দিলুম। শোবার ঘরে ওসাদ্‌চি আর বেলুখিন আগে থাকতেই বিছানায় শুয়েছিলো। ওসাদ্‌চি বেশ কাহিল হ'য়ে প'ড়ে নিজেকে নিয়ে নানান্ বায়নাক্কা জুড়ে দিয়েছিলো। আমি অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলুম যে ওর মতন "গোঁয়ার গোবিন্দ" দুঃসাহসী ছেলেগুলোই অসুখ হ'লে বড্ড কাবু হ'য়ে পড়ে। বেলুখিন কিন্তু ওদিকে দেখ্‌লুম নিজের খোস-মেজাজটা দিব্যি বজায় রেখেচে।

সারা কলোনির মধ্যে বেলুখিন ছিল সবচেয়ে ফূর্তিবাজ, আমুদে ছেলে। "নিঝ্‌নি তাগিল্"-এর বহু পুরুষের শ্রমিক ঘরের ছেলে ও; দুর্ভিক্ষের সময় ময়দার খোঁজে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। তারপর মস্কোয় ধর-পাকড়ের সময় মিলিশিয়া ওকে আটক ক'রে একটা বালকাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিল; সেখান থেকে পালিয়ে ও রাস্তার ছেলে বনে যায়। আবার ধরা প'ড়ে ফের পালায়। ছেলে সে খুব করিৎকর্মা। ভেবেচিন্তে ঠিক ক'রে নেয়, চুরি ক'রে পয়সা রোজকার করাটাই বোধহয় বেশি সুবিধের হবে; কিন্তু পরে সে-ই আবার

সব প্রথম তার ভালোমানুষি হো-হো হাসির সঙ্গে তার সেই সব দুঃসাহসী, মৌলিক ধরনের উপায়ের চুরির চেষ্টার ব্যর্থতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল। শেষকালটা বেলুখিন বুঝে নিয়েছিলো ওভাবে চুরির পথ দিয়ে রাতারাতি বড়োমানুষ হ'য়ে ওঠাটা তার দ্বারা হ'য়ে উঠবে না; তখনই সে ইউক্রাইন-এ যেতে মনস্থ করে।

বেশ তুখোড় আর অভিজ্ঞ ছেলে এই বেলুখিন একদা ইস্কুলে পড়েছিল। অনেক কিছুরই একটু-আধটু তার জানা ছিল; তবে তা' সত্ত্বেও ছেলেটা এক-দিক দিয়ে আবার ছিল যেমন আকাট রকমের নিরেট, তেমনি পাহাড়ে রকমের আনাড়ি। এ-রকম ছেলে ঢের আছেঃ বোঝা যায় এরা ব্যাকরণ প'ড়েচে, ভগ্নাংশ জানে, এমন কি সরল সুদ-কষার একটা ক্ষীণ ধারণাও এদের আছে, কিন্তু কাজের বেলায় এই সব বিদ্যে এমন হাব্‌জা-গোব্‌জা রকমে লাগাতে যায় যে ফলটা নিতান্তই বদ্‌খৎ হ'য়ে ওঠে। বেলুখিন্-এর কথা বলার ধরনটাই ছিল জবড়্‌জঙ্গ্, কিন্তু সেই সঙ্গেই তাতে থাকতো আবার বুদ্ধি আর মনের তেজেরও ছাপ।

টাইফাস্-এর ধমকে কাৎ হ'য়ে প'ড়ে ছেলেটা অক্লান্ত রকমের 'বক্তার' হ'য়ে উঠেছিলো। তার রসিকতাটা, বরাবর যেমন হয়—তেমনিই, 'আক্কেল-গুড়ুম-করা-রকম' 'বেমক্কা-লাগিয়ে-দেওয়া' শব্দ-সমষ্টির এক আশ্চর্য সমন্বয় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছিলোঃ

"টাইফাস—ওটা তো একটা চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক মননশীলতা—ওটা কেন একজন রোম-রঙীন শ্রমিককে আক্রমণ করবে? সমাজ-বিজ্ঞানের জন্মের পরে আর ঐ জীবাণুটাকে আমরা তো বেড়া ডিঙোতে দেবো না—আর যদিই সে কোনো জরুরি দরকারে আসে যেমন রেশন-টিকিট কি অমনি ধারা কিছুর জন্যে, কেন না হাজার হোক্ সেবেচারাকেও তো বাঁচ্‌তে হবে—তা হ'লে তাকে আমরা সেক্রেটারি মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। আর কোলিয়া ভের্‌ক্ষেভ্-কেই আমরা সেক্রেটারি করবো, কেন না সে তো কুকুরের গায়ে এ'টুলির মতনই বইয়ে লেপ্‌টে থাকে! কোলিয়া এই চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক মননশীলতার 'তাল' সামলাবে 'খন! ওর কাছে তো জীবাণু-কীটাণু কীটপতঙ্গ সবেরই সমান দর—গণতন্ত্রের অধীনে সবই তো সমান।"

"আমি তো সেক্রেটারি হবো, আর তুই কি হো-ও-ও,—হো-ও-ও, হবি?" —তোৎলায় কোলিয়া ভের্‌ক্ষেভ্।

বেলুখিন-এর বিছানায় পায়ের দিকটায় ব'সেছিল কোলিয়া, তার নিত্য-

সহচর বই-এর গাদা আর তার মার্কামারা বিস্রস্ত, বিধ্বস্ত বেশবাসের বাহার খুলে।

"আমি তোর জন্যে 'আইন-প্রণয়ন' ক'রে 'ফরমান্ জারি' করবো যে তোকে মানুষের মতন পোষাক প'রে বেড়াতে হবে, তুই যে অমনধারা ভবঘুরে সেজে থাকিস্, যেটা কিনা তোস্কা সোলোভিয়োভ্ পর্যন্ত দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না—অমনটা আর চল্‌বে না। তুই অমন একটা 'পড়ুয়া' হ'য়েও অমন হনুমান বনে থাকিস্ কী ক'রে? আমার তো মনে হয় রাস্তার একটা বাঁদর-নাচানো ডুগি-সানাই-ওলা পর্যন্ত তোর মতন একটা কেলে-হনুমানকে নিতে চাইবে না। নেবে র‍্যা তোস্কা—?"

ছেলেরা ভেরক্ষেভ্-এর দিকে চেয়ে হেসে উঠ্‌লো। ভেরক্ষেভ্ চট্‌লো না। সে শুধু তার ভালোমানুষি-ভরা কটা চোখ দিয়ে স্নেহভরে বেলুখিনের দিকে তাকালে। ওদের দুজনের বড্ড ভাব; একই সময়ে ওরা কলোনিতে এসেছিলো আর পাশাপাশিই ওরা কামারশালায় কাজও করতো; তবে বেলুখিন যেখানে আজকাল নেহাই-এর কাজে হাত পাকাতে শুরু ক'রেচে, ও সেখানে এখনও 'হাপর' আঁকড়েই পড়ে রয়েচে, কেন না তাতে একটা হাত বই ধরবার পক্ষে 'খালি' পাওয়া যায়!

'তোস্কা সোলোভিয়োভ্—যাকে সবাই বেশির ভাগ সময় আন্তন সোমিও-নোভিচ্ ব'লে ডাকে—(কেননা ওর আর আমার দু'জনের একই নাম, একই পৈত্রিক পদবী) ও-ছেলেটার বয়েস দশ বছর। ওকে বেলুখিন কুড়িয়ে পেয়ে-ছিলো আমাদেরই বনের মধ্যে; অজ্ঞান-অচৈতন্য, উপবাসের একেবারে শেষ অবস্থায় পেঁাছে গেছ্‌লো তখন, ও। ইউক্রাইন-এর সামারা অঞ্চল থেকে বাপ-মায়ের সঙ্গেই ও এসেছিলো। পথে ওর মা মারা যায়; কিন্তু তারপরে কী যে হ'য়েছিলো তার কিছুই ও আর মনে করতে পারে না। ভা-রি সরল, মিষ্টি ছেলে-মান্‌ষিভরা মুখখানি ওর, আর সে-মুখ পরম নির্ভরতায় সর্বক্ষণ যেন বেলু-খিন-এর দিকেই ফিরে আছে! একদিকে তোস্কা তার এই হ্রস্ব জীবনের পথে জগৎকে দেখেচে বড়ো অল্পই; আর অন্যদিকে, এই আমুদে আত্মপ্রত্যয়যুক্ত 'রগুড়ে' ছেলে বেলুখিন, যে ভয় কাকে বলে জানে না, সে এমনই পাকাপোক্ত সংসারী গোছের হ'য়ে উঠেচে যে, তোস্কার কচি মনখানি বেলুখিনকে একেবারে শতপাকে জড়িয়ে ধরেচে।

তোস্কা দাঁড়িয়েছিল বেলুখিনের বিছানার মাথার দিকটাতে; বেলুখিনের প্রতি প্রীতিতে, শ্রদ্ধায় তার চোখদুটো একেবারে ঝল্‌মল্ করছিলো! তার

কচি রিণ্‌রিণে মিঠে গলায় তারা-পর্দার তীক্ষ্ণ হাসির ঝুম্‌ঝুমি একেবারে ঠিন্‌ঠিনিয়ে উঠ্‌লো ঃ

"কেলে হনুমা—ন্‌!"

"তোস্‌কা আমাদের, বড়ো হ'য়ে যা' চমৎকার মানুষখানা হবে একদিন!"—মাথার দিককার বিছানা টপ্‌কে তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে বেলুখিন।

"শোন্‌, তোস্‌কা, তুই যেন কক্ষণো ওই কোলিয়ার মতন অতো বই পাড়িস্‌নি, বুঝ্‌লি?—দ্যাখ্‌ না চেয়ে, বই প'ড়ে প'ড়ে কী রকম গোল্লায় গ্যাচে ও; মাথাটা একদম পাথুরে-মোটা-বুদ্ধি ক'রে ফেলেচে!"

"ওতো আর বই-কে পড়ে না, বইগুলোই ওকে পড়ে!"—ওপাশের বিছানা থেকে 'ফুট্‌ কাট্‌লে', জাদোরভ্‌।

আমি কাছেই ব'সে কারাবানভ্‌-এর সঙ্গে দাবা খেল্‌তে খেল্‌তে নিজের মনেই ভাবছিলুম ঃ এরা দেখ্‌চি ভুলেই গেছে যে এদের 'টাইফাস্‌' হ'য়েচে!

"ওরে, তোরা কেউ একবার একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকে ডাক্‌তো!"—বল্‌লুম।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না ঘরে এসে ঢুক্‌লো—ঠিক যেন রুষ্ট এক দেবীমূর্তি!

"কিসের অতো আদর-কাড়াকাড়ির ঘটা পড়ে গ্যাচে শুনি? তোস্‌কাই বা এখানে ঘুর্‌ঘুর্‌ করচে কিসের জন্যে? ভেবেচো কী তোমরা? আদিখ্যেতা!"

তোস্‌কা ভয়ে-ময়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়েই দৌড়! কারাবানভ্‌ নিজের বাহুদুটো পাক্‌ড়ে ধ'রে গ'ুড়ি মেরে ব'সে পিছু হ'ঠ্‌তে হ'ঠ্‌তে ঘরের কোণের দিকে স'রে যেতে লাগ্‌লো; ভান করচে, যেন কতই ভয় পেয়েচে!

"আমারও ভা-রি ভয় ক'রচে,"—সে বল্‌লে।

"তোস্‌কা!" ক্যার্‌ক্যারে গলায় বল্‌লে জাদোরভ, "ধর্‌ তুই, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌-এরও হাতখানা! ও'কে যে বড়ো ফেলে পালাচ্চিস্‌?"

ওই আমোদের হুল্লোড়ের মাঝে অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌লো।

"ঠিক যেন 'জুলু'দের মতন কাণ্ড সব!"—সে হে'কে উঠ্‌লো।

"জুলুরা—যারা 'পাজামা-পাৎলুন' কিচ্ছু না প'রেই ঘুরে বেড়ায় আর ক্ষিদে পেলেই বন্ধুদের ধ'রে ধ'রে খেয়ে পেট ভরায়,"—গম্ভীরভাবে বল্‌লে বেলুখিন। "ওদের কেউ হয়তো কোনও তরুণী মহিলার কাছে গিয়ে বল্‌লে,

"চলুন, আপনার সঙ্গে যাই!" তাতে মহিলাটি অবশ্য খুবই খুসি! তিনি বল্‌লেন, "না না, অতো কষ্ট করবেন না দয়া ক'রে! আমি নিজের সঙ্গে দিব্যি যেতে পারি!" লোকটা বল্‌লে, "না না, তা' হবে না! নিজের সঙ্গে আপনার যাওয়া চল্‌বে না!" তারপর মহিলাকে লোকটা কোণের দিকে নিয়ে গেল, আর রাই-সরষে বাটা-ফাটা না মাখিয়ে এমনিই 'গপাৎ' ক'রে খেয়ে ফেল্‌লে।"

দূরের কোণটা থেকে তোস্‌কার তীক্ষ্ম হাসি রিণ্ রিণ্ ক'রে ফুটে উঠ্‌লো। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকেও হেসে ফেল্‌তে হোলো।

"জুলুরা কাঁচ মেয়ে ধ'রে খায় হয় তো, কিন্তু তোমরাও তো কাঁচ ছেলেদের টাইফাস্ রুগীর কাছে আস্‌তে দাও! দুটোই সমান খারাপ!"

ভেরক্ষেভ্ এবার বেলুখিনের ওপর শোধ নিতে ছাড়ে না।

"জুলুরা কাঁচ মেয়ে খ্-খ্-খায় না," সে তোৎলায়, "আর তারা তোর চেয়ে ঢেঢ্-ঢেঢ্-ঢের ব্-ব্-বেশি সভ্য! তুই তো তোস্‌কাকে রোগ ধরিয়ে ছাড়বি!"

"আর তুমি, ভেরক্ষেভ্?" বল্‌লে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না,—"তুমিই বা ওর বিছানায় কেন? এক্ষুনি ভাগো!"

ভেরক্ষেভ্ একটু থতমত খেয়ে তারপর বেলুখিনের বিছানাময় যেসব বই ছড়িয়ে বসেছিলো, সেগুলো গুছোতে আরম্ভ করে।

জাদোরভ তার হ'য়ে লড়ে।

"ওতো আর কাঁচ খুকিটি নয়! বেলুখিন ওকে খাবে না!"

তোস্‌কা ইতিমধ্যে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার পাশে চ'লে এসেছিলো। সেখান থেকেই সে চিন্তিতভাবে ব'লে ওঠেঃ

"মাৎভেই কালো হনুমান খাবে না!"

ভেরক্ষেভ্ একহাত দিয়ে বাগিয়ে বইগুলোকে বগলে চেপে ধ'রেছিলো। দেখা গেল অন্যহাত দিয়ে সে তোস্‌কাকে বগলে চেপে ধরেচে আর তোস্‌কা হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণপণে পা ছুঁড়চে! তারপর সমস্ত দলটা ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে ভেরক্ষেভ-এর বিছানায় গিয়ে জুট্‌লো।

পরের দিন সকালে কালিনা আইভানোভিচের ফরমায়েসমতো তৈরি, শববাহী গাড়ির মতন গভীর খামার-গাড়িখানা, মানুষে বোঝাই হ'য়ে একেবারে উপছে উঠ্‌লো। গাড়ির খোলের মধ্যের পাটাতনের ওপর সর্বাঙ্গে লেপ মুড়ি দিয়ে আমাদের টাইফাস্ রুগীর দল সারি সারি ব'সে। তার ওপর আবার বাক্স-গাড়িটার মাথাতেও আড়াআড়িভাবে পাটাতন পেতে তাতে চেপে বসলুম আমি আর ব্রাৎচেংকো। ভেৎকোভ্‌স্কির সঙ্গে গিয়ে যে-ঝঞ্ঝাটের মুখোমুখি আমায় হ'তে হ'য়েছিলো, তারই পুনরাবৃত্তি আবার ঘট্‌তে চলেচে ভেবে, আমার মনটা

খুবই ভার হ'য়ে ছিলো। তাছাড়া ছেলেগুলো এই যে চলেছে, এদের সবাই-ই যে আরোগ্যের পথেরই যাত্রী—সেবিষয়েও আমি নিশ্চিত হ'তে পারছিলুম না!

গাড়ির খোলটার নিচেয় শুয়েছিলো ওসাদ্‌চি; সে বিকারগ্রস্তের মতন লেপটাকে কেবলই কাঁধের ওপর টেনে টেনে নিচ্ছিলো। তার লেপের জীর্ণ আস্তরণ ভেদ ক'রে অত্যন্ত ময়লা, কটা রঙের টিপ্‌লিগুলো এখানে ওখানে বেরিয়ে বেরিয়ে পড়্‌চে! আমার পায়ের দিকে দেখ্‌তে পাচ্চি ওসাদ্‌চির বুট্‌ জোড়া, যেম্‌নি লক্কড় দেখ্‌তে, তেম্‌নি পুরোনো! বেলুখিন মাথা ঢেকে নিজের চারদিকে লেপটাকে একেবারে চোঙার মতন ক'রে জড়িয়ে নিলে।

"লোকে ভাব্‌বে আমরা একদল পুরুত"—সে বল্‌লে,—"তারা ঠিক ভাব্‌বে এতগুলো পুরুত একখানা খামার-গাড়িতে চ'ড়ে কোন্‌ চুলোয় চলেচে রে!"

জাদোরভের মুখে শুধু একটু হাসি খেলে গেল। তার সে হাসিতেই মালুম, সে বেচারা কতখানি অসুস্থ হ'য়ে প'ড়েচে!

জ্বরো রুগীদের কুড়েয় দেখি সবই সেই আগেকার মতন। কোস্তিয়া যেখানে প'ড়েছিলো সেই ওয়ার্ডেই কাজ ক'রে, এমন একজন নার্সকে পেয়ে গেলুম। সে দীর্ঘ বারান্দা দিয়ে অতিকষ্টে তার দেহটাকে টেনে নিয়ে একেবারে নাকের সিধে চলেছিলো।

"ভেৎকোভ্‌স্কি?—ও-ই ওখানে র'য়েচে বুঝি!"

"সে আছে কেমন?"

"এখনও কিছু জানা যায়নি।"

তার পিঠের দিকে আন্তন হাতের চাবুক হাঁকড়াবার ভঙ্গি করলে। "কিচ্ছুই জানা যায়নি? বেশ ব'লে দিলেন তো! জানা যায়নি, মানে?"

"এ ছেলেটি কি আপনার সঙ্গে এসেচে?"—ভিজে স্যাঁৎ-স্যাঁতে আন্তনের দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে নার্সটি আমায় জিগ্যেস্‌ করলে। আন্তনের গা থেকে আস্তাবলের গন্ধ ফুটে বেরুচ্ছে, আর তার পেন্টালুনেও খড়ের টুক্‌রো লেগে র'য়েচে।

"আমরা গোর্কি কলোনি থেকে আস্‌চি,"—আমি খুব সাবধানে বল্‌তে আরম্ভ করলুম,—"আমাদের একটি ছেলে—ভেৎকোভ্‌স্কি এখানে র'য়েচে। আর আমি আরও তিনটিকে এনেছি, আমার মনে হয়, সেগুলোও সব টাইফাস্‌-এরই কেস।"

"আপনাদের, 'ওয়েটিং রুম'-এ যেতে হবে।"

"কিন্তু ওখানে যা ভীড়্‌! তাছাড়া আমি চাই, আমাদের ছেলেগুলো সব এক জায়গাতেই থাকুক।"

"সকলকার খেয়াল-খুসি তো আর আমরা মেটাতে পারি না!"

কথাটা ব'লেই—দেখি, সে আবার এগিয়ে চলে!

"আপনার হ'ল কী? লোকের সঙ্গে অন্তত একটা কথাও তো কইতে হয়!"

"ওয়েটিং রুম-এ যান, কম্‌রেড্‌রা! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প ক'রে লাভ নেই!"

নার্স্‌টি আন্তনের ওপর চট্‌লো;—আমিও।

"তুই ভাগ্‌ এখান থেকে!"—আমি দাব্‌ড়ালুম, "তোকে কে মোড়লি করতে ডেকেচে?"

আন্তন কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে, অবাক্‌ হ'য়ে একবার আমার দিকে, একবার নার্সের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো। আমি নার্স্‌টিকে একই বিরক্তিভরা সুরে বল্‌তে লাগ্‌লুমঃ

"দয়া ক'রে আমায় একটা কথাই বল্‌তে দিন! আমি চাই, ছেলেগুলো সব সেরে উঠুক। যে-যে সেরে উঠ্‌বে, তাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি দু 'পুড' ক'রে গমের ময়দা দিতে রাজি আছি। কিন্তু বন্দোবস্তটা আমি মাত্র একজনের সঙ্গেই করতে চাই। ভেৎকোভ্‌স্কি আপনার ওয়ার্ডে র'য়েচে। দেখুন, যাতে অন্যগুলোকেও সেইখানেই নিয়ে নেওয়া যায়।"

মনে হোলো নার্স্‌টি হক্‌চকিয়ে গেছে—অপমানিতও বোধ করেচে, সন্দেহ নেই।

"গমের ময়দা-ফয়দা কী বল্‌চেন?"—সে জিগেস করলে, "ও আবার কী? —ঘুস্‌? আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

"এটা ঘুস্‌ নয়, বখ্‌শিস্‌, বুঝ্‌লেন? আপনি না বোঝেন তো বলুন, আমি অন্য নার্স্‌ দেখি। একে ঘুস্‌ বলে না; হয়তো তাতে একটু বাড়্‌তি খাটুনিও আছে। আসল কথা হ'চ্চে, ওরা একটু বেশি দুব্‌লা-গোছের কিনা? ওদের তো আর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, বুঝ্‌লেন না?"

"গমটম কিচ্ছু লাগ্‌বে না, আমি ওদের আমার ওয়ার্ডেই নিয়ে নেবো। —ক'জন?"

"এখন তো আরও তিনজনকে এনেচি, হয়তো শিগ্‌গিরই আরও জন-কয়েককে আনতে হবে।"

"আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে!"

আন্তন আর আমি নার্সের পিছু নিলুম। আন্তন অর্থপূর্ণ ভাবে নার্স্‌টির দিকে মাথাটা দুলিয়ে চোখ টিপ্‌লে। তবে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে এভাবে ব্যাপারটার হঠাৎ মোড় ফিরে গেল দেখে, সে-ও খুব অবাক হয়েচে।

তার ঐ সব মুখভঙ্গি-টঙ্গিকে আমি যে আমল দিলুম না, সেটাও সে বিনীত-ভাবেই মেনে নিলে।

নার্স্ আমাদের নিয়ে গেল, হাসপাতালের একেবারে শেষ প্রান্তের একটা ঘরে। আমি তখন আন্তনকে পাঠিয়ে দিলুম, আমাদের রুগীগুলোকে সেখানে আন্‌তে।

তাদেরও সব্বার টাইফাস্ই হ'য়েছিল। ডিউটিতে যে ফেল্‌ড্‌শেরটি ছিলেন তিনি তো আমাদের 'লেপ'-এর চেহারা দেখে বেশ কিছুটা অবাক হ'লেন। নার্স্‌টি কিন্তু সহজ দৃঢ়স্বরে বল্‌লেঃ

"এরা গোর্কি কলোনি থেকে এসেছে। এদের আমার ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিন!"

"কিন্তু আপনার ওখানে আর কি জায়গা হবে?"

"যা' হয় ক'রে আঁটিয়ে নিতে হবে। দু'জন তো আজই চ'লে যাচ্চে, আর একখানা 'বেড্' আমি ওরই ভেতর কোথাও পাতিয়ে নেবো।"

"আমরা চ'লে আস্‌বার সময় বেলুখিন ফক্কুড়ি ক'রে বল্‌লেঃ

"আরও জনকয়েককে এনে দিন; তাতে জম্‌বে ভালো!"

দিনদুয়েকের মধ্যেই আমরা তার 'অনুরোধ-রক্ষা' করতে পারলুম, যখন গোলোস্ আর শনাইডারকে না এনে উপায় রইলো না। তার এক সপ্তাহ পরে, আবার তিনজন!"

তবে, ভাগ্যক্রমে ওই পর্যন্তই।

আমাদের রুগীরা কেমন আছে তা' জানবার জন্যে আন্তন বার কয়েক হাসপাতালে গেল। টাইফাস্-এ আমাদের ছেলেদের ক্ষতি বিশেষ কিছু হোলো না।

আমরা যখন সবে ভাব্‌তে আরম্ভ করেচি যে এবার শহরে যাবো জন-কয়েককে ফিরিয়ে আনবার জন্যে, এমন সময়, এক "নবীন-বসন্ত-দিনে"-র "ঠিক-দুক্কুর-বেলা"-র খর রোদ্দুরের মধ্যিখানে হঠাৎ টিপ্‌লি-বের-হওয়া জীর্ণ এক লেপে আপাদমস্তক মুড়ে বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো এক প্রেত-মূর্তি! ভূতটা সটান কামারশালায় এসে চিঁচিঁ ক'রে বল্‌লেঃ "এই যে, ওস্তাগরের দল সব! হালচাল তো বাৎলাও! পড়াশুনো কি চলে এখনো? দেখিস্—মাথার ঘিলু যেন না ছট্‌কে বেরোয়!"

ছেলেরা আহ্লাদে আটখানা! বেলুখিন যদিও রোগা হাড়সার হ'য়ে গ্যাচে, মুখখানা পর্যন্ত তার ভীষণ পাৎলা আর হাড়-বের-করা হ'য়ে পড়েচে—তবুও দেখ্‌লুম ফূর্তি আর বেপরোয়া ভাবের তার বিন্দুমাত্র 'কমি' নেই।

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না তাকে নিয়ে পড়্‌লো—এমন ক'রে পায়ে-

হে'টে চ'লে আসার মানেটা কী? তাকে আন্‌তে না পাঠানো পর্যন্ত সে ওখানেই র'য়ে গেল না কেন?

"দেখুন, একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, থাক্‌তে আমি পারতুম", সে ব্যাখ্যা করে,—"কিন্তু ভদ্দর-লোকের খাওয়া খাবো ব'লে, আমি যে একেবারে ক্ষেপে উঠিচি! সেখানে প'ড়ে প'ড়ে যখনই ভাবতুম, এরা হয়ত এখানে দিব্যি রাই-এর রুটি, লপ্‌সি আর গাম্‌লা গাম্‌লা হালুয়া-পায়েস (পরিজ্‌) ওড়াচ্চে, অখনই আমার গোটা 'মনস্তত্ত্ব' জুড়ে এমন লোভ জাগ্‌তো...তখন আমি আর ওদের গোবরের (gaber) ঝোল্‌টার চেহারা পর্যন্ত সইতে পারতুম না।—এঃ মাগোঃ!"

হাসির ধমকে তার কথা আট্‌কে গেল।

"গোবরের ঝোল আবার কী রে?"

"জানেন, 'গোগোল্‌' যে ও-জিনিসের কথা লিখেচেন! তা' নাম যা' দিয়েচেন 'খোল্‌তাই' রকমের,—শুন্‌তে একেবারে তোফা! আর হাসপাতালেও তারা গোবরের ঝোল খাওয়াবার এমন ভক্ত! আমি কিন্তু যতবার জিনিসটার দিকে তাকাতে যাই ততবারই আমার হাসি ঠেলে বেরোয়। ওটাকে আর আমি মানিয়ে নিতে পারলুম না। মাগো, মা! হাসা ছাড়া আমার আর করার কিছু থাক্‌তো না! নার্স তাই দেখে যত বকাবকি করে, আমারও হাসি ততই যায় বেড়ে। কেবল হাসি, আর হাসি! 'গোবরের ঝোল' নামটা যেই আমার মনে প'ড়ে যায়, অমনি আর আমার খাওয়া হয় না। চাম্‌চেটি হাতে উঠিয়ে নিয়েচি কি না নিয়েচি, অমনি হাসির ধমকে আমার মারা পড়ার যোগাড়। কাজেই তখন খাওয়া-ফাওয়া ফেলে চম্পট্‌। এখানে আপনাদের আজ সব খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে? আজ 'হালুয়া-পায়েস' হযেছিল, না?"

কোথা থেকে কে জানে, একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না তার জন্যে খানিকটা দুধ জোগাড় ক'রে এনেছিল। অসুখ থেকে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই একেবারে হালুয়া-পায়েস খেতে ব'সে যায় না!

বেলুখিন মহানন্দে তাকে ধন্যবাদ দিলেঃ

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আমার অন্তিম সাধ মেটানোর জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!"

এই ব'লে সেটা সে স্রেফ্‌ ঢেলে ফেলে দিলে। ওকে সাম্‌লাবার চেষ্টা করা বৃথা বুঝে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না হাল ছেড়ে দিলে।

বাকি ছেলেগুলোও শিগ্‌গিরই ফিরে এলো।

আন্তন এক বস্তা গমের ময়দা নার্স্‌টির বাড়ি পেঁীছে দিয়ে এলো।

১৭

যুদ্ধপথে শারিন

রায়েষার বাচ্ছা, টাইফাস্ মহামারী, দুর্দান্ত শীত আর বরফে জ'মে-যাওয়া পায়ের আঙুল, বরফের অত্যাচারে গাছ প'ড়ে যাওয়া এবং অন্য নানান রকমের দুঃখকষ্ট—সবই আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু জনশিক্ষা দপ্তরের ওবা যেটাকে আমার 'সেনানিবাসের নিয়ম-নিষ্ঠা' বল্‌তো—সেটাকে /ওরা কিছুতে ক্ষমা করতে পারছিল না।

"আপনার ওই 'পুলিশ-রাজ'-এর আমরা 'ইতি' কর্‌চি!"—বললে ওরা আমায়—"আমাদের দরকার, সমাজ-শিক্ষার ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা, নিগ্রহাগার বানানো নয়।"

আমার বক্তৃতাতে আমি, সে-সময়ের সাধারণভাবে মেনে-নেওয়া 'থিওরি'টা নির্ভুল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলুম। সে থিওরি ছিল এই যে, "কোনও-রকমের শাস্তিমাত্রই অবনতি-কারক", "বালকবালিকার পবিত্র সৃজনী-প্রতিভার আবেগকে বিকাশলাভ করার জন্যে উপযুক্ত সম্ভাব্য সর্বপ্রকার চরম সুযোগ দেওয়া একান্তই আবশ্যক এবং আত্মসংগঠন আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাটাই হ'চ্চে সবচেয়ে মস্ত জিনিস।" তাছাড়া আমি আবার আমার এই অখণ্ডনীয় থিয়োরিটাও উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছিলুম যে, যে-পর্যন্ত না সমাজ-বোধ জাগ্রত হয়, এবং সমাজ-চেতনা-প্রবর্তক সঙ্ঘ গঠিত হয়, যতক্ষণ না চোখের সামনে দেখ্‌তে পাবার মতন একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়, এবং প্রাথমিক শ্রম ও সংস্কৃতিগত একটা অভ্যাস গ'ড়ে ওঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষকের অধিকার, তাই বা কেন,—আবশ্যিক কর্তব্যই হ'য়ে পড়ে, 'বাধ্যতা'র প্রবর্তন করা। আমি এই অভিমতও ঘোষণা করলুম যে,—শিক্ষার সবটুকুকে শুধু ছেলের ঝোঁকের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব; কর্তব্যবোধের অনুশীলনটা প্রায়ই তাদের কাছে প্রীতিকর না হ'য়ে তাদের মনের সহজ গতির

বিপরীত-ধর্মীই হ'য়ে থাকে; বিশেষ ক'রে ছেলেদের নিজেদের কাছে ওগুলো ওইভাবেই উপস্থাপিত হয়। আমি বলেছিলুম, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে যেটা করা দরকার তা হচ্ছে এমনা সব বলিষ্ঠ, মজবুত মানুষ গ'ড়ে তোলা,—যারা নাকি সমাজের কল্যাণের জন্যে দরকার হ'লে অপছন্দসই এবং বিরক্তিকর কাজও সম্পাদন করবার যোগ্য হ'য়ে উঠবে।

শেষকালে সারমর্ম হিসেবে আমি,—একটা বলিষ্ঠ, উৎসাহী, এমন কি দরকার হ'লে কঠোর রকমেরও, সমাজ গ'ড়ে তোলার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়ে সেই মতটাকেই আঁকড়ে ধরেছিলুম; বলেছিলুম, আশা ভরসা যা কিছু, তা' সবই ওই সমাজ-এর ওপরই স্থাপন করতে হবে। উত্তরে, আমার প্রতি-পক্ষীয় দলটি কেবল শিক্ষাবিষয়ক স্বতঃসিদ্ধগুলিই আমার মুখের ওপর নিক্ষেপ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন; আর তাঁরা বারেবারেই 'শিশু' এই শব্দটি নিয়েই তাঁদের বক্তব্য শুরু করছিলেন।

কলোনি খতম হ'য়ে যায় তো তাও যাক—এইটা ভেবে নিয়ে আমি একে-বারে তৈরিই হ'য়ে রইলুম, তবে সে-সময়ে আমাদের নানা জরুরি প্রাত্যহিক সমস্যা, ফসল বোনার 'হিড়িক', আর নতুন কলোনির অন্তহীন মেরামতি-কাজ —এইসব মিলে, জনশিক্ষা দপ্তরের ঐ হুমকি নিয়ে আমার মাথা ঘামানোটাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ওখানকার কেউ নিশ্চয়ই আমার হ'য়ে ল'ড়ে থাকবে, কেন না আমার "খতম্" হ'তেও দেখলুম বেশ সময় লাগচে! তা না হ'লে আমার পদটা থেকে আমাকে হটিয়ে দেওয়াটার চেয়ে সোজা কাজ আর কী ছিল?

যাই হোক দপ্তরে যাওয়াটাকে আমি এড়িয়েই চলতে লাগলুম কারণ সেখানে ওরা আমার সঙ্গে যে-ভাবে কথা-টথা কইতো সেটা নেহাৎ সরাসরি অপমানসূচক না হ'লেও হৃদ্যও ছিল না একেবারেই। ওখানে আমার প্রধান উৎপীড়কদের মধ্যে একটা লোক ছিল, তার নাম শারিন। মানুষটা বেশ "ডাকাবুকো', চেহারাটা ভালই, রঙ্ ময়লা, ঢেউখেলানো চুল—মেয়ে-ভোলাতে একখানি! তার ছিল বেশ 'ভারি-ভারি' রসালো লাল ঠোঁট, আর জোরালো বাঁকা ভুরু। ১৯১৭ সালের আগে লোকটা কী ছিল কে জানে—এখন কিন্তু সে, আর সব ছেড়ে, বেছে বেছে,—সমাজ শিক্ষার 'গুরুমশাই'—ব'নে গেছে। ফ্যাশন-দুরস্ত গালভরা বুকনি ফড়্ফড়ানোটা খুব রপ্ত ক'রে নিয়েচে। ভাষার ঝঙ্কারের হাওয়াবাজিতে আসর গরম করবার ক্ষমতা ছিল তার; আর তার নিজেরও ধারণা ছিল যে তার ঐ সব বুকনিবাজিগুলো ছিল শিক্ষার জগতে একেবারে যুগান্তর এনে ফেলবার মতনই দামি।

একবার তার ধরনধারণ দেখে আমি আমার অসহ্য হাসির ধমক কিছুতে

চাপ্‌তে পারিনি। সেই থেকে সে আমার ওপর একটা উদ্ধত আক্রোশ পোষণ করতে থাকে।

একদিন সে যখন কলোনিতে আসে, সে-সময়ে আমার অফিসঘরের টেবিলের ওপরে রাখা একটা ব্যারোমিটারের ওপর তার নজর পড়ে।

"ও জিনিসটা কী?"—সে জিগেস্‌ করলে।

"ব্যারোমিটার।"

"ব্যারোমিটার—মানে?"

"একটা ব্যারোমিটার,"—আমি অবাক হ'য়ে জবাব দিলুম, "আবহাওয়াটা কেমন যাবে তারই আভাস দেয় এটা।"

"আবহাওয়া কেমন হবে তার নিশানা দেয়?"—সে আমার কথাটারই প্রতিধ্বনি করলে।—"তা' এখানে, আপনার টেবিলে প'ড়ে থেকে, কেমন ক'রে তা' দেবে? আবহাওয়া তো আর ঘরের ভেতরে নেই, সেতো ফাঁকা জায়গার ব্যাপার।"

ওই সময়টাতেই আমি আমার সেই প্রচণ্ড মোক্ষম হাসিতে ফেটে পড়ি। হাসি হয়তো আমি চাপ্‌তে পারতুম যদি 'শারিন্‌' অতখানি পাণ্ডিত্যের ভান না করতো, আর যদি সে ওই রকম চুলের কেতা আর ওই রকম নিশ্চিত জ্ঞানের ভড়ংটা না ব'য়ে বেড়াতো।

এইটিতেই সে জ্বলে উঠ্‌লো।

"হাসলেন যে!"—বল্‌লে সে,—"অথচ আপনি কিনা নিজেকে শিক্ষক ব'লে পরিচয় দেন! অমনি ক'রেই বুঝি আপনাদের জিম্মিদের আপনি মানুষ করচেন? যদি দেখেন আমি বুঝ্‌তে পারিনি তাহ'লে আপনার আমাকে বুঝিয়ে দেবারই কথা, হাসবার কথা নয়!"

কিন্তু অতটা মহানুভবতা দেখানো আমার ক্ষমতায় কুলোনো না, আমি শুধু হাস্‌তেই লাগ্‌লুম। আমি এক-সময় একটা গল্প শুনেছিলুম; সেটা, শারিন্‌-এর সঙ্গে আমার যে-ধরনের কথাবার্তা হোলো তারই একেবারে হুবহু প্রতিচ্ছবি। তাই, বাস্তব জীবনে এই ধরনের গল্পের যে সত্যি সত্যি এই-রকম উদাহরণ মেলা সম্ভব, এই দেখে আর গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের একজন ইন্‌পেক্টার শেষটা ঐ রকম উদাহরণ যুগিয়ে দিলে, এই ভেবে আমার ভা-রি মজা লাগ্‌লো।

রাগে ফুল্‌তে ফুল্‌তে শারিন বেরিয়ে গেল।

আমার বক্তৃতার ওপর যে বিতর্কের আলোচনা হয়েছিল তাতে নির্মম-ভাবে শারিন জটিল ভাষায় শক্ত শক্ত কথা লাগিয়ে আমার সমালোচনা করলে:

"শিশুর ব্যক্তিত্বের ওপরে ভৈষজ-বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ-ব্যাপারের ঐকস্থানিক কেন্দ্রীয়ণ-পদ্ধতিটার"—সে ব'লে চল্‌লো—"সমাজ-শিক্ষার সংগঠনের থেকে যতটা পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারা যায় ততখানি পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে পদ্ধতিটার প্রাধান্যের এবম্বিধ সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয় যাতে কিনা শিশুর স্বাভাবিক আকৃতির সঙ্গে সেটার সঙ্গতি অক্ষুণ্নভাবেই সংরক্ষিত হয় এবং জীববৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনীতিক—সর্ববিধ নিসর্গপ্রদত্ত গঠন-প্রকৃতির উন্নয়নে তা' সৃজনী সম্ভাবনার অভিব্যক্তির অনুকূল হয়ে ওঠে। তা'লেই দেখা যাচ্ছে যে আমার এই উক্তিতে প্রযুক্ত যুক্তি অনুসরণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারা যায় যে..."

ঝাড়া দু'টি ঘণ্টার মধ্যে একটিবার মুহূর্তের জন্যেও দম না নিয়ে, আধ-বোজা চোখে সে তার এই আঠা-চট্‌চটে (viscous) পাণ্ডিত্যের প্লাবনে শ্রোতাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে, সমাপ্তির দাঁড়ি টানবার আগে মর্মস্পর্শী ভাবাবেগের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লোঃ "জীবন হ'চ্চে আনন্দ!"

এই—এ হেন শারিন আমাকে 'আগা-পাছ্‌তলা * ধোলাই' দিয়ে ছাড়্‌লে, ১৯২২ সালের বসন্ত কালটাতে।

ফার্স্ট্‌ রিজার্ভ্‌ আর্মির স্পেশাল ডিপার্ট্‌মেন্ট্‌ থেকে কলোনিতে একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলে যে, তাকে ভর্তি ক'রে নিতেই হবে। এর আগেও স্পেশাল ডিপার্ট্‌মেন্ট আর চেকা (cheka) থেকে আমাদের ওখানে ছেলে পাঠানো হ'য়েছিল। এ ছেলেটাকেও আমরা নিয়ে নিলুম। তার দু'দিন বাদে শারিন আমায় ডেকে পাঠালেঃ

"আপনি ইভ্‌জিনিয়েভ্‌কে ভর্তি ক'রে নিয়েচেন?"

"হ্যাঁ, নিইচি।"

"আপনার কী এখ্‌তিয়ার আছে যে, আমাদের বিনা হুকুমে ছেলে ভর্‌তি করেন?"

"ওকে ফার্স্ট্‌ রিজার্ভ্‌ আর্মির স্পেশাল ডিপার্ট্‌মেন্ট্‌ থেকে পাঠানো হ'য়েচে।"

"আমার সঙ্গে স্পেশাল ডিপার্ট্‌মেন্টের কিসের খাতির? আমাদের হুকুম ছাড়া কাউকে ভর্‌তি করার অধিকার আপনার নেই।"

"স্পেশাল ডিপার্ট্‌মেন্টের হুকুম আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। আর আপনার যদি মনে হয় আমার কাছে ছেলে পাঠাবার তাদের কোনো অধিকার

* **And it was this same Sharin who smote me hip and thigh in the spring of..**

নেই, তাহ'লে সে-ব্যাপারের বোঝা-পড়া করুন গিয়ে তাদের সঙ্গে। আপনার আর স্পেশাল ডিপার্ট্মেন্টের মাঝে সালিশি করা আমার কাজ নয়।"

"এক্ষুনি ইভ্জিনিয়েভ্‌কে ফিরে পাঠান।"

"পারি. যদি আপনি এই হুকুমটাই কাগজের ওপর লিখে দেন।"

"আমার মুখের হুকুমই আপনার কাছে যথেষ্ট হওয়া উচিত।"

"আপনি লিখেই দিন না।"

"আমি আপনার ওপর-ওলা আর আমি এই দণ্ডে এইখানেই আপনাকে গ্রেপ্তার ক'রে আমার মুখের হুকুম না মানার জন্যে এক হপ্তার মেয়াদ দিতে পারি।"

"বেশ তো, তাই দিন!"

আমি দেখ্লুম, আমাকে এক হপ্তার জেল দেবার ওর যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাটাই লোকটা কাজে জাহির করতে চাইচে। আর এখানে যখন হাতেই একটা ছুতো রয়েচে তখন আর খুঁজে-পেতে ছুতো আবিষ্কার করতে যাওয়ার দরকারটা কী?

"তাহ'লে আপনি ছেলেটাকে ফিরে পাঠাবেন না?"—সে জিগেস্ করলে।

"লেখা হুকুম না পেলে ওকে আমি ফিরে পাঠাবো না। দেখুন, স্পেশাল ডিপার্ট্মেন্টের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার চেয়ে কম্‌রেড্ শারিনের হাতে গ্রেপ্তার হওয়াটাই আমার বেশি পছন্দ।"

বোঝা গেল, বেশ 'ভ্যাবাচ্যাকা' খেয়েই ইন্‌পেক্টর মহাপ্রভু আমায় জিগেস্ করলেন, "শারিন-এর হাতে বন্দী হবারই বা এত শখ কেন?"

"সেটাই কতকটা ভালো হবে। হাজার হোক সেটা তবু তো মাস্টারির লাইনেরই ব্যাপার হবে!"

"তাহ'লে আপনি বন্দী।"

সে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলে।

"মিলিশিয়া? গোর্কি কলোনির ডিরেক্টরের জন্যে এক্ষুনি একজন মিলিশিয়াম্যান্ পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে এক হপ্তার জন্যে গ্রেপ্তার করিচি।—শারিন।"

"আমায় কী করতে হবে? আপনার আপিসেই অপেক্ষা করবো?"

"হ্যাঁ, আপনি এখানেই থাক্‌বেন!"

"আমাকে একটু ছুটি দেবেন? মিলিশিয়াম্যান্ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে আমি ততক্ষণ স্টোর থেকে কিছু মালপত্তর আমার গাড়িতে চাপিয়ে কলোনিতে রওনা ক'রে দিয়ে আসি?"

"যেমন আছেন, এইখেনেই থাকুন।"

হ্যাট্-স্ট্যান্ড্ (টুপি রাখা আল্না) থেকে শারিন তার ভেলোরের টুপিটা তুলে নিলে। ওর কালো চুলের সঙ্গে টুপিটা বেশ মানানসই। তারপরই সে 'হুট্' ক'রে অফিস্ থেকে বেরিয়ে প'ড়্লো। তখন আমি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে গ্যুবের্নিয়া একজিকিউটিভ্ কমিটির (কার্য নির্বাহক সমিতি) চেয়ারম্যানকে চাইলুম। তিনি ধৈর্য ধ'রে আমার সমস্ত কথা শুনলেন।

"শুনুন মশাই,"—বল্লেন তিনি—"আপনি ঘাব্ড়াবেন না মোটেই। ধীরে সুস্থে বাড়ি চ'লে যান দেখি! আর নয়তো তার চেয়ে, মিলিশিয়াম্যানটা আসা পর্যন্ত থেকেই যান। সে এলে তাকে বল্বেন, আমায় যেন ফোন্ করে!"

মিলিশিয়াম্যান এসে প'ড়লো।

"আপনিই কি কলোনির ডিরেক্টর?"

"হ্যাঁ।"

"তাহ'লে চলুন আমার সঙ্গে।"

"গ্যুবের্নিয়া একজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আমায় বাড়ি চ'লে যেতে ব'লেচেন। আর তোমায় ব'লেচেন তাঁকে ফোন করতে।"

"আমি কাউকে ফোন্-টোন্ করতে পারবো না। বড়কর্তা হেড থেকে ফোন্ ক'রতে পারেন। চলুন!"

রাস্তায়, আন্তন আমাকে ওভাবে মিলিশিয়াম্যানের জিম্মায় দেখে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো।

"আমার জন্যে এইখানেই থাকিস্।"—বল্লুম তাকে।

"ওরা কি আপনাকে চট্ ক'রে ছেড়ে দেবে?"

"তুই এ ব্যাপারের কদ্দুর কী জেনেছিস্?"

"ওই 'কেলে' লোকটা যে আমার কাছে এসে ব'লে গেল, 'তুমি বাড়ি চ'লে যাও। তোমাদের ডিরেক্টর আস্বেন না।' আর টুপি-পরা ক'জন মেয়ে-ছেলে এসেও যে ব'লে গেল, 'তোমাদের ডিরেক্টর গ্রেপ্তার হ'য়েচেন।"

"তুই দাঁড়া এখেনে। আমি এক্ষুনি আস্চি।"

হেড্ কোয়ার্টার্সে গিয়ে বড়কর্তার জন্যে আমায় অপেক্ষা করতে হোলো। তিনি এসে আমায় মুক্তি দিতে চারটে বেজে গেল।

আমাদের গাড়িটা বাক্স আর বস্তায় খুব উঁচু পর্যন্ত বোঝাই হ'য়ে গেছ্লো। আন্তন আর আমি গাড়িতে 'ঢিকোতে ঢিকোতে' খার্কভ্ শড়ক

ঝড়্‌ঝড়ে একখানা খামার গাড়িতে জোতা কলোনির একজোড়া ঘোড়া
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে টগ্‌বগিয়ে একেবারে পূর্ণবেগে···

বেয়ে এগোতে লাগলুম—যে যার চিন্তায় 'মশগুল' হ'য়ে; সে সম্ভবতঃ খড় আর ঘোড়া-চরাবার মাঠের কথা—আর আমি, কলোনির ডিরেক্টরদের জন্যে আলাদা ক'রে গড়া 'অদৃষ্টের ফের'-এর কথা। হ'ড়ে 'পড়ো পড়ো' বস্তা-গুলোকে 'সামলে-সুমলে' নেবার জন্যে তাতে-আমাতে মাঝে মাঝে ডিঙি মেরে মেরে উঁচু হ'য়ে উঠ্‌ছিলুম, তারপর আবার বস্তাগুলোর ওপর চ'ড়ে এগো-চ্ছিলুম।

কলোনির পথে ঢোকবার বাঁকের মুখটাতে গাড়ি ফেরাবে ব'লে আন্তন সবে বাঁ দিকে 'রাশ'টাতে টান দিতে যাচ্ছে, এমন সময়, ল্যাডি হঠাৎ ভড়কে গিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে পিছু হঠার চেষ্টা করলে। কলোনির দিক থেকে শহর-মুখো একখানা মোটরকার মরিয়া হ'য়ে হর্ন্ দিতে দিতে 'ঝড়্‌ঝড়িয়ে', ঘড়ঘড়িয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আস্‌ছিলো। একটা সবুজ ভেলোরের টুপি পাশ দিয়ে 'ঝল্‌কে' চলে গেল; যাবার সময় শারিন আমার ওপর দিয়ে 'ঠিক্‌রে' নিয়ে গেল, 'ভয়ে-ভির্ৎভিতে' তার চাউনিটাকে। তার পাশে, কোটের কলারটাকে উল্‌টে তুলে দিয়ে ব'সে, গুফো চেরনেংকো—শ্রমিকদের আর চাষীদের পরিদর্শন সংস্থার চেয়ারম্যান্।

আন্তনের তখন মোটরখানার ওই অপ্রত্যাশিত 'হুমকি' নিয়ে অবাক হবারও সময় ছিল না, কেন না "ল্যাডি" তখন পল্‌কা, জবড়জঙ্ জিনটিন-গুলোয় জট্ পাকিয়ে ফেলে এক সঙ্গীণ অবস্থার সৃষ্টি ক'রে ফেলেচে। আমারও বিস্মিত হবার অবকাশ মিল্‌লো না। কেন না ঝড়্‌ঝড়ে একখানা খামার-গাড়িতে জোতা কলোনির একযোড়া ঘোড়া লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে টগ্‌বগিয়ে একেবারে পূর্ণ বেগে আমাদের দিকে তখন তেড়ে আস্‌চে! গাড়ির খোলের মধ্যে কলোনির ছেলেরা এত বেশি সংখ্যায় ঠেসে উঠেচে যে গাড়ির পেট্‌টা প্রায় ফেঁসে যাবার যোগাড়! গাড়ির সাম্‌নের দিকে দাঁড়িয়ে, মুণ্ডু ঝুঁকিয়ে, তীব্র জ্বলন্ত জিপ্‌সি-চোখদুটো দিয়ে তাকিয়ে, ক্ষিপ্র হিংস্রগতিতে, দূরে বিলীয়মান মোটরখানার পিছু ধাওয়া ক'র্‌চে কারাবানভ্! খামার-গাড়িখানা এত জোরে ছুট্‌ছিল যে হঠাৎ তাকে থামিয়ে ফেলা অসম্ভব! ছেলেগুলো চেঁচিয়ে কী একটা যেন ব'লে উঠে, লাফিয়ে রাস্তায় প'ড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে কারাবানভ্‌কে রোখবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। শেষে কারাবানভের হুঁস্ হোলো! সে বুঝ্‌তে পারলে, কী ঘট্‌তে চলেচে। রাস্তার মোড়ে তখন যেন মেলা-তলার হৈ-হল্লা!

ছেলেরা আমাকে ছেঁকে ধরলে। সমস্ত ব্যাপারটার হঠাৎ এই রকম গদ্যময় পরিসমাপ্তি হ'তে দেখে কারাবানভ্ নিশ্চয়ই খুব দমে' গেল। সে গাড়ি থেকে

নাম্‌লো না পর্যন্ত; শুধু খুব চটা মেজাজে গাল দিতে দিতে ঘোড়াদুটোর ঘাড় ঘুরিয়ে নিলে :

"ঘোর্‌ না শয়তানেরা! আচ্ছা সব ঘোড়া জুটেচে আমাদের!" শেষকালে 'খাম্বাজ রাগে'র 'সম্‌-এ' এসে কোনো রকমে সে ডানদিকের ঘোড়াটার মুণ্ডু ঘুরিয়ে নিয়ে বিষণ্নভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার টিবিগুলোয় চাকার ধাক্কা লেগে ঝাঁকুনি খেতে খেতেই টগ্‌বগিয়ে কলোনিতে ফিরে গেল।

"তোদের সব হ'য়েচে কী? ফায়ার-ব্রিগেড্‌ (দমকল) ছুটে চলেছিলো কী জন্যে?"—আমি জিগেস্‌ করলুম।

"তোদের কি সবার মাথা খারাপ হ'য়েচে?"—জিগেস্‌ করলে আন্তন।

হাঁকপাঁক ক'রে, এ-ওর মুখের কথা কেড়ে নিতে নিতে ছেলেরা আমায় জানালে, কী ঘটেছিলো। যদিও সকলেই ব্যাপারটা চাক্ষুস দেখেছিল, তবুও দেখলুম, পুরো ঘটনাটা সম্বন্ধে তাদের ধারণা একেবারে অত্যন্ত ক্ষীণই। জুড়ি হাঁকিয়ে তারা কোথায় তেড়ে চলেছিলো, শহরে গিয়েই বা তারা কোথায় হাজির হোতো সে বিষয়েও তাদের ক্ষীণতম ধারণাটুকু ছিল ব'লে মনে হোলো না।

"আহা!—আমরা যেন জান্‌তুম! গিয়ে তখন যা'হয় সে দেখা যেতো!"

একা কেবল জাদোরভই যা হোক গুছিয়ে ব্যাপারটা বল্‌তে পারলে।

"এমন হঠাৎ সব ঘটে গেল, জানেন!"—সে ব্যাখ্যানা করলে—"যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! মোটরে যে এলো ওরা, সেটা কেউ লক্ষ্যই করেনি। আমরা তো সব কাজ করচি...! আপনার আপিসে ঢুকে কী সব যেন করছিলো.. আমাদের একটা ছোট্ট ছেলে, দেখতে পেয়ে, আমাদের এসে বল্‌লে আপনার টেবিলের টানা খুলে সব 'হাণ্ডুল-পাণ্ডুল' কর্‌চে! তাই তো! ব্যাপার কী? ওরা যখন বেরিয়ে আস্‌ছিলো, ছেলেরা ঠিক সেই সময় আপনার গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে জুট্‌লো। আমরা শুন্‌তে পেলুম আইভান আইভানোভিচ্‌কে তারা বল্‌লে 'ডিরেক্টরির ভার, তুমি নাও!' আর যায় কোথা? কাণ্ড একটা না বেঁধে যায় তখন? সেই 'ঘোঁট-মণ্ডল' থেকে কিছু তখন বুঝে ওঠাই দায়! এ-চেঁচাচ্চে, ও—সেই অচেনা লোকগুলোর কোটের 'ল্যাপেল' চেপে ধ'রেছে! বুরুন কলোনিময় হেঁকে দাপিয়ে বেড়াচ্চে, 'আন্তনকে নিয়ে কী করেচো, বলো!' খুনোখুনি ব্যাপার একেবারে! আমাতে আর আইভান আইভানোভিচ-এ মিলে না ঠেকালে তখুনি একটা ঘুসোঘুসি বেধে যেতো। আমার তো বোতাম-টোতাম ছিঁড়ে একাকার! কেলে লোকটা তো ভয়ে 'ভোম্বাচাক্‌' মেরে গিয়ে দৌড়ুলো মোটর-টার দিকে;—সেটা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা ধাঁ ক'রে

চম্পট্‌—ছেলেরা পেছ্‌ নিয়েচে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আর ঘ্‌সি ছ্‌ঁড়্‌তে ছ্‌ঁড়্‌তে, অমন একখানা 'সীন্‌' আপনি চোখে দ্যাখেননি কখনো! আর ঠিক সেই তক্কে সেমিওন ও-কলোনি থেকে খালি খামার-গাড়িটা হাঁকিয়ে এসে হাজির!"

কলোনির উঠোনের দিকে এগোল্‌ম। কারাবানভ্‌ ততক্ষণে খানিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে, আস্তাবলে গিয়ে, ঘোড়াদের সাজ খ্‌ল্‌তে খ্‌ল্‌তে আন্তনের বকুনির সাফাই দিচ্চে।

"ব্‌ঝ্‌চিস্‌ না আন্তন, তখন কি আর আমাদের ঘোড়ার কথা ভাব্‌বার অবস্থা ছিল? ব্যাপারটা বোঝ্‌ আগে ভাল ক'রে!"—দাঁত আর চোখ ছানাবড়া করে কারাবানভ্‌ তাকে বোঝাচ্চে।

"সে তোদের অনেক আগে—শহরেই আমি ব্‌ঝিচি।"—বল্‌লে আন্তন। তোরা তো দিব্যি গিলেপিটে ঠাণ্ডা, আর আমাদের ওদিকে, মিলিশিয়াতে টেনে নিয়ে গেছ্‌লো।"

আমার সহকর্মীদের দেখল্‌ম ভয়ে মারা পড়ার দাখিল। কালিনা আইভানোভিচ্‌ স্রেফ্‌ বিছানায় এলিয়ে প'ড়েচে।

"ব্যাপারটা কোথায় যে গড়াতো একবার ভেবে দেখ্‌ন, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌!"—হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে সে।—"ওদের সব্বার ম্‌খচোখগ্‌লো কী যে 'হন্যে' হ'য়ে উঠেছিলো! আমি তো ধ'রেই নিয়েছিল্‌ম ছোরাছ্‌রি এ—ই চল্‌ল ব'লে। জাদোরভই শ্‌ধ্‌ বাঁচিয়ে দিলে শেষটা—ওরই যা মাথাটা একট্‌ ঠাণ্ডা ছিল। আমরা তাদের টেনে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছিল্‌ম—কিন্তু ওদের তখন ক্ষ্যাপা কুকুরের হাল,— সে যে কী তড়্‌পানি আর কী চ্যাঁচানি!...ওঃ!"

আমি ছেলেদের আর কিছ্‌ জিগেস-টিগেস করতে গেল্‌ম না। এমন ভাবটা ধরল্‌ম যেন তেমন কিছ্‌ই হয়নি। তাদের দিক থেকেও কৌত্‌হলের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্ভবতঃ তাদের কোনো আগ্রহই রইলো না।—গোর্কি কলোনির ছেলেরা মর্মে মর্মে বাস্তববাদী হ'য়েই গ'ড়ে উঠ্‌ছিলো, সাম্‌নাসাম্‌নি হাতে-নাতে করার যেট্‌কু—সেইট্‌কু নিয়েই শ্‌ধ্‌ ছিল ওদের মাথাব্যথা।

জনশিক্ষা বিভাগ থেকেও আমার ডাক প'ড়লো না, আমিও আর নিজে 'চাড়' ক'রে ওখানে গেল্‌ম না। কিন্তু হপ্তাখানেক বাদে একটা কাজে আমাকে গ্‌বের্নিয়া কর্মী-কৃষক-সংস্থায় যেতে হ'য়েছিল। সেখানে ওখানকার চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে পাঠালে তার অফিসে। চেরনেঙ্কো আমাকে সম্ভাষণ করলে ঠিক আপন ভাইটির মতন।

"আরে দাদা, বস্‌ন, বস্‌ন!"—আমার হাতটাকে হাতে নিয়ে খ্‌ব কষে

যেন পাম্প ক'রতে ক'রতে সে আহ্লাদে ঝলমলিয়ে উঠে বল্‌লে।—"কী খাসা যে ছেলেগুলো আপনার! জানেন? শারিন-এর মুখে আমি যা শুনেছিলুম, তাতে আমার ধারণা হ'য়েছিল, গিয়ে দেখ্‌বো কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া, 'দুখ-চেটে' মর্‌কুণ্ডে প্রাণীকে...আর কুত্তির-বাচ্ছাগুলো কিনা,...কী রকম ছেঁকে ধ'রেছিলো সব আমাদের!—শয়তান! শয়তানের ঝাঁক সব একেবারে! কী ক'রে যে তাড়া ক'রে আস্‌ছিলো সব আমাদের পিছু!—এমনটা আর কখনো আমি জীবনে দেখিনিরে ভাই; যদি কখনো দেখে থাকি তো কী বলিচি! শারিন তো ব'সে ব'সে বিড়্‌বিড়িয়ে বল্‌চেঃ 'বোধ হয় আমাদের ধরতে পারবে না ওরা!—কী বলেন?' আমি শুধু বলিঃ 'গাড়ি যদি না বেগ্‌ড়ায়, তবেই!' এব আর দাম হয় না, ভায়া! বহুকাল এমন মজা জোটেনি বরাতে! লোকের কাছে যখন এ-গল্প শোনাই, হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের পাঁজর গুঁড়ো হবার যো' হয়. চেয়ার থেকে সব উল্‌টে পড়ে আর কি!"...

সেই মুহূর্ত থেকে চেরনেঙ্কোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জ'মে গেল।

১৮
গাঁয়ের সঙ্গে যোগ-সূত্র

দেখা গেল, ব্রেপকেদের সম্পত্তিটার মেরামতির ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল আর কঠিন একটা কাজ। বাড়ি অনেকগুলোই; আর সেগুলোর প্রত্যেকটারই যত না মেরামতের দরকার তার চেয়ে বেশি দরকার আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা। টাকার টানাটানি তো লেগেই আছে। স্থানীয় সরকারী দপ্তরগুলো থেকে যে সাহায্যটা দেওয়া হোতো সেটা প্রধানতঃ ছিল সব রকমের ইমারত তৈরির মালমশলা আমাদের দেবার নির্দেশের আকারে। আবার সেগুলো দেখিয়ে মালমশলা সবই আনিয়ে নেওয়ার দরকার হোতো কীয়েভ, খারকভ ইত্যাদি অন্য অন্য সব শহর থেকে। অথচ সে-সব শহরে গিয়ে ঐ-সব নির্দেশ-পত্র যাদের কাছে পেশ করতে হোতো তারা তা' দেখে 'ব্যাজার' হ'য়ে উঠতো। মাল দেবার সময় তারা দিতো নির্দেশে লেখা পরিমাণের, কখনো বা শতকরা দশভাগ মাত্র, কখনো বা মোটেই কিচ্ছু না। বারকতক খারকভে হাঁটাহাঁটির পর আধ-গাড়ি কাঁচ যাওবা মিল্‌লো, তাও আবার যখন রেলে ক'রে আমাদের শহরের ঠিক কিনারায় এসে পে'ীচেছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের কলোনির থেকে অসংখ্যগুণ বেশি প্রভাবশালী অন্য একটা সংস্থা এসে সেটা খাব্‌লে কেড়ে নিয়ে গেল!

এদিকে টাকার অভাবে জনমজুর নিয়োগ করাও হ'য়ে উঠ্‌লো অতি দুষ্কর। কাজেই, কাজকর্ম প্রায় সবই আমাদের নিজেদের ঘাড়েই নিতে হোতো। অবশ্য ছুতোরের কাজের কিছুটা আমরা করিয়ে নিতে পেরেছিলুম।

কিন্তু তবুও টাকার সংস্থান একটা ক'রে নিতেও আমাদের খুব দেরি হয়নি। কেননা নতুন কলোনিটাতে প্রাচীন ভাঙা চালা আর আস্তাবল ছিল অনেকগুলো। ব্রেপ্‌কেরা ক'ভাইয়ে মিলে একটা পশু-প্রজনন-কেন্দ্র চালাতো। এদিকে ভালো জাতের ঘোড়া উৎপাদনকে আমরা আমাদের কৃষি-পরিকল্পনার

অন্তর্ভুক্ত করিনি তখনো। আর ঐ আস্তাবলগুলোকে আবার গ'ড়ে তোলাও আমাদের সাধ্যের বাইরেই ছিল।—কালিনা আইভানোভিচের ভাষায়, "আমাদের মতন লোকের কর্ম নয়!"

তাই আমরা ওই ইমারতগুলো ভেঙে ভেঙে গ্রামবাসীদের বেচ্‌তে লাগ্‌লুম। ক্রেতা জুটে গেল বিস্তর—কেননা, যে-গৃহস্থেরই মান-সম্ভ্রমের জ্ঞানটা একটু 'টন্‌টনে', তারই একটা পাকা অগ্নিকুণ্ড কিম্বা পাকা-ভাঁড়ারঘর থাকা চাই। আবার কুলাক জাতের মধ্যে 'পাক্কা' রকমের কুলাক যারা, অতিলোভটাই তাদের বৈশিষ্ট্য ব'লে, মাল কিনে কিনে স্রেফ্‌ জমিয়ে রাখার বাতিকের বশেই তারা আমাদের ইটগুলো সব কিনে নিতে লাগ্‌লো।

আস্তাবল ভেঙে-নামানোর কাজটা আমাদের ছেলেরাই সমাধা করলে। মৃতরাজ্যের ভাঙাচোরা লোহালক্কড়কে আমাদেরই কামারশালায় গালিয়ে-পিটিয়ে গাঁইতি-টাইতি বানিয়ে নিয়ে, কাজ চালানো গেল পুরোদমেই।

ছেলেরা দিনের অর্ধেক সময়টা কাজ করতো আর বাকি অর্ধেক সময়টা পড়াশুনো করতো। তাই নতুন কলোনিতে তারা দুটো আলাদা 'খেপ্‌' দিতো। এই দলদুটো দু'-কলোনিতে যাতায়াত করতো খুব ভারিক্কি 'কেজো' লোকের চালেই। কিন্তু তাই ব'লে বাঁধা চলন-রাস্তাটা ছেড়ে তারা যে ওরই মধ্যে একটু এদিক-সেদিকে পা' না-বাড়াতো, তা' নয়। কারও মুরগীটা হয়তো একটু হাওয়া-বদলের খেয়ালে উঠোন ছেড়ে এদের নজরের পথে বেরিয়ে এসেচে—সেটার পেছনে তাড়া লাগানোর যে একটা "অবশ্য-কর্তব্য' তখন গজিয়ে উঠ্‌তো সেটা তো 'বিপথ-গমন' হিসেবে ধর্তব্যই নয়! সে-জীবটাকে ধ'রে আপন দেহের জীবকোষের পুষ্টিসাধন এবং তার সমস্তটা উদ্যম-সৃষ্টিকারী ক্যালোরি-শক্তিকে আত্মসাৎ করতে আবার যে জটিল উদ্যম, উৎসাহ, বিচক্ষণতা এবং ধৈর্য প্রয়োজন তাতেও তাদের 'কমি' দেখা যেতো না। আবার ঐ সব কাজ-কারবারগুলো আরও জটিল হওয়ার একটা কারণ ছিল এই যে, সমস্ত 'প্রক্রিয়া'টা সমাধা হওয়ার সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসের আবার যে কিছুটা সম্পর্ক ছিল—সেটা হ'চ্চে আগুন। আগুন না হ'লে ত' আবার সে সম্পর্ক বজায় থাকে না!

মোটমাট, নতুন কলোনিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে এই যে 'যাত্রা'গুলো, এরই ফলে মূল কলোনির সদস্যদের পক্ষে কৃষক-জগৎ-এর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুবিধে হোলো। তারপর, 'ঐতিহাসিক বাস্তববাদে'র সঙ্গে সম্পূর্ণ 'সামঞ্জস্যরক্ষা'র খাতিরেই আবার কৃষকজীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তিটার প্রতিই ছেলেদের প্রাথমিক এবং সর্বাধিক আগ্রহ দেখা গেল। 'আলোচ্য কালটাতে' কৃষকজীবনের ঐ অর্থনৈতিক ভিত্তিরই ঘনিষ্টতম সান্নিধ্যে এলো তারা। হরেক-

রকমের 'গজিয়ে-ওঠা ফাল্‌তু গ্যাঁজ-গ্‌লোর সম্বন্ধে স্‌গভীর আলোচনায় প্রব্‌ত্ত না হ'য়েই বলা যায় যে, আমার 'জিম্মিগণ' অতঃপর কৃষকদের চর্বিভাণ্ডার এবং অন্যান্য ভাণ্ডারাদিতে সরাসরি আবির্ভূত হ'য়ে সে-সব স্থানের সম্পদাদির যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ করতে লাগ্‌লেন। নিজেদের তুচ্ছ মালিকানা-সম্পর্কিত কুসংস্কারের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে কৃষককুলের 'প্রতিরোধ-ম্‌লক' কার্যকলাপের সম্ভাবনাকে প্‌র্ব হ'তেই যথাযথ অন্‌ধাবন ক'রে নিয়ে বালকগণ সংস্কৃতির ইতিহাস অন্‌শীলনের জন্যে দিবসের সেই কালাংশটিকেই নির্বাচিত ক'রে নিয়েছিল, যখন মালিকানার কুসংস্কারাদি চেতনাহীন নিশ্চেষ্টতায় নিমজ্জিত থাকে—অর্থাৎ সোজা বাংলায় যাকে বলে 'রাত্তির-বেলা।' আর বৈজ্ঞানিক ম্‌লস্‌ত্রের নীতির সঙ্গে সম্প্‌র্ণ সামঞ্জস্য রেখেই ছেলেরা কিছ্‌টা-কাল পর্যন্ত মানবজাতির প্রাথমিক চাহিদা অর্থাৎ ভক্ষ্যবস্তুর চাহিদা প্‌রণের ব্যাপারটাতেই প্‌র্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল। দ্‌ধ, 'স্মেতানা' (জমানো টক ননী বা টক-দই), জৈব স্নেহপদার্থ (চর্বি), 'পাই'—এই সব মধ্‌র নামকীর্তন সহযোগেই গোর্কি কলোনির বাসিন্দারা গ্রামীণ-জীবনের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনে প্রব্‌ত্ত হোলো।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর স্‌প্রতিষ্ঠিত ঐসব উচ্চাঙ্গের কর্তব্যভার যতদিন পর্যন্ত কারাবানভ্‌, তারানেৎস্‌, ভলোখভ্‌, ওসাদ্‌চি এবং মিত্যাগিন্‌-এর মতন ছেলেদের হাতেই ন্যস্ত ছিল, ততদিন পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘ্‌মোতে পেয়েছিল্‌ম। কারণ তারা ছিল সব আপনাপন বিষয়ে 'প্‌র্ণ জ্ঞান', সম্প্‌র্ণ-অভিজ্ঞতা' এবং 'ত্র্‌টিবিহীন নৈপ্‌ণ্যে'র জন্যেই প্রসিদ্ধ। প্রভাতকালে গ্রাম-বাসীরা আপন সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোতো যে দ্‌জগ দ্‌ধ নির্‌দ্দেশ, এবং পার্শ্ববর্তী দ্‌টি শ্‌ন্য জগও নীরবে সাক্ষ্য দিতো যে তাদের হিসাবনিকাশ নির্ভুলই। ভাঁড়ারে ঢোক্‌বার দরজার তালাটি কিন্তু সর্বদাই দেখা যেতো অভগ্ন, দরজার ছিট্‌-কিনিটি পর্যন্ত অনপসারিত, ঘরের ছাদ অখনিত; কুকুরটাও রাতে একবারও ডাকেনি এবং সজীব-নির্জীব-নির্বিশেষে সকল বস্তুই চতুষ্পার্শ্বের জগতের দিকে পরম আশ্বাসে চক্ষ্‌গ্‌লি উন্মীলিত করেই র'য়েচে!

অথচ বালখিল্যদল যখন প্রাক্‌-কালীন সংস্কৃতি-অন্‌শীলনে যত্নবান হোতো তখন কিন্তু ঘটনা-পরম্পরা অন্যবিধ তথ্যসম্‌হের নির্দেশ দিতো। তখন দেখা যেতো, আলাগ্‌লো বিভীষিকায় পাষাণম্‌র্তি ধারণ ক'রে প্রভুর নয়নপথের সম্ম্‌খীন; সত্যি বল্‌তে কী, প্‌র্বতন ত্রেপ্‌কেদের সম্পত্তি-প্‌নর্‌দ্ধারকল্পেই ম্‌লতঃ-নির্মিত শাবলের পীড়নে যদি না হয়, তাহ'লে 'সব-খোল্‌'-চাবির নির্মম

হস্তের লাঞ্ছনাতেই তাদের আয়ুক্ষয় ঘটে গেছে। আবার প্রভুর তখন মনে প'ড়ে যায় যে রাতেও কুকুরটা শুধু যে ডেকেছিল, তা-ই নয়, ডেকে ডেকে তার মুণ্ডু উড়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল বটে! কেবল সুখশয্যাত্যাগে প্রভুর একান্ত অনিচ্ছাই যা' বেচারাকে অতিরিক্ত শক্তির সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করেছিল। কুঁচো-কাঁচা ছেলেগুলো তাদের অনিপুণ হাতের 'হাব্‌জা-গোব্‌জা' কাজের ফল-প্রাপ্তির অভিজ্ঞতাটা ক্রমে নিজেরাই পরে হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে লাগ্‌লো যখন পূর্বোক্ত কুকুরের চীৎকারে ভগ্ননিদ্র, বিরক্ত কিম্বা সন্ধ্যে থেকেই 'ওৎ' পেতে পাহারায় নিযুক্ত কোনও গৃহস্বামীর তাড়া খেয়ে ভয়ে 'মরিবাঁচি' ক'রে তারা ছুটে পালাতে বাধ্য হোলো। আর এই ব্যাপারটাতে আমি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ দেখলুম। অকৃতকার্য বাচ্ছাগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে কলোনির দিকেই ছুট্‌তো—যে-কাঁচা-কাজটা তাদের বড়োরা কখনও করতো না। গৃহস্বামীরা পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এসে আমায় ঘুম থেকে ডেকে তুলে অপরাধীকে তার হাতে দিতে বল্‌তো। অপরাধী কিন্তু তখন বিছানার মধ্যে ঢুকে প'ড়েছে, কাজেই তখন আমার এই অমায়িক প্রশ্নটা করার সাহস হোতোঃ "ছেলেটাকে সনাক্ত করতে পারবে?"

"তা' কী ক'রে পারবো? আমি তো শুধু দেখ্‌লুম, সে এইদিকে ছুটে এলো।"

তখন আমি আরও অম্লান-বদনে ব'লে দিতুম, "তা'হলে বোধ হয়, আমাদের ছেলেরা কেউ নয়।"

"আপনাদের কেউ নয়? আপনারা আসার আগে তো কখনো এমনটা হয় নি!"

নাকাল-হওয়া লোকটা তখন আঙুল গুনে গুনে তার জানা ঘটনাগুলো আউড়ে যেতোঃ

"কাল রাতে মিরোশ্‌নিচেঙ্কোর দুধ চুরি গেল; তার আগের রাতে স্তেপান ভের্‌খোলার তালা ভাঙ্‌লো; গেলো-শনিবার পেত্রো গ্রেচানির উঠোন থেকে দুটো মুরগী উধাও; আর তার আগের দিন স্তোভ্‌বিন-এর বিধবা বৌ—বুঝতে পারচেন কার কথা বল্‌চি—সে বেচারা বাজারে নিয়ে যাবে ব'লে দু'গাম্‌লা স্মেতানা তৈরি ক'রে রেখে দিয়েছিলো, কিন্তু ভাঁড়ারে ঢুকে দেখে সেখানকার সব কিছু উপুড় ক'রে রাখা, আর অতোখানি স্মেতানা সবই উড়ে গেছে। আবার ভ্যাসিলি মোষ্‌চেঙ্কো, ইয়াকোভ্‌ ভের্‌খোলা আর ঐ কুঁজোটা—কী নাম যেন? —নেচিপোর্‌ মোষচেঙ্কো তাদের সব্বাইকার..."

"কিন্তু তোমার প্রমাণ কই?"

"তবু আপনি বল্‌চেন, প্রমাণ! বল্‌চি তো, আমি বেরিয়ে এলুম, আর তাদের এইদিকে দৌড়তেও দেখ্‌লুম! তা ছাড়া আর কেই বা হবে, বলুন? আপনার ছেলেরাই ত্রেপ্‌কে যাবার পথে নাক শুঁকে শুঁকে সব খবর রাখে।"

ইতিমধ্যে আমি এই সব ঘটনার ওপর আমার আস্কারার ভাবটাকে সংযত করলুম। গ্রামবাসীগুলোর ওপর আমার মায়া জাগ্‌লো। তাছাড়া নিজের কাছে আমার নিজের অসহায় অক্ষমতাটা স্বীকার করাও তো বড় সর্বনেশে ভয়ের কথা। আর বিশেষ ক'রে যে-ব্যাপারটায় আমি বিব্রত বোধ করতে লাগ্‌লুম সেটা এই যে, যা' কিছু ঘ'টতো তার সব খবর আমি জান্‌তেও পেতুম না। সেই জন্যেই আবার আমার সন্দেহেরও সীমা-পরিসীমা থাক্‌তো না। এদিকে আবার গেল-শীতের সেই-সমস্ত কান্ড-কারখানার ফলে আমার স্নায়ু-গুলোও কতকটা বিধ্বস্ত হ'য়েই ছিলো।

ওপর থেকে দেখাতো যেন কলোনির সবই ঠিকমত চল্‌চে। দিনের বেলায় ছেলেরা সকলেই দিব্যি কাজকর্ম, পড়াশুনো করতো, সন্ধ্যের সময়টা হাসি-তামাসা খেলা-ধুলো নিয়ে কাটাতো, রাত হ'লে শুতে যেতো, ভোর হ'লে প্রফুল্ল সন্তোষ নিয়ে জেগেও উঠ্‌তো। গাঁয়ের পথের বিপথগামিতাগুলো চল্‌তো শুধু গভীর রাত্রে। বড়ো ছেলেরা আমার ঝাঁঝালো উপদেশগুলো নিরীহ নির্বাকভাবেই শুনে গেল। চাষীদের নালিশ-টালিশগুলো কিছুদিনের মতন ঠান্ডা হ'য়ে গেল। কিন্তু দিনকতক পরেই আবার দেখি কলোনির ওপর চাষীদের আক্রোশটা যেন ভেঙে পড়ে!

একটা যে-ব্যাপারে আমাদের পরিস্থিতিটা আরও ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌লো সেটা এই যে, বড়োরাস্তায় রাহাজানিটা তখনও চল্‌ছিলো। তবে রাহাজানির রকমটাই যা হালে একটু বদ্‌লেছিলো। দেখা গেল ডাকাতদের ঝোঁকটা হালে টাকা-পয়সার চেয়ে খাবার-দাবারের ওপরেই যেন বেড়েছে—তাও আবার 'লুঠ্‌'-এর পরিমাণটাও খুবই সামান্য। প্রথমটা ভাবলুম, এটা আমাদের হাতের কাজ নয়; গ্রামবাসীরা ঘরোয়া আলোচনায় কিন্তু বল্‌লে, তাই-ইঃ

"তা' মোটেই নয়! এ নিশ্চয় আপনার ছেলেদেরই কাজ। ধ'রে যেদিন "প্যান্ডাই" দিয়ে দোবো, সেদিন দেখে নেবেন!"

ছেলেরা পরম আগ্রহে আমার কথাতেই সায় দিলেঃ

"মিছে কথা বল্‌চে—ওই কুলাক্‌গুলো! আমাদের ছেলেরা কখনো-সখনো হয়তো ওদের ভাঁড়ারে গিয়ে হাম্‌লা কর্‌লে—এটা হয় ঠিকই। কিন্তু পথে ডাকাতি! কক্ষণো নয়!"

দেখলুম ছেলেদের সত্যিই দৃঢ় ধারণা যে আমাদের ছেলেরা কেউ বড়ো-

রাস্তায় গিয়ে 'দস্যিবৃত্তি" করচে না। আমিও দেখ্‌লুম, ওরকম দস্যুতা, বড়ো ছেলেদের কাছে 'সাফাই'-এর অযোগ্য ব'লেই বিবেচিত হবে। এটা জেনে আমার স্নায়ুর ওপরকার চাপটা কতকটা শিথিল হোলো। পরবর্তী গুজবে এবং গ্রামের মুখপাত্রের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাৎ-এর পর কিন্তু চাপটা যেন আগের চেয়ে বেড়ে গেল।

তারপরে একদিন একেবারে হঠাৎ এক পল্‌টন (প্লেটুন) ঘোড়সওয়ার মিলিশিয়া এসে কলোনিতে হানা দিলে। শোবার ঘর থেকে বেরোবার প্রত্যেকটি পথে একজন ক'রে সান্ত্রী পাহারা দাঁড় করিয়ে তন্ন তন্ন ক'রে খানা-তল্লাসি জুড়ে দিলে তারা। আমাকেও তারা আমার অফিসঘরেই বন্দী ক'রে রাখ্‌লে, আর তাইতেই মিলিশিয়ার কপাল ভাঙ্‌লো। জোড়া জোড়া ঘুসি বাগিয়ে ছেলেরা তখন মিলিশিয়া-পুঙ্গবদের সঙ্গে "মোলাকাৎ" শুরু ক'রে দিলে. জানলা গ'লে লাফ্‌ মেরে মেরে বেরিয়ে এলো তারা; থান-থান ইট-পাটকেল হাঁকড়ানো আগেই শুরু হ'য়ে গেছ্‌লো, উঠোনের কোণে কোণে হাতাহাতি লড়াই-ও চল্‌ছিলো। আস্তাবলের সাম্‌নে এনে দাঁড়-করানো ঘোড়াগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একপাল ছেলে, ফলে ঘোড়াগুলো ভ'ড়কে গিয়ে ঠিক্‌রোতে ঠিক্‌রোতে 'চোঁচা' দৌড়্‌ মারলে বনের দিকে। দারুণ হৈ-হল্লা আর ধস্তাধস্তির পর কারাবানভ্‌ চীৎকার করতে করতে হুড়্‌মুড়িয়ে ঢুকে প'ড়লো আমার অফিসঘরেঃ

"যতো শিগ্‌গির পারেন চ'লে আসুন—সর্বনাশ হোলো বোলে!"

ছুটে বেরিয়ে এলুম উঠোনে, ক্ষিপ্ত একপাল ছেলে ঘিরে ধ'রলে আমায়, রেগে টগ্‌বগ্‌ করচে যেন সব! জাদোরভের ওপর যেন কিসের 'ভর' হয়েচে!

"এ-সবের কি আর শেষ হবে না কখনো?"—সে চীৎকার করচে,—"দিক ওরা আমায় জেলেই পাঠিয়ে, ঘেন্না ধ'রে গেল আমার সব তাতে! বলি, আমি কি বন্দী, না,—কী? বন্দী? কিসের জন্যে? খানাতল্লাসিটাই বা কিসের? স—ব ব্যাপারে নাক গলাতে আস্‌বে এরা?..."

পল্‌টন-কমান্ডার দেখি ভয়ে 'আম্‌সি' ব'নে গেছে, তবু কিন্তু মোড়লিয়ানা বজায় রাখ্‌তে, সে ব'লে উঠ্‌লোঃ

"আপনার ছাত্রদের বলুন, এক মিনিটের মধ্যে শোবার ঘরে ঢুকে যে-যার বিছানার ধারে দাঁড়াক।"

"কোন্‌ এখ্‌তিয়ারে তুমি খানা-তল্লাসি জুড়েচো?"—জিগেস্‌ করলুম।

"আপনার তাতে দরকার নেই। আমার 'হুকুম' আছে।"

"এক্ষুনি কলোনি ছেড়ে চ'লে যাও।"

"তার মানে ?"

"গুবের্নিয়া জন-শিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তার হুকুম ছাড়া এখানে তল্লাসি চালাতে দেবো না। ঢুক্‌লো মাথায় ? হোতে দেবো না এ-সব ! জুলুমবাজি করতে এলে জোর ক'রেই রুখ্‌বো।"

"তোদেরই সার্চ্‌ করি কিনা, দ্যাখ্‌ আগে !" হে'কে উঠ্‌লো একটা ছেলে। কিন্তু আমি দাব্‌ড়ি দিলুম, "তুই থাম্‌ !"

"আচ্ছা, বেশ !"—শাসিয়ে বল্‌লে পল্‌টুন-কমান্ডার—"সুর আপনাকে বদ্‌লাতে হবে..."

নিজের লোকজনকে সে ডেকে জড়ো করলে, তারপরে আমার উৎফুল্ল ছেলের দলের সহায়তায় ঘোড়াগুলোকে আবার ফিরে পেয়ে সবাই সরে পড়্‌লো—পেছন থেকে ধ্বনিত হ'তে লাগ্‌লো ছেলেদের চিপ্‌টেন-কাটা তড়্‌পানি।

শহরে গিয়ে আমি, মিলিশিয়ার কোন্‌ ক্ষুদ্র নবাবের জন্যে কে জানে, একখানি কড়া রকমের 'ধমক'-এর ব্যবস্থা ক'রে এলুম, কিন্তু ওই হাম্‌লার পর 'ঘটনা ঘটা'র 'ঘটা'টা যেন অসাধারণ দ্রুতগতি লাভ করলে। গ্রামবাসীরা শাসাতে শাসাতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আমার কাছে আস্‌তে শুরু করলে:

"কাল আপনার ছেলেরা বড়ো-শড়কের ওপরে ইয়াভ্‌তুখের বৌ-এর কাছ থেকে মাখন আর চর্বি কেড়ে নিয়েচে !"

"মিথ্যে কথা !"—ছেলেদের একজন রুখে উঠ্‌লো।

"হ্যাঁ নিয়েচে ! আবার চোখের ওপর টুপিগুলো টেনে টেনে নাবিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল, যাতে কেউ না চিন্‌তে পারে !"

"ক'জন ছিল ?"—জিগেস্‌ করলুম।

"একজন ছিল, বউটা বল্‌লে। আপনাদেরই ছেলে সে। এরা সব যে রকম কোট পরে, তেমনি কোট তারও গায়ে ছিল।"

"ডাহা মিথ্যের ঝুড়ি একেবারে ! আমাদের কেউ ওসব করতে যায় না !"

গ্রামবাসীরা চ'লে গেল, মন-টন খারাপ ক'রে আমরা চুপচাপ ব'সে আছি, কারাবানভ্‌ হঠাৎ যেন ফেটে প'ড়লো:

"মিথ্যে কথা, আ—মি বল্‌চি, মিথ্যে !—হোলে আমরা ঠি—ক জানতুম..." অনেক আগে থেকেই ছেলেরাও আমার সঙ্গে উদ্বেগ বোধ ক'রতে আরম্ভ করেছিল। এমন কি ভাঁড়ারে হানা দেওয়াটাও যেন বন্ধ হ'য়ে গেছ্‌লো। দিনের আলো একটু 'গা-ঢাকা' হ'য়ে এলেই 'কী-হয় কী-হয়' গোছের একটা আশঙ্কায় কলোনিটার যেন পক্ষাঘাত শুরু হ'য়ে যায়—নতুন, অদৃষ্টপূর্ব, শোকাবহ আর অপমানসূচক কী যেন আবার ঘট্‌বে। কারাবানভ্‌, জাদোরভ্‌ বুরুন—ঘরে-ঘরে

যায়, উঠোনের সবচেয়ে অন্ধকার কোণগুলো খ‘ুজে খ‘ুজে দ্যাখে, ‘বন’ পর্যন্ত তোলপাড় ক’রে ছাড়ে। সে-সময়ে আমার স্নায়ুতন্ত্রীর যা অবস্থা হোলো, তেমনটা আমার জীবনে আর কখনো হয়নি।

তারপর...

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার অফিস-ঘরের দরজাটা এক ঝট্‌কায় খুলে গেল আর একপাল ছেলে ছ‘ুড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে প্রিখোদ্‌কোকে। কারা-বানাভ্‌ প্রিখোদ্‌কোর জামার কলারটা বাগিয়ে চেপে ধ’রে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে দিতে আমার টেবিলের ধারে ঠেলে আন্‌লে।

“এ্যা—ই!”

“আবার ছুরি, নাকি —”—ক্লান্ত স্বরে আমি জিগেস্‌ করলুম।

“ছুরি-টুরি—নয়! বড়ো-শড়কে রাহাজানি!”

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন আমার মাথার ওপর হুড়-মুড়িয়ে ভেঙে পড়্‌লো! যন্ত্র-চালিতের মতন আমি নিস্পন্দ-নির্বাক কম্পমান প্রিখোদ্‌কোকে জিগেস্‌ করলুম ঃ

“সত্যি— ?”

মাটির দিকে তাকিয়ে, প্রায়-শুন্‌তে পাওয়া যায় না এমনি ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে সে বল্লে, “হ্যাঁ।”

পলকে প্রলয়-মুহূর্ত! হঠাৎ আমার মুঠোয় রিভলবার!

“নরক!”—গর্জে উঠ্‌লুম আমি—“চুকে গেল তোর সঙ্গে!...”

কিন্তু রিভলভারটা আমার রগের কাছাকাছি ওঠ্‌বার আগেই হাঁউমাউ ক’রে কে‘দে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো একপাল ছেলে।

জ্ঞান হ’তে, দেখি—একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, জাদোরভ্‌ আর বুরুন রয়েচে। আমার টেবিল আর দেওয়ালের মাঝখানের মেঝেটায় আমি শুয়ে, সর্বাঙ্গ আমার জলে ভেসে যাচ্চে। জাদোরভ্‌ আমার মাথাটা ধ’রে ব’সেছিলো। সে, একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার দিকে চোখ তুলে বল্‌লে ঃ

“ওদিকে যান—ছেলেগুলো...প্রিখোদ্‌কোটাকে মেরেই ফ্যালে—না,—কী..”

মুহূর্তের মধ্যে উঠোনে বেরিয়ে এলুম। অচৈতন্য, রক্তাক্ত প্রিখোদ্‌কোকে সরিয়ে আন্‌লুম।

১৯

ফরফিট্‌স্‌ খেলা

ঘটনাটা ঘ'টে গেল ১৯২২ সালের গ্রীষ্মের শ্‌রুতে। প্রিখোদ্‌কোর অপরাধের কথা কলোনিতে কেউ আর উচ্চারণ পর্যন্ত করলে না। ছেলেদের হাতে ভীষণ মার খেয়ে সে অনেকদিন বিছানায় প'ড়েছিল। আমরাও কোনো জিগেস্‌-পড়া নিয়ে তাকে আর পেড়াপিড়ি করিনি। শ্‌ধ্‌ খবর পেয়েছিল্‌ম যে নতুন রকমের তেমন কিছ্‌ সে করেওনি। তার কাছ থেকে কোনো অস্ত্র-শস্ত্রও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তব্‌ও বল্‌তে হয়, প্রিখোদ্‌কো-টা ছিল 'খাঁটি' গ্‌ণ্ডাই। আমার আপিস্‌-ঘরের সেই খণ্ড-প্রলয় আর তার সেই দ্‌র্ভোগটাও তার মনে কোনো ছাপ রাখতে পারলে না। পরেও সে কলোনিতে নানা তিক্ততার অবতারণা করেছিল। সেই সঙ্গে আবার সে তার নিজের ধরনেই কলোনির ওপর অন্‌রক্তও ছিল খ্‌ব। কলোনির কোনো শত্র্‌র মাথা সে শাবল কিম্বা কুড়্‌ল দিয়ে অক্লেশে ফেড়ে ফেল্‌তেও পারতো। ছেলেটার মানস-প্রকৃতিটা অত্যন্ত একটা ছোট্ট গণ্ডির মধ্যেই আবন্ধ ছিল। একেবারে হালেকার ছাপটারই অধীন হ'য়ে থাক্‌তো সে সবসময়, তার মোটা মাথাটায় যে-ভাবটা যখন ঢ্‌কে প'ড়্‌তো তখন তারই ঝোঁকে সে চল্‌তো। কিন্তু প্রিখোদ্‌কোর চেয়ে কেজো ছেলেও আর কেউ ছিল না। কাজ যত শক্তই হোক, তার জেদ্‌কে তা' দিয়ে দমানো যেতো না। হাতুড়ি-কুড়্‌ল চালাতে সে ছিল দার্‌ণ ওস্তাদ, এমন কি পড়শিদের মাথা ফাড়া ছাড়াও, অন্য কাজেও সে ওগ্‌লোকে সমান ওস্তাদির সঙ্গেই চালাতে পারতো।

যে দ্‌র্ভাগ্যের অভিজ্ঞতাটার বর্ণনা দেওয়া গেল তারপর থেকে কলোনির সদস্যরা চাষীদের ওপর ভীষণ খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো। আমাদের ঐ সব দ্‌ঃখ-ভোগের জন্যে চাষীদের দায়িত্বটাকে ছেলেরা কিছ্‌তেই ক্ষমা করতে পারলে না। স্পষ্টই দেখ্‌তে পেল্‌ম নেহাৎ আমার ওপর দয়া করেই ছেলেরা চাষীদের ওপর

যায়, উঠোনের সবচেয়ে অন্ধকার কোণগুলো খুঁজে খুঁজে দ্যাখে, 'বন' পর্যন্ত তোলপাড় ক'রে ছাড়ে। সে-সময়ে আমার স্নায়ুতন্ত্রীর যা অবস্থা হোলো, তেমনটা আমার জীবনে আর কখনো হয়নি।

তারপর...

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার অফিস-ঘরের দরজাটা এক ঝট্‌কায় খুলে গেল আর একপাল ছেলে ছুঁড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে প্রিখোদ্‌কোকে। কারা-বানভ্‌ প্রিখোদ্‌কোর জামার কলারটা বাগিয়ে চেপে ধ'রে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে দিতে আমার টেবিলের ধারে ঠেলে আন্‌লে।

"এ্যা—ই!"

"আবার ছুরি, নাকি —"—ক্লান্ত স্বরে আমি জিগেস্‌ করলুম।

"ছুরি-টুরি—নয়! বড়ো-শড়কে রাহাজানি!"

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন আমার মাথার ওপর হুড়-মুড়িয়ে ভেঙে পড়্‌লো! যন্ত্র-চালিতের মতন আমি নিস্পন্দ-নির্বাক কম্পমান প্রিখোদ্‌কোকে জিগেস্‌ করলুম ঃ

"সত্যি— ?"

মাটির দিকে তাকিয়ে, প্রায়-শুন্‌তে পাওয়া যায় না এমনি ফিস্‌ফিস্‌ করে সে বল্লে, "হ্যাঁ।"

পলকে প্রলয়-মুহূর্ত! হঠাৎ আমার মুঠোয় রিভলবার!

"নরক!"—গর্জে উঠ্‌লুম আমি—"ঢুকে গেল তোর সংগে! ."

কিন্তু রিভলভারটা আমার রগের কাছাকাছি ওঠ্‌বার আগেই হাঁউমাউ ক'রে কেঁদে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো একপাল ছেলে।

জ্ঞান হ'তে, দেখি—একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না, জাদোরভ্‌ আর বুরুন রয়েচে। আমার টেবিল আর দেওয়ালের মাঝখানের মেঝেটায় আমি শুয়ে, সর্বাঙ্গ আমার জলে ভেসে যাচ্চে। জাদোরভ্‌ আমার মাথাটা ধ'রে ব'সেছিলো। সে, একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার দিকে চোখ তুলে বল্‌লে ঃ

"ওদিকে যান—ছেলেগুলো প্রিখোদ্‌কোটাকে মেরেই ফ্যালে—না,—কী "

মুহূর্তের মধ্যে উঠোনে বেরিয়ে এলুম। অচৈতন্য, রক্তাক্ত প্রিখোদ্‌কোকে সরিয়ে আন্‌লুম।

১৯

ক্রাফ্‌ট্‌স্‌ খেলা

ঘটনাটা ঘ'টে গেল ১৯২২ সালের গ্রীষ্মের শ্রুতে। প্রিখোদ্‌কোর অপরাধের কথা কলোনিতে কেউ আর উচ্চারণ পর্যন্ত করলে না। ছেলেদের হাতে ভীষণ মার খেয়ে সে অনেকদিন বিছানায় প'ড়েছিল। আমরাও কোনো জিগেস্‌-পড়া নিয়ে তাকে আর পেড়াপিড়ি করিনি। শুধু খবর পেয়েছিলুম যে নতুন রকমের তেমন কিছু সে করেওনি। তার কাছ থেকে কোনো অস্ত্র-শস্ত্রও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তবুও বল্‌তে হয়, প্রিখোদ্‌কো-টা ছিল 'খাঁটি' গুন্ডাই। আমার আপিস্‌-ঘরের সেই খণ্ড-প্রলয় আর তার সেই দুর্ভোগটাও তার মনে কোনো ছাপ রাখতে পারলে না। পরেও সে কলোনিতে নানা তিক্ততার অবতারণা করেছিল। সেই সঙ্গে আবার সে তার নিজের ধরনেই কলোনির ওপর অনুরক্তও ছিল খুব। কলোনির কোনো শত্রুর মাথা সে শাবল কিম্বা কুড়ুল দিয়ে অক্লেশে ফেড়ে ফেল্‌তেও পারতো। ছেলেটার মানস-প্রকৃতিটা অত্যন্ত একটা ছোট্ট গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একেবারে হালেকার ছাপটারই অধীন হ'য়ে থাক্‌তো সে সবসময়, তার মোটা মাথাটায় যে-ভাবটা যখন ঢুকে প'ড়্‌তো তখন তারই ঝোঁকে সে চল্‌তো। কিন্তু প্রিখোদ্‌কোর চেয়ে কেজো ছেলেও আর কেউ ছিল না। কাজ যত শক্তই হোক, তার জেদ্‌কে তা' দিয়ে দমানো যেতো না। হাতুড়ি-কুড়ুল চালাতে সে ছিল দারুণ ওস্তাদ, এমন কি পড়শিদের মাথা ফাড়া ছাড়াও, অন্য কাজেও সে ওগুলোকে সমান ওস্তাদির সঙ্গেই চালাতে পারতো।

যে দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতাটার বর্ণনা দেওয়া গেল তারপর থেকে কলোনির সদস্যারা চাষীদের ওপর ভীষণ খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো। আমাদের ঐ সব দুঃখ-ভোগের জন্যে চাষীদের দায়িত্বটাকে ছেলেরা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলে না। স্পষ্টই দেখ্‌তে পেলুম নেহাৎ আমার ওপর দয়া করেই ছেলেরা চাষীদের ওপর

উৎপাত করা থেকে নিবৃত্ত রইলো।

চাষী-সমাজের কাজ, তাদের ওই কাজের ওপর শ্রদ্ধাশীলতার প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার এবং আমার সহকর্মীদের উক্তিকে ছেলেরা তাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ আর জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি ব'লে কখনো মেনে নিতে পারেনি। তারা ভেবে নিলে যে আমরা ওসব ব্যাপার সম্বন্ধে অতি অল্পই জানি—তাদের চোখে আমরা শহুরে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিই, চাষীরা কী রকম দুর্দান্ত পাজি তা বুঝে ওঠাটা স্রেফ্ আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

"জানেন না ওদের। আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিচি ওরা কেমন মানুষ। একপো রুটির জন্যে ওরা মানষের গলা কাট্‌তে পারে; যান না, ওদের কাছ থেকে কিছু নিতে...উপোসী লোককেও ওরা রুটির পোড়া-দাগ-ধরা অংশটুকু খেতে দেবে না, বরং সেগুলো খামারে ফেলে পচাবে।"

"আমরা ডাকাত চোর-ছ্যাঁচড়্—বেশ, তাই! কিন্তু আমরাও তবু বুঝি যে অন্যায় করচি, আর আমরা—ইয়ে—ক্ষমাও পেয়েচি। কিন্তু ওরা?—ওরা কারুরই পরোয়া রাখে না। ওদের মতে 'জার' খারাপ লোক ছিলো, সোভিয়েৎ সরকারও এখন তাই। শুধু, যারা ওদের কাছ থেকে কিচ্ছুটি চাইবে না, উল্‌টে সব কিছুই ওদের মিনি-মাগনায় দেবে, তাদেরই যা' একটু ভালো বলে ওরা। মুঝিক তো! আসলে ওরা ও-ই!"

"ওঃ! সইতে পারি না ওই মুঝিকগুলোকে! দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না ওদের—সব ব্যাটাকে গুলি ক'রে মারতে হয়!"—ব'ললে বুরুন; নির্জলা শহুরে ছেলে সে।

বাজারে গেলে, বুরুনের একটা মজার খেলাই ছিল, কোনো গ্রামবাসীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তার গাড়ির পাশটিতে দাঁড়িয়ে, শহুরে যেসব বদমায়েস তাকে চারদিক থেকে ঠেসে ধ'রতো, তাদের দিকে ব্যাজারভাবে তাকিয়ে, তাকে জিগেস করা:

"বলি, ঠক্‌বাজ আছো নাকি হে, তুমি?" রাগের চোটে গেঁয়ো লোকটা সাবধান থাকতে ভুলে যেতো।

"কী—!?"

"ও—ও! তুমি যে আবার মুঝিক, দেখি!"—বুরুন হাস্‌তে হাসতে আচম্‌কা বিদ্যুৎগতিতে তার গাড়ির থলির দিকে সরে গিয়ে ব'লে উঠ্‌তো, "দেখো, বাপ্‌ধন!"

জবাবে গেঁয়ো লোকটা শপথের ঝঙ্কার তুলতো—ঠিক বুরুন যেটি চায়!—গানবাজনার সৌখীন মানুষরা যেমন ক'রে সিম্ফনি কন্সার্ট উপভোগ করে,

ব্রুন তেমনি করে উপভোগ করতো সেই শপথের ঝঙ্কার।

ব্রুনের বলতে বাধ্‌তো না:

"নেহাৎ আপনার খাতিরে বলেই,—নইলে ওদের টের পাওয়াতুম!"

কৃষককুলের সংগে আমাদের বিরূপ সম্পর্কের একটা কারণ এই যে আমাদের কলোনিটা চারদিক থেকে কুলাক-চাষীদের গ্রাম দিয়ে একেবারে ঘেরা ছিল। গণ্চারোভ্‌কা গাঁ-খানাতে বেশির ভাগ লোকই ছিল গায়ে-গতরে খেটে-খাওয়া চাষী। কিন্তু সেটা তখনও আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে বহুদূরে প'ড়ে ছিল। আমাদের সবচেয়ে কাছের পড়শি ঐ মোসি কার্‌পোভিচ্‌রা আর ইয়েফ্রেম্‌ সিদোরোভিচ্‌রা পরিপাটি-ছাউনি ওয়ালা, চ্‌ণকামকরা ভালো কুড়ের নিবিড় দৃঢ়নিবন্ধ নিরাপদ আশ্রয়ে পরম আরামে বাস ক'রতো। বাড়ি-গুলো তারা ঘিরে রাখতো নেহাৎ চিকে-বেড়া দিয়ে নয়, দস্তুরমতো খাঁটি মজবুত আসল বেড়া দিয়ে; আর কেউ যাতে না তাদের উঠোনে ঢুক্‌তে পায়, সেদিকে খুব হুঁসিয়ার ছিল তারা। কলোনিতে যখন তারা আসতো তখন ট্যাক্স-খাজনা-পত্তরের বিরুদ্ধে অনর্গল নালিশ জানিয়ে, আর, সোহিবয়েৎ সরকার তার এইরকম নীতি নিয়ে যে বেশিদিন টিক্‌বে না সেই ভবিষ্যৎ-বাণী নিয়ে অবিরাম ব'কে ব'কে আমাদের জ্বালিয়ে খেতো। অথচ সেই সংগে তারা চমৎকার চমৎকার ঘোড়ায় চড়্‌তো, ছুটির দিনে সামোগনের নদী বওয়াতো; তাদের বৌয়েদের পরণের পোষাক থেকে নতুন-ছাপা কাপড়ের, আর, গা' থেকে স্মেতানার আর ননী-ছানার গন্ধ বেরোতো। রমণী-মনোরঞ্জনে আর ঘোড়ায় চড়ার কস্‌রতে তাদের ছেলেদের জুড়ি মেলা ছিল ভার: ওদের মতন অমন ভালো-দর্জির ছাঁট-কাটওলা কোট, অমন কাল্‌চে সবুজ চুণ্ডি-টুপি, অমন পালিশ-চক্‌চকে বুট আর শীত-গ্রীষ্মে সেই বুটের ওপরেও খাসার অপূর্ব পালিশ্‌-ঝলমলে গ্যালোশ্‌-এর (বর্ষায়, জুতোর-ওপরে পরবার ডবল বুট) বাহার আর কারো ছিল না।

আমাদের প্রত্যেকটি প্রতিবেশীর আর্থিক অবস্থার খবর আমাদের কলোনির ছেলেরা খুব ভালো করেই জান্‌তো। এমন কি তাদের কোন বীজ ছড়াবার (সীড্‌ড্রিল), আর কোন্‌ ফসলকাটবার যন্ত্রটার ঠিক কী অবস্থা, তাও তাদের জানা ছিল—কেন না আমাদেরই কামারশালাতে তারা প্রায়ই ওগুলো সেরে-সুরে এঁটে-সেঁটে দিতো। এর ওপর আবার যেসব অসংখ্য রাখাল আর জন-মজুরদের ঐ কুলাকরা প্রায়ই মজুরি না দিয়েই দরজা থেকে হাঁকিয়ে দিত তাদের দুর্ভাগ্যের খবরও আমাদের ছেলেদের অজানা ছিলো না।

বল্‌তে কী, ফটক আর বেড়ার আড়ালের সুখের নীড়বাসী এই কুলাক-

জগতের ওপরে, আমাদের ছেলেদের ওই যে বিদ্বেষ-বিষটা ছিলো, সেটা ক্রমে আমার মধ্যেও সংক্রামিত হ'য়ে প'ড়েছিলো।

এই সব কারণে ঐ প্রলম্বিত ঝগড়া-বিবাদগুলো আমাকে বড় বিচলিত ক'রে তুল্‌লে। এর সঙ্গে আবার অবশ্য যোগ করতে হয় গ্রামের মোড়ল-গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের শত্রুতার সম্পর্কটাকেও। লুকা সেমিওনোভিচ্‌, গ্রেপ্‌কেদের জমিটা আমাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েও, নতুন কলোনি থেকে আমাদের তাড়াবার আশাটা কোনোদিন ছাড়েনি। 'মিল'টা (ময়দা কলটা) আর গ্রেপ্‌কেদের 'জমা'টা যাতে গ্রাম-সোহিবয়েৎ-এর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তার জন্যে সে উঠে প'ড়ে লেগে চেষ্টা করেছিলো। চেষ্টাটা ছিল বাহ্যতঃ, ওখানে একটা ইস্কুল বসাবার অজুহাত। তার, শহরের আত্মীয়-স্বজন আর ইয়ার-বক্‌সিদের সাহায্যে সে নতুন কলোনির একদিকের লাগোয়া একটা অংশকে গ্রাম সীমানার মধ্যে হস্তান্তর করিয়ে নেবার জন্যে কিনে ফেলেছিলো পর্যন্ত। সে আক্রমণটাকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমরা ঘুসো আর খুঁটোর জোরে ঠেকাতে পেরেছিলুম বটে, কিন্তু লাগোয়া অংশটাকে যে স্রেফ্‌ লুকা সেমিওনোভিচ্‌ আর তার আত্মীয়স্বজনের জ্বালানি কাঠ পাবার সুবিধের জন্যেই কেনা হ'চ্ছে, শহরে গিয়ে সেটাকে প্রমাণ করতে আর ঐ বিক্রিটাকে নাকচ্‌ করাতে আমাকে 'নাকেরজলে-চোখেরজলে' হ'তে হ'য়েছিল। সরকারী নানা বিভিন্ন দপ্তরে লাগানি-ভাঙানি দিয়ে আমাদের 'খেলো' করবার জন্যে লুকা সেমিওনোভিচ্‌ আর তার অনুচররা আমাদের নামে নালিশ-টালিশ জানিয়ে অসংখ্য চিঠিপত্তর লিখে লিখে শহরে পাঠিয়েছিল; আর ওদেরই ধরাধরি চাপাচাপির ফলে সেবার মিলিশিয়া থেকে আমাদের ওপর সেই 'হাম্‌লা'টা হ'য়েছিলো।

আগের শীতকালটাতেই একদিন সন্ধ্যেবেলা লুকা সেমিওনোভিচ্‌ হঠাৎ আমার আপিস্‌-ঘরে তেড়ে চড়াও হ'য়ে হুম্‌কি দিয়ে দাবি ক'রে ব'সে-ছিলো ঃ

"আপনাদের কামারশালে, গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকে আদায় করা টাকাটা কোন্‌ খাতায় তোলেন, দেখান্‌!"

"বেরিয়ে যাও!"—বলেছিলুম আমি।

"সে কী?"

"এখান থেকে বেরোও, তুমি!"

টাকাটার অদৃষ্টে কী ঘ'টেছে সে বিষয়ে 'আলোকপাত' হবার কোনও সম্ভাবনাই আমার মূর্তি থেকে ফুটে উঠ্‌লো না ব'লেই যে লুকা সেমিও-নোভিচ্‌, একটু বিড়্‌ বিড়্‌ পর্যন্ত না ক'রেই সেখান থেকে 'পাৎলা' হ'য়ে

পড়েছিলো, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারপর থেকেই কিন্তু সে আমার আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওপর একেবারে হলফ্-করা শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালো। তার বদলে কলোনির ছেলেরাও তেমনি তরুণ উৎসাহের সমস্ত তীব্রতা নিয়ে লুকা'কে বিদ্বেষের চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

জুন মাসের এক তপ্ত দুপুরে হ্রদের অপর পারের দিকচক্রবালের পটভূমিতে দস্তুর মতো এক শোভাযাত্রার ছবি ফুটে উঠ্‌লো। তারপর শোভাযাত্রাটা যখন কলোনির কাছাকাছি এগিয়ে এলো তখন ব্যাপারটা ভালো ক'রে নজর ক'রে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ!—দুজন মুঝিক্ ওপ্রিশকো আর সেরোকা-কে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এগিয়ে নিয়ে আস্‌চে;—ছেলেদুটোর হাতগুলো তাদের দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে বাঁধা!

ওপ্রিশ্‌কো ছিল সব দিক দিয়েই একটা তেজী ব্যক্তিত্বের ছেলে। একমাত্র আন্তন ব্রাৎচেঙ্কো ছাড়া কলোনির আর কাউকে সে ভয় করতো না। তাও, ব্রাৎচেঙ্কোর অধীনে সে কাজ করতো ব'লেই; তাই, ব্রাৎচেঙ্কো দরকার মনে করলেই যখন-তখন তাকে শাসন করলেও সেটা সে স'য়ে যেতো। আন্তনের চেয়ে ওপ্রিশ্‌কো অনেক বেশি লম্বা-চওড়া আর তাগ্‌ড়াই ছিল—কিন্তু সর্দার-সহিসের ওপর তার কী যে এক যে শ্রদ্ধা ছিল—যেটাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না সেইটার জন্যে আর উপরন্তু আন্তনের নিজস্ব একটা জয়োদ্ধত চালচলনের জন্যে—সে নিজের বিশেষ সুবিধেটার কোনো সুযোগ নেবার চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত থাক্‌তো।

বাকি ছেলেদের কাছে ওপ্রিশ্‌কো তার সম্ভ্রম পুরোপুরি বজায় রেখে চল্‌তো। তাদের কাউকে সে কখনো নিজের ওপর সর্দারি ফলাতে আস্‌তে দিত না। তার চমৎকার মেজাজটা এ বিষয়ে তাকে খুব সাহায্য করতো। কেন না সে সর্বদাই হাসিখুসি নিয়ে থাক্‌তো আর খুসিভরা মানুষদের সংশ্রব ছাড়া কখনো থাকতো না। সে জন্যে কলোনির যেখানে 'ইতর' আবহাওয়ার কিম্বা তিক্ত কাণ্ড-কারখানার ছায়ামাত্র থাকতো না, বেছে বেছে কেবল সেই সব জায়গাতেই সে বিচরণ করতো। প্রথমে, সে যে 'কলেক্‌টর'টাতে (রাস্তার ছেলেদের রাখার জন্যে অস্থায়ী শিবির) থাক্‌তো সেখান থেকে তো কলোনিতে সে আস্‌তেই চায় নি। তাই শেষে তাকে আন্‌তে আমায় নিজেকে যেতে হ'য়েছিল। আমাকে সে সম্ভাষণ করেছিলো বিছানায় শুয়ে, বিরক্তির দৃষ্টিতে।

"গোল্লায় যাও গে"—সে বলেছিলো,—"আমি কোথাও নড়্‌চি না!"

তার বীরত্বের কাহিনী আমার শোনাই ছিল। তাই প্রথম থেকেই আমি

তাকে সম্ভাষণ করার জন্যে উপযুক্ত সুরের সাহায্য নিলুম।

"আপনাকে বিরক্ত করতে আমি বড়ই কুণ্ঠা বোধ কর্‌চি, হুজুর!"—আমি ব'লেছিলুম—"কিন্তু নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরেই আমি আপনার জন্যে তৈরি গাড়িতে উঠে নিজের জায়গা নিতে আপনাকে অনুরোধ কর্‌চি।"

আমার ওই জাঁকালো সম্ভাষণে ওপ্রিশ্‌কো প্রথমটা 'হকচকিয়ে' গেছ্‌লো, এমন কি বিছানা থেকে উঠে পড়্‌তে পর্যন্ত যাচ্ছিলো, তার পরেই কিন্তু আবার আগেকার খেয়ালটাই তার ওপর জেঁকে বস্‌লো। তাই আবার সে বালিশে মাথা ঢেলে দিলে।

"ব'লে দিলুম তো, যাবো না..."

"তাহ'লে, গভীর দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জবরদস্তি ক'রেই গাড়িতে তুল্‌তে বাধ্য হবো মহামান্য হুজুর!"

ওপ্রিশ্‌কো তার কোঁকড়া-চুলো মাথাটা বালিশ থেকে তুলে ভান-না-করা বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে দেখ্‌লে।

"বলো হরি! কোন্ গগন থেকে নেবে এলে চাঁদ? তুমি কি ভাবো আমায় জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া এতই সোজা?"

"খেয়াল রেখো. !"

আমি আমার গলার আওয়াজে বিপদ্-পাতের পূর্ব-সূচনার সুর ঢেলে দিয়ে তারই সঙ্গে আবার একটু 'চিপ্‌টেন'-এর খোঁচারও আভাস ছ'ড়লুমঃ

"ওপ্রিশ্‌কো, যাদু. "

তার পরেই আচম্‌কা হুঙ্কার ছাড়্‌লুমঃ

"উঠ্‌লি তুই! শুয়ে শুয়ে কী ত্যাঁদ্‌ড়ামো হচ্চে? ওঠ্, ওঠ্ বলচি!"

বিছানা থেকে লাফিয়ে সে জানলার দিকে ছুট্‌লো।

"জান্‌লা থেকে লাফ দোবো আমি, বলে রাখ্‌চি, লাফাবো-ই!"

ধম্‌কে উঠে বল্‌লুম. "হয় এক মিনিটের মধ্যে লাফা, আর নয়তো সুড়্ সুড্ ক'রে গাড়িতে চড়্ গিয়ে—তোর সঙ্গে খেলা করবার আমার সময় নেই!"

চারতলার ওপরে কথা হচ্ছিল আমাদের, তাই ওপ্রিশ্‌কো খোলাখুলি আব্‌দেরে হাসি হেসে বল্‌লেঃ

"আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই! কী আর করা যাবে? আপনিই বুঝি গোর্কি কলোনির ডিরেক্টর?"—বল্‌লে সে।

"হ্যাঁ।"

"গোড়াতেই বল্‌লেন না কেন? তাহ'লে কোন্ কালে আপনার সঙ্গে

চ'লে যেতুম।"

মহা উৎসাহে সে যাবার আয়োজনে লেগে গেল।

কলোনিতে এসে অন্য ছেলেদের প্রত্যেকটা 'প্রচেষ্টা'তেই সে যোগ দিয়েচে কিন্তু নিজে একটারও মূল 'উদ্‌যোক্তা' হয়নি কোনোদিন। সম্ভবতঃ লাভের লোভের চেয়ে শুধু মজা পাবার লোভেই সে যোগ দিতো।

সোরোকা ওপ্রেশ্‌কোর চেয়ে বয়েসে ছোটো। গোলগাল লালিত্য-ভরা মুখখানা; বুদ্ধির দিক দিয়ে একদম্‌ হাবা-গোবা, ভীষণ ঢিলেঢালা আর অসাধারণ ছাই-কপালে বরাত। যাতে হাত দিতে যায় তাতেই নাকানি-চোবানি। তাই ছেলেরা যখন দেখ্‌লে ওপ্রেশ্‌কোর সঙ্গে বাঁধা প'ড়েচে 'এই ছোঁড়াটা'—তখন তারা চট্‌লো।

"দিমিত্রিটা আবার সোরোকার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে মরতে গেল কী হিসেবে?"—গজ্‌রালে তারা।

রক্ষী-বাহিনীর মধ্যে দেখ্‌লুম র'য়েচে গ্রাম-সোহিবয়েৎ-এর চেয়ারম্যান, আর আমাদের পুরোনো বন্ধু মৌসি কারপোভিচ্‌।

মৌসি কার্‌পোভিচ্‌, যেন ঘা'-খাওয়া নিপাট ভালো-মানুষির ছবিখানি! লুকা সেমিওনোভিচ্‌ একেবারে জজ-সাহেবের মতন গুরু-গম্ভীর, ভাবভঙ্গিতে সরকারী কেতার নির্লিপ্ততা। লাল দাড়িটি ভালো ক'রে চিরুণী-চর্চিত. জ্যাকেটের নিচে থেকে তার ঝক্‌ঝকে শাদা ফুলদার শার্টটা উঁকি মার্‌চে—দেখেই বোঝা যায়, সবেমাত্র চার্চ্‌ থেকে বেরিয়েই সরাসরি চ'লে এসেচে।

চেয়ারম্যান শুরু করলে।

"বেড়ে গ'ড়ে তুল্‌চেন তো ছেলেদের!"—বল্‌লে সে।

"তোমার হোলো কী, তাতে?"—আমি 'পাল্‌টা' বুলি ছাড়্‌লুম।

"কী, তা বল্‌চি—এদের জন্যে লোকের যে আর সুখ-শান্তি কিছু রইলো না—রাস্তায় রাহাজানি, সব্বস্ব চুরি।"

"ওহে কর্তা—ওদের বাঁধ্‌বার কী এখ্‌তিয়ার আছে তোমার?"—কলোনির ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা গলা শোনা গেল।

"ও ভাব্‌চে 'পুরোনো-রাজ'ই চল্‌চে এখনো।"

"ওটাকে 'ধোলাই' দিয়ে দিতে হয়!"

"তোরা থাম্‌!" তাদের শপথ করিয়ে নিলুম আগে। তারপর লোক-গুলোর দিকে তাকিয়ে বল্‌লুম, "এবার বলো, ব্যাপার—কী?"

এইবারে মৌসি কারপোভিচ্‌ তার গল্প ফাঁদ্‌লে।

"আমার গিন্নি একটা 'পেটিকোট্‌' আর একটা কম্বল বেড়ার গায়ে

শ্কোতে দিয়েছিলো; এরা দ্জন পাশ দিয়ে চ'লে গেল, আর তার পরেই দেখি সেগ্লো নেই! আমি ওদের তাড়া করি, তো ওরা দৌড় মারে। ব্ঝ্তেই পারেন, ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটার সাধ্যি আমার নেই! ভাগ্যিস্ ল্কা সেমিওনোভিচ্ ঠিক সেই তক্কে গির্জে থেকে বেরিয়ে আস্-ছিল তাই ওদের ধ'রতে পারা গেল...”

“ওদের বাঁধ্লে কেন?”—ভিড়ের ভেতর থেকে আবার প্রশ্ন।

“যাতে ওরা পালাতে না পারে, তাই...”

“এখানে ওসব কথায় কাজ নেই,”—বললে চেয়ারম্যান,—তার চেয়ে চল্ন, এজেহার লিখে ফ্যালা যাক্।”

“এজেহার বাদ্ দিলেও চলে। মালগ্লো ফেরত দিয়েচে?”

“দিয়ে থাকলেই বা কী? এজেহার চাই-ই!”

চেয়ারম্যান আমাদের 'খেলো' করবে ব'লেই দ্ঢ়প্রতিজ্ঞ—'মওকা'-ও মিলেচে জ্‌ৎসই—কলোনির ছেলেরা এই প্রথম, হাতে-নাতে 'বমাল' ধরা প'ড়েচে।

'পরিস্থিতি'টা আমাদের পক্ষে দার্ণ অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠ্লো। 'চালান' গেলে ছেলেগ্লোর জেল অনিবার্য, আর কলোনির পক্ষেও দ্রপনেয় কলঙ্ক।

“ছেলে দ্টো এ-ই তো প্রথম ধরা প'ড়েচে,”—আমি বলল্ম—“পাড়া-প্রতি-বেশীদের ভেতোর কত কীই তো হয়। প্রথমবারটা মাপ ক'রে দিতে হয়।”

“না!”—লাল-চুলোটা ব'লে উঠ্লো। “মাপ-টাপ নয়! আপিসে চল্ন এজেহার লিখ্বেন!”

মৌসি কারপোভিচের মনে প'ড়ে গেছে প্রোনো ঘা'।

“মনে পড়ে, একরাতে আমায় কী রকম ধ'রেছিলেন? আমার সে কুড়্ল এখনো আপনাদের কাছে—আর ভেবে দেখ্ন, কী জরিমানাটা আমায় দিতে হ'য়েছিলো!”

আমার জবাব দেবার আর কিছ্ রইলো না।

সত্যিই, আর বাঁচোয়া নেই। কুলাকগ্লো আমাদের পেড়ে ফেল্লে একেবারে। বিজেতা-পক্ষকে আপিসে নিয়ে গেল্ম। রেগে ছেলেগ্লোকে বল্ল্ম:

“তোরা গিয়ে এই কাজ করলি, এখন! কচুপোড়া খাও! এখন কিনা পেটিকোট্! এ কলঙ্ক ঘ্চ্বে না কখনো! পচাগ্লোকে ধ'রে ধ'রে আছ্ড়াতে হবে এবার থেকে! হাঁদাকান্তগ্লো জেলে যাবে এবার!”

ছেলেরা চুপ করেই রইলো। সত্যিই ওরা “গিয়ে ক'রেচে কাজটা।” এই সব অতি-মাস্টারির “বাণী” ছেড়ে আমিও গিয়ে আপিস-ঘরে ঢ্ক্ল্ম।

ঝাড়া দুটি ঘণ্টা ধ'রে চেয়ারম্যানের কাছে কাকুতি-মিনতি জানালুম, কথা দিলুম এমন ব্যাপার আর কখনো ঘট্‌বে না, আর শুধু মালের দামটুকু মাত্র নিয়ে গ্রাম-সোহিব্‌য়েৎ-এর জন্যে একজোড়া চাকা আর একটা চাকার 'ধুরো' (অ্যাক্সেল্‌) বানিয়ে দেবো। অবশেষে চেয়ারম্যান তার শেষ সর্তটা উপস্থাপিত করলেঃ

"সব ছেলে মিলে নিজেরা আমায় বলুক!"

এই দুটো ঘণ্টায় চেয়ারম্যানের ওপর সারা জীবনের জন্যে আমার ঘৃণা জন্মে গেল। কথাবার্তাটা চলার সময় রক্তপিপাসু একটা চিন্তা ক্রমাগতই আমার মাথায় ঘুরছিলো—একদিন অন্ধকারে—চেয়ারম্যানটা ধরা প'ড়ে বেদম ঠ্যাঙানি খায় যদি, আমি তখন কিছুতে ওকে বাঁচাতে যাবো না।

যা-ই ভাবি আর যা-ই করি, বাঁচার রাস্তা আমার আর কিছুই ছিলো না। কাজেই ছেলেদের সবাইকে বললুম, গাড়ি-বারান্দার সাম্‌নে সারিবন্দী হ'য়ে দাঁড়াতে। আমার টুপির ডগায় হাত রেখে কলোনির তরফ থেকে আমি বললুম যে আমাদের সঙ্গীদের ভুলের জন্যে আমরা গভীরভাবে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করচি, ওদেরও ক্ষমা করতে অনুরোধ করলুম আর প্রতিজ্ঞাও করলুম, এমন ব্যাপার ভবিষ্যতে আর কখনো ঘট্‌বে না। লুকা সেমিওনোভিচ্‌ বক্তৃতা দিলেঃ

"এমন সব ব্যাপারে যে আইন-মাফিক কঠোর সাজা হওয়াই উচিত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কেন না, গাঁয়ের লোকরা নিঃসন্দেহে, সব খেটেই খায়। কাজেই গাঁয়ের কোনো লোক একটা পেটিকোট শুকোতে দিলে তোমরা যদি সেটা চুরি করো, তাহ'লে তোমরা জনগণের,—সর্বহারাদের শত্রু। আমার হাতে সোহিব্‌য়েৎ সরকার ক্ষমতা দিয়েচেন, আমি এমন বে-আইনি কাজ ঘট্‌তে দিতে পারি না, যাতে কিনা কোনো চোর, কোনো অপরাধী যা' খুসি তাই চুরি করতে পারে। আর আমার কাছে তোমাদের এই অনুরোধ, তোমাদের এই কথা-দেওয়া—পরমেশ্বর জানেন—এর ফল কী হবে। তোমরা যদি নিচু হ'য়ে আমায় অনুরোধ করো আর তোমাদের ডিরেক্টর যদি কথা দেন যে এবার থেকে উনি সৎ নাগরিকই শুধু গ'ড়ে তুল্‌বেন, চোর-ছ্যাঁচোড় বানাবেন না...তবেই আমি তোমাদের বেকসুর মাপ করবো।"

অপমানে আর রাগে আমি কাঁপতে লাগ্‌লুম। ওপ্রিশ্‌কো আর সোরোকা কলোনির ছেলেদের সারিতে দাঁড়িয়ে রইলো।

চেয়ারম্যান আর মৌসি কারপোভিচ্‌ আমার সঙ্গে হাত নাড়ানাড়ি করলে, আর গালভরা কী কতকগুলো বড় বড় কথাও বল্‌লে, যা' আমার কাণেও

ঢুক্‌লো না।

"হয়েচে, যাও সব!"

জ্বলন্ত সূর্য কলোনির মাথার ওপরে স্থির দীপ্তিতে কিরণ বর্ষণ করতে লাগ্‌লো। মাটির বুক থেকে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো পুদিনা গাছের গন্ধ। নিস্তব্ধ বাতাস অনড় একখানা নীল পর্দার মতন ঝুলে রইলো বনের মাথার ওপর পর্যন্ত।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লুম...সে-ই কলোনি, সে-ই চৌকো চৌকো ইমারতগুলো, সে-ই ছেলেরাই, আর আগামী কাল ফের আবার সবই শুরু হবে—পেটিকোট্‌, চেয়ারম্যান, মৌসি কারপোভিচ্‌ কদর্য মাছি-ওড়া শহরের পথে যাত্রা...আমার ঠিক সাম্‌নেটাতে আমার ঘরের দরজা, ক্যাম্বিসের খাট, রঙ্‌বিহীন টেবিল আর টেবিলের ওপরে এক প্যাকেট খেলো, মোটা লোমের পশম।

"কী করা যায়? আমি করি কী? করি কী?"

বনের দিকে চল্‌লুম।

দুপুরে পাইন-বনে ছায়া পড়ে না, কিন্তু সেখানকার সব কিছুই কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, নজর চ'লে যায় কতদূ—র পর্যন্ত, আর ছিপ্‌-ছিপে পাইন গাছগুলোকে আকাশের নিচে কী অপূর্ব সরল রেখায় শ্রেণী-বিন্যস্ত দেখায়, ঠিক যেন নিখুঁত দৃশ্য-সজ্জায় সাজানো একখানি রঙ্গমঞ্চ।

যদিও বল্‌তে গেলে এই বনটার মধ্যেই ছিল আমাদের বাস তবুও এমন ক'রে এর গভীরে প্রবেশ করবার ফুরসৎ আমি বড়ো পাইনি এর আগে। মানুষ নিয়েই আমার যে কারবার! সেই কাজের তাগিদটাই আমাকে বরাবর টেবিলে সেঁটে রেখে এলো যে! টেবিল, আর লেদ্‌, আর চালা আর শোবার ঘর! পাইন বনের নীরব-নিথর পবিত্রতা, ধুনো-গুগ্‌গুল-লোবান্‌-রজন গাছের গন্ধভরা বাতাসের আকুলতা—এ-সবের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। একবার ওখানে ঢুকলে আর যেন বেরিয়ে আস্‌তে মন চায় না, মনে হয় যেন আমিও অমনি-এমটি তনুদেহ, ধ্যান-গম্ভীর মহীরুহ হ'য়ে যাই;—অমল-রুচি, মহিমময় ওদের ওই তরু-সমাজের মাঝখানে ওদেরই একজন হ'য়ে উঠে মুক্ত নীলাকাশের নিচে আপন নিরালা কোণ্‌টি বেছে নিয়ে সেইখানেই অনড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ি।

হঠাৎ পেছনে একটা ডাল-ভাঙার শব্দ হোলো যেন। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হোলো কলোনির ছেলের দলে বনটা যেন ভ'রে রয়েচে। দুপাশের শ্রেণীবদ্ধ তরুকাণ্ডের মাঝখান দিয়ে প্রসৃত দীর্ঘ বনপথ ধ'রে সন্তর্পণে পা'

কলোনির ছেলের দলে বনটা যেন ভ'রে রয়েছে

টিপে টিপে তারা আস্‌ছিল—অনেক দূরের একটা ফাঁকা জায়গা জুড়ে। বিস্ময়ে বিহ্বল হ'য়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে যে-যার জায়গায় পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল—আমার দেহে তাদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি-গুলো বিঁধিয়ে,—এক ধরণের নিথর, সন্ত্রস্ত আশঙ্কায়!

"কী করচো সব এখানে? আমার পিছু নিয়েচোই বা কী মৎলবে?"

আমার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলো জাদোরভ্‌; সে একটা গাছের পেছোন থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় যেন কড়া সুরেই বল্‌লেঃ

"কলোনিতে ফিরে চলুন!"

আমার হৃৎস্পন্দন যেন পলকের জন্যে থেমে গেল।

"কলোনিতে হোলো কী?"

"কিচ্ছু না! চলুন, ফিরি!"

"আরে,—গ্যালো যা'! ব্যাপারটাই বলো!"

তাড়াতাড়ি এগোলুম তার দিকে। আরও দু'তিনজন এগিয়ে এলো, বাকি সব দূরেই থেকে গেল। জাদোরভ্‌ ফিস্‌ফিসিয়ে বল্‌লেঃ

"যাচ্চি আমরা, শুধু একটি দয়া করুন।"

"চাই কি তাই বলো না ছাই!"

"রিভল্‌ভারটা দিন।"

"রিভলভার?"

হঠাৎ খেয়াল হোলো, কী ব'ল্‌তে চায়, ও। তাপরেই হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লুমঃ "ও—ও! আমার রিভলভার! স্বচ্ছন্দে! স্বচ্ছন্দে! আচ্ছা মজার ছেলে দেখি তো তোমরা! তা', তবুও তো আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়্‌তে কিংবা হ্রদের জলে ঝাঁপ দিতে পারি!"

জাদোরেভ্‌ হঠাৎ প্রতিধ্বনি জাগিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

"আচ্ছা, তবে রাখুন ওটা! আমাদের মাথায় ঢুকেছিলো যে...আপনি তাহ'লে এমনিই?...বেড়াচ্চেন শুধু? ফিরে চল্‌ রে সব!"

কী হয়েছিলো?

আমি যে-ই বনের মধ্যে ঢুকেছিলুম, সোরোকা অমনি ছুটে যায় শোবার ঘরে।

"ওরে, ওরে! শিগ্‌গির বনে চল! আন্তন সেমিওনোভিচ্‌ নিজেকে গুলি করতে যাচ্চেন!"

তার কথা শেষ হবার আগেই সবাই শোবার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়েছিল!

সন্ধ্যেবেলা সবাইকে দেখাচ্ছিল অসাধারণ রকমের বিব্রত। কারাবানভ

একটি ভূতে-পাওয়া মানুষের মতন 'ভ্যাব্‌লা' ব'নে গিয়ে খাটিয়াগুলোর মাঝখান দিয়ে মোচড় খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। জাদোরভ যেন অস্ত্রত্যাগ ক'রে দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করচে আর, কেন কে জানে, শেলাপুতিন-এর কচি চক্‌চকে মুখখানাকে নিজের পাঁজরে চেপে ধ'রে আছে। বুরুন কিছুতে আমার কাছছাড়া হবে না; গোঁ ভরে কী এক রহস্যঘেরা নীরবতাকে আঁকড়ে রয়েচে। ওপ্রিশ্‌কোর যেন 'ভর' হ'য়েচে; নিজেকে 'এলে' দিয়েচে সে;—কোজির-এর ঘ'রে গিয়ে তার বিছানাটায় প'ড়ে প'ড়ে ময়লা বালিশটায় মুখ গুঁজে শুধু কেঁদে ভাসাচ্চে। ছেলেদের টিট্‌কিরির হাত থেকে বাঁচ্‌তে সোরোকা কোন্‌ চুলোয় গিয়ে লুকিয়েচে, কে জানে!

জাদোরভ্‌ বল্‌লে:

—"ফরফিট্‌স্‌ (জরিমানা-জরিমানা) খেলা যাক্‌!"

আর সত্যি-সত্যিই আমরা ফরফিট্‌স্‌ খেল্‌লুম। মাস্টারিকে মাঝে মাঝে কী-রকম অদ্ভুত সব রূপ যে ধারণ ক'রতে হয়!—চল্লিশটা ছেলে, সবারই গায়ে—আধা-ন্যাকড়া হ'য়ে যাওয়া আচ্ছাদন, সবাই আধ-পেটা খেয়ে প্রাণ ধারণ ক'রে আছে,—তারাই আবার যতটা সম্ভব আহ্লাদের চোটে কিনা,—একটা তেলের-আলোয় ব'সে বসে ফরফিট্‌স্‌ খেল্‌তে লাগ্‌লো

কেতা-মাফিক চুমু-খাওযাটাই যা শুধু বাদ। .

২০

ফসল-কাটা যন্ত্রের বদলে একটা ঘোড়া

বসন্তকালে ঘোড়ার সমস্যা নিয়ে আমরা প্রায় "স্থাণু" অর্থাৎ 'খুঁটি' ব'নে গেলুম। ল্যাডি আর ডেকোকে দিয়ে স্রেফ্ আর চলে না। ওগুলোকে দিয়ে আর কাজ পাওয়া মুস্কিল হোলো। রোজ সকালে কালিনা আইভা-নোভিচ্ আস্তাবলে এসে বিপ্লব-বিরোধী উক্তি বর্ষণ করে; সোহিবয়েৎ সরকারের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ—অব্যবস্থা আর জন্তু জানোয়ারের প্রতি নিষ্ঠুরতা।

"ক্ষেত-খামার চালাতে গেলে ঘোড়া চাইরে বাপু, অবোলা জীবদের ওপরে শুধু জুলুম করলেই চলে না। কাগজে-কলমে ওটা ঘোড়াই বটে, কিন্তু দিনের মধ্যে দশশো বার ওটা প'ড়ে প'ড়েই যে সারা! চোখে দ্যাখা যায় না! প'ড়ে মরুক্ ওকে দিয়ে কাজ করানো!"

ব্রাৎচেঙ্কোর ভাবখানা যার-পর-নাই সাদাসিধে। ঘোড়াকে সে ভালবাসে সেটা ঘোড়া ব'লেই। তার পেয়ারের ঘোড়ার ওপর বাড়্তি কাজ চাপাতে গেলে সে ক্ষেপে যায়, কষ্ট পায়। অনুনয়-বিনয়, গাল-মন্দ সব কিছুর বদলেই, তার যে যুক্তিটি ছিল তার আর জবাব নেইঃ

"ঘোড়ার বদলে নিজে লাঙল টান্তে তোমার কেমন লাগ্বে শুনি? তখন তুমি কী রকমটা করো একবার দেখ্তে সাধ আছে আমার..."

কালিনা আইভানোভিচের উক্তিগুলোর সে এই মানে করে যে, 'ঘোড়াকে খাটানো একেবারেই নিষেধ'। আমরাও তাকে আর বেশি চাপাচাপি করতে চাইতুম না। নতুন কলোনিতে আস্তাবলগুলো ইতিমধ্যে মেরামত করা হ'য়ে গেছ্লো। এদিকে বসন্তের শুরুতে লাঙল-টানার আর বীজ-বোনার কাজের জন্যে দুটো ঘোড়াকে ওখানে এবার 'বদ্লি' ক'রে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু ঘোড়াই নেই, তার আবার বদ্লি করাকরি কী?

একদিন চেরনেঙ্কোর সঙ্গে কথায় কথায় আমি আমাদের মুস্কিলের কথাটা তুললুম, বললুম—যন্ত্রপাতি যাও-বা আছে, তাই নিয়েই নয় এই বসন্তটা কোনোক্রমে চালিয়ে নিলুম, কিন্তু ঘোড়া যোগাড়ের কী যে ব্যবস্থা করা যায়! হাজার হোক্, ষাট দেস্যাতিন জমি ব'লে কথা! অথচ আমরা যদি লাঙল না দিই, ফসল না বুনি, তাহলে গ্রামবাসীরা আমাদের খাব্লাতে আস্বে না?

চেরনেঙ্কো একটুখানি ভেবে নিলে; তারপরেই আহ্লাদে লাফিয়ে উঠ্লো।

"আধ সেকেন্ড! আমার এখানে একটা একনমিক্ ডিপার্ট্মেন্ট্ রয়েচে না? বসন্তকালে এতগুলো ঘোড়ার সবগুলো তো আমাদের দরকার নেই। আমি আপাততঃ তিনটে ঘোড়া তোমাকে 'ধার' দেবো। তাতে সেগুলোর খোরাকিটাও আমাদের বেঁচে যাবে। তারপর মাস দেড়েক বাদে তুমি ঘোড়া ফিরে দিও। আমাদের সাপ্লাই ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে নাও গে না!"

চাষী-মজুর-পরিদর্শক-প্রতিষ্ঠানের সাপ্লাই ম্যানেজারটি দেখলুম কঠোর রকমের কেজো লোক। ঘোড়ার ভাড়া হাঁকলে সে বড্ড চড়া দরে—মাসে পাঁচ পুড্ ক'রে গম দিতে হবে, উপরন্তু ওদের গিগ্-এর (টমটম) জন্যেও চাকা বানিয়ে দিতে হবে। বললেঃ "আপনাদের তো চাকা-বানাবার একটা কারখানা মতো আছে; না?"

"আপনি কি জ্যান্তেই আমাদের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নিতে চান নাকি? বোঝেন তো আমরা কী দরের লোক?"

"আমিও তো সাপ্লাই-ম্যানেজারই, দাতব্যখানার লোক তো আর নই? তাছাড়া আমাদের ঘোড়াগুলোকে শুধু একবার দেখে তারপর কথা ব'লবেন! আমি হ'লে তো পৃথিবীর কোনো কিছুর বদলেই ওগুলোকে হাত-ছাড়া করতুম না।..আপনি তো ওদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়্বেন; বাড়্তি খাটাবেন, জানি তো আপনাদের! ওই ঘোড়াগুলি জোগাড় করতে আমার পাক্কা দুটি বচ্ছর লেগেচে! ঘোড়া নয় তো....দেখবার জিনিস! কী রূপ! কী বাহার!"

কিন্তু আমার তখন যা' অবস্থা তাতে হয়ত মাসে একশো পুড্ ভাড়ার কড়ারেও রাজি হ'য়ে যাই—আর শহর-সুদ্ধু গাড়ির চাকা বানিয়ে দিতেও। ঘোড়া আমাদের যে ক'রে হোক পাওয়া চাই-ই তখন।

সাপ্লাই-ম্যানেজার দু'কপি চুক্তিপত্র (এগ্রিমেন্ট্) বানিয়ে ফেল্লে; তাতে সব কিছুই খুঁটিয়ে ভারি 'কেতা-দুরস্ত' ক'রে লেখাঃ

"...অতঃপর অত্র পত্রে কলোনি বলিয়া অভিহিত হইবে...উক্ত চক্রসকল একটি বিশেষ কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া তদনুযায়ী উহা গ্রহণের অনুমতিপত্র বিরচিত হইলে তবেই উহা গ্যুবের্নিয়া শ্রমিক-চাষী-পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানের একনমিক বিভাগের হস্তে ন্যস্ত বলিয়া গণ্য হইবে... অশ্বগুলিকে প্রত্যর্পণের জন্য ধার্য তারিখটি অতিক্রান্ত হইলেই অতিরিক্ত প্রতিটি দিবসের জন্য কলোনি, গ্যুবের্নিয়া শ্রমিক-চাষী-পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানের একনমিক বিভাগকে খেসারৎ স্বরূপ অশ্ব পিছু দৈনিক দশ পাউণ্ড ওজনের গম দিতে বাধ্য থাকিবে...অত্র চুক্তিপত্রে কথিত সকল শর্ত পালন করিতে কলোনি যদি অপারগ হয় তাহা হইলে কলোনি ক্ষতির মূল্যের পরিমাণের পাঁচগুণ অর্থ জরিমানা সমেত ক্ষতিপূরণ বাবদে দিতে স্বীকৃত হইবে..."

পরেরদিন কালিনা আইভানোভিচ্ আর আন্তন বিজয়-গর্বে গাড়ি হাঁকিয়ে কলোনিতে এসে ঢুক্লো। আমাদের ছোটদের দলটা তো সেই সকাল থেকেই তাদের আসা-পথ চেয়ে মুখিয়ে ছিল; শিক্ষকার দলসুদ্ধ সারা কলোনিই "বিরাট প্রত্যাশায়" একেবারে উৎকণ্ঠ হ'য়ে ছিল। সব চেয়ে ভাগ্যবান আবার শেলাপুতিন আর তোস্কা—তারা বড়ো-রাস্তায় আগ্বাড়িয়ে গিয়ে শোভা-যাত্রার 'নাগাল' ধ'রে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আক্ড়ে-পাক্ড়ে ঘোড়াগুলোর পিঠের ওপর একেবারে চ'ড়ে ব'সেই কলোনিতে এসে ঢুক্লো। কালিনা আইভা-নোভিচ্ না পারে হাস্তে, না পারে একটা কথা বল্তে--তার সমস্ত সত্তাটাই একেবারে জাঁকজমক আর ভারিক্কি চালে এমনভাবেই পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠে-ছিলো! আন্তন তো আমাদের দিকে আর ফিরেই তাকায় না!—আমাদের গাড়ির পেছনে বাঁধা ও-ই কালো কুচ্কুচে ঘোড়া তিন্টে ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় সজীব পদার্থই তখন তার কাছে একেবারে নিরর্থক হ'য়ে গেছে।

আঁকড়ে-পাক্ড়ে গাড়ি থেকে নেবে পড়লো কালিনা আইভানোভিচ্; কোটের ওপর থেকে খড়-কুটোগুলো ঝেড়ে ফেলে সে আন্তনকে বল্লেঃ

"তুই নিজে এগুলোর খবরদারি করবি—আস্তে আস্তে আমাদের এখানে 'পোষ মানিয়ে' নিবি। এ আর যা' তা' ঘোড়া নয়,—তোর ও-ই 'ডেকো'র মতন!"

আন্তন তার সহকারীদের ওপর সংক্ষিপ্ত সব 'হুকুম' জারি ক'রে দিয়ে তার আগেকার পেয়ারের ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলের দূরের দিকের বাজে 'স্টল'-গুলোতে হটিয়ে দিয়ে এলো। কৌতূহলী যেসব ছেলের দল আস্তাবলে একটু উঁকি মেরে দেখ্তে গেল, জীন-বেল্ট্ আফ্শে তাদের সে হুঁসিয়ার ক'রে দিলে; তারপর 'পাকামি'র চালে কালিনা আইভানোভিচ্-এর কথার

জবাবে বল্‌লে:

"সত্যিকার জিন-টিন আনিয়ে দিন, কালিনা আইভানোভিচ্, এই সব 'ছাই পাঁশ' দিয়ে আর চল্‌বে না!"

ঘোড়াগুলোর সবকটাই আগাগোড়া কালো কুচ্‌কুচে, বেশ ঢ্যাঙাঢোঙা আর ভালো খাওয়া-দাওয়ার ফলে দেহও তাদের দিব্যি নধর-কান্তি। ছেলেদের কাছে তাদের গালভরা সব নামগুলোয় পর্যন্ত কেমন যেন আভিজাত্যের গন্ধ। একটার নাম 'পশুরাজ', একটা 'বাজবাহাদুর' আর অন্যটা 'মেরি' * ।

'পশুরাজ' কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের হতাশ করলে। তার রূপের বাহার যতটা, গুণ কিন্তু ততটা নয়। ক্ষেত-খামারের কাজের শিক্ষাও তেমন ছিল না তার, উপরন্তু সে আবার একটুতেই দম ফুরিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌তো। বাজ-বাহাদুর আর মেরি কিন্তু সব দিক দিয়েই বেশ উপযুক্ত—গায়ে যেমন তাগৎ, মেজাজও তেমনি শান্ত, আর দেখ্‌তেও দিব্যি 'বাহারে'। সত্যি বটে, গাড়িতে ওদের 'জুতে' টগ্‌বগিয়ে নিয়ে গিয়ে শহরের গাড়োয়ানদের এবার আমাদের 'পয়' দেখিয়ে 'কানা' করে দেবে বলে যে স্বপ্নটা আন্তন দেখেছিলো সেটা তার সফল হ'তে পেলে না; তবে, লাঙল আর বীজ-ছড়ানো গাড়ি-টানায় যে-বাহাদুরিটা তারা দেখালে, সে একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! সন্ধ্যেবেলা কালিনা আইভানোভিচ্ যখন 'রিপোর্ট পেশ' করতে আস্‌তো তখন, ঘোড়াগুলো সেদিন কতখানি জমির কাজ 'হাসিল' ক'রে দিয়েচে তার ব্যাখ্যানা করতে গিয়ে, খুসিতে শুধু ঘোঁৎঘোঁৎ-ই করতো! শুধু একটা জিনিস, যেটা তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুল্‌তো, সেটা হ'চ্চে ঘোড়াগুলোর সত্যিকার মালিকদের 'বোল্-বোলাও'।

"সবই তো ভালো"—সে ব'লতো—"খালি ও-ই শ্রমিক-চাষী-পরিদর্শক-সংস্থাটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটাই যা' ভা-রি খারাপ হোলো। ওরা তো যা' খুসি তাই করতে পারে? আর তখন গিয়ে নালিশ করবো কার কাছে? ঘুরে-ফিরে সে—ই শ্রমিক-চাষী-পরিদর্শকের কাছেই তো?"

নতুন কলোনিতে জীবন-স্পন্দনের সাড়া প'ড়ে গেল। বাড়িগুলোর একটা এখন তৈরি হ'য়ে গেছে, তাই কলোনির ছ'জনকে ওখানে বাস করতেও পাঠানো হ'য়েচে। শুধু তারা কজনেই ওখানে থাক্‌তো। বড়দের তত্ত্বাবধান নেই, রেঁধে দেবারও কেউ নেই। ফলের বাগানের ভেতোর একটা উনুন পেতে তাইতেই, আমাদের এখানকার ভাঁড়ার থেকে যা' নিয়ে যেতো তাই দিয়ে

* Lion, Falcon and Mary.

নিজেদের সাধ্যে যেটুকু কুলোতো, রেঁধে বেড়ে খেতো। তাদের ডিউটি ছিল ফলের বাগান আর ইমারৎ তৈরির কাজ দেখাশুনো করা, কলোমাক নদীটার খেয়ার ডিউটি করা আর ব্রাংচেঙ্কোর প্রতিনিধি ওপ্রিশ্‌কোর তত্ত্বাবধানে ওখানে যে ঘোড়া দুটোকে রাখা হয়েছিলো সেগুলোর আস্তাবলের কাজকর্ম করা। আন্তন নিজে মূল কলোনিতে থেকে যাওয়াটাই সাব্যস্ত ক'রে নিয়েছিলো। কেন না সেখানে লোক বেশি—যার ফলে জায়গাটা ঢের বেশি সরগরম। দেখা-শুনো করার জন্যে তবু কিন্তু সে নিত্যই নতুন কলোনিতে ভিজিট্ দেওয়াটি ছাড়তো না, যে-ভিজিট্‌কে শুধু যে ওপ্রিশ্‌কো আর তার সহকারীরাই ভয় করতো তা নয়, অন্য সবাইও বেশ সমীহ ক'রে চলতো।

নতুন কলোনিতে ক্ষেতে তখন দুর্দান্ত কাজ চল্‌ছিলো। ষাট দেস্যাতিন জমির সমস্তটাতেই ফসল বুনে দেওয়া হ'য়েচে, যদিও এটা সত্যি যে, তার পেছনে না ছিল কোনো অভিজ্ঞ রকমের কৃষি-নৈপুণ্য, না জমির ব্যাপারে কোনো সঠিক প্ল্যান। কিন্তু তা' হ'লে কী হবে? এদিকে বসন্তকালের গম শীতের গম, রাই, জই ইত্যাদি বুনে তো দেওয়া গেল সব কিছুই! কয়েক দেস্যাতিন-এ আবার আলু আর বীট্-ও লাগিয়ে দেওয়া হোলো। আগাছা নিড়োনো, মাটি দেওয়া—এসবেরও দরকার হোলো ওখানে। আর ওই-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে আমাদের ভীষণ চেপে খাট্‌তে হচ্ছিল। ততদিনে কলোনিতে আমাদের সদস্য দাঁড়িয়েছিল সব শুদ্ধু ষাটজন।

সারাদিন ধ'রে তো বটেই, এমন কি রাতেরও অনেকক্ষণ পর্যন্তই দুই কলোনির মধ্যে মানুষ যাতায়াতের আমাদের বিরাম ছিল না: দল বেঁধে বেঁধে ছেলেরা নিত্যই কাজে বেরিয়ে যেতো; অন্য দলগুলো আবার সেই রকম ফিরেও আস্‌তো; আমাদের নিজস্ব গাড়িগুলো বেরিয়ে যেতো শস্য, খড় আর কলোনিতে যারা রয়েচে তাদের জন্যে খাবার-দাবারের 'সিধে' নিয়ে। আর ভাড়া-করা গাড়িতে ক'রে গ্রাম থেকে আস্‌তো ইমারত-তৈরির সব মালমশলা। কালিনা আইভানোভিচ্ কোথা থেকে কে জানে, ঝড়্‌ঝড়ে এক 'ক্যাব্রিওলে' (টম্‌টম্ গোছের দু'চাকার হাল্‌কা গাড়ি) জোগাড় ক'রে এনেছিল।—সেইটাতে চ'ড়ে সে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাতায়াত চালাতো আর আন্তন অপূর্ব মহিমায় 'পশুরাজ'-এর পিঠে বাগিয়ে ব'সে, "টগ্‌বগিয়ে চল্‌তো পাশে-পাশে।"

রবিবারগুলোয় কলোনি খালি ক'রে প্রায় সকলেই—মায় শিক্ষিকারা সুদ্ধু—চ'লে যেতো কলোমাক্-এ চান ক'রতে। আশে পাশের যত তরুণ-তরুণীর ঝাঁক, পিরোগোভ্‌কা আর গঞ্চরোভ্‌কা গ্রামের কোমসোমোল্‌দের দল, আর কুলাক-চাষী গাঁ-গুলোর ছেলেমেয়ের পাল,—সবারই ক্রমে একটা অভ্যেসই

দাঁড়িয়ে গেল, সে-সময় মজাদার ওই নদীর পাড়টাতে চ'লে এসে আমাদের সংগে ভিড় জমিয়ে তোলা। কলোমাক্-এর অপর পাড়ে একটা ছোট্ট জেটি বানিয়ে ফেলেছিলো আমাদের ছুতোরখানার কারিগররা; আর আমরা তার ওপরে 'জি সি*'—এই দুটো অক্ষর-লেখা একটা নিশান উড়িয়ে দিয়েছিলুম। ঐ রকমই আর একটা নিশান-ওড়ানো একটা ছোট্ট সবুজ রঙ্-এর নৌকো সারাদিন আমাদের এদিকের পার থেকে ওপারের ঐ জেটি পর্যন্ত কেবলই খেয়া দিতো; দাঁড় টান্‌তো মিৎকা ঝেভ্‌লি আর ভিৎকা বোগোইয়াভ্‌লেন্‌স্কি। কলোমাক্-এ আমরা যে দিব্যি একটা 'পোজিশন' জমিয়ে নিয়েছি সে-খেয়ালটা আমাদের মেয়েদের বেশ 'টন্‌টনে'ই ছিল। তাই তারা নিজেদের যতো পুরোনো মেয়েলি পোশাকের জীর্ণাবশেষ থেকে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে মিৎকা আর ভিৎকাকে দুটো 'সেইলর জাম্পার' বানিয়ে দিলে। মর্ত্যের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী এই ছেলে-দুটোর সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের প্রতি আমাদের কলোনির আর আশে পাশের কয়েক মাইল দূরের যতো সব বালখিল্যের দল তাদের বুকেব মধ্যে সাংঘাতিক এক ঈর্ষাকে লালন কবতে লাগ্‌লো। শেষটা কলোমাক্-এর তীব দুটো হ'য়ে দাঁড়ালো যেন আমাদের কেন্দ্রীয় ক্লাব।

এদিকে আবার অবিরাম নিবিড় কর্মচাঞ্চল্য, ঐ সব কাজেব দরুণ অনিবার্য পরিশ্রম, গ্রামেব খদ্দেরদেব আসা-যাওয়া, আন্তনের বায়নাক্কা, কালিনা আইভানোভিচের হাঁকডাক আব খ্যাচাখেচি, কাবাবানভ্, জাদোরভ্ আর বেলুখিনেব অফুরন্ত হাসি আর রগড়, সোবোকা আব গালাতেঙ্কোর নানান দুর্বিপাব বীণার ঝঙ্কারের মতন পাইন গাছেব সঙ্গীত, সূর্যালোক আর যৌবন-চাঞ্চল্য মিলিয়ে কলোনিটাও যেন একেবারে জীবন্ত, আর প্রতিধ্বনি-কলরবে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো।

ইতিমধ্যে আবার আমবা ধুলো-নোংবা, উকুন আর চুলকনার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেচি. পরিচ্ছন্নতা আর সদ্য-নতুন জোড়াতাপ্পির মহিমায় কলোনিতে একটা 'চেক্‌নাই' দেখা দিয়েচে, পাজামা, বেড়া, চালাব দেয়াল কিম্বা পুরোনো গাড়িবারান্দা—যেখানটাতেই জীর্ণতা কিম্বা দুর্বলতা দেখা গেছে সেখানটাতেই জোড়্-তালির ব্যবস্থা ক'রে সেটাকে পরিপাটি ক'রে তোলা হ'য়েচে। শোবার ঘরে সে-ই পুবোনো ক্যাম্বিসের খাটিয়াগুলোই র'য়ে গেছে বটে কিন্তু দিনমানে সে-গুলোর ওপরে বসা এখন 'মানা'। তার বদলে, বসবার

* G. C.=Gorky Colony (গোর্কি কলোনি)।

জন্যে এখন পাইনগাছের কাঠে-বানানো রঙ-বিহীন কয়েকটা বেঞ্চি পেতে দেওয়া হ'য়েচে। খাবার ঘরেও ঐ একই রকমের রঙ-বিহীন অনেকগুলো টেবিল প'ড়ে গেছে; কামারশালে বিশেষভাবে-তৈরি ছুরি দিয়ে সেগুলোকে বর্তমানে নিত্যই চাঁছা হ'চ্চে।

এতদিনে কামারশালেরও কতকগুলো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেচে। কালিনা আইভানোভিচের দুমুখো পরিকল্পনার গোটাটাই সমাধা করা গেছে; মাৎলামি আর খদ্দেরদের সঙ্গে বিপ্লববিরোধী আলাপ চালানোর অপরাধে গলোভান বরখাস্ত হ'য়েচে। এমন কি, সে তার কামারশালার সরঞ্জামগুলো পর্যন্ত ফিরে পাবার চেষ্টা করেনি; কেন না, ওরকম প্রচেষ্টা যে কতখানি আশা-বিহীন হবে, তা সে বেশ জান্‌তো। যাবার সময় সে শুধু পরিতাপ, তিরস্কার আর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলঃ

"তোমরাও আর-সব মনিবরই মতন! তোমরা ভাবো, তোমরা মনিব ব'লেই একটা লোককে ঠকাবার অধিকার জন্মে যায় তোমাদের!"

এই ধরনের কথায় বোবা ব'নে যাবার ছেলে বেলুখিন নয়। বইগুলো সে কিছু বৃথাই পড়েনি আর দুনিয়ার অভিজ্ঞতাটাও সে কিছু মিথ্যে অর্জন করেনি। সে গলোভানের মুখের ওপরেই ফূর্তির হাসি হেসে ব'লে দিলেঃ

"কী অজ্ঞ নাগরিকই না তুমি—সোফ্রোন! এক বছরের ওপর তুমি আমা-দের সঙ্গে কাজ করলে, তবু বুঝ্‌লে না! কেন হে! এ-সবই তো উৎপাদনেরই সরঞ্জাম!"

"আমিও তো তা—ই বল্‌চি!"

"আর উৎপাদনের সরঞ্জাম তো—বিজ্ঞানই বলে—সর্বহারাদেরই প্রাপ্য সম্পদ। তাহ'লেই দেখ—এই তো এরাই সব সর্বহারার দল—বুঝ্‌লে এবার?"

আঙুল দিয়ে সে সর্বহারা শ্রেণীর আসল, জীবন্ত আর মহিমময় প্রতি-নিধি—জাদোরভ্, ভের্‌স্নেভ্ আর কুজ্‌মা লেশিকে দেখিয়ে দিলে।

কামারশালার কর্তা ক'রে দেওয়া হোলো সেমিওন বোগ্‌দানেঙ্কোকে। লোকটা জাত-কামার; বহু পুরুষ ধ'রে এই কাজই ক'রে আসচে ওরা। রেলওয়ে ইয়ার্ড্‌গুলোর এঞ্জিন তৈরির কারখানায় কাজ করে করে বহুকাল ধ'রে ওদের পরিবারের খুব খ্যাতি ছিল। কামারশালাতে সেমিওন ফৌজী কড়া-নিয়ম (মিলিটারি ডিসিপ্লিন) জারি করলে; দিনরাত কামারশালা যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, 'ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে থাকে, তার ব্যবস্থা করলে। তখন থেকে দেখা গেল ওখানে ঘোড়ার পায়ের নাল-তৈরির-লোহা আর ছোটো বড়ো নানা ধরনের হাতুড়িগুলো যে-যার নিজের নিজের জায়গা থেকেই সবিনয় গম্ভীর মূর্তিতে

তাকিয়ে থাকে। নামকরা সুগৃহিনীর হাতে মাটির ঘরের দাওয়া আর মেঝে-টেঝেগুলো যেমন পরিচ্ছন্ন থাকে আমাদের কামারশালার মাটির মেঝেটাও দেখি তেমনি, সর্বদাই ঝাঁট-পাট দিয়ে সাফ্-সুত্রো ক'রে রাখা; নেয়াই-এর ওপর একটু কয়লার গুঁড়ো প'ড়ে নেই; খদ্দেরদের সঙ্গে বাক্যালাপের পরিমাণও অল্প, সংক্ষিপ্ত।

"দরদস্তুর নেই কর্তা—এটা গির্জে নয়!"—ব'লে দেওয়া হোতো তাদের।

সেমিওন বোগ্দানেস্কো লিখ্তে পড়্তে জান্তো, মুখের দাড়িগোঁফ চোস্ত ক'রে কামাতো, আর ইতর ভাষা কখনো ব্যবহার করতো না।

কামার-শালায় কাজ আস্তো এতো বেশি যে দরকার হ'লে কাজ ছেড়ে দিতেও পারা যেতো। একে ত' গাঁয়ের লোকদের কাজ; তার ওপর আবাব আমাদের নিজেদেরও মেলা কাজ। এই সময়টা-বরাবর, অন্য দোকানঘর-গুলোর কাজ প্রায় বন্ধই হ'য়ে এসেছিল, চাকা-তৈরির চালাটা বাদে, অবশ্য। সেখানে কোজির আর দুটো ছেলেয় মিলে খুব কাজ চালিয়ে যেতো, কেন না চাকার চাহিদায় ঘাট্তি কখনো পড়্তো না।

চাষী-মজুর পরিদর্শক সংস্থার একনমিক বিভাগ নতুন ধরনের বিশেষ চাকা চেয়েছিল, যাতে সে-চাকায় রবারের টায়ার ফিট্ করা যায়; এদিকে কোজির জন্মে কখনো তেমন চাকা বানায় নি। মানব-সভ্যতার এই সব খেয়ালি-পনা দেখে সে দারুণ তাজ্জব ব'নে গেল। রোজই সন্ধ্যেবেলা ক্ষুন্ন মনে সে অনু-যোগ করেঃ

"আমাদেব কালে তো বাবা, রবারের টায়াব-ফায়ার কোনোকালে ছিল না। আমাদের সদাপ্রভু যীজস্ ক্রাইস্ত্ আর তাঁর শিষ্যরা তো পায়ে হেঁটেই বেড়াতেন. আর এখন কিনা বাবুদের লোহার টায়ারেও আর সানাচ্চে না!"

কালিনা আইভানোভিচ্ কোজিরের কথার কঠোর প্রতিবাদ ক'রে উঠ্তোঃ

"তাহলে, রেল-টেল সব? মটর-গাড়ি? তার বেলায় কী বল্বে, বলো? তোমার প্রভু যীজস্ পায়ে হেঁটেছিলেন তো হোলো কী? তিনি নিশ্চয়ই অত-শত বুঝ্তেন না কিম্বা তোমার মতন পাড়াগেঁয়ে লোকই ছিলেন। তিনি হেঁটে বেড়িয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন পরিব্রাজক মানুষ। তা', তাঁকে যদি কেউ মটরগাড়িতে তুলে নিতে চাইতো তো তাতেও তিনি বোধ হয় আপত্তি করতেন না। পায়ে হাঁটা! তোমার মতন বুড়ো লোকের এ কথা বল্তে লজ্জা পাওয়া উচিত!"

কোজির ঘাব্ড়ে গিয়ে হাস্তো; থেমে থেমে নিজের মনেই ফিস্ফিস্ ক'রে ব'লতোঃ

"একটা রবার-টায়ার-ওলা চাকা কোনো রকমে একবার নজরে দেখে নিতে পেলেও নয়, প্রভুর কৃপায়, বানিয়ে দিতুম। ও-চাকায় 'অর' (স্পুক্‌স্) কত-গুলো লাগে তাও তো জানি না!"

"তা' নিজেই একবার চাষী-মজুর-পরিদর্শক-সংস্থায় গিয়ে কোন্ দেখে আস্‌চো? গেলে তো গুণে দেখে আস্‌তে পারো!"

"দোহাই ভগবান—সে কোথায়, আমার মতো বুড়ো মানুষ তা' খুঁজে পাবে কেন?"

জুলাই-এর মাঝামাঝি একদিন চেরনেঙ্কোর মাথায় ঢুক্‌লো, আমাদের ছেলেদের জন্যে সে একটু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করবে।

"কাকে যেন বল্‌ছিলুম",—বল্‌লে সে—"কটা নাচিয়ে মেয়ে যাচ্চে তোমা-দের ওখানে—ছেলেরা দেখুক ওদের নাচ! জানো ভায়া! আমাদের থিয়েটারে গোটাকত চমৎকার নাচিয়ে মেয়ে আছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা, বলো না পাঠিয়ে দি!"

"সে-তো ভালোই হয়!"

"শুধু দেখো ভাই, ওরা নিরীহ ঠাণ্ডা মানুষ—তোমার ওই গুণ্ডাগুলো যেন ওদের ভয় পাইয়ে না দেয়। কিসে ক'রে নিয়ে যাবে?"

"আমাদের তো গাড়ি আছে।"

"দেখিচি সে গাড়ি। ওতে চল্‌বে না। তুমি শুধু ঘোড়াগুলো পাঠিয়ে দিও আর আমার গাড়িখানা নিও।—এইখানেই জিন্‌টিন চড়িয়ে নেবে'খন; তারপর মেয়েগুলোকে আন্‌তে পাঠাবে। আর রাস্তায় পাহারার ব্যবস্থা কোরো, নইলে কে আবার ওদের পথের মাঝ থেকে লুঠেই নেয়, না কী—লোভের জিনিস তো!"

একদিন সন্ধ্যেবেলা, বেশ দেরি ক'রে, সারাপথ কাঁপতে কাঁপতে মেয়েগুলো এলো। তাদের ভয় দেখে, আন্তনের ভারি মজা; সে বলেঃ

"অতো ভয়ের কী আছে?"—সে জিগেস করে—"তোমাদের কাছে কেড়ে নেবার মতো তো কিছুই নেই। শীতকালও নয়—শীতকাল হ'লে, নয়, কোট-গুলো খুলে নিতো।"

আমাদের পাহারাদাররা যখন হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো তখন, তাই দেখেই, মেয়েগুলোর যা' হাল হোলো, তাতে, তারা পৌঁছনো-মাত্র তাদের চাঙ্গা ক'রে তুল্‌তে, কয়েক-ফোঁটা ক'রে ওষুধ খাইয়ে দিতে হোলো।

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তারা নাচ্‌লে। আমাদের ছেলেরা ওদের ভয়ানক 'বাজে' ব'লে মনে করলে। ওদের একজনের বয়েস নেহাৎই কাঁচা তার আবার

পিঠের দিকের গড়নপিটনটা খুবই সুন্দর। তাই নিয়ে সে দেমাকে, কলোনির সব কিছুতেই নাক সিঁটকে বেড়ালে। আর একটা, ওর চেয়ে একটু বড়ো; সে মনের ভয়টাকে বিন্দুমাত্র গোপন না ক'রেই আমাদের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো। এ মেয়েটার ওপরে আন্তন আবার দারুণ বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

"আপনাকে জিগেস করি—এ—রই জন্যে দু' দুটো ঘোড়াকে শহরে পাঠিয়ে দু'-দুবার আনা নেওয়া করা চলে? এ-রকম মেয়ে কতো চাই বলুন না আমি শহর থেকে স্রেফ্‌ পায়ে হাঁটিয়ে এনে দিতে পারি।"

"হ্যাঁঃ! খালি তোর সেগুলো নাচ্‌বে না,—এই যা!"—হাস্‌লে জাদোরভ্‌।

"বটে, বল্‌লেই হোলো?"

একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না পিয়ানোয় গিয়ে বস্‌লো। সেটা এতদিন শোবার ঘরে শুধু শোভা হিসেবেই প'ড়ে ছিলো। 'বাজিয়ে'-হিসেবে সে তেমন কিছুই নয়; তার বাজনা নাচের সঙ্গে মেলেও না বিশেষ। ওদিকে আবার মেয়েগুলোরও এমন যোগ্যতা ছিলো না যে দু'-তিনটে পর্দার ভুলকে সাম্‌লে-সুম্‌লে নিতে পাবে। বাজ্‌নার ভুল আর যেখানে-সেখানে 'যতি-পড়া' দেখে তারা তো ক্ষেপে 'টং' একেবারে! তার ওপর আবার ও-ই সন্ধ্যেবেলাতেই অন্য আর একটা বেশি আকর্ষণের কোন্‌ জায়গায় বুঝি ওদের যাবার কথা।

আস্তাবলেব সামনে লণ্ঠনের আলোয় আন্তনের অভক্তির ফোঁসানি সহ-যোগে যখন ঘোড়া জোতা হচ্ছিল—নাচিয়ে-মেয়েগুলোর তখন দারুণ উদ্বেগ—যেখানে যাবার কথা সেখানে পৌঁছতে দেরি যে তাদের হবেই তাতে তাদেব কোনো সন্দেহ নেই! তারা তখন এমন 'নার্ভাস' হ'য়ে পড়েচে আর জঙ্গলেব মাঝখানের এই কলোনির, এখানকার এই সব বোবা-মার্কা ছেলেগুলোর আব এখানকার একেবারে অচেনা-অজানা পরিবেশের ওপর মেজাজ তাদেব এমন বিগ্‌ড়েচে যে, তাদের মুখে কথাবার্তা সব বন্ধ; শুধু মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যেই জট্‌লা পাকিয়ে একটু আধ্‌টু যা 'নাকি-কান্না'র গুনগুনানি ছাড়্‌চে। সোবোকা কোচ্‌বক্সে জিন-লাগাম নিয়ে নানান্‌ বায়নাক্কা ধ'রে বল্‌চে, সে গাড়ি চালাবে না। অতিথিদের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই আন্তন জবাব দিচ্চেঃ

"নিজেকে ভেবিচিস কী তুই?—তুই কোচ্‌ম্যান? না নাচ্‌নেউলি? কোচ্‌বক্সে উঠে নাচ্‌ জুড়িচিস্‌ কিসের জন্যে? যাবি না মানে? শিগ্‌গির উঠে ব'স্‌ ঠিক হ'য়ে।"

অবশেষে সোরোকা রাশ্‌-এ ঝাঁকুনি দিলে। সোরোকার কাঁধ থেকে যে বন্দুকটা ঝুল্‌ছিলো সেটার দিকে চেয়ে মৃত্যু-ভয়ে কাঁটা হ'য়ে নাচিয়ে মেয়ে-

গ্লো সব একদম্ চুপ্! কিন্তু গাড়ি অবশেষে সত্যিই নড়্লো। এমন সময়, হঠাৎ আবার ব্রাৎচেঙ্কোর চীৎকারঃ

"ওরে গাধা! তুই করিচিস্ কী? তোর কি মাথা খারাপ হোলো, যে অমনি করে তুই ঘোড়া জ্তলি? দ্যাখ্, রাঙিকে তুই কোথায় দিইছিস্, শুধ্ চেয়ে দ্যাখ্ একবার! খো—ল্ সব আবার! বাজবাহাদ্রকে সব সময় ডানদিকে দিবি—একথা তোকে কতোবার বলিচি?"

সোরোকা ধীরে স্স্থে, এড়িয়ে গাড়িয়ে, কাঁধ থেকে বন্দ্ক নাবিয়ে সেটাকে ঐ 'নাচিয়ে-মেয়ে'গ্লোর পায়ের কাছে আড়াআড়ি শ্ইয়ে দিলে। গাড়ির মধ্যে থেকে তখন ফ্‌প্িয়ে কাঁদার চাপা আওয়াজ উঠ্লো।

আমার পেছোন থেকে অম্নি কারাবানভ্ তখন ফ্ট্ কাট্লেঃ

"অঃয়্ হোলো! জলের কলও ওরা খ্লে দিলে তাহ'লে এবার! আমি তাই ঘাব্ড়ে যাচ্ছিল্ম, যে—ওটা ব্ঝি বা বাকিই থেকে যায়! বেড়ে ছোকরা রে তোরা,—বাঃ!"

পাঁচ মিনিট বাদে গাড়ি আবার নতুন ক'রে রওনা হোলো। আমরা যৎপরোনস্তি গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাদের ট্পির চ্ড়োয় হাত তুল্ল্ম, প্রত্যুত্তর পাবার কোনো আশাই যদিও আমরা করিনি। রবারের টায়ারগ্লো চত্বরের পাথরগ্লোকে ডিঙোতে শ্র্ করলে, এমন সময়, এক 'জবড়জঙ' ম্র্তি কোথা থেকে বেরিয়ে হাত-দ্টো উঁচু ক'রে নাড়্তে নাড়্তে, আর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে, আমাদের পাশ দিয়ে ছ্টে চ'লে গিয়ে গাড়ির পিছ্ ধাওয়া করলেঃ

"ওরে, রাখ্ রাখ্! যীশ্র দোহাই, একবার রাখ্, লক্ষ্মী মিতেরা আমার!"

সোরোকা 'থতমত খেয়ে' রাশ টেনে ধরলে; নাচিয়ে-মেয়েদের একজন তার সীট্ থেকে ঠিক্রে উঠ্লো।

"ওরে—আমি একেবারে ভুলে গেছ্ল্ম! প্রভু না অপরাধ নেন! এক-বারটি আমায় 'অর্'গ্লো গ্ণে নিতে দে, ভাই!"

কোজির একখানা চাকার ওপর একেবারে যেন হ্মড়ি খেয়ে ঝ্ঁকে পড়লো। গাড়ির ভেতরের ফোঁপানিটা এবার বেড়ে উঠে প্রায় ডাক-ছাড়া কান্নায় দাঁড়ালো! সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি মিহি ভর্ৎসনাও তারই পিঠ্পিঠ্ঃ

"এঃ—ই! এঃ—ই!"

কারাবানভ্ কোজিরকে চাকা থেকে হটালে।

"তুমি 'বাবা' স'রে যাও, ও-ই—"

কারাবানভ্ আর হাসি চেপে রাখ্তে না পেরে এক লাফে একটা গাছের

আড়ালে স'রে গিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁতাতে শুরু করলে। আমি আর সইতে পারলুম না।

"হাঁকা তুই, সোরোকা!" হাঁকলুম আমি, "বাজে দেরি, ঢের হ'য়েচে! ফের্ দাঁড়িয়ে আছিস্ কী জন্যে?"

সোরাকা বড়-পাল্লায় চাবুক ঘুরিয়ে বাজবাহাদুরের পিছে 'ফ্লিক্' ক'রে আওয়াজ তুল্‌লে। ছেলেরা আর হাসি চাপ্‌তে পারলে না। ওদিকে একটা ঝোপের নিচে কারাবানভ্ হাসির ধমকে গুইয়ে সারা! এমন কি আন্তন পর্যন্ত হাস্‌তে লাগ্‌লো।

"ডাকাতেরা যদি পথে ওদের দাঁড় করিয়ে দেয়, তো বেড়ে হয়, না? তা'হলে কিন্তু সত্যিই ওদের নেমন্তন্ন যেতে দেরি হয় বেশ!"

কোজির ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'ফ্যাল্ ফ্যাল্' ক'রে তাকাতে লাগ্‌লো। ও বেচারাকে কেন যে 'অর্'গুলো গুণে দেখে নিতে দেওয়া হোলো না, সেটা ও ভেবেই পেলে না।

ভাববার আমাদের এত বিষয় ছিল যে আমাদের খেয়াল ছিল না, ছ'সপ্তাহ সময়টা ইতিমধ্যে কেটে গেছে। চাষী-শ্রমিক পরিদর্শক সংস্থার সরবরাহ ম্যানেজার কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়টিতে এসে হাজির!

"তারপর, ঘোড়াগুলোর খবর কি?"

"সব কটাই বেঁচে আছে।"

"ফিরে পাঠাচ্চেন কবে?"

আন্তন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল।

"ফেরত পাঠানো মানে? ও কাজটা কোন্ পক্ষের করার কথা?"

"চুক্তি, কম্‌রেড্‌গণ!" সরবরাহ ম্যানেজার শুক্‌নো গলায় বল্‌লে।—"চুক্তি! তাছাড়া, গমটাই বা পাচ্ছি কবে?"

"গম? আগে কাটা হবে, ঝাড়া হবে,—তবে তো? গম তো এখনো মাঠে!"

"আর, চাকা?"

"ওটা, বুঝ্‌লেন,—আমাদের চাকা-বানানে-ওলা 'অর' (স্পুক্‌স্) গোনে নি কিনা? মানে, ও জানেই না, এক-একখানা চাকায় কটা ক'রে 'অর' লাগে! তারপর ধরুন গিয়ে,...মাপ্‌টাও..."

কলোনিতে এসে সরবরাহ ম্যানেজার নিজেকে মস্ত লোক ঠাওরালে। হুঁহুঁ! চাষী-মজুর-পরিদর্শক সংস্থার সরবরাহ ম্যানেজার!—জানেন তা'?

"চুক্তি-মতন আপনাদের খেসারত দিতে হবে। চুক্তিরই সর্ত! আজ থেকে,

জানেন তো, রোজ দশ পাউণ্ড! দশ পাউণ্ড গম! হয় মেনে নিন, না হয় ছেড়ে দিন।”

সরবরাহ ম্যানেজার বিদায় নিলেন। ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তার চলন্ত ‘দ্রশ্‌কি’-খানার পেছনে তাকিয়ে ব্রাৎচেঙ্কো সংক্ষেপে বল্‌লেঃ

“শুয়োর!”

মহা মুস্কিলে পড়লুম আমরা। ঘোড়াগুলোয় আমাদের ভীষণ দরকার, কিন্তু তাই বোলে এদিকে আবার, ফসলের সবখানিই তো আর ওদের দিয়ে দেওয়া যায় না!

কালিনা আইভানোভিচ্‌ গজ্‌রাতে লাগ্‌লোঃ

“গম-টম কিচ্ছু দিচ্চি না, পরগাছা যত সব! মাসে পনেরো পুড্‌, তার ওপর আবার এখন থেকে দৈনিক দশ পাউণ্ড! ওরা তো কাগজে কলমে সব লিখেই খালাস, আমাদের কিন্তু খেটে খেতে হয়। তারপর, মুখের গ্রাসটি ও'দের তুলে দাও, আবার ঘোড়াও ফিরে দাও! কোত্থেকে নিবি নিগে যা,—কিন্তু ভুলেও ভাবিস্‌ নি, আমি গম দেবার পাত্তর!”

ছেলেরা তো চুক্তিটার ওপর খড়্গহস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

“আমাদের গম ওদের দিয়ে দেওয়ার চেয়ে ডাঁটাতেই শুকোক্‌ ওগুলো! গম ওরা কেটে নিক গে যাক্‌—ঘোড়াগুলো আমাদের থাক্‌!”

একটা মিটমাটের মনোভাব নিয়ে ব্রাৎচেঙ্কো বল্‌লেঃ

“গম ছেড়ে দিতে চান দিন গে, চাই কি, ওই ‘রাই’ আর আলুও; কিন্তু যা-ই বলুন, ঘোড়া ওরা আর ফিরে পাচ্চে না।”

জুলাই মাস এলো। ছেলেরা ঘাস মুড়োচ্চে, কালিনা আইভানোভিচের মনে সুখ নেই।

“ছেলেরা যা' তা' ক'রে মুড়োচ্চে, জানেই না কাজ। এ তো তবু ঘাস! এরপর রাই-এর পালা এলে কী যে কাণ্ডটা করবে, জানি না। সাত দেস্যাতিন রাই, আট দেস্যাতিন গম; তারপর র'য়েচে রবি-ফসল আর ওই ‘জই’। করা যায় কী? ফসল কাটার ‘যন্ত্র’ও কিনতে হবে একটা!”

“তা' কী ক'রে হয়, কালিনা আইভানোভিচ্‌? ‘যন্ত্র’ যে কিন্‌বো টাকা পাবো কোথায়?”

“না পারা যায় তো, ‘গম-কাটিয়ে’ই অন্তত একটা। দেড়শো, কি দুশো রুব্‌ল্‌ হ'লেই, ‘একটা’ পাওয়া যাবে।”

সন্ধ্যেবেলা একমুঠো ‘দানা’ এনে আমায় দেখালে সেঃ

"এই দেখুন, কাট্‌তেই হবে, দু'দিনের মধ্যে, তার এক মিনিটও দেরি নয়!"

কাস্তে দিয়ে ফসল কাটার আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌লো। ঠিক হোলো পয়লা আঁটি ফসল কাটার একটা উৎসব করতে হবে। আমাদের কলোনির গরম বালির জমিতে রাইটা পাক্‌লো তাড়াতাড়ি; তাই সাম্‌নেই একটা ছুটির দিন পেয়ে গিয়ে আমরা জাঁকালো উৎসবের মতন ক'রেই যোগাড়-যন্ত্র কোরে ফেল্‌লুম। অনেক অতিথি সজ্জনদের নেমন্তন্ন করা হোলো, 'ফালাও' রকমের 'খানা' বানানো হোলো; আমাদের ফসল কাটার গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের শুরু উপলক্ষে সুন্দর, সার্থক 'ক্রিয়াকান্ড'গুলিকে যথাযথ পালন করার যা' কিছু সবই ভেবে ঠিক করা হোলো। কিন্তু তার আগেই দেখি 'তোরণ', 'পতাকা'-টতাকা দিয়ে ক্ষেতগুলো সাজানো হয়ে গেছে, ছেলেদের জন্যে নতুন পোশাক বানানো হয়েচে, আর কালিনা আইভানোভিচকে তখনও গভীর দুশ্চিন্তায় আকুল দেখাচ্চে।

"ফসলের দফা রফা! কাটা হতে হতে দেখা যাবে যে 'দানা' সব ছড়িয়ে পড়্‌চে! শুধু তো দেখ্‌চি কাকদের-ই 'খানা' পাক্‌চে!"

চালার নিচে ছেলেরা কিন্তু মহা উৎসাহে কাস্তেতে শান দিচ্চে, তার সঙ্গে 'আঁচ্‌ড়া'ও সেঁটে দিচ্চে আর সেই সঙ্গে কালিনা আইভানোভিচ্‌কে সান্ত্বনা দিচ্চে ঃ

"কিচ্ছু নষ্ট হবে না, কালিনা আইভানোভিচ্‌! আসল 'মুঝিক্‌'রা যেমন ক'রে সব করে, আমরাও দেখ্‌বেন, তার চেয়ে কোনো অংশেই খারাপ করে কাজ করবো না।"

আটটি 'ফসল-কাটিয়ে' নিয়োগ করা হোলো।

উৎসবের দিনটিতে আন্তন ভোর বেলা এসে আমার ঘুম ভাঙালে।

"ফসল কাটার বিরাট এক যন্ত্রর-গাড়ি এনেছে—এক বুড়ো!"

"ফসলকাটা যন্তর-গাড়ি?"

"এক রকমের কলকব্জা! কলকব্জার বহর কী! পাখ্‌না লাগানো পেল্লায় কান্ড সে! এক ফসল কাটার যন্তর-গাড়ি! জিগেস্‌ কর্‌চে, আমরা কিন্‌বো কিনা।"

"ওকে যেতে বল্‌। আমরা ওর দাম দেবো কী ক'রে? দাম দেবার টাকা কোথা আমাদের? তুই নিজেই তো জানিস্‌ অবস্থাটা কী!"

"ও বল্‌চে, বদল দিয়ে আমরা ওটা নিতে পারি। একটা ঘোড়া পেলে ওটা ও আমাদের দিয়ে দেয়।"

পোশাক এ'টে-সেটে নিয়ে আস্তাবলে গেলুম। উঠোনের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রয়েচে এক ফসলকাটা যন্তর-গাড়ি, এখনও বেশ নতুনই। দেখ্‌লেই বোঝা যায় বেচ্‌বার জন্যে টাট্‌কা রঙ্‌করা। আমাদের ছেলেরা ভিড় ক'রে ঘিরে রয়েচে সেটাকে, আর কালিনা আইভানোভিচ্‌ কটমট ক'রে তাকাচ্চে—একবার যন্ত্রটার দিকে, একবার ওটার মালিকের দিকে আর একবার আমার দিকে।

"আমাদের সঙ্গে কি ইয়ার্কি করতে এয়েচে ও? আন্‌লে কে ওকে এখানে?"

মালিক তার ঘোড়াগুলোর সাজ খুল্‌ছিল। চেহারাটা বেশ সভ্যভব্য—বেশ সম্ভ্রম-জাগাবার মতোই পাকা দাড়িও একমুখ।

"এটা বেচ্‌তে চাইচো কেন?"—বুরুন শুধোলে।

মালিক মুখ তুল্‌লেঃ

"ছেলেটার বে' দিতে হবে কিনা? আর-একটা যন্ত্রগাড়ি আমার আছে—অন্য একটা। একটা হ'লেই আমাদের চ'লে যায়। এদিকে আবার কথা হয়েচে, বে'র সময় ছেলেকে একটা ঘোড়া দিতে হবে, আমায়।—"

কারাবানভ্‌ আমায় কানে কানে বল্‌লেঃ

"মিছে কথা বল্‌চে! চিনি আমি ওকে..."

"স্তোরোঝেভোইয়ে—থেকে আস্‌চো না?"—বুড়োর দিকে ফিরে জিগেস করলে, ও।

"হ্যাঁ, ঠিক; স্তোরোঝেভোইয়ে-ই বটে তো! তুমি কে বলোতো দেখি বাবু? তুমি না সেমিওন কারাবান? 'পানাস্‌'-এর ছেলে?"

"তাই-ই তো!"—আহ্লাদে জবাব দিলে সেমিওন।—"তবে তো তুমি ওমেল্‌চেঙ্কো! বুঝিচি, সরকার থেকে পাছে এটা বাজেয়াপ্ত করে নেয়, এই তো তোমার ভয়? তা-ই না?"

"বাজেয়াপ্ত ক'রে নেয়ও বটে, আবার ছেলের বিয়েও..."

"আমি ভেবেছিলুম তোমার ছেলে আতামানদের দলে।"

"না, না! ঈশ্বর না করুন!"

ব্যাপারটার সব ভার নিয়ে নিলে সেমিওন। ঘোড়াগুলোর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মালিকটার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা কইলে সে; দুজনে পরস্পরের কথায় মাথা নাড়্‌লে, আদর ক'রে এ-ওর পিঠ-কাঁধ চাপ্‌ড়ে দিলে। সেমিওন নিজেকে আগাগোড়া চালিয়ে গেল একেবারে ঠিক পাক্কা চাষীর চালে। দিব্যি বোঝা গেল ওমেল্‌চেঙ্কো ওকে খুব 'বুঝ্‌দার' লোক ঠাউরেচে।

আধ ঘণ্টাটাক পরে কালিনা আইভানোভিচের দোর-গোড়ায় পৈঠেয় ব'সে সেমিওনের গোপন পরামর্শ সভা বস্‌লো। তাতে রইল্‌ম আমি, কালিনা আইভানোভিচ্‌, কারাবানভ্‌, বুরুন, জাদোরভ্‌, ব্রাৎচেঙ্কো আর বড়ো ছেলেদেব ভেতর আরও জন-দুতিন। বাকিগুলো সব যন্ত্রগাড়িটাকেই ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা অবাক হ'য়ে নীরবে ভাব্‌তে লাগ্‌লো যে এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে যারা নাকি এইরকম নিখুঁত মডেলের একখানা যন্ত্রের সত্যি-কারের মালিক।

সেমিওন-এর কাছ থেকে জানা গেল, বুড়ো তার ফসলকাটা যন্ত্রগাড়িব বদলে একটা ঘোড়া চায়। 'স্তোরোঝেভোইয়ে-তে শিগ্‌গিরই একটা সরকারি হিসেব নেওয়া শুরু হবে—কার-কার কটা ক'রে ফসল-কাটা যন্ত্রগাড়ি আছে। তাই মালিকটাব ভয় যে, তার এই যন্ত্রটা হয়তো দাম না দিয়েই বাজেয়াপ্ত কবে নেওয়া হবে। অথচ ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হবে না, কেন না, সে তাব ছেলেব বিয়ে দিতে যাচ্চে।

"সত্যিই হোক, আব না-ই হোক,"—বল্‌লে জাদোবভ—"আমাদের তাতে কি? যন্ত্রটা কিন্তু আমাদেব চাই-ই। আব পাওয়া গেলে আজই আমরা ওটা মাঠে নামাতেও পাবি।"

"কিন্তু কোন্‌ ঘোড়াটা দেবে তুমি?"—শুধোলে আন্তন,—"ল্যাডি আব 'ডেকো' কোনো কম্মেব নয়। তুমি কি রাঙিকে দিয়ে দেবে নাকি?"

"না-দেবোই বা কেন?"—বল্‌লে জাদোরভ্‌,—"হাজাব হোক্‌, ওটা দস্তুর মতো ফসলকাটা একটা যন্ত্রগাড়ি।"

"রাঙি? কেন, তুমি "

মাথা-গবম আন্তনেব কথায় বাধা দিলে কাবাবানভ্‌।

"না না, রাঙিকে দেওয়া চল্‌বে না।" সে সায় দিলে,—"ওই একটাই যা' আসল ঘোড়া আছে কলোনির। রাঙি কেন? তাব চেয়ে পশুরাজটাকেই দিয়ে দেওয়া যাক্‌। ওটাকে দেখতেও জম্‌কালো আর ওকে প্রজননেব কাজেও ব্যবহার করা চলে এখনও।"

সেমিওন ধূর্ত-চোখে চাইলে কালিনা আইভানোভিচের দিকে।

কালিনা আইভানোভিচ্‌ সেমিওন-এর কথার জবাব পর্যন্ত দিলে না। দোরের চৌকাঠে হাতের তামাকের পাইপ্‌টা ঠুকে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লেঃ

"এসব 'আবোল্‌ তাবোল্‌' বকবার আমার সময় নেই।"

নিজের ঘরে ঢোকবার জন্যে সে ফিবে দাঁড়ালো।

তার চলন্ত পিঠের দিকে চোখ মট্‌কে সেমিওন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌লেঃ

"সত্যি, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌! দেওয়া যাক্‌! শেষ পর্যন্ত দেখ্‌বেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। অথচ আমাদের একটা ফসলকাটা-যন্ত্রও লাভ হবে।"

"ওরা আমাদের জেল-এ দেবে।"

"কাকে? আপনাকে? এ জীবনে নয়! একটা ফসল-কাটা যন্ত্রগাড়ির দাম একটা ঘোড়ার চেয়ে ঢের বেশি। চাষী-মজুর-পরিদর্শক সংস্থা না হয়, পশুরাজ-এর বদলে যন্ত্রগাড়িটাই দিয়ে নেবে'খন। ওদের কাছে এতে আর তফাৎটা কী কবে? ওদেরও কোনো লোকসান নেই, আমরাও এদিকে তখন তৈরি, আমাদের ফসল নিয়ে। আর পশুরাজটা কোনো কম্মেরও নয়, যা-ই বলুন।"

জাদোরভ্‌ ছোঁয়াচে হাসি হেসে উঠ্‌লো।

"বেড়ে গল্প-কথা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তাহলে! সত্যিই, না-দেওয়া যাবে কেন?"

বুরুন মুখে কিছু বল্‌লে না, শুধু দাঁতে করে যে 'রাই'-এর শীষ্‌টাকে সে ধরে ছিল হাসিমুখে সেটাকেই দাঁতে টিপে ওপর-নিচে নাচাতে লাগ্‌লো।

আন্তন চক্‌চকে চোখে হাস্‌লে।

"তাহলে ভা-রি মজা হয়,"—বল্লে সে—"চাষী-মজুর-পরিদর্শক সংস্থা তাহলে তাদের ফিটনে পশুরাজ-এর বদলে ঐ যন্ত্রগাড়িটাকেই জোতে বেশ!"

ছেলেরা জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকায়।

"বলুন 'হ্যাঁ', আন্তন সেমিওনোভিচ্‌, একবারটি শুধু 'হ্যাঁ', বলে দিন! ক্ষতিটা কী? এমন কি, যদি জেলেই আপনাকে দেয়ও ওরা, তাহলেও সে-তো এক হপ্তার বেশি হবে না!"

বুরুন শেষটায় গম্ভীর হোলো; বল্‌লেঃ

"আর এড়িয়ে যাবার পথ নেই—ঘোড়াটা আমাদের দিয়ে দিতেই হচ্চে! যদি না দিই, লোকে আমাদের 'হাঁদারাম' বল্‌বে। এমন কি, ওই চাষী-মজুর সংস্থা পর্যন্ত!"

আমি বুরুন-এর দিকে তাকিয়ে শুধু বল্‌লুমঃ

"ঠিকই বলেচো! যাও, আনো ঘোড়াটা—আন্তন!" ওরা সবাই তেড়ে ছুট্‌লো আস্তাবলে।

পশুরাজকে পেয়ে যন্ত্রগাড়ির মালিক খুব খুসি! কালিনা আইভানোভিচ্‌ আমার জামার আস্তিনে টান দিয়ে চুপি চুপি বল্‌লেঃ

—"ক্ষেপ্‌লেন নাকি? বাঁচার সাধ মিটে গেল বুঝি? গোল্লায় যাক্‌

কলোনি আর 'রাই'! নিজের ঘাড়ে এ ঝুঁকি নেবেন কেন?"

—"থামো কালিনা! কিসের পরোয়া? চুলোয় যাক্! আপাতত আমাদের তো একটা ফসলকাটা যন্ত্রগাড়ি হোক আগে!"

ঘণ্টা-খানেক বাদে পশুরাজকে নিয়ে বুড়ো চ'লে গেল। আর ঘণ্টাদুই বাদে আমাদের কলোনিতে নেমন্তন্ন রাখ্তে এসে চেরনেঙ্কো দেখ্লে, উঠোনের ওপর রয়েচে ওই ফসলকাটা-যন্ত্রটা।

"আরে! বেড়ে মজার লোক তো তোমরা!—এ রূপসীটিকে জোটালে কোত্থেকে?"

ছেলেরা হঠাৎ একদম বোবা মেরে গেল; ঠিক ঝড়ের আগের স্তব্ধতা যেন। চেরনেঙ্কোকে দেখেই আমার বুকখানা ধ্বসে' গেল; বল্লুমঃ

"গেল, হঠাৎ—জুটে!"

আন্তন হাতে তালি বাজিয়ে উঠোনময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগ্লো।

"ন্যায্য হোক—অ-ন্যায্য হোক, কম্রেড্ চেরনেঙ্কো, ফসলকাটা যন্ত্র-গাড়িটা এখন আমাদেরই। আজ আপনি একটু কাজ করবেন নাকি?"

"ওই ফসলকাটা যন্ত্রগাড়ি দিয়ে?"

—"তাই!"

"বেশ! তাতে আমার আগেকার দিনগুলো আবার ফিরে পাবো। চলো তবে, ওটা চালিয়ে দেখা যাক্!"

চেরেনেঙ্কো আর ছেলেরা মিলে অনুষ্ঠানের একেবারে আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত যন্ত্রগাড়িটাকে নিয়েই লেগে রইলো—তেল দেওয়া, পালিশ্ করা, ঠিক-ঠাক করা চালিয়ে পরীক্ষা করা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্ব যে-ই চুক্লো অমনি চেরনেঙ্কো ফসল-কাটা যন্ত্র-গাড়িটাতে চ'ড়ে বসে সেটাকে ঘড়্ঘড়িয়ে মাঠে চালালে। কারাবানভ্ হাসিতে প্রায় দম-বন্ধ হয়েও তার-স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্লোঃ

"ওঃ ওঃ—ও-ই চ'লেচে ওর সত্যিকারের মালিক!"

চাষী-মজুর-পরিদর্শক সংস্থার সরবরাহ-ম্যানেজার মাঠময় ঘুরে বেড়ায় আর যাকে পায় তাকেই শুধোয়ঃ "পশুরাজকে কোথাও দেখি না যে! ব্যাপার কী? পশুরাজ কই?"

আন্তন তার হাতের চাবুক তুলে পূবদিকে দেখিয়ে দেয়ঃ

"পশুরাজ নতুন কলোনিতে। কাল আমরা ওখানে ফসল কাট্বো। জিরোক সে একটা দিন!"

বনের মধ্যে অনেকগুলো টেবিল পেতে খাবার সাজানো হোলো। ছেলেরা

প্রধান অতিথির আসনে চেরনেঙ্কোকে খাতির করে বসালে। ভালো ভালো মেলা খাবার-দাবার তার পাতে ঢেলে দিয়ে কথাবার্তায় তাকে ভুলিয়ে রাখ্‌লে।

"ওটা কিন্তু তোমাদের ভালো মতলব—ওই ফসল-কাটা একটা যন্তর জুটিয়ে ফেলা।"—বল্‌লে সে।

"বলুন তো, বেশ হয় নি?"

"খু-ব—খু-ব!"

"আচ্ছা কমরেড্ চেরনেঙ্কো, কোন্‌টা ভালো—একটা ঘোড়া, না একটা ফসল-কাটা যন্ত্র-গাড়ি?"—শুধোলে ব্রাৎচেঙ্কো, জ্বল্‌জ্বলে চোখে।

"সেটা, মানে,—নির্ভর ক'রচে...ঘোড়াটা কেমন, তারই ওপর...।"

"ধরুন, পশুরাজের মতন একটা ঘোড়া!"

চাষী-মজুর-পরিদর্শক সংস্থার যোগানে-ম্যানেজার তার হাতের চাম্‌চে নাবিয়ে রাখ্‌লে; ভয়ে তার কান দুটো যেন মোচড় খেয়ে উঠ্‌লো। কারাবানভ্ হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়ে টেবিলের নিচে মাথাটা লুকিয়ে ফেল্‌লে। তার আদর্শের অনুসরণে অন্য ছেলেরাও হাসির ধমকে ধমকে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করলে। যোগানে-ম্যানেজার লাফিয়ে উঠে পাগলের মতন গাছগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগ্‌লো, বেচারা যেন বিপদে পড়ে কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কিনা, তাই খুঁজ্‌চে! আর চেরনেঙ্কো একেবারে হতভম্ব!

"কেন, পশুরাজের কি খবর খারাপ?"

"আমরা একটা ফসল-কাটা যন্ত্র-গাড়ির সঙ্গে পশুরাজের বদল ক'রে নিয়েচি,—আজই।"—হাসবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়েই আমি বললুম।

যোগানে-ম্যানেজার বেঞ্চের ওপর এলিয়ে পড়্‌লো আর চেরনেঙ্কো 'হাঁ' করে চেয়ে রইলো। সকলে চুপচাপ!

"যন্ত্রগাড়ির সঙ্গে সেটার বদল!"—বিড়্‌বিড়্ করে বল্‌লে চেরনেঙ্কো, যোগানে-ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে।

হতমান সরবরাহ-ম্যানেজার আপন জায়গাটিতে সিধে হয়ে দাঁড়ালো।

"এটা নিছক ইস্কুলের ছেলেদের ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছু নয়!"—সে হেঁকে উঠ্‌লো, "গুণ্ডামি, গোয়ার্তুমি..."

হঠাৎ চেরনেঙ্কোর মুখে খুসির হাসি উপ্‌ছে উঠ্‌লো।

"ওরে কুত্তির বাচ্ছারা! সত্যিই তা-ই করেচো সব? আমরা এখন ফসল-কাটা যন্ত্রগাড়ি নিয়ে কর্‌বো কী?"

"বেশ, আমাদের তো চুক্তি আছে,—লোকসানের পাঁচ গুণ,"—মাঝখান থেকে খর-গলায় ব'লে উঠ্‌লো যোগানে-ম্যানেজার।

"ওসব না!"—বিতৃষ্ণায় বলে উঠ্‌লো চেরনেঙ্কো, "তুমি কখনো অমন কাজ করতে পারো না!"

"পারি না?"

"বল্‌লুম তো, পারো না; কাজেই চুপ্‌ করো তুমি। আর দ্যাখো, ওরা পারে! ফসল তো কাট্‌তে হবে ওদের? আর ওরা জানে, তোমার ও-ই 'পাঁচ-গুণে'র চেয়ে অনেক বেশি দাম ওদের ফসলের; দেখ্‌তে পাচ্চো? আর ওরা যে তোমার-আমার তোয়াক্কা রাখে না, সেটাও খুবই ভালো। এক কথায়, ওদের আজ আমরা ওই ফসল-কাটা যন্ত্রটা উপহার দিচ্ছি।"

উৎসবের ভোজের টেবিল ছই-ছতক্কার ক'রে আর ওই চাষী-মজুর-পরিদর্শক সংস্থার যোগানে-ম্যানেজারকে হতভম্ব করে দিয়ে ছেলেরা তো চেরনেঙ্কোকে নিয়ে আকাশে লোফালুফি খেলা জুড়ে দিলে। হাস্‌তে হাস্‌তে টল্‌তে টল্‌তে চেরনেঙ্কো যে-ই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে, অমনি আন্তন এগিয়ে এসে তাকে বল্‌লেঃ

"আর,—মেরি আর বাজ-বাহাদুর?"

"ভালো রে ভালো! তাদের আবার কী হোলো?"

"ও দুটোকে কি ফিরেই নেবেন?"

আন্তন তার মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলে যোগানে-ম্যানেজারের দিকে।

"সে—তো তোমরা নিশ্চয়ই ফিরে দেবে!"

"আমি দিচ্চি না,"—বললে আন্তন।

"হ্যাঁ দিচ্চো—তোমরা তো ফসল-কাটা যন্ত্র-গাড়ি পেলে!"—রেগে বল্‌লে চেরনেঙ্কো।

কিন্তু আন্তনও রাগ কবতে জানে।

"নিয়ে যান্‌ আপনার যন্তর-গাড়ি!"—চেঁচিয়ে উঠ্‌লো সে।—"গোল্লায় যাক আপনার যন্তর-গাড়ি! আমরা কি ওতে কারাবানভ্‌কে জুত্‌বো নাকি?"

আন্তন চলে গেল তার আস্তাবলে।

"ওরে, কুত্তির বাচ্ছা!" থতমত খেযে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো চেরনেঙ্কো। চারিদিকে সবাই নিস্তব্ধ। চেরনেঙ্কো যোগানে-ম্যানেজারের দিকে তাকালে।

"তোমাতে-আমাতে এ-এক আচ্ছা ফ্যাসাসে জড়িয়ে গেলুম তো হে!"—বল্‌লে সে,—"তোমার তো এখন দেখ্‌চি, ঘোড়া-দুটোকে কোনো একটা কিস্তি-বন্দী ব্যবস্থায় ওদের বেচ্‌তেই হয়!—কী শয়তান সব!" 'ডাকু' হ'লে হবে কী, ছোঁড়াগুলো এদিকে কিন্তু খাসা! চলো হে, দেখি! তোমার সেই 'চটা-শয়তান'টা আবার গেল কোথায়!"

আন্তন শুয়ে ছিলো একগাদা খড়ের ওপর, আস্তাবলে।

"বেশ, তাই হোলো হে, আন্তন!"—বললে চেরনেঙ্কো,—"ঘোড়াগুলো আমি তোমাদের বেচ্‌লুম।"

আন্তন মাথা তুল্‌লে।

"চড়া-দরে নয় তো?"

"দামটা তোমরা যা-হয় ক'রে দিয়ে দিতে পারবে।"

"তবু ভালো!"—বল্‌লে আন্তন—"যা চালাক লোক আপনি!"

"আমারও তাই মনে হয়।"—হাস্‌লে চেরনেঙ্কো।

"আপনার যোগানে-ম্যানেজারের চেয়ে ঢের বেশি চালাক।"

২১
সাংঘাতিক বুড়োগুলো

কলোনির গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলো ছিল পরম রমণীয়। পেছোনে শান্ত-স্নিগ্ধ স্বচ্ছ নির্মল আকাশের পটভূমি; গোধূলির আবছা আলোয় নিস্তব্ধ বনপ্রান্ত; বাগানের প্রত্যন্তসীমায় উঁচু-হ'য়ে-ওঠা সূর্যমুখী ফুলের দল আবছা আলোয় আকাশের বুকে তাদের দেহের সীমারেখাগুলোর সমন্বয়ে অখণ্ড একখানা ছবির নক্সা এঁকে দিয়ে যেন দিনের উত্তাপের শেষে নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়ে। খাড়া কনকনে জমিটা ঢালু হ'তে হ'তে ক্রমশঃ আসন্ন সন্ধ্যার মুখে গড়িয়ে গিয়ে যেন হারিয়ে যায় ঐ হ্রদের জলে। কোথাও কোনো গাড়িবারান্দায় হয়তো জন-কয়েকে মিলে বসে আছে; তাদের কলধ্বনির অস্পষ্ট আভাস শুধু ভেসে আসে কানে, কিন্তু মোটেই চেনা যায় না—কে তারা, আর ক'জনই বা আছে সেখানে।

তারও পরে, যখন একটু একটু আলোর আভাস তবুও থেকে যায়—তখন একটা সময় আসে যখন কোনো কিছুই আর ঠাহর করা যায় না. সব যেন মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে যায়। তেমন সময়টাতে কলোনিটাকে মনে হয় যেন একেবারে পরিত্যক্ত। মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে—ছেলেগুলো সব গেল কোথায়? কিন্তু একটুখানি ঘুরে বেড়িয়ে আসুন. সবাইকারই পাত্তা মিলবে। আস্তাবলে দেয়ালে-টাঙানো ঘোড়ার কলারের তলাটিতে জনা-পাঁচেকে মিলে আড্ডা দিচ্ছে, রুটি-বানানোর ঘরে তো দিব্যি ছোটখাটো একটি ভিড়; কেননা আর আধ-ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাঁউরুটিগুলো সব সেঁকা হ'য়ে যাবে—সেখানে, অতিরিক্ত ডিউটি আর সাধারণ ডিউটিতে রয়েচে যারা, তাদের সকলেই ঝাড়া-মোছা সাজানো রুটি-ঘরের বেঞ্চের ওপর ব'সে পরম শান্তিতে গল্পগুজব করচে। কুয়ো-তলার ভিড়টা কিছুটা এলোমেলো রকমের—কেউ হয়ত এক বালতি জল নিতে এসেচে; কেউ হয়তো শুধুই সেখানটা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে; আবার কেউ হয়তো সেখানে প্রতীক্ষা করচে,—কে যেন তাকে সারাদিন ধ'রে খুঁজছিলো,

তারই জন্যে। জলের কথাটা কিন্তু সবাই যেন ভুলে গেছে বলেই মনে হয়। তাদের মনটা যেন অন্য কোথাও, হয়তো দরকারি কোনো কিছুতেই নিবন্ধ নয় —কিন্তু মধুর গ্রীষ্মের ওই সায়াহ্নে অ-দরকারিই বা কোন্ জিনিসটা ?

উঠোনের চত্বরটার একেবারে শেষ প্রান্তে—ঠিক যেখানটা থেকে 'ঢাল'টা লেকের দিকে নেবে গেছে, সেখানে শুয়ে-পড়া একটা 'উইলো' গাছের ওপর গুটি-সুটি মেরে বসে আছে একেবারে বাচ্ছাগুলোর একটা দল—গাছটার 'ছাল' কোন্‌কালে উড়ে গেছে—আব মিত্যাগিন তার অননুকরণীয় দক্ষতার সঙ্গে গল্পের 'সরু সুতো' কেটে চ'লেছে ঃ

"...তারপরে, সকাল বেলায় লোকে যখন গিজায় এলো, তখন তারা চারিদিকে তাকিয়ে দ্যাখে, কোত্থাও একজনও পুরুত নেই ! ব্যাপার কী ? পুরুতগুলো সব গেল কোথা ? পাহারাদার তখন বল্‌লে, 'হ'য়েচে কী জানো ? শয়তানে (জলার পেত্নিতে ?) বোধ হয় আমাদের পুরুতদের সব জলায় ধ'রে নিয়ে গ্যাচে ! আমাদের চা—রজন পুরুত !' 'চা—র জন ?' 'হ্যাঁ, তাই,—চারজন পুরুতকে রাতে ধ'রে নিয়ে গ্যাচে !' "

ছেলেগুলো রুদ্ধ নিশ্বাসে নিস্তব্ধ হ'য়ে সে-গল্প যেন গিল্‌চে একেবারে। চোখগুলো তাদের জ্বল্‌জ্বল্ করচে !—শুধু তোস্‌কা মাঝে মাঝে খুসির চোটে একটু ভেঙে দিচ্চে স্তব্ধতাকে। তার অতখানি মজা, পেত্নির বা শয়তানের জন্যে ততটা নয়, যতটা ওই বোকা পাহারাদারটার জন্যে—যে লোকটা সারারাত ডিউটি দিয়েও বুঝে উঠ্‌তে পারলে না যে শয়তানে যে-পুরুতগুলোকে জলায় ধ'রে নিয়ে গেল সে-পুরুতগুলো তাদের নিজেদেরই পুরুত, না অন্য জায়গাকার। ইয়া ইয়া ভুঁড়িদার পুরুতদের বর্ণনা দিয়ে ছবিটাকে দিব্যি জাঁকিয়ে তোলা হ'য়েচে,—তাদের নাকি সবাইকেই দেখ্‌তে একই রকম, তাদের আবার আলাদা ক'রে কারো কোনো নামটামও নেই—দস্তুরমতো 'ঝঞ্ঝাটে' ব্যাপার একখানা ! ভাবুন একবার ! ওই সব পেল্লায় পেল্লায় 'লাশ' এক-একটিকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে ব'য়ে জলায় নিয়ে যাওয়া !

আবার, ঝোপের মধ্যে থেকে—যেখানটায় এককালে বাগান ছিলো একখানা —ভেঙে প'ড়ছে ওলিয়া ভোরোনোভার 'খল্‌খলে' হাসি—তারই পিঠে পিঠে গম্ভীর ভারি-গলার জ্বালাতন-করা হাসিটা বরুনের। আবার হাসি ! এবার আর একা ওলিয়ার নয়, একেবারে এক-দঙ্গল মেয়েব মিলিত কল-হাসির রোল। তারপরই বরুন তার মাথার দোম্‌ড়ানো টুপিটা চেপে ধ'রে এক লাফে ঝোপের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এলো—তার পিছু পিছু তাড়া ক'রে এলো কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যোচ্ছ্বল অনেকগুলি মেয়ের একটি দল। শেলাপুতিন

ফাঁকা জায়গাটাতেই তখনও রয়েই গেছে, ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারচে না যে সেও পালাবে, না হাসবে।—কেননা, তার সঙ্গে মেয়েগুলোর বোঝাপড়া বাকি র'য়েচে তখনো।

কিন্তু এই সব শান্তিপূর্ণ, ধ্যানগম্ভীর আর কাব্য-রস-মধুর সন্ধ্যেগুলোর সঙ্গেও সব সময়ে আমাদের 'মেজাজ'-এর মিল হোতো না। কলোনির রসদ-খানা, গ্রামবাসীদের ভাঁড়ার, এমনকি শিক্ষকদের ঘরগুলো পর্যন্ত চৌর্যবৃত্তির ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে মুক্ত ছিল না তখনও; অবশ্য, কলোনিতে আমাদের প্রথম বছরটা, যতখানি বাড়াবাড়ির জন্যে চিহ্নিত হ'য়ে আছে, পরিমাণে ব্যাপারটা ততখানি আর নেই এদানি। জিনিসপত্র খোয়া যায় আজকাল খুবই কদাচিৎ। এখন আমাদের দলে এ-বিদ্যায় কোনো নতুন বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হ'লে শিগ্‌গিরই সে টের পায় যে, ধরা পড়্‌লে তার বোঝাপড়াটা হবে ডিরেক্টরের সঙ্গে নয়, কলোনিরই সদস্য-সমাজের সঙ্গে। আর প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে সদস্য-সমাজ চরম নিষ্ঠুর হ'তেও জানে। এই গ্রীষ্মেরই গোড়ার দিকে কলোনির অন্য সদস্যদের 'কবল' থেকে একটা নতুন ছেলেকে ছিনিয়ে বার ক'রে আন্‌তে যা বেগটা আমাকে পেতে হ'য়েছিল! ছেলেটা একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নাব ঘরের জান্‌লা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়েছিল। অন্ধ ভীষণতার সঙ্গে যে-নির্মম-প্রহারটা তাকে তারা দিয়েছিল, তা' শুধু 'ক্ষিপ্ত জনতা'র পক্ষেই সম্ভব। আমি যখন তাদের মাঝে গিয়ে পড়লুম তখন তারা রেগে আমাকেই ঠেলে হটিয়ে দেয়! একজন তো ক্ষেপে ব'লে উঠলো, "আন্তনকে, ছাই, হটা না এখান থেকে!"

সেই গ্রীষ্মকালটায় কুজ্‌মা লেশিকে কমিশন থেকে পাঠিয়ে দিলে আমাদের কলোনিতে। ছেলেটার দেহে নিশ্চয়ই জিপ্‌সি (যাযাবর) রক্ত ছিল কিছুটা। ময়লা রঙের মুখখানায় তার মস্ত ডাগর কালো চোখ দুটো ভা-রি চমৎকার ক'বে বিন্যস্ত, আর সে চোখকে ঘোরাবার যন্ত্রপাতি কলকব্জাগুলোও একেবারে অপূর্ব! প্রকৃতিদেবী স্বয়ং ওই চোখকেই আবার আরও এক অভিনব 'বর' দান ক'রে এ ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন, যাতে ক'রে কাছাকাছি চুরি-করবার-মতো কোনো জিনিস থাক্‌লে সে-চোখের নজর তা' কিছুতে এড়াতে পারবে না! লেশির দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্ধ বাধ্যতার সঙ্গেই লেশির চোখের হুকুম তামিল করতো; হাতের কাছের ঐ তুলে-নেবার-মতো জিনিসটা যেখানে থাকবে, লেশির পা'-জোড়া তার চোখের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাকে সেখানে ব'য়ে নিয়ে হাজির করবে; হাতদুটোও বাধ্যভাবে জিনিসটার দিকে লম্বা হ'য়ে ছুটে যাবে; লুকোবার মতন স্বাভাবিক কোনো 'জুৎসই' স্থানের সন্ধান পাওয়া গেলে তার পিঠও বাধ্য-

ভাবে তক্ষুনি নুয়ে প'ড়ে তাকে সেখানে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়্‌তে সাহাষ্য করবে; তার কানদুটোও সব-সময় সজাগ হ'য়ে খাড়া থাকবে যাতে সন্দেহজনক কোনও খস্‌খস্‌-মর্মর ধ্বনি কিম্বা, যাতে-সাবধান-হওয়া-দরকার, এমন কোনও শব্দমাত্রই তার গোচরে আসে। লেশির মুণ্ডুর ঠিক কোনখানটাতে যে এত-সব জিনিস ঢোকার জায়গা হোতো তা' বলা কঠিন। কলোনির ইতিহাসের শেষের দিকে লেশির মাথার দামের কথা সবাই স্বীকার করতো; কিন্তু প্রথম দিকে সবাই তার ওই-অঙ্গটাকে তার দেহের মধ্যে সবচেয়ে অদরকারী অংশ বলেই মনে করতো।

এ-হেন লেশি একই সঙ্গে আমাদের দুঃখ আর কৌতুক দুই-ই জোগাতো। এমন দিন ছিল না যেদিন সে কোনো না কোনো একটা ঝঞ্ঝাটে প'ড়ে না যেতো। একদিন শহর থেকে এসে পেঁাছোতে না পেঁাছোতেই গাড়ি থেকে এক ডেলা চর্বি চুরি ক'রে, আর-একদিন ভাঁড়ারীর নাকের সাম্‌নে থেকেই ভাঁড়ার থেকে এক খাব্‌লা চিনি চুরি ক'রে সে ধরা পড়্‌লো। সঙ্গীদের পকেট থেকে আজে-বাজে যা জিনিসপত্তরই সে পাবে তা-ই তুলে নেওয়া চাই তার! রুটি-ঘর থেকে রান্না-ঘরে নিয়ে যাবার পথেই সে একখানা রুটির আধ্‌খানা খেয়ে সাবাড় করে দেবে, নয় তো কোনো শিক্ষিকার ঘরে গিয়ে দরকারী কোনো কথা কইবার ফাঁকে তাঁর টেবিলে-রাখা খাওয়ার ছুরি-কাঁটার ভেতর থেকে ছুরিখানাই চুরি ক'রে নেবে। সামান্যতম প্যাঁচালো বুদ্ধি খাটাবার কিম্বা কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ধার দিয়েও সে যাবে না—তা' সেসব বুদ্ধি বা যন্ত্রপাতি যত আদিম-কালের মানুষেরই আবিষ্কার হোক্‌ না কেন। তার দেহ-মন-প্রাণের গড়নই এমন যে, ভগবদ্দত্ত হাতদুটোকেই সে সবার সেরা 'যন্ত্র' ব'লে মনে করে। ছেলেবা মার-ধর দিয়ে তাকে শোধ্‌রাবার চেষ্টা করেছিল; তাতে কিন্তু দাঁত বার ক'রে সে বলেঃ

"আমায় মেরে লাভ্‌টা কী? আমি নিজেই কি ছাই জান্‌তে পারি যে কী ক'রে কী ঘটে যায়! আমার মতন অবস্থা তোমাদের হ'লে, তোমরা কী করতে, দেখ্‌তুম!"

এদিকে কুজ্‌মা বেশ 'হাসিখুসি' ধরনের ছেলে। তার জীবনের ষোলোটি বছর ধ'রে সে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রেছিল, প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছিল, অনেক কিছু দেখেছিল, গুবের্নিয়ার অনেকগুলো জেলেই সে অনেকদিন কাটিয়েছিল, লিখ্‌তে পড়্‌তে, রসিকতা করতে শিখেছিল, চালচলনে লক্ষণীয়-রকমের লঘুতা, ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা ও নির্ভীকতা অর্জন করেছিল, চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে 'হোপাক্‌'-নাচ নাচবার কৌশলটি আয়ত্ত ক'রেছিল আর লাজুকতা কাকে বলে

তার নাম-গন্ধ পর্যন্ত জীবনে কোনো দিন জানেনি।

তার ওইসব গুণের জন্যে ছেলেরা অনেক কিছুই সহ্যও করতো। কিন্তু তার চুরির ঝোঁকটা অল্পদিনেই ছেলেদের কাছে একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। শেষ পর্যন্ত সে এক বিশ্রী ফ্যাসাদে পড়ে গেল একদিন—যার ফলে, পরে তাকে বেশ কিছুকাল বিছানায় প'ড়ে থাক্‌তে হোলো। এক-রাতে সে রুটিঘরে সেঁধিয়ে চেলাকাঠের বাড়ি বেদম খেলে। আমাদের রুটি-সেঁকা-ওয়ালা—কোস্তিয়া ভেৎকোভ্‌স্কি—অনেক দিন ধ'রেই একটানা রুটিতে 'টান্‌' পড়ার উৎপাতটাকে স'য়ে আস্‌ছিলো। 'টান' পড়ে যাওয়াটা ধরা পড়্‌তো শুধু রুটির জোগান দেবার সময়েই; তারপরে সেঁকবার পরে অতিরিক্ত-রকমের ওজন-ক'মে-যাওয়াটাও একটা পুরোনো রোগেরই দাখিল হ'য়ে পড়েছিল। ফলে কালিনা আইভানোভিচের কাছে নিত্যই ধমক খাওয়াটাও সে-বেচারার কাছে এক পুরোনো রোগের যন্ত্রণার সামিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কোস্তিয়া তাই একদিন চোরধরা ফাঁদ-কল পেতে রাখ্‌লে একটা। আর তার ফলও ফললো আশারও অতিরিক্ত রকম। লেশি 'সটান' সেই ফাঁদের মধ্যে রাতে পা' গলিয়ে বস্‌লো। পরের দিন ভোরে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার শরণ না নিয়ে সে পারলে না। বল্‌লে, তুঁতফল পাড়বার জন্যে গাছে চড়তে গিয়ে তার পা ছ'ড়ে গেছে। একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার তো দেখে 'তাক্‌' লেগে যাবার যোগাড়!—গাছ থেকে প'ড়ে গিয়ে এতখানি রক্তারক্তি কাণ্ড! মরুক গে, তার আর অতো খোঁজে কাজ কী—ভেবে সে তো লেশির সেই মূর্তিকে ব্যাণ্ডেজে মুড়ে শোবার ঘরে পেঁাছে দিয়ে এলো। কারণ, লেশির তখন অতোখানি পথ ফের একা ফিরে যাবার আর ক্ষমতাই ছিলো না। তারপর যথাকালে সমস্ত পরিষ্কার জেনে ফেলবার পর কোস্তিয়া, আর কারো কাছে কিছু না ভেঙে, শুধু, যতদিন না লেশি-বেচারা সেরে ওঠে, ততদিন ধ'রে, সময় পেলেই লেশির বিছানার কাছে গিয়ে তাকে 'টম্‌ সয়ারের বিচিত্র কাহিনী' প'ড়ে শোনায়!

সেরে উঠে লেশি নিজমুখেই সে কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে নিজেই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে সবার আগে হেসে খুন!

"শোন্‌, কুজ্‌মা!"—বললে কারাবানভ্‌, "ওই রকম মন্দ কপাল আমার যদি দিনরাত ঘট্‌তো, তাহলে আমি কো—ন্‌ কালে চুরি করা ছেড়ে দিতুম! এই করতে গিয়ে কোন্‌দিন তুই মারা পড়্‌বি, দেখ্‌চি!"

কুজ্‌মা চিন্তিতের মতন বল্‌লে, "আমিও তাই, অবাক হ'য়ে ভাবি—আমার বরাতেই বা সব সময়ে এমনটা ঘটে কেন? বোধ হয় আমি 'খাঁটি' চোর নই ব'লেই! আমি আর বার-কয়েকমাত্র চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো; ফল যদি না পাই,

তা' হ'লে এ-কাজ আমায় ছেড়েই দিতে হবে। তা-ইই উচিত; তাই না আন্তন সেমিওনোভিচ্?"

"বার কয়েক?"—আওড়াই আমি—"তা—ই যদি হয়, তো দেরি করাই বা কিসের জন্যে? আজই চেষ্টা করে দ্যাখ্না। অবশ্য, হবে না কিছুই দেখ্বি। তোর দ্বারা ওসব পোষাবেই না!"

"পোষাবে না?"

"একেবারেই না। কিন্তু সেমিওন পেত্রোভিচ্ আমায় বলেচে, তুই খু—ব ভালো 'কামার' হ'তে পারবি!"

"বল্লে সে?"

"হ্যাঁ ব'লেচে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ব'লেচে যে, তুই দুটো নতুন জলকলের মুখ কামারশালা থেকে চুরি ক'রে এনেচিস্—এখনও হয়তো বা সেদুটো তোর পকেটেই র'য়েচে!"

ময়লা রঙে যতোখানি রাঙা হ'য়ে ওঠা সম্ভব, লেশি তারই কাছাকাছি-রকমের 'রেঙে' উঠ্লো। কারাবানভ্ লেশির পকেট খাম্চে ধরলে; তারপর যে হাসিটা সে ছাড়লে, তা' শুধু কারাবানভের পক্ষেই সম্ভব।

"রয়েচে মানে?—এই তো! এ-ই দ্যাখ্ তোর প্রথমবার! আর তুই, ফে—র সেই, জড়িয়ে পড়্লি!"

"ধু—ৎ ঘোড়ারডিমের নিকুচি ক'রেচে!"—পকেট খালি ক'রতে ক'রতে বল্লে লেশি।

কলোনির মধ্যের চুরিটুরিগুলো শুধু এই ধরনের। তথাকথিত পারি-পাশ্বিকের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা এর চেয়ে ঢে—র খারাপ চেহারা নিয়ে দেখা দিলে। গ্রামবাসীদের ভাঁড়ারঘরগুলোতে কলোনিবাসীদের কৃপা-দৃষ্টি বর্ষিত হয়েই চল্লো, তবে আজকাল ব্যাপারটা চলে সুব্যবস্থিত নিয়ন্ত্রণাধীনেই—'ভাঁড়ার-কৃত্যক'-এ ভূমিকা গ্রহণের অধিকার বর্তমানে শুধু 'বড়'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—ছোটোর দল তা' থেকে একদম 'বাদ।' বাচ্ছাদের তরফে লুকো-ছাপাব বিন্দুমাত্র চেষ্টার লক্ষণ ধরা গেলে বড়রা 'ভালো ভেবে'ই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বড়রা এমন অসাধারণ দক্ষতার পর্যায়ে এখন পেঁৗছে গেছে যে 'কুলাক্'রা তাদের নামে নোংরা নালিশ-পত্র নিয়ে কলোনিতে দরবার ক'রতে আসার সাহসই পায় না। তাছাড়া এ-বিশ্বাস করারও কারণ দেখলুম যে, 'ভাঁড়ার-কৃত্যকে'র সর্বাধিনায়কত্বটা গিয়ে প'ড়েছিলো মিত্যাগিনের চেয়ে কম-দক্ষ আর কারো হাতেই নয়।

মিত্যাগিন ছিল শৈশবাবধিই চোর। সে যে কলোনির ভেতরে চুরি করতো

না, সেটা কেবল এখানকার অধিবাসীদের খাতিরেই শুধু। সে পরিষ্কারই বুঝে নিয়েছিলো যে, কলোনিতে চুরি করা মানে, তার নিজের কমরেডদেরই ক্ষতি করা। কিন্তু শহরের হাট-বাজার কিম্বা গ্রামবাসীদের বাড়ীর বেলায় মিত্যাগিনের কাছে 'পবিত্র' ব'লে কিছুই ছিল না। রাতে প্রায়ই সে কলোনিতে গরহাজির থাক্‌তো; ফলে পরের দিন সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলে সকালের জলখাবার খাওয়ানো একটা কঠিন ব্যাপার হ'য়ে পড়্‌তো। রবিবার হ'লেই সে ছুটি নিতো আর ফিরতো অনেক রাতে, কখনো একটা নতুন টুপি কখনো বা একটা নতুন মাফ্‌লার প'রে। আর, সব সময়েই নানা রকম উপহার এনে ছোটোদের মধ্যে সে বিতরণও ক'রতো। বাচ্ছাগুলো মিত্যাগিনকে খুব 'ভক্তি' করতো আর মিত্যাগিনও তার খোলাখুলি 'চৌর্য-দার্শনিক' মতবাদটা বাচ্ছাদের কাছে একদম চেপে রাখ্‌তো।

আমার প্রতি ভক্তিটা মিত্যাগিন অব্যাহতই রেখেছিলো; কিন্তু চুরির বিষয়টা নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো কথাই হোতো না। আমি জান্‌তুম ওকে ব'লে বোঝানোর চেষ্টা করা নিরর্থক।

তবুও কিন্তু মিত্যাগিন আমায় দারুণ উদ্বিগ্ন করেই তুল্‌লে। ছেলেদের মধ্যে সে ছিল সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান আর প্রতিভাবানদেরই একজন। সেই জন্যে ব্যক্তি-নির্বিশেষে সকলেই তাকে খাতির করতো। সে জানতো, নিজের চুরির প্রবৃত্তিটাকে সবার সাম্‌নে কী ক'রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক'রে তুলে ধর্‌তে হয়। তার চেয়ে বয়সে-বড়ো ভক্ত-ছেলেদের একটা দল তাকে সর্বদা ঘিরে থাকতো। এই ভক্তদলটি মিত্যাগিনের দক্ষতার অনুরূপ দক্ষতার সঙ্গেই চলা-ফেরা কাজ-কারবার চালাতো। নিজের কলোনির সদস্য আর শিক্ষকদলের প্রতি মিত্যাগিনের যে নিষ্ঠা ছিল, সে-নিষ্ঠা এদেরও ছিল। রাতের রহস্যময় অন্ধকার মুহূর্তগুলোতে এই দলটা ঠিক কী যে করতো তা আবিষ্কার করা, দেখলুম, অতি কঠিন। দেখ্‌লুম তা ক'রতে গেলে, হয় ওদের ওপব গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, নয়, ঐ ছেলেদেরই কাউকে কাউকে ধরে জিগেস্‌-পড়া করতে হয়। কিন্তু আমার মনে হোলো, এ দুটোর যে-কোনোটা করতে গেলেই এত কষ্টে যে-সুরটা গ'ড়ে উঠেছে, তাতে ব্যাঘাত ঘটানো হবে। মিত্যাগিনেব কোনও কীর্তিকলাপের খবর পেলেই আমি, হয় সভা ডেকে সবার সামনে তাকে 'উনুন-সেঁকা' ক'রে ছাড়্‌তুম, নয়তো কোনো শাস্তিব ব্যবস্থা করতুম, কিম্বা আমাব ঘরে ডেকে এনে আড়ালে ধমকে দিতুম। মিত্যাগিনও সাধারণত সম্পূর্ণ শান্ত চোখমুখে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে মেজাজ ঠিক রেখে হাসিমুখে মৌনাবলম্বন

ক'রেই থাকতো; যাবার সময়েও সর্বদাই প্রীতিস্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে ব'লে যেতো ঃ

"শুভরাত্রি, আন্তন সেমিওনোভিচ্ !"

খোলাখুলিভাবেই কলোনির সুনাম বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল সে; আর, কেউ ধরা প'ড়লেই ভীষণ ক্ষেপে যেতো ঃ

"কোথাকার গাধা এগুলো, ভেবে পাই না; সব সময়েই, যতখানি না চিবোতে পারবে, ততখানি 'খাবল্'-এ কামড় মেরে বসবে !"

আমি আগে থাকতেই বুঝে নিয়েছিলুম, মিত্যাগিনের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবেই। আমার অক্ষমতা স্বীকার করাটা আমার কাছে ছিল অস্বস্তিকর; আর, মিত্যাগিনের জন্যে আমার দুঃখও হোতো। সে নিজেও হয়তো বুঝেছিলো, কলোনিতে থেকে তার লাভ নেই কিছু; কিন্তু যে-জায়গাটায় তার এতগুলো বন্ধু হ'য়েচে, যেখানে বাচ্ছাগুলো গুড়ের প্রতি মাছির আকর্ষণের মতনই তার ওপর আকর্ষণ বোধ করে, তেমন জায়গাটা হঠাৎ ছেড়ে চ'লে যেতেও মন চাইতো না।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপাব যেটা দাঁড়ালো সেটা এই যে, কলোনির সঙ্গী-সমাজের নির্ভরযোগ্য সদস্য ব'লে যাদের মনে করা গেছ্লো, সেই সব ছেলেরা —কারাবানভ্, ভেরস্কেভ্, ভলোখভ্—এদেবও 'মিত্যাগিন-দর্শনে'র ছোঁয়াচ লাগ্তে শুরু হোলো। মিত্যাগিনের সঙ্গে খোলাখুলিরকম 'খাঁটি' বিরোধিতা করতো যে, সে হচ্চে বেলুখিন। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল যে, মিত্যাগিন আর বেলুখিনেব শত্রুতাটা কখনো চেঁচামেচি ঘুসোঘুসি কিম্বা ঝগড়ার আকার নিতো না। বেলুখিন শোবার ঘরে খোলাখুলিই প্রচার করতো, মিত্যাগিন যদ্দিন আছে, তদ্দিন কলোনিতে চোরও থাক্বেই। মিত্যাগিন হাসিমুখেই তাব কথা শুন্তো; আর, বিদ্বেষবৈরিতার লেশমাত্রও প্রকাশ না ক'রেই বল্তো ঃ

"সবাই তো আর আমরা সাধু বন্‌তে পারি না বে, মাৎভেই। আর চোব-চোর না থাক্‌লে, তোর, 'কচু'র, ওই সাধুতাবই বা দাম থাক্‌তো, কই ? আমাব জন্যেই তো তুই ওই খাতিরটা পাস !"

"আমি খাতির পাই, তোর জন্যে ? বাজে বকিস্ কেন ?"

"আরে, ঠিক—তাই ! আমি চুরি করি, তুই কবিস্ না। তাই, তুই মান-খাতিব পাস্। কেউই যদি চুরি না করতো, তাহলে সবাই তো সমান হ'য়ে যেতো ! আমার তো মনে হয়, আন্তন সেমিওনোভিচের, ইচ্ছে ক'রেই আমাব মতন সব ছোঁড়াদের কলোনিতে এনে রাখা উচিত। তা নইলে তোর মতন ছোঁড়াদের পক্ষে কিছু ক'রে ওঠাই তো মুস্কিল।"

"যত্তো—র‍্যাবিশ!"—বলে বেলুখিন। "এমন কত দেশ আছে, যেখানে চোরই নেই। ওই তো ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইৎসারল্যান্ড র'য়েচে। আমি পড়েচি. ও-সব দেশে চোর নেই।"

"ওটা বাজে কথা!"—তোৎলালে ভের্‌স্কেভ্‌।—"সেখানেও চুরি করে লোকে। আর, চোর না থাক্‌লেই বা ভালোটা কী? ও দেশগুলো কী নগণ্য তা-ও দ্যাখ্‌—ওই ডেনমার্ক্‌ আর সুইৎসারল্যান্ড্‌!"

"আর আমাদের দেশ?"

"আমাদের? নিজেদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ্‌! দ্যাখ্‌, আমরা কেমন ক'রে নিজেদের ফুটিয়ে তুলেচি,—তাকিয়ে দ্যাখ্‌ বিপ্লবের দিকে,—শুধু চেয়ে দ্যাখ্‌ একবার!"

"তোর মতন লোকই বিপ্লবের বিরোধিতা করে সবার আগে; তা' হ'লেই বোঝ্‌!"—চেঁচিয়ে উঠ্‌লো বেলুখিন। এই ধরনের কথাবার্তায় বিশেষ ক'রে চ'টে যায় কারাবানভ। সে তড়াক্‌ ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেলুখিনের ভালোমানুষি-ভরা মুখখানার দিকে তার কালো চোখের হিংস্র দৃষ্টি হান্‌তে থাকে।

"কিসের অ্যাতো ঝামেলা জুড়ে দিয়েচিস্‌ তুই?"—সে বলে চেঁচিয়ে,—"মিত্যাগিন আর আমি, একটা ক'রে মিঠে রুটি—বেশিই যদি খাই, তো হোলো কী? তাতেই তোর বিপ্লবের সর্বনাশ ঘটে যায়, না,—কী? তুই তো সব কিছুই ওজন ক'রতে চাস্‌ ওই 'মিঠে রুটির গোল্লার বাট্‌খারা দিয়ে!"

"আরে, তোর মিঠে রুটির গোলা আমার দিকে ছোঁড়াটা থামা তুই! মিঠে রুটির গোলার কথা হ'চ্চে না; কথাটা হ'চ্চে, তোরা আসলে হচ্চিস্‌ শুয়োর—আর তোরা তোদের ওই শুয়ারের শুঁড় দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বেড়াচ্চিস্‌!"

গ্রীষ্মের শেষাশেষি নাগাদ আশপাশের তরমুজ-ক্ষেতগুলোর ওপর মিত্যাগিন আর তার চেলাদের কাজ-কারবারটা একেবারে বিরাট আকার ধারণ করলে। এ-বছর আমাদের অঞ্চলটাতে 'তরমুজ' আর 'খোরমুজা'র খুব আবাদ হ'য়েছিলো। বেশি সম্পন্ন চাষীদের অনেকে একেবারে কয়েক 'দেস্যাতিন' ক'রে জমিতে ঐ-সব লাগিয়েছিল। মাঝে-মাঝে তরমুজ-খরমুজার ঐ-সব ক্ষেতে হানা দিয়েই আরম্ভ হোলো ফলচুরি।

ইউক্রাইন অঞ্চলে ক্ষেতে হানা দিয়ে তরমুজ-চুরিটাকে 'অপরাধ' ব'লে কেউ কোনোদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আন্‌তো না। গাঁয়ের ছেলেরা ও-সব ক্ষেতে গিয়ে ছোটো-খাটো হানা প্রায়ই দিতো। আর সে-রকম সব হানাকে ক্ষেতের মালিকরা ভালো-মানুষি দেখিয়েই উড়িয়ে দিতো। এক দেস্যাতিন জমি থেকেই যেখানে

বিশ হাজার খরমুজ-তরমুজ ওঠে, সেখানে গোটা গ্রীষ্মটায় শতখানেক ঐসব ফলমূল উধাও হয়ে গেলে সে ক্ষতিটা, ক্ষতি ব'লে গায়ে লাগবার কথাও নয়! সেইজন্যে ক্ষেত পাহারা দেবার নামে ক্ষেতের মধ্যে একটা কুড়ে বানিয়ে নিয়ে কোনো বুড়োর হয়তো পাহারার ছুতোয় হাজির থাকাটাই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছ্‌লো। পাহারা সে যতো না দিতো, অনাহূত অতিথিদের 'হানা'টা ক'বার চল্‌লো, তার একটা মোটামুটি হিসেব রাখাটাই যেন তার কাজ হ'য়ে দাঁড়াতো। ঐ-সব বুড়োরাই কেউ না কেউ যখন-তখন আমার কাছে এসে নালিশ করতো ঃ

"আপনার ছেলেরা কাল আমাদের খরমুজ্ ক্ষেতে গেছ্‌লো। ওদের ব'লে দেবেন এটা করা ঠিক নয়। ওরা সরাসরি আমার কুড়েতেই চলে আসুক না—সেখানে ব'সে কতো খাবে খাক্ না! ব'লে দেবেন আপনি—আমি আপনাদের জন্যে ক্ষেতের সেরা খরমুজা বেছে বেছে গোটাকতক দিয়ে দেবো।"

বৃদ্ধের অনুরোধের বার্তা যথাযথ ছেলেদের কাছে প্রচার ক'রে দিলুম। সেই দিন সন্ধ্যেবেলাই তারা বুড়োর অনুরোধ রক্ষা করলে।—তবে, বুড়োর প্রস্তাবের পদ্ধতিটার ওপর একটু যা শুধু 'সংশোধন-পরিমার্জনাদি' ক'রে নিলে। সেটা হ'চ্চে এই যে, জাপানযুদ্ধের এই বছরটার তুলনায় গত বছরের খরমুজার গুণাগুণটা কেমন ছিলো, তারই বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপচারি আর ব্যাখ্যানা সহযোগে সবচেয়ে ভালো খরমুজাটা যখন খাওয়া চল্‌তে থাকলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই অনাহূত অতিথির দলটার খরমুজার ক্ষেতময় ঘুরে ঘুরে, প্যান্টের-তলা-থেকে-টেনে-বার-করা শার্টের কোচড়ে, বালিশের ওয়াড়ে আর 'থলি-ঝুলি-ঝালা'য়, বোঝাই ক'রে ক'রে খরমুজা সংগ্রহ করাটা তখন চল্‌তে লাগলো একদম বিনা বাক্যব্যয়ে! প্রথম সেই সন্ধ্যেটায় ভেরক্ষেভের প্রস্তাব-মতোই বৃদ্ধের সহৃদয় নিমন্ত্রণ রক্ষার সুযোগ নেবার ভার পড়্‌লো, বেলুখিনের ওপর। এই রকম পক্ষপাতমূলক প্রস্তাবে অন্যেরা কোনো আপত্তিই তুল্‌লে না। মাৎভেই খুব সন্তুষ্ট হ'য়েই খরমুজার ক্ষেত থেকে ফিরে এলো।

"কী যে চমৎকার লাগ্‌লো, কী বল্‌বো,-সত্যি! খুব গল্প জমিয়ে লোকটাকে যথেষ্ট আনন্দ দেওয়া গেল .!"

ভেরক্ষেভ্ একটা বেঞ্চে শান্তভাবে ব'সে ব'সে হাস্‌ছিল। কারাবানভ্ 'হড়্‌হড়িয়ে' চ'লে এলো ঘরের মধ্যে।

"মাৎভেই যে রে! হোলো—বেশ ?"

"এই দ্যাখ্ দেখি, সেমিওন! আমরাও কত ভালো পড়্‌শি হ'তে পারি!"

"ভালো তো—তোরই হোলো রে! তুই তো ঠে—সে খরমুজা সাঁট্‌লি! আর আমরা ?"

"বেড়ে ছোঁড়া তো তুই! নিজেই কেন যা' না ওর কাছে!"

"বলিহারি! লজ্জা পাওয়া উচিত নয় তোর? একটা লোক নেমন্তন্ন করলে ব'লে আমরা গুষ্টিবর্গ মিলে ধাওয়া করবো সেখানে! সেটা কী রকম পাশবিক ভাবতে লাগ্‌বে, ঠাউরে দ্যাখ্‌!—মোটমাট ষাটজন লোক যে আমরা!"

পরের দিন ভের্‌স্কেভ্‌ আবার প্রস্তাব করলে, বেলুখিন বুড়োর সঙ্গে দেখা ক'রে আসুক। বেলুখিন মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিলে, সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে।—"অন্য কেউ যাক্‌গে, এবার!"

"অন্য কাউকে আবার পাই কোথায়? নে নেঃ—আয়! আজ আর না-ই বা খেলি! শুধু ব'সে একটু গল্প ক'রেই আয় না!"

বেলুখিনের মনে হোলো ভের্‌স্কেভ্‌ ব'লেচে ঠিকই। বুড়োর কাছে গিয়ে শুধু দেখিয়ে দেওয়া যে, 'দ্যাখো, কলোনির ছেলেরা তোমার কাছে শুধু তরমুজ খেতেই আসে না'—একথাটা ভাব্‌তেও তার খুবই ভালো লাগ্‌লো।

বুড়ো কিন্তু তার অতিথিকে এবার নিদারুণ 'ব্যাজার' মুখেই 'আপ্যায়ন' করলে; বেলুখিনের 'অনাসক্তি'টাকে প্রমাণ করবার পর্যন্ত ফুরসৎ দিলে না। উল্‌টে বুড়ো বন্দুক দেখিয়ে বল্‌লেঃ

"কাল তুমি যখন এদিকে বসে গল্প জুড়ে দিয়েছিলে, ওদিকে তোমার 'স্যাঙাৎ'রা তখন, ক্ষেতের অর্ধেক খরমুজা পাচার ক'রে নিয়ে গেছে! এটা তোমরা পারলে কী ক'রে? আমি দেখ্‌চি, তোমাদের সঙ্গে অন্যরকম ব্যাভার করা দরকার। এবার আমি গুলি চালাবো!—চালাবোই ঠিক!"

একেবারে 'আক্কেল গুড়ুম'—খেয়ে কলোনিতে ফিরে এলো বেলুখিন। আর যে-ই না শোবার ঘরে ঢোকা—অমনি রাগের চোটে তার মুখে টগবগিয়ে 'খই' ফুটতে শুরু হওয়া! ছেলেরা হেসেই লুটোপুটি! মিত্যাগিন বল্‌লেঃ

"হোলো কী রে তোর! বুড়ো কি শেষে তোকে উকিল দিলে নাকি? কাল তো সেরা তরমুজ সেঁটে এলি—একেবারে আইনের গণ্ডীর মধ্যেই গা' আড়াল দিয়ে—আর বেশি কী চাস্‌—বল্‌! আমরা তো একটা কুচোও চোখে দেখ্‌লুম না! বুড়োর কথার প্রমাণটা কী?"

বুড়ো আর আমার ধারে-কাছেও ঘেঁস্‌লে না। কিন্তু নানা লক্ষণেই প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো যে, খরমুজ-চুরির 'মোচ্ছোব' চ'লেচে।

একদিন সকালে শোবার ঘরে গিয়ে তাকিয়ে দেখি মেঝে-ময় তরমুজের গাম্‌লা আর খরমুজের ছিল্‌কের ছড়াছড়ি! 'মনিটর'কে ডেকে বেশ ক'রে 'তুড়ে' দিলুম, একে-ওকে শাস্তিও দিলুম আর দাবি জানিয়ে দিলুম, এসব আর চল্‌বে না। পরের কটা দিন দেখি, মেঝে আবার আগেকার মতনই

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! প্রীতিময় পরিবেশে, আলাপচারির মৃদু গুঞ্জনে ভরা, হঠাৎ-হাসির কলোচ্ছ্বাস-মুখর মোলায়েম, অপূর্ব নিদাঘ-সায়াহ্নগুলি গলে গলে মিলে-মিশে বিলীন হয়ে যায়—জমাট্ গম্ভীর নিথর নিশীথের গর্ভে।

নানা রঙের স্বপ্ন-বিলাস, পাইন আর পুদিনা ইত্যাদি সুরভি উদ্ভিদের সুবাস, মাঝে মাঝে পাখিদের পক্ষ-বিধূননের অস্ফুট ধ্বনি, দূরের কোন গাঁয়ের কুকুরের ডাকের প্রতিধ্বনি—সবই ভেসে ভেসে চলে আসে নিদ্রিত কলোনির ওপর। আমি বেরিয়ে এসে দাঁড়াই আমার গাড়ি বারান্দায়। 'কোণ্'টা ঘুরে এগিয়ে চ'লে আসে রাত-পাহারার 'মনিটর',—জিগেস্ করে আমায়, রাত কত হোলো। 'ছাব্কা-ছাব্কা' রঙের রোঁয়া-ওলা কুকুরটা—'বুকে'—(ফুলের তোড়া) যেটার নাম—রাতের স্নিগ্ধ শীতলতার মাঝে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে সেটাও দেখি, চলে আসে মনিটরের পিছু পিছু। শান্তিতে ঘুমোতে পারি আমি তখন। ..

কিন্তু শান্তির এই আবরণে গা' ঢাকা দিয়েই তলে-তলে বয়ে চলেছিল দারুণ জটিল আর অশান্তির ঘটনা-প্রবাহ!

আইভান আইভানোভিচ্ এসে আমায় শুধোয়ঃ

"ঘোড়াগুলো যে সারা রাত-ভোর চত্বরময় চ'রে বেড়ায়, সেটা কি আপনারই হুকুম? চুরি যেতে পারে যে ওগুলো . !"

ব্রাংচেংকো, শুনে তো 'ফায়ার' একেবারে!

"ঘোড়াগুলো কি তবে একটু 'দম' নিতেও পাবে না?"—জিগেস্ করে সে।

পরের দিন কালিনা আইভানোভিচ্ প্রশ্ন করেঃ

"ঘোড়াগুলো কিসের তালে শোবার ঘরের জানলায় গিয়ে উঁকি মারে?"

"বল্তে চাইচো কী—তুমি?"

"নিজেই গিয়ে দেখুন না! ভোর না হ'তেই সব জানলার নিচে গিয়ে হাজির হয়! এটা করে কিসের জন্যে?"

তার জবানিটা পরখ করে নিইঃ একেবারে খাঁটি সত্যি—সে-ই ভোরে সবক'টা ঘোড়া, আর, গাব্রিউশ্‌কা বলে যে-বলদটাকে জনশিক্ষা দপ্তরের ইকনমিক শাখা—'একেবারে বুড়ো আর অকেজো হয়ে পড়েচে'—বলে আমাদের 'উপহার' দিয়েছিল সেটাসুদ্ধু মিলে, সব কটা জানোয়ারেই সারিসারি গিয়ে জুটে যায় জান্‌লাগুলোর তলায়-তলায়—'লিল্যাক্' আর 'পাখি-চেরী' গাছের ঝোপ-ঝাড়গুলোর মধ্যে; ঘন্টার পর ঘন্টা ধ'রে নিশ্চল হ'য়ে তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে—উপাদেয় কিছুর প্রত্যাশাতেই নিশ্চয়!

শোবার ঘরে ঢুকে শুধোলুম ছেলেদের ঃ

"ঘোড়ারা তোমাদের জানলায় উঁকি মারে কেন ?"

ওগ্রিশ্‌কো বিছানায় উঠে বস্‌লো, জানলার দিকে তাকালে, হাস্‌লে, তার পর কাকে যেন ধম্‌কালে ঃ

"অ্যাই সেরিওঝা ! যানা, 'ইডিয়ট্'গুলোকে জিগেস্ করে আয় না, জানলার নিচে ওরা খাড়া রয়েচে কী জন্যে ?"

খিলখিলে-হাসির ঢেউ খেলে যায় কম্বলগুলোর তলায় তলায়। আড়-মোড়া ভেঙে মিত্যাগিন তার 'খাদের' গলায় বলে ঃ

"এ-রকম আড়ি-পাতা-স্বভাবের জানোয়ারগুলোকে কলোনিতে আম্‌দানি করাটা ঠিক হয়নি আমাদের।—এটা আবার আপনার উদ্বেগের আর একটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো তো ?"

আন্তনের ওপরেই হাম্‌লা চালাই ঃ

"বলি এতো যে রহস্য—সেটা কিসের জন্যে ; রোজ সকালে যে ঘোড়া-গুলো এইখানে এসে ঘুর্‌ঘুর্ করে, তার মৎলবটা কী ? কিসের লোভ দেখাও ওদের ?"

বেলুখিন আন্তনকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

"ও-নিয়ে আপনি ভেবে সারা হবেন না, আন্তন সেমিওনোভিচ্ !"—বলে সে,—"ঘোড়াদের কোনো ক্ষতি হবে না ওতে। আন্তন ইচ্ছে করেই ওদের আমদানি করে এখানে, যাতে ও-বেচারাদেরও উপাদেয় কিছু জুটে যায়।"

"খুব বস্তিতে হয়েচে !" বল্‌লে কারাবানভ।

"বলেই ফেলি আপনাকে। আপনি তো তরমুজ-খরমুজার ছিল্‌কে আর গাম্‌লাগুলো মেঝেয় ফেল্‌তে আমাদের বারণ করে দিলেন। এদিকে আমাদের মধ্যে সর্বদাই কারো না কারো এক-আধ্‌টা তরমুজ-খরমুজা জুটে যায়. ."

" 'জুটে যায়'—মানেটা কী ?"

"কেন,—বাঃ ! সে-ই বুড়োটা কখনো-সখনো খাতির ক'রে খেতে দেয় আমাদের, গাঁ থেকেও কখনো-সখনো ওরা জোগাড় করে আনে......"

"বুড়ো তোমাদের খাতির ক'রে খেতে দেয় !"—তিরস্কারের ধরনে আউড়ে যাই আমি ওর কথাটাই।

"ও-ই মানে, সে না হয় অন্য কেউ। তা' খোসা-টোসাগুলো আমরা ফেলিই বা কোথায় ? তাই আন্তন ঘোড়াগুলোকে বাইরে ছেড়ে দেয়, আর, ছেলেরা তাদের খাওয়ায়।"

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

দ্বপুরের আহারের পর মিত্যাগিন এ—ই আখাম্বা এক তরমুজ ব'য়ে টল্‌তে টল্‌তে আমার ঘরে এসে ঢোকে।

"একটু চেখে দেখুন, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌।"

"কোত্থেকে আনলে ওটা? তোমার তরমুজ নিয়ে ভাগো এখান থেকে! তোমাদের সবাইকে ধরিয়ে দেবো, ব'লে রাখলুম!—এ আমি সত্যিই বল্‌ছি—তোমাদেরই ভালর জন্যে!"

"এ তরমুজটা একেবারে সম্পূর্ণ 'বৈধ'—আর, আপনারই জন্যে এটা বেছে আনা। এই তরমুজের জন্যে বুড়োকে আসল দাম চুকিয়ে দেওয়া হয়েচে। আর, তা-ছাড়া আমাদের শাস্তি দেবার আপনার সময়ও হ'য়ে উঠেচে এবার; আমরা আর তাতে কিছু মনে করতেও পারবো না।"

"তোমার ও-ই তরমুজ আর ওই 'বক্তিমে' নিয়ে সরে পড়্‌বে এখান থেকে?"

দশ মিনিট বাদে দস্তুরমতো এক প্রতিনিধিদল ও-ই পূর্বকথিত তরমুজটি ঘাড়ে ক'রে আবার এসে হাজির। আমায় 'তাক্‌' লাগিয়ে দিয়ে বেলুখিনই হলো ওদের মুখপাত্র; হাসির ধমকে মুখে তার কথা বেরোয় কি, না বেরোয়!

"এই শুয়োরের দল,—জানেন আন্তন সেমিওনোভিচ্‌, যদি জান্‌তেন, এরা রোজ রাতে কতগুলো করে তরমুজ আর খরমুজা খেয়ে সাব্‌ড়ায়! ঢাক্‌-ঢাক্‌-গুড়্‌-গুড়েই বা কাজ কী? ভলোখভ্‌ একাই..কিন্তু আসল কথা অবশ্য সেটা নয়...মানে, ওরা কী-ভাবে সেসব জোটায়—সেটা নয় ওদের বিবেকের ওপরেই থাকুক গিয়ে—কিন্তু অস্বীকার করারও উপায় নেই যে, দজ্জালগুলো আমাকেও খাওয়ায়! আমার তরুণ মনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটার সন্ধান ওরা পেয়ে গ্যাচে,—জানেন তরমুজ আর খরমুজার আমি স্রেফ্‌ ভক্ত বল্‌লেই হয়। মেয়েরা পর্যন্ত যে-যার ভাগ পায়; তোস্‌কাকে পর্যন্ত খাওয়ানো হয়। ওরা যে নেহাৎ মায়াদয়াহীন নয়, এটাও মান্‌তেই হবে। আর, আমরা তো জানি, আপনার তরমুজ-খরমুজা—কিছুই জোটে না কপালে—অথচ এই পোড়া তরমুজের জন্যে যতো কিছু ঝড়্‌-ঝাপ্‌টার ঝক্কি—তা' সবই এসে পড়ে আপনারই ওপর। সেই জন্যেই আমাদের 'সবিনয় নিবেদন' আপনার কাছে—এই 'তরমুজ্‌'টি! এটা দয়া করে আপনাকে নিতেই হবে, এই আমাদের মিনতি। আমি তো জানেন, শাদা-সাপ্টা মানুষ, আপনার ওই ভের্‌ক্ষেভ্‌দের দলের কেউ নই। আমার কথাটা আপনি বিশ্বাস করে নিতে পারেন। এ তরমুজটার জন্যে বুড়োটাকে বোধ হয়,—'মানবিক শ্রমের বিনিয়োগ', ঐ যে বলে, আপনার ওই—'আর্থনীতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে,'—সেটা করলে যা' দাঁড়ায়, তার

চেয়েও ঢের বেশি দামই দেওয়া হয়েচে।”

এইভাবে কথা শেষ করে হঠাৎ বেলুখিন গম্ভীর হ'য়ে গেল, তরমুজটা আমার টেবিলে রাখ্‌লে, তারপর সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

ভেরুক্ষেভ্‌—বরাবর যেমন উস্কোখুস্কো আলুথালু-মূর্তি—মিত্যাগিনের পেছনে থেকে উঁকি মেরে মুণ্ডু বাড়ালেঃ

“র্‌-র্‌-র্‌-রাষ্ট্রনীতিক ধ্‌-ধনবিজ্ঞান! আর্থনীতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়!”—ভুলটা শুধ্‌রে দিলে সে।

“আরে, রেখে দাও! একই কথা ‘ও’!”

“বুড়োকে দামটা কীভাবে দিলে তোমরা?”—জিগেস করলুম।

কারাবানভ্‌ আঙুল গুণ্‌তে শুরু করলেঃ

“ভেরুক্ষেভ্‌, তার ‘মগ’-এ একটা হাতল ঝেলে দিয়েচে; ‘গাদ’, তার জুতোয় একটা তালি মেরে দিয়েচে; আর আমি আধখানা রাত তার হ'য়ে ক্ষেত পাহারা দিইচি!”

“স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারি, রাত্তিরে তোমরা এই তরমুজটার সঙ্গে আরও কতগুলো তরমুজ জুড়ে নিয়েচো!”

“খু—ব খাঁটি কথা!” বলে বেলুখিন—“তারও জবাব দিচ্চি আমি! আজ আমরা ওই বুড়োর সঙ্গে মাখামাখি বজায় রেখেই চলি। কিন্তু বনের ঠিক বাইরেটায় আর একটা ফুটি-কাঁকুড়-তরমুজ-খরমুজের ক্ষেত আছে, যেখানকার পাহারাদারটা একটা ‘হাড়-পাজি’ বদমাস!—সব সময়েই গুলি করবার জন্যে তৈরি!”

“মানে? তুমিও কি শেষে ক্ষেতে যেতে শুরু করেচো নাকি?”

“না।—নিজে আমি যাই না, কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ তো শুনি!—জানেন তো, পাশ দিয়ে কেউ চলে যাচ্চে এমনও তো হতে পারে?”

‘দম্‌-ভারি’ ওই তরমুজটার জন্যে ছেলেগুলোকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

দিনকয়েক বাদে ওই “হাড়-পাজি বদমাস”টাকে দেখলুম।

একেবারে ‘ভগ্ন-হৃদয়ে'ই ‘উদয়’ হোলো সে।

“কীভাবে যে চুক্‌বে এসব, বল্‌তে পারেন?” হাঁক্‌লে সে। “আগে তবু যা' হোক শুধু নিশুতি রাতেই ওঁরা চুরি করতে যেতো! এখন দেখি যে আবার দিনমানেও ‘রক্ষে’ নেই!—ঠিক খাবার সময়টিতে সব দল বেঁধে এসে হাজির! কেঁদে ভাসাবার পক্ষে যথেষ্ট একেবারে! একজনকে তাড়া করা যায় তো বাকি সবাই সারা ক্ষেতখানা একেবারে চ'ষে ফ্যালে!”

ছেলেদের সাবধান করে দিই যে, আমি নিজে গিয়ে এবার ক্ষেত-পাহারা

দশ মিনিট বাদে দস্তুরমতো এক প্রতিনিধি দল তরমুজটি নিয়ে আবার এসে হাজির

দিতে শুরু করবো; আর নইলে হয়তো বা কলোনির খরচায় একটা পাহারা রাখার ব্যবস্থাই ক'রে দেবো।

"ও-মুঝিকটার কথায় বিশ্বাস করবেন না আপনি।"—বলে মিত্যাগিন।—"এ আর ফুটি-কাঁকুড়ের ব্যাপারই নয়—ওর ক্ষেতের পাশটি দিয়ে পর্যন্ত ও যেতে দেবে না কাউকে!"

"তা', তোমরাই বা যাবে কেন? ওদিকে তোমাদেরই বা দরকারটা কিসের?"

"আমরা কোথায় যাই, না যাই, তাতে ওরই বা কী? ও-ই বা গুলি ছোড়ে কিসের জন্যে?"

আর একদিন বেলুখিন আমার কাছে এসে শাসালে:

"বড়ো খারাপভাবেই চুক্‌বে দেখচি ব্যাপারটা! ছেলেরা তো খাপ্পা হ'য়ে আছে একেবারে। বুড়ো তো আজকাল তার কু'ড়েতে একা থাকতে ভয় খায়। আরও দু'জন লোককে জুটিয়ে এনেচে সে, তার সঙ্গে পাহারা দেবার জন্যে।—আর, সব্বারই বন্দুক আছে। ছেলেরা এটা কিছুতেই সইবে না!"

ও-ই রাতেই ছেলেরা খণ্ডযুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিযান চালালে ক্ষেতের দিকে। ওদের যে মিলিটারি ড্রিল করার অভ্যেসটা ধরিয়েছিলুম, সেটা এখানে ওদের কাজে লেগে গেল। মাঝরাত নাগাদ কলোনির অর্ধেক ছেলেই স্কাউট্ আর টহলদার বাহিনীকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পরে গিয়ে জুট্‌লো সব তরমুজ-ক্ষেতের বার-সীমানায়। পাহারাদাররা যেই সতর্কতামূলক আওয়াজ তুল্‌লে, ছেলেরাও অমনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো, "হারে-রেরে!"—আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো আক্রমণে। পাহারাদারটা চম্পট দিলে বনটার মধ্যে—ভয়ে বন্দুক-টন্দুক সব কুটিরেই ফেলে। ছেলেদের কতক লেগে গেল জয়ের 'লুঠ'—ফলের আহরণে। তারা তরমুজগুলোকে গড়িয়ে দেয়, ক্ষেতের বারসীমানার যে 'ঢাল'—তাতে নিয়ে গিয়ে। অন্য দলটা মস্ত কুড়েটায় আগুন দিয়ে নেয় প্রতিশোধ।

পাহারাদারদের একজন কলোনিতে ছুটে এসে আমায় ঘুম থেকে জাগালে। আমরা রণাঙ্গনে গিয়ে হাজির হলুম।

উ'চু ঢিবিটার ওপরের কুটিরখানা তখন লেলিহান অগ্নিশিখার কবলে। আগুনের আলোর বাহার যা খুলেচে—মনে হচ্চে গোটা একখানা 'গাঁ'-ই বুঝি বা জ্বল্‌চে! আমরা যখন তরমুজ-ক্ষেতে গিয়ে পেঁাছলুম, তখন গোটাকতক বন্দুকের আওয়াজ হোলো। ছেলেগুলোকে দেখ্‌তে পেলুম, সামরিক কায়দায়

দল বেঁধে বেঁধে তারা সব ক্ষেতের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়েচে। ওরই মধ্যে আবার ওরা ক্ষণে ক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত কুড়েটার দিকে এগোচ্চেও। ডানদিককার ব্যূহের কোনোখান থেকে মিত্যাগিন তার সামরিক 'হুকুম'-গুলো দিচ্চে ঃ

"সোজা যাবি না কেউ!—স—ব ঘুরে ঘুরে যা—!"

"বন্দুক ছুঁড়্চে কে,—ও ?"—বুড়োকে জিগেস্ করি।

"জান্‌বো কী ক'রে ? ওর মধ্যে তো নেই কেউই। হয়তো কেউ ওর মধ্যে বন্দুক ফেলে এসেচে, আর তাই থেকেই হয়তো আপনা-আপনি গুলি ছুট্চে!"

বল্‌তে গেলে, সবই তখন শেষ। আমার উপস্থিতিতে, ছেলেগুলো—মনে হোলো, যেন বাতাসে উবে গেল সব! বুড়োটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বাড়ি ফিবে গেল। আমিও কলোনিতে ফিরলুম। শোবার ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা। সবাই শুধু যে ঘুমেই কাদা, তা-ই নয়, ঘোরতর শব্দে নাকও ডাক্‌চে সবার। জীবনে কখনো এমনতরো নাকডাকা আর শুনিনি আমি। নরম গলায় বল্‌লুম ঃ

"আহ্লাদে-পনা খুব হয়েচে, এবার ওঠো সব!"

নাক-ডাকা থামলো বটে, গোঁ-ভবে কিন্তু তখনও ঘুমিয়েই চল্‌লো সবাই।

"বল্‌চি না ?—ওঠ্ সব!"

উস্কোখুস্কো মাথাগুলো সব উঠ্‌লো বালিশ থেকে। মিত্যাগিন লক্ষ্য-হীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ঃ

"কী হ'য়েচে ?"

কারাবানভ্ কিন্তু আর পারলে না।

"ওতেই চল্‌বে মিত্যাগিন, লাভ কী আব ."

সবাই আমাকে ঘিরে ধ'রে সেই 'গৌরব-রজনীর' সমগ্র কাহিনী মহোৎসাহে বিবৃত ক'বতে শুরু ক'বলে। তারানেৎস্ আবার হঠাৎ যেন 'ছোবল্' খেয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো।

"কুড়েটার মধ্যে যে বন্দুক ছিল ক'টা!"—ব'লে উঠ্‌লো।

"আরে, সেসব ছাই হ'য়ে গেছে এতক্ষণে!"

"কাঠটাই নয় শুধু পুড়েচে; বাকিটুকু এখনো তো কাজে লাগ্‌বে!"

শোবার ঘর থেকে সে ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লো।

"এসবই নয় বেশ মজার হোলো,"—বললুম আমি,—"কিন্তু ওই সঙ্গেই মান্‌তে হয় যে, এটা আসলে ডাকাতিই। এসব আব আমি চল্‌তে দিতে পাবি না। এই চালেই যদি তোমরা চল্‌তে চাও তো দল ভেঙে দিতে হবে দেখছি। এ একটা মহা কলঙ্ক! দিনে রাতে কোনো ক্ষণেই—না কলোনিতে, না গোটা

জেলাটায়—কোথাও যদি শান্তির ছিটে-ফোঁটারও অবশেষ থাকে!"

কারাবানভ্ আমার হাতটা জড়িয়ে ধ'রলে।

"আর কখনও হবে না এমনটা! আমরা নিজেরাই বুঝ্‌তে পার্‌চি, যথেষ্ট গড়িয়েচে ব্যাপারটা। পারিনি রে আমরা?"

ছেলেরা সমর্থনের গুঞ্জন তুল্‌লে।

"ও-তো কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়,"—বলি আমি। যথেষ্ট সাবধান ক'রে দিচ্চি তোমাদের, এইরকম ডাকাতি যদি চলে, তাহ'লে কোনো একজনকে আমার কলোনি থেকে দূর করে দিতেই হবে। খেয়াল রেখো, এই শেষবার তোমাদের সাবধান ক'রে দিলুম!"

পরের দিন খানকতক গাড়ি এলো ক্ষেতে; যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো, সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তারা ফিরে গেল।

আমার টেবিলের ওপর প'ড়ে রইলো পোড়া বন্দুকগুলোর লোহার নলটল, আর, টুক্‌রো-টাক্‌রা কয়েকটা অংশ।

২২

অঙ্গচ্ছেদ

ছেলেরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে না। না কারাবানভ্, না মিত্যাগিন না দলের অন্য কেউ,—তরমুজ ক্ষেতে 'হামলা করাটা কেউই বন্ধ করলে না, গাঁয়ের চর্বিষ মালখানা কিম্বা সাধারণ ভাঁড়ারে হানা দেওয়াটাও—না। অবশেষে তারা সুব্যবস্থিত একটা টাট্কা আর ঘোরতর জটিল ব্যাপারে হাত দিলে, যাতে, আরামদায়ক আবার পীড়াদায়ক—দু'রকম ফলেরই কতকগুলো ঘটনা-প্রবাহের উদ্ভব হোলো।

এক রাতে লুকিয়ে তারা লুকা সেমিওনোভিচের বাগানে ঢুকে দু'খানা গোটা মৌচাক,—মায়, মধু আর মৌমাছি সমেতই ভেঙে নিয়ে এলো। রাতারাতি মৌচাকগুলো এনে জুতো-মেরামতের দোকানঘরখানায় জমা করলে। ঘরটায় সে সময়টা কাজ বন্ধ ছিলো। আহ্লাদের চোটে তারা ভোজের আয়োজন ক'রে ফেল্লে—তাতে অনেক ছেলেই জুটে গেল। সকালে অংশগ্রহণকারীদের গোটা একটা তালিকাই বানিয়ে ফেলা চ'ল্তে পারতো, কেননা রাঙা রাঙা ফোলা ফোলা মুখ নিয়েই সব ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলো তারা। লেশিকে তো শেষ পর্যন্ত একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্নারও শরণ নিতে হোলো।

অফিসে ডেকে পাঠানোর ফলে মিত্যাগিন এসে 'কবুল' খেলে, সমস্ত অভিযানটার জন্যে সে-ই দায়ী, তার সহকর্মীদের নাম সে কিছুতে বল্তে চাইলে না। আর, সেই সঙ্গে সত্যি সত্যি সে দারুণ বিস্ময় প্রকাশ করলেঃ

"এতে তো কোনো অন্যায়ই করা হয়নি! আমরা শুধু নিজেদের জন্যেই চাকগুলো ভেঙে আনিনি, এনিচি তো গোটা কলোনিরই জন্যে। আপনার যদি মনে হয় মৌমাছিদের কলোনিতে রাখা চল্বে না, তো বেশ!—ওগুলোকে ফিরে দিয়ে আস্তেও পারি!"

"ফিরে আর দেবেটা কী শুনি? মধুটাতো খাওয়া শেষ, আর মৌমাছি-

গুলোও উড়ে ফেরায়!”

“সে আপনি যা বোঝেন। আমি তো সবচেয়ে ভালো ভেবেই বলিচি, কথাটা।”

“না, মিত্যাগিন। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তুমি আমাদের শান্তিতে থাক্‌তে দিয়ে, চ'লে যাও। তুমি তো ইতিমধ্যে প্রায় একজন বয়স্ক লোকই হ'য়ে উঠেচো; এখন আর তোমাতে-আমাতে কোনোদিন বনিবনা হবে না। কাজেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াতেই মঙ্গল!”

“আমারও তাই-ই মনে হয়।”

যত তাড়াতাড়ি পারা যায়—মিত্যাগিনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া তখন একান্তই দরকার হ'য়ে উঠেছিলো। আমার কাছে ততদিনে এটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছিল যে, ওই সিদ্ধান্তকেই পূরণ করার কাজকে আমি ক্রমাগত ‘ধামা-চাপা’ দিয়ে দিয়ে এত দীর্ঘ দিন ধ'রে মুলতুবি রেখে এসেছিলুম—যে সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধেরই সামিল। আমাদের মধ্যে যে ‘পচ্‌’টা ধরে ক্রমাগতই সেটা বেড়ে চলছিলো সেটার দিকে আমি ‘দিব্যি’ চোখ বুজেই চল্‌ছিলুম এতকাল। তরমুজ-ক্ষেতের অভিযান কিম্বা মৌচাকে হাম্‌লা করার মধ্যেই যে বিশেষ রকমের পাপ কিছু লুকিয়ে ছিলো তা' মোটেই নয়—কিন্তু ঐসব ব্যাপারেই ছেলেদের ক্রমান্বিত একটা সানুরাগ আগ্রহ, দিনেরাতে সর্বক্ষণই একই ধরনের স্থায়ী সব ব্যাপৃতি আশ্রয় ক'রে মনের যত গড়াপেটা আর তাকে কাজে রূপ দিতে যাওয়ার চেষ্টা—এ সবেরই মানে ছিলো—আমাদের মানসিক সুরটার উন্নতিবিধানের চেষ্টার পরিপূর্ণ ক্ষান্তি—আর তার ফলে প্রবাহের গতিপথের অবরোধ। আর, দেখ্‌তে যে জানে তার চোখে, ধরা পড়বার মতন, স্রোতের ওই অবরোধের উপরিভাগে ভাসমান অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যকর সব চেহারা ফুটে ওঠবারও লক্ষণ দিব্যি স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছিলো।—ছেলেদের নিজেদের আচম্‌কা সব আচরণ, কলোনির প্রতি এবং সব রকমের কাজ-কর্মের প্রতিই, বিশেষ সুস্পষ্ট একটা রুচি-বিকার, ক্লান্তিকর শূন্যগর্ভ একটা কৃত্রিমতা—যার আসল উপাদান ছিল একান্ত আস্থাহীনতাই—তা সবই বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হ'য়ে উঠেছিলো। দেখ্‌তো পাচ্ছিলুম যে, বেলুখিন আর জাদোরভ-এর মতন ছেলেরাও তাদের আগেকার ব্যক্তিত্বের সেই ঔজ্জ্বল্যটা খোওয়াতে বসেছিল। তাদেরও ওপরে যেন মালিন্যের একটা স্তর জমে উঠ্‌ছিলো—যদিও তারা নিজেরা তখন আর কোনও অপরাধমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছিল না। আমাদের ভালো ভালো পরিকল্পনা, চিত্তাকর্ষক ভালো ভালো বইপত্তর আর রাষ্ট্রনৈতিক বিবিধ সব প্রশ্নাদিকে নেপথ্যে নির্বাসিত ক'রে দিয়ে তার জায়গায় হাল্‌কা

রকমের বাহাদুরি আর ওস্তাদি দেখাবার যতসব বাজে অভিযান, আর, তাই নিয়ে অন্তহীন আলোচনা—এই সবেই যেন ক্রমশ তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিলো। এই সবেরই অশুভ প্রভাব পড়্‌তে লাগল ছেলেদের নিজেদের বাইরেকার চেহারায় আর গোটা কলোনির সর্বত্রই। কেবলই দেখি,—চালচলন সব ঢিলে-ঢালা, আজেবাজে ফক্কুড়িতে পাল্লা দেওয়ার বড়াই আর বার-ফট্টাই-এর বহর; জামাকাপড় সব এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে রাখা; জঞ্জালগুলোকে দায়-সারাগোছে ঝেঁটিয়ে-ঝুঁটিয়ে ঘরের কোণে-কোণে জড়ো করে রাখা—এই সব বদ্‌ অভ্যেসই যেন কায়েমি হ'য়ে উঠ্‌চে।

মিত্যাগিনের জন্যে বিতাড়ন-সূচক ছাড়পত্রখানা তৈরি ক'রে ফেল্‌লুম। পথখরচ বাবদ পাঁচটা রুব্‌ল্‌ দিলুম তাকে। সে বল্‌লে ওডেসায় যাচ্চে সে;—শুভেচ্ছাও জানালুম।

"সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্‌তে পারি তো ?"

"নিশ্চয়ই !"

বিদায়টা কীভাবে দেওয়া-নেওয়া হোলো সেটা আর আমি জানি না। মিত্যাগিন সন্ধ্যের দিকে রওনা হোলো, তার যাবার সময়ে কলোনির প্রায় সবাই সেখানে দাঁড়িয়ে।

সে-রাতে কলোনির সবাই মনমরা হ'য়ে ঘুরে বেড়ালো। বাচ্ছাদের দলটা কেমন যেন 'বোদা মেরে' গেল। তাদের সেই অভ্যস্ত অফুরন্ত উৎসাহের সবখানিই ঝিমিয়ে গেল। কারাবানভ্‌ ভাঁড়ারঘরের সাম্‌নে উপুড়-করা একটা প্যাকিং কেস্‌-এর ওপর সে-ই যে 'থেপ্‌সে' বসে গেল—তারপর উঠ্‌লো সে-ই একেবারে বিছানায় শুতে যাবার সময়।

লেশি আমার অফিসে এসে ঢুক্‌লো।

"মিত্যাগিনের জন্যে অ্যাতো 'মন-কেমন' কর্‌চে !—সে বল্লে।

আমার জবাবের জন্যে অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করলে, কিন্তু আমি জবাব দিলুম না, কাজেই সে যেমন এসেছিল তেমনিই ফিরে গেল।

সে-রাতে অনেকক্ষণ জেগে কাজ করলুম। রাত দুটো নাগাদ অফিসঘর থেকে বেরিয়ে লক্ষ্য করলুম, আস্তাবলের মাচার ওপরে আলো জ্বল্‌চে। আন্তনকে জাগিয়ে জিগেস করলুমঃ

"মাচার ওপর কে ?"

আন্তন নির্লিপ্তের মতন তার একটা কাঁধে ঝাঁকি মার্‌লে, তারপর অনিচ্ছার সঙ্গেই বল্‌লেঃ

"মিত্যাগিন।"

"ওখানে সে কেন?"

"আমি কি ক'রে জান্‌বো?"

উঠ্‌লুম মাচায়। আস্তাবলের একটা আলো জেবলে জটলা চল্‌চে জন-কয়েকের—কারাবানভ্‌, ভলোখভ্‌, লেশি, প্রিখোদ্‌কো আর ওসাদ্‌চি। আমায় দেখে সব চুপ ক'রে গেল। মাচার একটা কোণে মিত্যাগিন কী নিয়ে যেন ব্যস্ত। অন্ধকারে তাকে দেখ্‌তে বেগ পেতে হোলো।

"আপিসে এসো, সব্বাই!"—বল্‌লুম।

আপিসঘরের তালা খুল্‌চি, কারাবানভ্‌ হুকুম দিলেঃ

"সব্বাই আসার কোনো মানে হয় না। মিত্যাগিন আর আমি হলেই চল্‌বে।"

আপত্তি তুল্‌লুম না।

আপিসে ঢুকলুম আমরা। কারাবানভ্‌ কৌচটার মধ্যে ডুবে বস্‌লো। মিত্যাগিন দাঁড়িয়ে রইলো, দরজার পাশের কোণটাতে।

"কলোনিতে ফিরে এলে কিসের জন্যে?"

"একটা ব্যাপার মেটাতে।"

"কী ব্যাপার?"

"একটা কাজ ছিল।"

কারাবানভ্‌ আমার দিকে জবলন্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ সে গুছিয়ে উঠ্‌লো; তারপর সাপের ভঙ্গিমায় আমার টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে, তার জবলন্ত চোখজোড়াকে আমার চশমার কাছে নিয়ে এসে বল্‌লেঃ

"ব্যাপার কি জানেন, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌! জানেন ব্যাপার কী? আমিও মিত্যাগিনের সঙ্গে যাবো!"

"মাচার ওপর হচ্ছিল কী?"

"তেমন কিছু নয়, সত্যি। তেমনি আবার, কলোনির কোনো ব্যাপারও নয়। আর, আমি চলেও যাবো মিত্যাগিনের সঙ্গে। আমাদের নিয়ে যখন আপনার পোষাচ্চেই না—তখন বেশতো,—আমরা চলে গিয়ে আমাদের ভাগ্য খুঁজে নেবো। কলোনির জন্যে আপনিও হয়তো আমাদের চেয়ে ভালো সদস্য পেয়ে যাবেন।"

ওর ধরনটা বরাবরই কতকটা অভিনেতার ঢঙ্‌-এর। এখন আবার অভি-মানের সুর ধরলে, নিঃসন্দেহে এই আশা নিয়েই যে, আমি বুঝি আমার নিষ্ঠুরতায় দারুণ লজ্জায় পড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিত্যাগিনকে থাক্‌তে দেবো

কলোনিতে।

কারাবানভের সঙ্গে চোখে-চোখে তাকিয়ে আর একবার জিগেস্ করলুম:

"সব্বাই একসঙ্গে জুটেছিলে, কী নিয়ে?"

সব ক'টা জবাবের বেলাতেই কারাবানভ্ মিত্যাগিনের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি হান্ছিল।

টেবিলের পেছন দিক থেকে দাঁড়িয়ে উঠে কারাবানভ্কে বল্লুম:

"তোমার কাছে রিভল্ভার রয়েচে?"

"না!"—দৃঢ়স্বরে বল্লে সে।

"পকেট উল্টে দ্যাখাও!"

"আপনি নিশ্চয় আমায় 'সার্চ্' করতে চান না, আন্তন সেমিওনোভিচ্!"

"পকেট উল্টে দ্যাখাও!"

"এই নিন না—দেখুন!"—হিস্টিরিয়া রুগীর মতন চেঁচিয়ে উঠ্লো কারাবানভ্, তার জ্যাকেটের সব কটা পকেট উল্টে দেখাতে দেখাতে,—মায় ট্রাউজারের পকেটদুটো সুদ্ধু। মেঝেয় ঝ'রে পড়্লো কুচো পশমের কিছু গুঁড়ো আর 'রাই'-এর রুটির ঝল্সানো অংশটার কড়্কড়ে দুচারটে টুক্রো।

মিত্যাগিনের কাছে এগিয়ে গেলুম।

"পকেট উল্টে দ্যাখাও!"

মিত্যাগিন ক্যাব্লার মতন পকেট খাব্লাতে লাগ্লো। বেরোলো একটা পয়সার থলি, এক থোলো চাবি, একটা 'সব্-খোল্' চাবি; ভ্যাব্লার মতন লাজুক হাসি হেসে সে বল্লে:

"এই তো—সব!"

চট্ করে তার ট্রাউজারের বেল্ট্-এর মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলুম একটা মাঝারি সাইজের 'ব্রাউনিং' রিভলভার। রিভলভারটার ক্লিপ্-এর মধ্যে তখনও তিন্টে তাজা কার্তুজ্।

"কার—এটা?"

"আমার রিভল্ভার,"—বল্লে কারাবানভ্।

"আমার কাছে মিছে কথা বল্লে কেন?—বললে, তোমার রিভলভার নেই? বেশ কথা! দূর হয়ে যে-চুলোয় খুসি চলে যাও কলোনি ছেড়ে—আর, যত শিগ্গির হয় সেটা! এখন, বেরোও,—বাইরে,—বুঝেচো?"

টেবিলে আবার গিয়ে বস্লুম, আর কারাবানভের জন্যেও একটা 'বহিষ্কার-পত্র' লিখে ফেল্লুম। চুপচাপ কাগজটা নিলে সে। তাচ্ছিল্যের নজরে আমার বাড়িয়ে-ধরা রুব্ল্ পাঁচটার দিকে তাকিয়ে বল্লে:

"ওটা না হলেও চল্‌বে! বিদায়!"

হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমার আঙুলগুলোয় একটা ব্যথা-ভরা মোচড় দিলে, কী যেন বল্‌তেও গেল, কিন্তু না বলেই হঠাৎ খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর দরজার বাইরের দিক্‌কার অন্ধকার বহির্বিশ্বের মাঝে মিলিয়ে গেল। মিত্যাগিন হাত-টাত বাড়ালে না, বিদায়-সম্ভাষণও জানালে না। ঝেঁটিয়ে চলার ভঙ্গিতে সে জামার ওল্‌টানো পকেট-গুলো নিজের দেহে পেঁচিয়ে নিয়ে হঠাৎ 'সট্' করে অপ্রতিভের মত 'অপসৃত' হয়ে গেল—কারাবানভের পেছু পেছু—একেবারে চোরের মতই নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে!

দরজার সাম্‌নের সিঁড়ির ওপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। একপাল ছেলে গাড়ি-বারান্দার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল। অপসৃয়মান মূর্তিদুটোর পিছু ধাওয়া করে 'লেশি' কিছুটা ছুটে গেল, কিন্তু বনের কিনার পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলো। আন্তন ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কী যেন বিড়্‌বিড়্ করছিলো। বেলুখিন হঠাৎ নিস্তব্ধতাটাকে 'খান্-খান্' করে ভেঙে দিলেঃ

"ঐ-ই ঠিক! সুবিচারই হোলো—মান্‌তে হবে!"

"হ'তে পারে ঠ্—ঠ্—ঠি—ক্," —তোৎলালে ভের্‌স্কেভ্, "ক্—ক্—কিন্তু আমি তবু দ্—দ্—দুঃখু চাপ্‌তে পার্‌চি না!"

"কার জন্যে?"—জিগেস্ করলুম।

"সেমিওন আর 'মিতাগা'র জন্যে। আপনার দুঃখু হচ্চে না?"

"আমার দুঃখু হচ্চে, তোমার জন্যে—কোল্‌কা!"

অফিসঘরে ঢুকে গেলুম; শুন্‌তে পেলুম বেলুখিন, ভেরস্কেভ্‌কে মন্তর পড়াচ্চেঃ

"তুই একটা মুখ্যু, বুঝিস্ না কিছুই!—অতো বই পড়েও তোর 'কিস্‌সু' হয় নি!"

দু—দুটো দিন কেটে গেল। গেল যারা—তাদের কোনোই খবর নেই। কারাবানভের জন্যে ততটা ভাবিনি—স্তেরোঝিভোইয়েতে তার বাপ রয়েচে। শহরে গিয়ে হপ্তাখানেক ঘোরাঘুরি কর্‌বে সে, তারপর সুড়্‌সুড়্ করে বাপের কাছেই গিয়ে হাজির হবে। আর মিত্যাগিনের অদৃষ্ট সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই রইলো না। বছরখানেক সে পথে পথে ঘুরবে 'বাউণ্ডুলে'র মতন, জেল খাট্‌বে বারকতক, তারপর কোনো সাংঘাতিক ফ্যাসাদে পড়্‌বে জড়িয়ে, অন্য আর একটা কোনো শহরে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে; তারপর বছর পাঁচ-ছয় বাদে একদিন, হয় নিজের দলের কারও হাতে ছুরি খেয়ে মরবে, আর

নয়তো,—বিচারের রায়-মতো গুলির মুখেই 'জান্‌টি' খোওয়াবে। তার সাম্‌নে আর কোনো পথ খোলা নেই। হয়ত বা সে কারাবানভ্‌কেও সঙ্গে টেনে নিয়েই ডুব্‌বে। একবার তা' ঘটেওছিল—মোটের ওপর, কারাবানভ্‌ও তো রিভলভার নিয়ে তার সঙ্গে ডাকাতি করে বেড়িয়েছিল!

দিন দুই পরে কলোনিতে কানাকানি চল্‌তে লাগ্‌লো।

"লোকে বল্‌চে 'সেমিওন' আর 'মিতাগা' বড়ো রাস্তায় রাহাজানি করে বেড়াচ্চে, লোকের ওপর। কাল রাতে ওরা জনকতক কসাইয়ের কাছ থেকে সব কেড়ে কুড়ে নিয়েচে; কসাইগুলোর বাড়ি রেশেতিলোভ্‌কায়।

"কে বল্‌লে?"

"ওই ওসিপভ্‌দের গয়লানিটা এসেছিলো, সে—ই বল্‌লে, 'সেমিওন আর মিত্যাগিন্‌!'"

ছেলেগুলো কোণে কোণে 'ফুস্‌ফুস্‌-গুজ্‌গুজ্‌' করে; কাছাকাছি কেউ এসে পড়্‌লে, চুপ্‌ করে যায়। বড় ছেলেগুলো সবাই ভুরু কুঁচ্‌কে মুখ 'ভার' করে ঘুরে বেড়ায়; পড়াশুনো, কি গল্প-গুজবের নাম নেই; দু'তিন জন করে এক এক জায়গায় জুটে, কেউ শুন্‌তে না পায়—এমনভাবে কী সব দু'চারটে কথা চালাচালি করে মাত্র। শিক্ষিকারা, ছেড়ে-চলে-যাওয়া ছেলেগুলোর নাম —আমার সাম্‌নে উচ্চারণ না করারই চেষ্টা করে। একবার, শুধু, লিডচ্‌কা বলেছিলোঃ

"যা—ই বলুন, ছেলেগুলোর জন্যে মনে কষ্টবোধ না করেও পারা যায় না।"

"এসো, আমরা একটা চুক্তি করি লিডচ্‌কা;"—বল্‌লুম,—"তুমি প্রাণভরে তাদের ওপর মায়া পোষণ করো গে, কিন্তু আমাকে ও' থেকে বাদ্‌ দিয়েই রেখো।"

"ও!—আচ্ছা বেশ, তাই!" অভিমানে উথ্‌লে উঠে বলে গেল লিডিয়া পেত্রোভ্‌না।

দিন পাঁচেক পরে আমি 'ক্যাব্রিওলে' চড়ে শহর থেকে ফিরচি। গ্রীষ্ম-কালের প্রচুর খাদ্য পেয়ে রাঙি এখন দিব্যি মোটাসোটা হয়ে উঠেচে; ফুর্তি-ভরা কদমে পা' ফেলে বাড়ি ফিরছিল সে। আমার পাশেই বসে আন্তন. মাথাটা তার বুকের কাছে ঝুঁকে পড়েচে; গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। জনহীন সেই পথটা আমাদের কাছে দস্তুর মতো অভ্যস্ত পথ তখন; পথের কোনও কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হবার যে কিছুই নেই, তাও আমাদের জানা।

হঠাৎ আন্তন বল্‌লেঃ

"দেখুন তো—আমাদের ওরা না? হুঁ! সেমিওন আর মিত্যাগিন না হয়েই যায় না!"

খালি পথটার সাম্‌নের দিকে বেশ খানিকটা দূরে আব্‌ছা দুটো মূর্তি যেন নজরে পড়্‌লো। ওরা যে মিত্যাগিন আর তার সঙ্গীই,—এতোটা নিশ্চিতভাবে তাদের চিনে উঠ্‌তে পারার সাধ্য শুধু আন্তনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব। রাঙি দ্রুত আমাদের নিয়ে চল্‌লো তাদের দিকে। আন্তন অস্বস্তির লক্ষণ প্রকাশ করে আমার 'হোল্‌স্টার'টার (বেল্ট্‌ কিম্বা 'জিন্‌'-এর সঙ্গে আঁটা পিস্তল-রাখা চামড়ার তৈরি খাপ) দিকে তাকাতে লাগ্‌লো।

"আপনি বরং আপনার পিস্তলটা পকেটেই ভরে নিন, চট্‌ করে বের করবার সুবিধে হবে।"

"কী,—বাজে বক্‌চিস্‌!"

"করুন তবে, যা' খুসি আপনার!"

আন্তন লাগাম টেনে ধরলে।

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা খু—ব ভালো হোলো।"—বল্‌লে সেমিওন—"জানেনই তো, ছাড়াছাড়িটা সে-সময়ে খুব খোলোসা-মনে হয়নি!"

মিত্যাগিন বরাবরের মতনই হৃদ্যভাবে হাস্‌লে।

"এখানে কর্‌চো কী?"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার আশায় ছিলুম। কলোনিতে যেতে বারণ করে দিয়েছিলেন বলে, যাইনি।"

" 'ওডেসা'য় গেলে না যে!"

"এখনও তো এখানেই চলে যাচ্ছে যা 'হোক করে। শীতকালে 'ওডেসা' যাবো।"

"কাজকর্ম কিচ্ছু করবে না?"

"দে—খি, অবস্থা কী রকম দাঁড়ায়,"—বল্‌লে মিত্যাগিন। "আপনার ওপব আমরা চটিনি, আন্তন সেমিওনোভিচ্‌! মোটেই ভাব্‌বেন না যে, চটেছি। সবারই তো নিজের নিজের পথ থাকে।"

সেমিওন সাফা খুসিতে যেন 'জ্বল্‌জ্বল্‌' করচে।

"তুমি কি মিত্যাগিনের সঙ্গেই থেকে যাবে?"—জিগেস্‌ করলুম তাকে।

"কী—জানি। চেষ্টা তো করচি ওকেও সঙ্গে নিয়েই আমার বুড়ো বাবার কাছে চলে যাবার। ও কিন্তু ক্রমাগতই 'বাগ্‌ড়া' দিচ্চে।"

"ওর বাবা-ও যে মুঝিক!"—মিত্যাগিন বল্‌লে—"মুঝিক্‌ আমি ঢের ঘেঁটেচি—আর না!"

কলোনিতে ঢোকার মোড়্‌টা অবধি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এলো ওরা।

"প্রসন্ন হয়েই আমাদের কথা মনে রাখবেন!"—ছাড়াছাড়ির আগে সেমিওন বল্‌লে,—"শেষবারের মতো একটা চুমো দিন!"

মিত্যাগিন হেসে উঠ্‌লো।

"তুই বড়ো 'নাটুকে মানুষ,' সেমিওন"—বল্‌লে সে,—"তু—ই জীবনে কিচ্ছুই করতে পারবি না।"

—"আর, তুই যেন কতোই পারবি!"—খোঁচা মারলে সেমিওন।

তাদের সম্মিলিত হাসিটা খেলে গেল বনের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ঢেউ তুলে তুলে। মাথার টুপিগুলো হাতে উঁচু করে ধরে লম্বা লম্বা দোলাতে লাগলো তারা। আবার ছাড়াছাড়ি হোলো।

২৩
বাছাই বীজ

শরতের শেষাশেষি কলোনিতে দারুণ দুঃখের দিন ঘনিয়ে এলো—আমাদের গোটা ইতিহাসের মধ্যে সবচেয়ে বিষণ্ণ দিনগুলি। কারাবানভ্ আর মিত্যাগিনের বহিষ্কার—একটা সবচেয়ে বেদনা-দায়ক কাজ। "সবচেয়ে ওস্তাদ" ছেলেদুটোই বিতাড়িত হোলো—যারাই নাকি কলোনিতে সবচেয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি উপভোগ করতো—এই ব্যাপারটায় বাকি ছেলেগুলোর যেন 'হাল' খানাই 'বানচাল' হয়ে গেল।

কারাবানভ্ আর মিত্যাগিন—দুজনেই ছিল অদ্ভুত-ভালো 'কাজের লোক'। কারাবানভ্ জান্‌তো কেমন করে নিজের সমস্ত প্রাণ-মন-ঢালা উৎসাহ নিয়ে কাজের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে হয়; কাজে সে আনন্দ পেতো, অন্যকেও তাই দিয়েই সে প্রভাবিত করতে—অনের মধ্যেও তার সেই আনন্দ-বোধের 'ছোঁওয়া' লাগিযে দিতে পারতো। তার হাত থেকে যেন উৎসাহ উদ্দীপনার 'ফুল্‌কি' ছুটে বেরোতো। অলস, ঢিলেঢালা, 'নিড়্‌বিড়ে' মানুষদের ওপর সহজে সে বড় 'তম্বিতাম্বা' করতো না; কিন্তু যখন করতো তখন 'উৎকট' রকমের 'কর্ম-ভীরু' লোককেও সে লজ্জার গঞ্জনা দিয়ে কাজে নাবিয়ে দিতে পারতো। এদিকে আবার, কাজের ক্ষেত্রে কারাবানভের আশ্চর্য উপযুক্ত রকমের জুটিদার ছিল—মিত্যাগিন। তার চালচলন ছিল খাঁটি চোরের মতনই মিঠে, হাল্‌কা ধাতের; কিন্তু যাতেই সে হাত দিতো, সেই কাজটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোতো—এমনিই ছিল তার 'হাত-যশ' আর মোলায়েম প্রকৃতি। আর, দুজনেই কলোনির জীবনচ্ছন্দে সাড়া দিতে জান্‌তো, দৈনন্দিন বিবিধ কাজের মধ্যে সামান্যতম উস্কানি পেলেই তাদের মধ্যে সোৎসাহ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হোতো।

তারা চলে যাওয়াতে সবই যেন বিস্বাদ নিরানন্দের বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। ভেরস্নেভ্ আরও বেশি করে তার বই-এর গাদার মধ্যে ডুব মারলে, বেলুখিনের

রগড় আর ঠাট্টা-তামাসার খোঁচাগুলো বড় বেশি তীব্র, বড় বেশি ধারালো হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, ভলোখভ্‌, প্রিখোদকো, আর ওসাদ্‌চির মতন ছেলেগুলো পর্যন্ত চোখে-পড়ার মতো গম্ভীর আর নম্র হয়ে উঠ্‌লো; বাচ্ছাগুলোরও যেন সবেতেই কেমন অরুচির ভাব, তাদেরও চাপল্য হোলো তিরোহিত—তাদের মুখ-টুখগুলো যেন ভাবলেশহীন গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো। মোট কথা, গোটা কলোনির সমগ্র তরুণ-সমাজটা হঠাৎ একদিনেই যেন বড়দের সমাজে পরিণত হোলো। সন্ধ্যেবেলা হাসিখুসির জটলা জমানোও মুস্কিল হয়ে উঠলো—সবারই দেখা যায়, তখনও হাতে কিছু না কিছু দরকারি কাজ রয়ে গেছে। একা জাদোরভ্‌ই যা' কেবল তার প্রফুল্লতার ভাবটা আর অমায়িক উদার সরল প্রাণ-খোলা হাসির কিছুটা বজায় রাখ্‌তে পেরেছিলো; কিন্তু তার সে জীবন্ত ভাবের অংশীদার ছিল না কেউ; তাই তাকে হাস্‌তে হোতো একা-একাই—হয় একটা বই হাতে নিয়ে, আর না হয়, যে-স্টিম্‌-এঞ্জিনের মডেলটা সে গত বসন্তকাল থেকে বানাতে আবম্ভ করেছিলো, সেইটা নিয়ে।

আমাদের খামারের ব্যাপারের কতকগুলো ব্যর্থতা আবার ও-ই সাধাবণ উদ্যমহীনতা, অবসাদ আর নৈরাশ্যটাকে আরও বাড়িয়ে তুল্‌লে। কৃষিবিদ্যার পুঁজি কালিনা আইভানোভিচের বিশেষ কিছুই ছিল না; কোন্‌ ফসলের পর কোন্‌ ফসল লাগাতে হয়, কেমন করে বীজ বুন্‌তে হয়—এসব ব্যাপারে তার ধারণা ছিল একান্তই জংলী গোছের। এদিকে আবার, জমিটা যখন আমরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নিয়েছিলুম, তখন তাতে একদিকে সারপদার্থের আর কিছুই বাকি ছিল না, অন্যদিকে আগাছার জঙ্গলে সেটা একেবারে ভর্‌তি ছিল। কাজেই গ্রীষ্মের সময় ছেলেরা অমন অতি-মানবিক রকমের পরিশ্রম করা সত্বেও আমাদের ফসল যা' উঠ্‌লো—তা দেখে কান্না পাবারই কথা। শীতের ফসলের জমিটুকুতে গম যা' ফল্‌লো, তার চেয়ে ঢের বেশি ফল্‌লো আগাছার ঝাড়; রবি ফসলের চেহারা হোলো একেবারে লক্ষ্মীছাড়ার মতন, আলু আর বীটের অবস্থা হোলো আরও শোচনীয়।

শিক্ষিকাদের মহলেও বিরাজ করতে লাগ্‌লো নিরুদ্যম একটা অবসাদ।

হয়তো এমনও হতে পারে যে, আমরা শুধুই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম—কলোনি খোলা অবধি কেউই তো ছুটিটুটি নিইনি একবারও। ক্লান্তির নালিশ কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেউই করেনি কোনোদিন। আমাদের কাজ যে মোটেই আশাজনক নয়, "এরকম ছেলেদের" ওপর সামাজিক-শিক্ষার প্রবর্তন করতে যাওয়ার চেষ্টাটা যে অসম্ভবেরই সাধনা—এসব চেষ্টার পেছনে প্রাণমন-ঢালা উৎসাহ-উদ্দীপনা ব্যয় করা যে নিষ্ফল একটা বাজে খরচ ছাড়া আর

কিছুই নয়—এই ধরনের সেই পুরোনো কথা—সে-ই পুরোনো 'থিওরি'ই আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

আইভান আইভানোভিচ্‌ বলে, "এ-সবই ছেড়েছুড়ে দিতে হবে শেষ পর্যন্ত! দেখুন না, কারাবানভ্‌—যাকে নিয়ে আমাদের সকলের অতো গর্ব ছিল—তাকে কিনা শেষ পর্যন্ত তাড়িয়ে দিতে হোলো! আপনার ওই ভলোখভ্‌, ভের্‌ক্ষেভ্‌, ওসাদ্‌চি, তারানেৎস্‌ আর বাকি সব-কটার ওপরও বিশেষ আশা-ভরসা রেখে যে লাভ তেমন কিছু হবে, তাও না। শুধু একা বেলুখিনের জন্যে একটা কলোনি চালিয়ে লাভ আছে কিছু?"

আমাদের আশাবাদী মনোভাবেব কাছে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্‌না পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততাটুকু রক্ষা করতে পাবলে না। অথচ ঐ আশাবাদী মনোভাবের জন্যেই এক সময় সে আমার প্রধান সহকারী আর বন্ধু হয়ে উঠেছিল। গভীর চিন্তায় তারও কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিলে, আর, যে সব ভাবনা তার মাথায় খেল্‌তে লাগ্‌লো—তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অপ্রত্যাশিত।

"শুনুন!"—সে বল্‌লে—"ধরুন, এমন যদি হয় যে, আমরা এক মহা ভুল পথে চলেছি! ধরুন, হয়তো সমাজ বা সমাজ-বোধ কিছুই গড়ে ওঠেনি এখানে, অথচ আমরা সেই সমাজ আর সমাজ-বোধের কথাই কেবল কয়ে চলেছি! শুধু নিজেদের স্বপ্নের সমাজ-বোধ নিয়েই নিজেদের সম্মোহিত করে চলেছি!"

"এক মিনিট সবুর করো!"—তার কথার স্রোতকে রুখে দিয়ে আমি বলি —"সমাজ-টমাজ নেই বল্‌তে কী বোঝাতে চাও তুমি? এই কলোনিতে যে ষাটজন সদস্য রয়েচে, তাদের কাজ, তাদের জীবন, তাদের বন্ধুত্ব—এগুলো?"

"এ-সব কী জানেন? এ একটা খেলা, একটা খুব মজাদার, হয়তো বা নতুন ধরনের এক খেলা। আমরা এর মোহেব স্রোতে ভেসে গেছি, আর ছেলেরা ভেসেচে আমাদের উৎসাহের স্রোতে; কিন্তু সবই আসলে ক্ষণিকের, —অস্থায়ী। এখন মনে হচ্চে আমরা খেলাটায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, সবার এখন বিতৃষ্ণা এসে গেছে এতে, শিগ্‌গিরই একেবারে সবই ছেড়েছুড়ে দেবে সবাই; তারপর সবই আবার হয়ে দাঁড়াবে সে—ই সাধারণ, প্রেরণাবিহীন, শুধু বালকাশ্রম।"

"তবে, একটা খেলায় ক্লান্তি এসে গেলে, অন্য খেলাও আবার তেমনি ধরা তো যায়!"—আমাদের প্রফুল্ল, উৎসাহিত—করে তোলার চেষ্টায় বল্‌লে লিডিয়া পেত্রোভ্‌না।

বিষণ্ণ হাসি হাসলুম আমরা, কিন্তু হার মানার,—হাল ছেড়ে দেবার, বিন্দু-

মাত্র ইচ্ছা বা আগ্রহ আমার ছিল না।

"যেটা তোমাকে পেয়ে বসেচে একাতেরিনা গ্রিগোরিয়েভ্না, ওটা হচ্চে শুধু সেই অভ্যস্ত, গতানুগতিক মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধি-নির্ভরতা,"—বল্লুম আমি তাকে,—"ও হচ্চে সেই গতানুগতিক নাকি-কান্নার প্যান্প্যানানি। তোমার বর্তমান মন-মেজাজ আর খেয়ালটা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত এখন করে লাভ নেই—ও-রকম ঝোঁক এক-এক সময় যেমন আসে, তেমনি আবার চলেও যায়। তুমি খুব তীব্র ইচ্ছার সঙ্গে চেয়েছিলে—মিত্যাগিনকে, কারাবানভ্কে আমরা যেন জয় করে ফেল্তে পারি! 'নিখুঁত করেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করি, বা সম্পন্ন হোক'—এমনি ধরনের অবাস্তব স্বপ্নের তীব্রতা, এলোমেলো খেয়াল-খুসি, অতি-তীব্র উন্মত্ত আগ্রহ,—এসবেরই শেষ পরিণতি জেনো—ও-ই কাঁদুনি গাওয়া, আর, হতাশায় ভেঙে পড়া।"

নিজের মধ্যেও সম্ভবতঃ ওই একই মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধি-নির্ভরতাকেই চেপে রেখে আমি ওই রকম বক্তৃতাটা চালালুম। আমিও মধ্যে মধ্যে একই চিন্তা-ধারাকে লালন করতুম; মনে হোতো, এর চেয়ে সবকিছুকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই ভালো; কলোনির পক্ষে বরাবরই যেসব আত্মোৎসর্গের দরকার দেখা যাচ্ছে—অতোটা করবার মতন দরের মানুষ বেলুখিনও নয়, জাদোরভ্ও নয়। মাথায় এমন চিন্তাও আস্তো যে, আমরা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ রিক্ত হ'য়ে গেছি; কাজেই সাফল্য লাভ অসম্ভব।

কিন্তু নীরব, ধৈর্যপূর্ণ প্রচেষ্টার পুরোনো অভ্যাসটা আমাকে ত্যাগ ক'রে যায় নি। কলোনি-সদস্যদের আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সকলেরই সামনে উৎসাহ-শীল আর আস্থাবান থাকতেই আমি চেষ্টা করতুম, স্তিমিত-প্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদেব নিয়ে উঠে পড়ে লাগতুম, তাদেব বোঝাতে চেষ্টা করতুম যে, আমাদের অসুবিধে, কষ্ট-টষ্ট যা' কিছু, তা' সবই শুধু সাময়িক, সবই পরে আমরা দিব্যি ভুলে যাবো। আর, ওই দুঃসময়টাতে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অসাধারণ যে সহ্যশক্তি আর নিয়মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন. তাকেও আমি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

বরাবরের মতোই তখনও তাঁরা সময়নিষ্ঠ ছিলেন, প্রতিটি মিনিটেরই মর্যাদাটাকে রক্ষা ক'রে একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়, কলোনির মধ্যে কোনও রকম বেসুরো আওয়াজের সূচনামাত্রেরই সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সদাজাগ্রত এবং সদাসতর্ক; আমাদের বরাবরের অপূর্ব ঐতিহ্য অনুসারেই তাঁরা ডিউটি ক'রে যেতেন তখনও—সেই তেমনিভাবে তাঁদের সেই বিচক্ষণতা সহকারে রক্ষিত পারিপাট্যযুক্ত সর্বাপেক্ষা ভালো পোশাকগুলি প'রেই। হাসি, আনন্দ—এসব

না থাকলেও কলোনির কর্মচক্রখানি কিন্তু ঠিকই আবর্তিত হ'তে হ'তে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো—আগেকার সেই অবিচ্ছিন্ন সুষম ছন্দেই—উত্তম তত্ত্বাবধানে, উত্তম কার্যকরী অবস্থায় সুরক্ষিত একটি যন্ত্রের মতোই। আরও লক্ষ্য করলুম যে, ওই দু'জন সদস্যের ওপর আমার বিহিত সেই শাস্তির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট সুফলও প্রসব করেছে—গ্রামের ওপর হাম্‌লা করাটা একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেছে, ভাঁড়ার আর তরমুজ ক্ষেতে অভিযানগুলো শুধু সুদূর অতীতেরই ঘটনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন। আমার 'জিম্মি'দের স্ফূর্তিহীনতাটা আমি যেন লক্ষ্যই করিনি—এই রকম একটা ভান করেই চলেছিলুম আমি। এমন ভাব-ভঙ্গি ধারণ করলুম, যেন গ্রামবাসীদের সম্পর্কে অবলম্বিত নতুন নিয়মানু-বর্তিতাটা খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার;—যেন, সব কিছুই ঘ'টে চ'লেচে ঠিক আগেকারই মতন, আর সেই আগেকার রীতিতেই সবকিছু এগিয়েও চ'লেচে উন্নতিরই পথ ধ'রে।

এমন কি, কতকগুলো নতুন প্রচেষ্টারও উদ্ভব হোলো। নতুন কলোনিতে আরামী-গাছেদের সযত্ন-পালনের উদ্দেশ্যে ছায়া-সুনিবিড় একটা সুরক্ষিত গাছ-ঘর (হট-হাউস) তৈরির কাজ আমরা আরম্ভ ক'রে দিলুম; ত্রেপ্‌কে-সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষকে অপসারিত ক'রে রাস্তাটাস্তা তৈরি করা, উঠোনকে আর চত্বরকে সমতল ক'রে তোলা—এসব আরম্ভ হোলো। দরকার মতো বেড়া লাগানো, তোরণ তৈরি—এসবও হ'তে লাগ্‌লো; কলোমাক নদীটা যেখানে সবচেয়ে কম চওড়া, ঠিক সেই জায়গাতে একটা পুল (সেতু) বানাবার কাজও বেশ এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। কলোনিতে ব্যবহার করবার প্রয়োজনে কলোনির কামারশালায় লোহার সব খাটিয়াও তৈরি হ'তে লাগ্‌লো; আমাদের ক্ষেত-খামারের জন্যে দরকারী সব যন্ত্রপাতির মেরামতি কাজও চল্‌তে লাগ্‌লো। আর, নতুন কলোনির বাড়িগুলোর চরম রকমের মেরামতির কাজও চল্‌তে লাগ্‌লো একেবারে প্রাণপণ পুরোদমে। আমি যেন একেবারে নির্মম অকরুণ-ভাবে কাজের পর কাজের মাত্রাকে বাড়িয়েই দিয়ে চল্‌লুম—এতে ক'রে আমাদের সংগঠিত সমাজের গোটা কাঠামোর পক্ষেই আগেকার সেই নিখুঁত এবং যথা-যথ কর্মনৈপুণ্যের সামগ্রিক উৎসাহেরই প্রয়োজন হ'য়ে পড়্‌লো। আমি নিজেই জানি না যে, অত গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমি নিজে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলুম কেন—নিশ্চয়ই নিজের অজ্ঞাত মনের কোণে লুকানো শিক্ষকতার সংস্কারের বশেই।

কিছুকাল আগে থেকেই আমি কলোনিতে জিম্‌ন্যাস্টিক আর সামরিক ড্রিল-এর প্রবর্তন করেছিলুম। আমি নিজে কখনও জিম্‌ন্যাস্টিক-বিশেষজ্ঞ

ছিলুম না। আবার এ বিষয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগ করবার মতন অর্থ-বলও আমাদের ছিল না। আমার বিদ্যে ছিল শুধু—কিছু সামরিক ড্রিল আর সামরিক জিম্‌ন্যাস্টিক—আর, একটা জঙ্গী 'কম্প্যানি'তে সামরিক কায়দাব যা কিছু জানবার থাকে, সেইটুকুই মাত্র। আগে থেকে বিন্দুমাত্র কিছু না ভেবেচিন্তেই, এবং শিক্ষকতার দিক থেকে কোনো রকম বিবেকের তাড়না ব্যতিরকেই আমি ছেলেদের জন্যে এই সব বিভিন্ন দরকারী শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলুম।

ছেলেরা নিজেরাও এসব শিক্ষাকে খুসি হ'য়েই গ্রহণ করেছিল, রোজই কাজের শেষে কলোনির সকলেই আমাদের ড্রিল-এর মাঠে এসে দু'এক ঘণ্টা ক'রে এই সব অভ্যেস করতো—ড্রিল-গ্রাউন্ডটা ছিল বেশ প্রশস্ত চৌকো একটা চত্বর। তাবপর যেমন-যেমন আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগ্‌লো, আমাদের কাজের ক্ষেত্রও তেমনি-তেমনি বেড়ে চল্‌লো। শীতকাল নাগাদ আমাদেব জঙ্গীদলের শ্রেণী, আমাদের চাষী-গাঁগুলোর সর্বত্র নানা বিচিত্র চিত্তাকর্ষক কায়দায় কুচকাওয়াজ দেখিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। একটা ক'রে লক্ষ্যস্থল ঠিক ক'রে নিয়ে, আমরা নিপুণ নয়নাভিরাম কায়দায় আক্রমণ চালানোর খেলা দেখাতে শুরু করলুম—সে-লক্ষ্যস্থল হয়তো বা একটা কুড়ে, নয়তো, কোনও মালখানা। একেবারে সঙ্গীন খাড়া ক'রে সেই আক্রমণ-মহড়াব বহর দেখে সেইসব লক্ষ্য-স্থলের পুরুষ বা স্ত্রী মালিকদের ভয়েই চোখ ঠিক্‌রে পড়বার যোগাড়। আমাদের সেই রণ-কোলাহল শুনে তুষারশুভ্র দেওয়ালের ওপারে গ্রামবাসীরা তাদের ভাঁড়াব আর চালা-টালাগুলো চট্‌পট্‌ চাবিবন্ধ ক'রে যে-যার উঠোনে এসে জমা হ'তো, নযতো বা নিজেদেব দোবের গায়ে লেপ্‌টে দাঁড়িয়ে চোখ ছানা-বড়া ক'রে আমাদের ছেলেদের সুশৃঙ্খল সারিবন্দী সামরিক কুচ্‌-কাওয়াজের শোভাযাত্রা দেখ্‌তো।

ছেলেদের কাছে এর সবকিছুই ছিল খুব আমোদের ব্যাপার। তারপর, শিগ্‌গিরই আমরা রাইফেলও পেয়ে গেলুম; কেননা, 'সাধারণ সামরিক শিক্ষা বিভাগ' আমাদের ঐ সব কায়দা-কানুন আর কাণ্ডকারখানার তৎপরতা দেখে খুসি হ'য়ে আমাদেরকে তাদেরই দলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিলে।—আমাদের অতীত কলঙ্কের ইতিহাসকে তারা সুকৌশলে উপেক্ষা ক'রেই এটা ক'রে নিলে।

শিক্ষা দেওয়ার সময়ে আমি ঠিক সত্যিকারের কম্যান্ডারের (সামরিক অধিনাযকের) মতনই কঠোরভাবে কাজ আদায় ক'রে নিতুম; ছেলেদেরও সেটা সম্পূর্ণ মনোমতই ছিল। এইভাবে নতুন এক খেলার ভিত্তি-পত্তন হোলো।

পরে, সেই খেলাই আমাদের জীবনের বিশেষ কাজগুলির একটা অংগ হ'য়েও উঠেছিলো।

প্রথম, যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করলুম, সেটা ছিল সামরিক ধরন ধারণ অবলম্বনের একটা সুপ্রভাব। কলোনির সদস্যদের বাইরেকার চেহারাটা একেবারে বদ্‌লে গেল—তাদের গড়ন হ'য়ে উঠ্‌লো ছিপ্‌ছিপে, সাবলীল; তারা এখন আর টেবিলে, দেওয়ালে—এলিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় না, বেশ সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে স্বাধীনভাবেই খাড়া দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে,—কোন রকম খুঁটি-ঠেক্‌নোর ঠেস্‌-ঠোস্‌-এর তাদের আর দরকারই হয় না। এখন পুরোনো দলের সংগে নবাগত ছেলেদের তফাৎটা এক নজরেই চোখে ঠেকে। ছেলেদের চলন এখন অনেক দৃঢ় লঘু আর ক্ষিপ্র হ'য়ে উঠেচে; দিনরাত পকেটে হাত ভ'রে রাখার অভ্যেসটাও তাদের গেছে।

সামরিক 'ঢঙ্‌-ঢাঙ্‌'-এর ব্যাপারে উৎসাহের বশে ছেলেরা নিজস্ব অনেক আবিষ্কারও জুড়ে দিয়েছিলো আমাদের ঐ 'কাজ-বা-খেলা'র কার্যক্রমের মধ্যে। স্থল-সেনা আর নৌবাহিনীর জীবনের প্রতি ছেলেদের একটা যে বাল-সুলভ স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকেই, সেইটাকেই তারা এখানে প্রাণভ'রে কাজে লাগিয়ে নিয়েছিলো। ঠিক এই সময়টাতেই কলোনিতে নিয়ম জারি করা হয় যেঃ প্রত্যেকটি প্রদত্ত আদেশকে যে আন্তরিক স্বীকৃতির সংগে মেনে নেওয়া হোলো —তারই 'পরিচয় প্রকাশ' হিসেবে প্রত্যেকটি আদেশ পাওয়ামাত্র সবাইকে কায়দা-মাফিক 'পাইওনীয়র স্যালুট্‌'--দিয়ে সংগে সংগে বল্‌তে হবে, "ঠিক্‌ আছে!" আবার এই-সময়টাতেই কলোনিতে তূর্যধ্বনিরও (বিউগ্‌ল্‌-এর ভেরী নিনাদ) প্রবর্তন করা হোলো।

এতকাল আমাদের সংকেত-জ্ঞাপনের ব্যবস্থা ছিলো, আগেকার কলোনি-কর্তারা যে ঘণ্টা বাজানোর প্রথা মেনে চল্‌তেন, সেই ঘণ্টাটাকেই বাজিয়ে বাজিয়ে। এখন আমরা দুটো 'বিউগ্‌ল্‌' কিনলুম; আর, কয়েকটা ছেলে রোজ শহরে যেতে লাগ্‌লো ব্যান্ডমাস্টারের কাছ থেকে খাঁটি কায়দায় ঠিক সুরে বিউগ্‌ল্‌ বাজানো শিখে অভ্যেস্‌ ক'রে আস্‌বার জন্যে। কলোনি-জীবনের বিভিন্ন রকমের নানা অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী কখন কি করা দরকার, তা' সবই কাগজে লেখা শুরু হোয়ে গেল; আর, শীতকাল নাগাদ ঘণ্টা বাজানোর প্রথা একেবারেই ছেড়ে দেওয়া গেল। আজকাল সকাল হ'লেই বিউগ্‌ল্‌-বাদক সোজা উঠে এসে দাঁড়ায় আমার বারান্দায়, আর সেইখান থেকে কলোনির সর্বত্র বিউগ্‌লের সংগীতময় 'ভরাটি'-আওয়াজে প্রচার ক'রে দেয় দৈনন্দিন কাজশুরুর সংকেতধ্বনি!

দিনান্তের নিস্তব্ধ পরিবেশে বিউগ্‌লের ঐ ধ্বনি যখন সারা কলোনিকে ছাপিয়ে, লেক ডিঙিয়ে, দূর-দূরান্তের গ্রামবাসীদের কুটিরের চালাগুলোর ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যায়, তখন সেটা আবার বিশেষ রোমাঞ্চকর লাগে। শোবার ঘরের খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে তখন আবার কেউ তার ছেলেমানুষি কচি-গলায় সেই সুরটার প্রতিধ্বনি তোলে, কেউবা ছুটে গিয়ে পিয়ানোয় ব'সে সেই সুরটাকেই ফের পিয়ানোয় ভাঁজে।

আমাদের মাথায় সামরিক কায়দার পাগ্‌লামির ঝোঁক চাড়া দিয়েচে—এই খবরটা জনশিক্ষা দপ্তরে পেঁছোবার পর বহুদিন ধরে সেখানে আমাদের ডাক-নাম চালু ছিল "ব্যারাক্‌-বাড়ি।" কিন্তু দুঃখ করবার মতো এত বেশি মাল-মশলা তখন আমার হাতে জমে ছিল যে আরও একটা 'আল্‌পিনের খোঁচা' নিয়ে মাথা ঘামাবার উৎসাহ তখন আর আমার ছিল না; আর, তার উপযুক্ত সময়েরও আমার অভাব ছিল।

অগাস্ট্‌ মাসে পশু-প্রজনন প্রতিষ্ঠান থেকে দুটো শুয়ারের বাচ্ছা নিযে এলুম কলোনিতে। সেগুলো ছিল খাঁটি 'ইংলিশ' জাতের, আর তাই সারা-পথই সেই বাধ্যতামূলক 'কলোনি-বাসের' বিরুদ্ধে তাদের সে কী আপত্তি-ঘোষণা! বার বারই তারা গাড়ির পাটাতনের একটা গর্ত দিয়ে গ'লে গ'লে রাস্তায় নেবে পড়ে! অবশেষে আন্তনকে ক্ষেপে যেতে দেখে তারাও রাগে যেন হিস্টিরিয়া রুগীর মতন করতে লাগ্‌লো।

"আপনার যেন এমনিতেই ঝঞ্ঝাটের কিছু 'খাম্‌তি' ছিল, তাই আবার শোরের ছানা আন্‌তে গেছেন!"

বিলিতি শুয়োর-ছানা দুটোকে নতুন কলোনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। সেখানে ছোটো ছেলের দলের মধ্যে, প্রয়োজনের চেয়েও ঢের বেশি আগ্রহী প্রাণী ছিল এ দুটোকে তদারক করবার জন্যে। সে সময়ে নতুন কলোনিতে কুড়িজনেরও বেশি ছেলে থাক্‌তো; আর থাকতেন তাদের সঙ্গে একজন শিক্ষক—তাঁর নাম রোদিমচিক; সে মানুষটি তেমন কেউ-কেটা বিশেষ নন। ওখানকার ইমারতগুলোর মধ্যে যে বড়ো বাড়িটার আমরা নাম দিয়েছিলুম—'সেক্‌সন—এ'—সেটার তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছ্‌লো, আর সেটাতে কটা ক্লাসরুম আর কারখানা বসানো হবে বলেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল। তবে তখনকার মতো ঐ ছেলেগুলোই সেখানে থাক্‌ছিল। ওটা ছাড়া অন্য দু'একটা লাগোয়া ইমারতের দালান-টালানের মেরামতি কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছ্‌লো। তবে এম্পায়ার ম্যানসনের ধরনের যে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটাতেই শোবার ঘরের ব্যবস্থা করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল সেটাতে তখনো

করবার প্রচুর কাজ বাকি রয়ে গেছ্‌লো। চালা, আস্তাবল আর গোলাবাড়ি-গুলোতে নতুন নতুন তক্তা পেরেক-মেরে এ'টে দেওয়া চল্‌ছিল রোজই; তাছাড়া চল্‌ছিল চূণবালি ধরানো, দরজা-আঁটা—এসবও।

আমাদের ক্ষেত-খামারের কাজেও নতুন শক্তির আমদানি করা হোলো। একজন কৃষিবিৎ-কে আনানো হোলো, আর, 'এডুয়ার্ড্‌ নিকোলায়েভিচ্‌ শেরে' —আমাদের ক্ষেতগুলোয় লম্বা লম্বা পা ফেলে চলাফেরা শুরু করে দিলে—এমন একটি জীবকে আমাদের ওখানকার বাসিন্দারা কেউ এর আগে আর দেখেনি।

শেরের ধরনধারণ কালিনা আইভানোভিচ্‌-এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ-লোকটা তার মতন চট্‌ করে রেগে যেতে কিম্বা উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌তে অভ্যস্ত নয়। এর মেজাজটি দিব্যি সাম্য বজায় রেখে চলে সব সময়; আবার লোকটা একটু কৌতুকপ্রিয়ও বটে। সে তুই-টুই বলে না কলোনির কাউকেই—এমন কি গালাতেংকোকে পর্যন্ত সৌজন্যসূচক তুমি সম্বোধনই করে; গলা তার কখনো চড়ে ওঠে না; তেমনিই আবার কারো সংগে হৃদ্যতার মাখামাখিও সে করে না বড়ো। ছেলেরা অবাক হয়ে গেল, যখন—প্রিখোদ্‌কো অত্যন্ত খর-গলায় গররাজি হয়ে বল্‌লে, .."চোরকাঁটার ঝোপ্‌!—চোরকাঁটার ঝোপে আমি কাজ করতে চাই না"—তখনও শেরের প্রফুল্ল মুখে শুধু একটু হৃদ্য বিস্ময়েব আমেজ ছাড়া আর কোনো ভংগি বা আর কোনো রকম ব্যতিক্রমের লেশমাত্রও দেখা গেল না। সে শুধু বল্‌লেঃ

"ও, তুমি চাও না? তা' তোমার নামটা বলো, যাতে ভুলে আবার তোমায় কোনো কাজ না দিয়ে ফেলি!"

"আমাকে যেখানে খুসি কাজ দিন, যাবো, কেবল ও চোরকাঁটার ঝোপ্‌টা বাদে।"

"সে থাক্‌গে, তোমাকে বাদ দিয়েও চালিয়ে নেবো—জানো—তুমি বরং অন্য কোথাও কাজ দেখে নিও।"

"কেন?"

"দয়া করে তোমার নামটি বলে দাও, ফাল্‌তু কথা বলার আমার সময় নেই।"

প্রিখোদ্‌কোর জলদস্যু-সুলভ 'বাহার'টা মুহূর্তে অদৃশ্য হোলো। সে ধিক্কারসূচক ভংগিতে কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে চোরকাঁটার ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল, যেটাকে সে একমুহূর্ত আগেও তার পেশার অতখানি দারুণ পরিপন্থী বলে মনে করেছিল।

তুলনার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শেরের বয়েসটা কমই, কিন্তু তা' হলে কী হয়, সে তার অভঙ্গুর অনমনীয় আত্ম-বিশ্বাস আর অতিমানবিক কর্মশক্তির ভেল্‌কি দেখিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে 'তাজ্জব' বানিয়ে দিয়েছিল। কলোনির সদস্যদের মনে হোতো, এ-লোক বোধ হয় ঘুমোয় না পর্যন্ত। ভোরে কলোনির সবাই যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠ্‌তো, তার অনেক আগেই শুরু হয়ে যেতো এডুয়ার্ড্‌ নিকোলায়েভিচের বিসদৃশ রকমের দীর্ঘ পা'দুটোর ক্ষেত-পরিক্রমণ। শুতে যাবার সময় ঘোষণা করে যখন বিউগ্‌ল্‌ বাজ্‌তো, শেরে তখনও হয়ত শুয়ারের খোঁয়াড়ে দাঁড়িয়ে ছুতোরমিস্ত্রির সঙ্গে কাজের কথা কইচে! দিনের বেলায় তাকে, বল্‌তে গেলে, প্রায় একই সময়ে আস্তাবলে, ছায়াঢাকা গাছ-ঘরে, শহরে যাবার পথের মাঝে এবং ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে, 'সার' দেবার নির্দেশ দিতে দেখা যেতো; অন্ততঃ দেখেশুনে সবার মনে হোতো যে, এই সব-কটা কাজই যেন সে একসঙ্গেই করে চলেচে—তার অসাধারণ পা'দুটো এতই ক্ষিপ্রবেগে তাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পেঁাছে দিতো।

শেরে এসে পেঁাছবার পর দ্বিতীয় দিনেই আস্তাবলে আন্তনের সঙ্গে তার একটা ঝগড়া হয়ে গেল। এডুয়ার্ড নিকোলায়েভিচ্‌ যে-রকম ব্যবস্থার নির্দেশ দিতে কৃতসংকল্প, ঘোড়ার মতন একটা সচেতন রঙ্‌দার প্রাণী সম্পর্কে কেউ যে কি করে সে-রকম নিখুঁত গাণিতিক মনোভাব-নিয়ে-তৈরি নির্দেশ দিতে পারে, তা' বুঝ্‌তে কিম্বা হজম করে নিতে আন্তন একদম অপারগ।

"ওর মাথায় কী ঢুকেচে? ওজন? ঘোড়াকে শুক্‌নো ঘাস আবার ওজন করে খেতে দিতে হয়, এমন কথা কেউ শুনেছে জন্মে? বলে কিনা, এই হোলো ঘোড়ার খাবার (রেশন) হিসেব—এর বেশিও দেওয়া চল্‌বে না, এর কমও দেওয়া চল্‌বে না! আর কী ইডিয়টের মতন রেশন বানাবার 'ছব্বা' একেবারে—স—ব জিনিস মেশাও একটু একটু করে! আর, ঘোড়াগুলো যদি মরে যায়, তো আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে। আর, ও বলে কিনা, আমাদের চল্‌তে হবে—প্রতিটি ঘণ্টা হিসেব করে। আবার কী এক নোট-বই বার করেচে মাথা খাটিয়ে—তাতে সব লিখে-লিখে রাখো ক'ঘণ্টা ধরে, কী কী কাজ-টাজ করেচো।"

আন্তন যখন তার অভ্যেস-মতন চেল্লাচিল্লি জুড়ে দিলে যে, বাজ-বাহাদুরকে সে নিয়ে যেতে দেবে না, কেন না, পরশু বাজ-বাহাদুরকে কী না কী —একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ করতে হবে—তখন, শেরে তাতে একটুও দম্‌লো না। এডুয়ার্ড্‌ নিকোলোয়েভিচ্‌ নিজেই আস্তাবলে ঢুকে গেল,

ব্রাৎচেঙ্কোর দিকে একবারও না তাকিয়ে বাজ-বাহাদুরকে বার করে আন্‌লে, এনে সাজ পরালে।—এ-রকম অপমানে ব্রাৎচেঙ্কো তো একেবারে পাথর! আন্তন রেগে মুখ গোমড়া করে হাতের চাবুকটা আস্তাবলের ভেতোরের একটা কোণের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে যখন সে আস্তাবলের ভেতর তাকালে তখন দেখ্‌লে 'অর্‌লভ্' আর 'বাব্‌লিক্' সেখানে খুব মাতব্বরি করচে। আন্তন দারুণ ক্ষোভে মর্মাহত হয়ে বেরিয়ে চল্‌লো আমার কাছে, তার চাকরিতে ইস্তফা দিতে। শেরে কিন্তু চত্বরটার মাঝ-বরাবর ছুটে এসে তাকে ধর্‌লে। শেরের হাতে একখানা কাগজ। সর্দার-সহিসের অভিমানভরা মুখখানার ওপর এমন করে সে ঝুঁক্‌লো, যেন কিছুই হয় নি।

"শোনো, তোমার নাম ব্রাৎচেঙ্কো না? এই নাও তোমার সারা সপ্তাহের ফর্দ। দেখে নাও গে সব ঠিক ঠিক এতে লিখে রাখা হয়েচে; কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট দিনটাতে কোন্ কোন্ ঘোড়া কোন্ কোন্ কাজ করবে, কোনটাকে কখন বাইরে নিয়ে যেতে হবে—সব। কোন্‌ঘোড়াটা কখন খাট্‌বে কোন্‌টা কখন জিরোবে তাও লেখা আছে। তোমার সঙ্গীদের সঙ্গে বসে এটা ভালো করে দেখে নাও গে। তারপর কাল এসে আমায় বল্‌বে, কোথায় কোন্‌খানে কি রদবদল করা দরকার।

বিস্মিত ব্রাৎচেঙ্কো কাগজখানা হাতে নিয়ে আস্তাবলে ফিরে গেল।

পরের দিনে কেউ এলে দেখ্‌তে পেতো আন্তনের কোঁকড়া-চুলো মাথাটা আর 'শেরে'র ক্ষুর দিয়ে কামানো গম্বুজের মতো উঁচু মাথা—দুটো মাথাই একসঙ্গে প্রায় ঠেকাঠেকি হয়ে আমার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ভয়ানক দরকারী কাজে ব্যস্ত হয়ে রয়েচে। আমি ছক-আঁকবার টেবিলটাতে কাজ করছিলুম, কিন্তু মাঝে মাঝে কেবলই কাজ থামিয়ে তাদের কথাবার্তাতেও কান দিচ্ছিলুম।

"তুমি ঠিক বলেচো। সে-ই ভালো, রাঙি আর ডেকো বুধবারগুলোতে লাঙল টান্‌তে পারে।"

"ল্যাডি বীটের মূল খেতে পারে না, ওর দাঁত..."

"ও, তাতে আর হয়েচে কী, আর একটু বেশি কুঁচিয়ে দিলেই তো হোলো; দ্যাখোই না দিয়ে।"

"আর ধরুন, অন্য কেউ যদি শহরে যেতে চায়?"

"হেঁটে যাক্! নয়তো গাঁ থেকে ঘোড়া ভাড়া করে নিক্! আমাদের তা দ্যাখবার দরকার কি?"

"ও হো—!" বল্‌লে আন্তন,—"সে—ই ঠিক্‌!"

এটা মান্‌তেই হবে যে, দৈনিক একটা করে ঘোড়া দিয়ে আমাদের পরিবহনের দাবির বিশেষ কিছুই মেটবার কথা নয়। কিন্তু কালিনা আইভানোভিচ্‌ কিছুতে শেরের সঙ্গে এ'টে উঠ্‌তে পারলে না। শেরে তার অনুপ্রাণিত অর্থনৈতিক যুক্তিকে অবিচল 'ঠান্ডা-যুক্তি' দিয়ে কেটে ছে'টে সংক্ষিপ্ত করে দিলেঃ

"আপনার মাল-বওয়া-বওয়ির প্রয়োজন সম্পর্কে আমার কিছু করবার উপায় নেই। আপনার হাট-বাজার করা মাল আপনি যাতে করে খুসি বয়ে আনুন গে, নয়তো ঘোড়া কিনে নিন্‌গে একটা। আমাকে ষাট দেস্যাতিন জমি সাম্‌লাতে হবে। কাজেই ওকথা ফের না তুল্‌লেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবো।"

কালিনা আইভানোভিচ্‌ দড়াম্‌ করে টেবিলে কিল মেরে বল্‌লেঃ

"আমার ঘোড়া দরকার হলে আমি নিজে তাকে সাজ পরিয়ে নেবো!"

অগ্নিশর্মা কালিনা আইভানোভিচের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করেই 'শেরে' তার নোটবুকে কী যেন লিখে নিলে। ঘণ্টাখানেক বাদে, অফিস্‌ থেকে যাবার সময় সে আমায় সাবধান করে বলে গেলঃ

"আমার মত না নিয়ে ঘোড়াদের কাজের হিসেবের মধ্যে যদি কোথাও কিছু এদিক-ওদিক করা হয় তাহলে আমি তখনি কলোনি ছেড়ে চলে যাবো।"

আমি চট্‌ করে কালিনা আইভানোভিচ্‌কে ডাকিয়ে বললুমঃ

"ওকে আর ঘাঁটিও না! ওর সঙ্গে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে কাজ নেই!"

"কিন্তু একটা ঘোড়া নিয়ে আমি সাম্‌লে উঠ্‌বো কী করে? আমাদের শহরে যেতে হবে, আবার জলও আনতে হবে; তারপর—নতুন কলোনিতে কাঠ, ভাঁড়ারের জিনিসপত্তর পাঠানো আছে—"

"সে একটা কিছু ভেবে ঠিক করা যাবে 'খন।"

তা—ই করা গেল।

নতুন নতুন মুখ, নতুন নতুন ঝঞ্ঝাট ঝামেলা। নতুন কলোনি, নতুন কলোনির শাদামাটা মানুষ সেই রোদিম্‌চিক, ভালো-করে-ধাতস্থ-হয়ে-ওঠা সদস্যদের সুঠাম সুগঠিত দেহ, আমাদের আগেকার দারিদ্র্য, আমাদের ক্রমবর্ধমান ভাগ্যোদয়,—এই সব মিলে অলক্ষ্যে একটা মহাসাগরের মতোই আমাদের হতাশা আর ধূসর বিষাদের শেষ চিহ্নটুকুকে পর্যন্ত গ্রাস করে ফেল্‌লে। সেই সব দিনগুলোর পর থেকে শুধু আমি আগেকার চেয়ে একটু কম পরিমাণে হাস্‌তে শুরু করেছিলুম। এমন কি ১৯২২ সালের শেষের দিনের সেই সব ঘটনা আর ভাবাবেগ আমার ওপরটাতে মুখোসের মতন যে বাহ্য

কঠোরতার আবরণ পরিয়ে দিয়েছিল, আমার মধ্যেকার অন্তঃসলিলা আনন্দ প্রবাহও এখন তাকে আর বিশেষ কোমল করে তোলবার মতন জোর পেলে না। এ মুখোসখানাকে নিয়ে আমার কোনো অসুবিধেই ছিলো না; এটাকে আমি তেমন লক্ষ্যও করতুম না। কলোনির সদস্যরা কিন্তু সর্বদাই এটা দেখ্‌তে পেতো। হয়তো তারা বুঝেওছিল যে ওটা শুধুই একটা মুখোস কিন্তু তবুও এরই জন্যে আবার আমার প্রতি তাদের একটু বেশি সম্ভ্রমের ভাবও প্রকাশ পেতো। একটু 'ভয় ভয়' ভাব থাকার জন্যে হয়তো বা একটু আড়ষ্টই হোতো তারা—মানে, ব্যাপারটা আমার পক্ষে ঠিক বুঝিয়ে বলাই মুস্কিল। অপর পক্ষে আবার লক্ষ্য করতুম, কতো আনন্দের সঙ্গেই যেন তারা ফুলের মতন ফুটে উঠ্‌ছে, আমার আত্মার সঙ্গে তাদের আত্মার আরও যেন নিবিড় এক যোগ সংসাধিত হচ্চে। এটা লক্ষ্য করতুম—যখন আমরা একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ, খেলাধুলো, ঠাট্টা তামাসা করতুম কিম্বা হয়তো শুধুই হাতে-হাতে শিকলি বাঁধার মতন করে পাশাপাশি বারান্দায় পায়চারি করতুম,—তখন।

কলোনির নিজের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অনাবশ্যক গাম্ভীর্য খসেই পড়েছিলো। কখন যে এই সব পরিবর্তন ঘটে গিয়ে সবই ঠিক ঠিক 'বসে' গেল সেটা কিন্তু কেউ বল্‌তে পারতো না। আগেকার মতোই আমরা হাসি তামাসায় পরিবেষ্টিত থাকতুম, আগেকার মতোই সহজ রসবোধ আর উৎসাহেই সবাই যেন ফেটে পড়্‌তো; শুধু একটা জিনিস এই যে, এখন আর বিন্দুমাত্র নিয়মভঙ্গ কিম্বা ঢিলেঢালা চালচলনের আঘাত লেগে এগুলো ভেঙ্গে পড়্‌তো না।

আর, শেষ পর্যন্ত কালিনা আইভানোভিচ্‌ও তার পরিবহন সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পেয়ে গেল। 'গাব্রিউশ্‌কা' বলে যে বলদটা ছিলো আমাদের, তার জন্যে একটা 'একানে' জোয়াল বানানো গেল; এটাকে আর 'শেরে' দাবি করে বসে নি—কেন না, একটামাত্র বলদ নিয়ে সে আর কীই বা করতো?—তাই শেষ অবধি 'গাব্রিউশ্‌কাকে' দিয়ে জল, কাঠ আর কলোনির জন্যে মাল বওয়ানোর কাজটা চালিয়ে নেওয়া যেতে লাগ্‌লো। আর এপ্রিলের এক মনোরম দিনে কলোনিটা হাসিতে যেন একেবারে খান্‌খান্‌ হয়ে যেতে লাগ্‌লো—অমন হাসির হর্‌রা আমাদের ওখানে অনেকদিন ওঠেনি। হাসিটা উঠেছিলো, কারণ, শহর থেকে কী যেন আনতে যাবার জন্যে আন্তন আমাদের 'ক্যাব্রিওলে'খানাতে সেদিন জুতে নিয়ে এলো 'গাব্রিউশ্‌কা'কে।

"তোকে পুলিশে ধর্‌বে রে—!"—আমি আন্তনকে বল্‌লুম।

"চেষ্টা করে দেখুক্‌ই না তারা,"—সে জবাব দিলে,—"আমরা সবাই এখন

সমান। গাব্রিউশ্‌কা কি ফ্যাল্‌না নাকি? ঘোড়ার মতনই কাজের দাবি ওরও তো আছে সমান-সমান, না—কি? ও-ও তো খাটে বটে?”

গাব্রিউশ্‌কা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠবার লক্ষণমাত্র না দেখিয়ে ‘ক্যাব্রিওলে’ টেনে শহরে চল্‌লো।

২৪
সেমিওন-এর দুঃখের ধরন

'শেরে' খুব উৎসাহের সঙ্গেই সব ব্যবস্থা করে ফেল্লে। ছক্কেতী পদ্ধতিতে বসন্তের বীজবোনা সমাধা ক'রে সে কলোনির জীবনে জোয়ার এনে দিলে যেন। যেখানেই সে যায়, যাতেই সে হাত দেয়, সেখানেই আব তাতেই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়—ক্ষেতে, আস্তাবলে, শুয়োরের খোঁয়াড়ে এমন কি শোবার ঘরে, কিম্বা হয়তো শুধুই পথে, খেয়া ঘাটে, আমার অফিস ঘরে কিম্বা খাবার ঘরে! ছেলেবা যে সব সময় তর্কাতর্কি না করেই তার আদেশ মেনে নেয়, তা অবশ্য নয়, কিন্তু 'শেবে'ও পাক্কা ব্যবসাদারের মতনই তাদের আপত্তির কারণ-টারণগুলো শুনতে কখনো দ্বিধা করতো না—যদিও অবশ্য, অনেক সময় শুধু শুক্‌নো খাতিরেই তাদের কথাগুলো সে শুন্‌তো। এমনকি, কখনো কখনো তাদের খুসি করবার কিম্বা ভোলাবার জন্যেই নিজের বক্তব্যের উদ্দেশ্য পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতো তাদের কাছে। কিন্তু সব সময়েই সে বক্তব্য শেষ করতো অনমনীয় এই আদেশটি দিয়েঃ "আমি যা' বলচি, করো!"

কেবল কাজ দিয়েই নিবিড়ভাবে ঠাসা থাক্‌তো তার সারা দিনটা। অথচ তা নিয়ে হৈ চৈ নেই বিন্দুমাত্র। বরাবরই দেখা গেছে কাজের পাল্লায় তাকে কেউ এঁটে উঠ্‌তে পারতো না অথচ তবুও ধৈর্য ধরে দুতিন ঘণ্টা হয়তো শুধু ছুটেই বেড়াবার কিম্বা একাদিক্রমে পাঁচঘণ্টা ধরে বীজ ছিটোবার যন্ত্রটার পেছনে ছোটবার ক্ষমতা এবং সময়—দুই-ই তার ছিল। প্রতি দশ মিনিট অন্তরই হয়তো সে ফিরে ফিরে শুয়োরের খোঁয়াড়ে গিয়ে, যার ওপরে শুয়োর দেখাশুনো করার ভার ছিল তাকে ভদ্রভাবে কিন্তু বেশ দৃঢ়স্বরেই জিগেস করতোঃ

"শুয়োরগুলোকে ছোলা দিয়েচো কটার সময়? সময়টা লিখে রাখার কথা মনে ছিল তো? ঠিক যেমন করে লিখ্‌তে হবে, তোমায় দেখিয়ে দিয়েছিলুম,

ঠিক তেম্‌নি করেই লিখেচো তো? ওদের চান করাবার সব ব্যবস্থা করা আছে?"

কলোনির সদস্যেরা 'শেরে' সম্পর্কে একটা সংযত উৎসাহ বোধ করতে আরম্ভ করে দিলে। যদিও তাদের এ দৃঢ় বিশ্বাসটা রইলোই যে, 'আমাদের শেরে' যে এমন অদ্ভুতকর্মা, সেটা কেবল সে 'আমাদের শেরে' বোলেই। অন্য কোথাও হলে হয় তো এই শেরেই এতখানি বাহাদুর হয়ে উঠ্‌তে পারতো না। এই উৎসাহটা ফুটে উঠ্‌তো শেরের কর্তৃত্বের অধিকার সম্পর্কে তাদের নীরব স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং শেরের কথা, তার ধরন-ধারণ, ভাবালুতার সম্বন্ধে তার চরিত্রের দুর্ভেদ্যতা এবং তার জ্ঞান সম্বন্ধে ছেলেদের অন্তহীন আলোচনা-গুলির মধ্যে দিয়েই।

ওদের এই ধরনের ভাবসাব দেখে আমি কিন্তু বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইনি। আমি আগে থেকেই জান্‌তুম, একটা যে প্রবল বিশ্বাসের চল আছে—যে, যেসব লোকে ছেলেদের খুব আদর দেখায় আর তাদের একেবারে মাথায় তোলে, ছেলেরা শুধু তাদেরই ভালবাসে—আমাদের ছেলেরা কিছুতেই সে মতের পরি-পোষকতা করবে না। অনেক কাল আগে থেকেই আমার একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা জন্মে গেছ্‌লো যে, ছোটো ছেলেদের—বিশেষ করে আমাদের কলোনির ছেলে-দের—শ্রদ্ধা, এবং প্রীতি পাবে অন্য ধরনের মানুষরা।

সবচেয়ে বেশি করে যেসব উচ্চ সদ্‌গুণ ছোটদের আকর্ষণ করে তা হচ্চে—আত্মবিশ্বাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত স্পষ্ট জ্ঞান, সামর্থ্য, নৈপুণ্য, কুশলী হাতের কাজ, বাহুল্যবর্জিত পারিপাট্য, গালভরা লম্বাচওড়া কথা বলার অনভ্যাস এবং কর্মে সতত স্পৃহা।

সাহস করে তাদের কাছে যতখুসি জেদ্‌ দেখান, তাদের কাছ থেকে যত খুসি কাজ আদায় করুন, তাদের বিশেষ 'আমল' না দিয়ে উপেক্ষা করুন যাতে তারা আপনার কাছে-কাছেই ঘুর্‌-ঘুর্‌ করে, তাদের আদর-আপ্যায়নে ঔদাসীন্য দেখান, কিন্তু নিজের কাজটিতে নৈপুণ্যের পরিচয় দিন—তার ভেতর দিয়েই আপনার জ্ঞান আর সাফল্যের পরিচয় ফুটে উঠুক—দেখবেন, আপনার দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কোনও কারণ থাকবে না; দেখবেন, তারা আর আপনার কাছ-ছাড়া হতে চাইবে না—তারা কখনো এমন কাজ করবে না যাতে আপনাকে অপদস্ত হতে হয়। দক্ষতার পরিচয় আপনি কেমন করে কিসের মধ্যে দিয়ে দেবেন, সেটাও বড় কথা নয়;—তা' সে আপনি যা' খুসি হোন্‌ না কেন, ছুতোর মিস্ত্রি, কৃষিবিৎ, কামার কিম্বা এঞ্জিন ড্রাইভার...।

অপর পক্ষে যত খুসি মিষ্টি ব্যাভার করুন, যতখুসি মজার কথা বলে

তাদের আমোদের খোরাক যোগান, যতখুসি নম্র, হৃদ্যভাবে তাদের দিকে অগ্রসর হোন, আপনার দৈনন্দিন কাজেকর্মে এবং বিরতি-বিরামের সময়ে আপনার ব্যক্তিত্ব যত খুসি মাধুর্যমণ্ডিত হোক—আপনার কাজটি যদি অপ-কর্মে আর বিফলতায় পর্যবসিত হয়, প্রতি পদে যদি ধরা পড়ে যে, নিজের কাজটিই আপনি ঠিকমত জানেন না, যদি আপনি যাতেই হাত দেন তাতেই গলদ আর গণ্ডগোলই শুধু দেখা যায়, তা হলে তাদের কাছ থেকে উপেক্ষা, গঞ্জনা, কখনও ঠাট্টা বিদ্রূপ, কখনও উগ্র রকমের বিরোধিতা, কখনও বা তীব্র গালাগালি ছাড়া আর কিছুই পাবেন না আপনি।

একবার এক অগ্নি-কুণ্ড-তৈরি-করা-মিস্ত্রিকে ডেকে আনা হয়েছিল—মেয়েদের শোবার ঘরে একটা অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে দেবার জন্যে। গোল গড়নের আর বেশ আঁচ হয় এমনি ধরনের একটা অগ্নির আধার গড়ে দিতে বলা হোলো তাকে। তারপব হঠাৎ একদিন তার শুভাগমন হোলো; গোটা একটা দিন সে এখান সেখান করে বেড়ালো, কারও ঘরের উনুনটা (অগ্নিকুণ্ডটা) হয়তো বা একটু সেরে সুরে দিলে, আস্তাবলের দেয়ালের খানিকটা হয়তো মেরামত করে দিলে। অদ্ভুত ধরনের মানুষটা—গোলগাল, টাকওয়ালা,—আর কথায়বার্তায় ধরন-ধারণে মিছ্‌রির রস যেন গড়িয়ে পড়্‌চে একেবারে! তার রসিকতার মশলাদার কথাবার্তায় অলঙ্কারের খৈ ফুটতো সর্বদা, আর, তার কথামতো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উনুন-বানালে-ওয়ালা ছিল শুধু সেই লোক-টাই।

ছেলেরা তো ভীড় করে তাকে ঘিরে বেড়াতে লাগ্‌লো। তারা তার গাল-গল্পগুলো শোনে, কিন্তু বিশ্বাস করে না। সে লোকটা ওদের 'উৎসাহ-বৃদ্ধি' ঘটাবার মতলবে যে সমস্ত কথাবার্তা বলে, ছেলেদের কাছে সেগুলো সবই ব্যর্থ হতে থাকে।

"বুঝ্‌লে খোকারা! যতগুলো উনুন-বনানে-ওযালা ছিলো, সবারই বয়েস আমার চেয়ে বেশি; 'কাউণ্ট্‌'-এর কিন্তু আমাকে ছাড়া চল্‌বে না! তিনি বল্‌বেন, 'না ভায়ারা, 'আর্টেমি'কেই ডাকাও। সে যদি উনুন গড়ে, তবেই সেটা উনুন হবে!' অথচ আমি তখন নেহাৎ 'চ্যাংড়া' মিস্তিরি, আর এদিকে কাউণ্টের প্রাসাদের উনুন বানানো—সে যে কী ব্যাপার, সে তো নিজেরাই বুঝ্‌তে পারো...কাউণ্ট তো মাঝে মাঝেই আমার কাজের মধ্যিখানে এসে হাজির হন; কাজ দেখেন আর বলেন, 'যদ্দূর ভালো করে বানাতে পারো, বানাও আর্টেমি!—যদ্দূর ভালো পারো!' "

"তা, উনুন হোলো কেমন?" ছেলেরা জিগেস করে।

"নিখঁত!—তা, সে তো হতেই হবে! কাউণ্ট্ সর্বদা কড়া নজরে দেখ্‌ছেন..."

খুব 'চালের মাথায়' চিবুকটা সে ঠেলে বার করে, কাউণ্ট কী ভাবে আর্টেমির তৈরি উনুন দেখেছিলেন সে-ভঙ্গিটার নকল করার চেষ্টা করলে। ছেলেরা আর থাক্‌তে পারলে না; হোহো হাসির হররা ছোটালে একেবারে! জমিদারের সেই ভঙ্গির নকল করাটা কিম্ভুত চেহারার আর্টেমির পক্ষে আস্‌বে কেন?

অবশেষে আর্টেমি পশারওয়ালা পেশাদার শিল্পীর মতন গালভরা সব বুক্‌নি কেটে বেশ 'জম্‌কে' বস্‌লো উনুন গড়্‌তে। মুখে কথার বিরাম নেই। আঁচওয়ালা উনুন যতো সে দেখেচে তার সব কটারই বর্ণনা দিয়ে চলেচে সে—ভালো ভালো যত উনুন সে গড়েছিলো, আর বিচ্ছিরি যৎকুচ্ছিত উনুন—বলাই বাহুল্য, সেগুলো অন্যেরা গড়েছিলো। সেই সঙ্গে একটুও বিব্রতবোধ না করে সে তার বিদ্যের গোপন কথাও সব ফাঁস করে যেতে লাগ্‌লো; আঁচ্‌দার উনুন তৈরির যেসব অসুবিধে তাও সে বলে যেতে দ্বিধা করলে না:

"আসল কথা হচ্চে"—সে বল্‌লে—"ঠিকভাবে 'ব্যাসার্ধ' টানা, বুঝ্‌লে না? অনেকে ওই ব্যাসার্ধটাই ঠিকভাবে টান্‌তে পারে না।"

ভিত গড়ার সময় তার মুখে বকবকানির আর বিরাম রইলো না। তারপর যখন আসল উনুনের কাজ আরম্ভ হোলো তখনই তার চালচলনের ধরন থেকেই তার বিদ্যের বহর ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লো; জিভের তড়্‌পানিও বন্ধ হয়ে এলো।

আমি আর্টেমির কাজ দেখ্‌তে গেলুম। ছেলেরা আমার জন্যে পথ ক'রে দিলে—আর কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তারা তাকিয়েও রইলো। আমি মাথা নাড়্‌লুম।

"এমন ঢ্যাব্‌লা, ফুলো মতন—ঠেলে-বার-করা গড়ন করচো কেন?"

"ঢ্যাব্‌লা?" পুনরুক্তি করলে আর্টেমি—"আজ্ঞে ঢ্যাব্‌লা নয় তো! এখনো শেষ হয় নি কিনা, তাই অমনটা মনে হ'চ্চে; হয়ে যাক্, দেখবেন তখন সব ঠিক হ'য়ে গেছে।"

জাদোরভ্ চোখ্ কুঁচকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

"জমিদার-বাড়ির উনুনটাও কি এই রকম ঢ্যাব্‌লা দেখিয়েছিলো?"—সে জিগেস্ করলে।

আর্টেমি কিন্তু খোঁচাটা ধরতে পারলে না।

"নিশ্চয়—! শেষ হবার আগে সব উনুনই ওই রকম দেখায়!"

তিন দিন বাদে আর্টেমি আমায় ডেকে আন্‌লে, উনুন পছন্দ ক'রে নেবার জন্যে। কলোনির সবাই ঢেলে এসে জড়ো হোলো সেই শোবার ঘরটাতে। আর্টেমি মাথা উঁচু ক'রে ওপর দিকে মুখ তুলে উনুনটাকে চারিদিক থেকে ধাক্কা দিয়ে দেখতে গেল। উনুনটা ঘরের ঠিক মধ্যিখানে এলোভাবে ঠেলে বেরিয়ে যেন ঝুলছিলো—আর্টেমি তাতে ধাক্কা দিতেই সেটা একেবারে হুড়্‌-মুড়িয়ে ভেঙে পড়্‌লো। গুঁড়ো রাবিশের ধুলোয় ঘর অন্ধকার, কেউ কাউকে দেখ্‌তে পায় না; ইট্‌টিট্‌ সব চারিদিকে ঠিকরে একাকার! কিন্তু হাসির হুল্লোড় যা উঠ্‌লো, তাতে সেই পাহাড়ভাঙা আওয়াজটাও ডুবে গেল; সেই সঙ্গে কাৎরানি চীৎকারও শোনা গেল। যারা ঘরে ছিলো, তাদের অনেকেরই গায়ে ইট্‌ ঠিক্‌রে লাগ্‌লো; কিন্তু ব্যথাবোধের অবস্থা তখন কারও নেই! শোবার ঘরে হাসি, সেখান থেকে বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে হাসি, উঠোনে চত্বরে হাসি—দমকে দমকে দ্বিগুনিত হুল্লোড়ের হাসি! আমি কোনো রকমে ধ্বংসাবশেষ ঠেলেঠুলে পাশের ঘরে বুরুনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।—সে তখন একহাতের বজ্র-মুষ্টিতে আর্টেমির কলার চেপে ধরেচে আর অন্য হাতে প্রচন্ড এক ঘুসি বাগিয়ে তার মুড়োর ওপরের রাবিশ আর ইট-গুঁড়োর পলেস্তারা-ঢাকা টাকখানার দিকে 'তাক্‌' করচে!

আর্টেমি বিতাড়িত হোলো। কিন্তু তার নামটা রয়ে গেল—হামবড়াই, কামভন্ডুল, 'মুখ-ভারতী'দের অভিহিত করবার জন্যে।

কেউ হয়তো জিগেস করলে, "লোকটা কেমন হে?"

দেখ্‌চো না?—আর্টেমি একটি!"

ছেলেদের চোখে, 'শেরে' ছিল আর্টেমির ঠিক উল্‌টো; তাই কলোনিতে শেরের মান-খাতির সবার কাছে। কাজেই ক্ষেতের কাজ তর্‌তর্‌ ক'রে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে। শেরের আরও গুণ ছিল—সে মালিক-বিহীন সম্পত্তি খুঁজে পেতো, বিল্‌ সাম্‌লাতে জান্‌তো, ধারে মাল যোগাড় ক'রতে ওস্তাদ ছিল। ফলে নতুন নতুন শেকড়-কাটা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি, এমন কি, শুয়োর-গরু পর্যন্ত এসে গেল কলোনিতে। তিন তিনটে গাই—ভাবুন একবার! মনে হোলো শিগ্‌গির তাহ'লে দুধও পাওয়া যাচ্ছে!

কলোনিতে চাষবাস নিয়ে মহা উৎসাহ দেখা দিলে। কারখানা-ঘরের কাজে যে-ছেলেদের কিছুটা হাত পেকেছিলো তারাই শুধু যা' মাঠে ছোট্‌বার জন্যে ঝুঁকলো না। কামারশালার পেছনের ফাঁকা জায়গাটায় শেরে কয়েকটা কাঁচ-ঢাকা গাছঘরের বীজতলা বানাতে আরম্ভ করলে—যার মধ্যে গরম বাতাস পেয়ে

চট্ ক'রে চারা বেড়ে উঠ্‌তে পারে। ছুতোরখানায় তার জন্যে কাঠ-কাঠ্‌রার কাঠামো-টাঠামোগুলোও বানানো শুরু হ'য়ে গেল। নতুন কলোনিতে আবার বড় আকারে বহুসংখ্যক গাছঘর বসানোর একেবারে হিড়িক প'ড়ে গেল।

চাষের কাজে কলোনির সবাই যখন একেবারে উন্মত্ত, ফেব্রুয়ারি মাসের ঠিক সেই সময়টাতে কারাবানভ্ এসে হাজির! ছেলেরা তো ছেঁকে ধ'রে তাকে জাপ্‌টে-জুপ্‌টে চুমো খেতে শুরু করে দিলে। সে কোনো রকমে নিজের গা থেকে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে ফেলে সোজা আমার ঘরে এসে বল্‌লেঃ

"আপনাদের কেমন চল্‌চে, দেখ্‌তে এলুম!"

হাসিমাখা, খুশিভরা অজস্র মূর্তি এসে আমার অফিসঘরে উঁকি মারে—ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা—মায় ধোবিখানার কর্মীরা পর্যন্ত।

"আরে সেমিওন যে? দ্যাখ্ দ্যাখ্ চেয়ে—বেড়ে মজা না?"

সেমিওন সন্ধ্যে পর্যন্ত কলোনিময় টহল দিয়ে বেড়ালে, "ত্রেপ্‌কে" ঘুরে এলো, তারপর বিষণ্ণ, মনমরা, গোম্‌ড়া, মুখচোরা ভঙ্গিতে আমার কাছে এলো।

—"বলো সেমিওন! তোমার চল্‌চে কেমন?"

"ভালোই। বাবার কাছে আছি।"

"মিত্যাগিন কোথায়?"

"গোল্লায় যাক্ সে! ওকে খসিয়ে দিইচি। মনে হয় মস্কো গেছে সে।"

"তোমার বাবার ওখানকার হালচাল কি রকম?"

"তা ভালো। গ্রামবাসী সব, বরাবরই যেমন। বাবা এখনও বেশ শক্ত সমর্থই আছেন। তবে ভাইটা খুন হ'য়েচে।"

"কী রকম?"

"সে ছিল গেরিলা জঙ্গী—পেৎলিউরার লোকেরা তাকে শহরের রাস্তায় খুন ক'রেচে।"

"তুমি কী করবে ঠিক করলে?—বাবার সঙ্গেই থেকে যাবে?"

"না; বাবার সঙ্গে থাকতে চাইচি না ঠিক। জানিনা কী যে—"

সে তার চেয়ারটায় অস্বস্তির সঙ্গে ন'ড়ে চ'ড়ে বস্‌লো। তারপর চেয়ারখানা আমার আরও কাছে টেনে আন্‌লে।

"আচ্ছা, আন্তন সেমিওনোভিচ্!"—সে চট্ ক'রে ব'লে ফেল্‌লে—"ধরুন, যদি কলোনিতে থাক্‌তে চাই? কী বলেন?"

চট্ ক'রে একবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়েই সেমিওন তার মাথাটা একেবারে নিজের হাঁটুর কাছে ঝুঁকিয়ে ফেল্‌লে।

"নয়ই বা কেন?"—আমি সরল খুশির সঙ্গেই বল্‌লুম।—"নিশ্চয়ই থেকে

যাবে! আমরা সবাই খুশি হবো তাতে।”

চাপা ভাব-বিহ্বলতায় সেমিওন চেয়ার থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো।

“আমি সইতে পারিনি”—বল্লে সে—“জানেন, পারলুম না আমি! প্রথম দিনকতক তত মন্দ লাগেনি: কিন্তু পরে—আমি আর পেরে উঠ্‌লুম না। ঘুরে বেড়াতুম, কাজ করতুম, খেতে বসতুম—সবই যেন আমাকে ‘চেপে-চেপে’ ধরতো—শেষটা একেবারে কান্না পাবার যোগাড়! কথাটা তাহ’লে বলি আপনাকে—কলোনিকেই আমি ভালোবেসে ফেলেচি—কিন্তু সেটা নিজেই আমি জান্‌তুম না। ভেবেছিলুম এসবই আমি ভুলে যাবো।—তারপর ভাবলুম—একবার শুধু বেড়িয়েই আসি না! কিন্তু এসে দেখ্‌চি—আপনারা যেভাবে চালিয়ে যাচ্চেন—কী যে চমৎকার এখানে সব—আর, আপনার ও-ই ‘শেরে...”

“থাক্ থাক্”—বললুম তাকে—“তা, আগে চলে এলেই পারতে! এতটা কষ্ট সইতে গেলে কেন?”

“আমিও তো তা-ই ভেবেছিলুম! তারপর মনে প’ড়ে গেল যা সব ঘটেছিল, আপনার সঙ্গে আমরা কী রকম ব্যাভার করেছিলুম, আর আমি...”—সে হাত-দুটো ছুঁড়ে দিয়ে থেমে গেল।

“আচ্ছা, আচ্ছা! ওইতেই হবে।”—বললুম।

সেমিওন সাবধানে মাথা তুল্‌লেঃ

“আপনি হয় তো ভাব্‌চেন...আমি খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে বল্‌চি—সেই যে বলেছিলেন? না, না! ওঃ! আপনি যদি জান্‌তেন কী শিক্ষাটাই আমার হ’য়েচে! স্পষ্ট ব’লে দিন আমায়—বিশ্বাস করচেন আমাকে?”

“আমি তোমায় বিশ্বাস করি।”—গম্ভীরভাবে বললুম।

“না, আপনি সত্যি ক’রে বলুন—করেন বিশ্বাস?”

“আঃ! আচ্ছা আপদ তো দেখি!”—হেসে বলে উঠলুম—“আবার আগে-কার চালে নিশ্চয়ই তুমি চ’লতে চাও না—চাও কি?”

“দেখুন, আপনি আমায় ঠিক বিশ্বাস করচেন না!”

“অতো উত্তেজিত হয়ো না, সেমিওন! আমি সবাইকেই বিশ্বাস করি, তবে কাউকে বেশি, কাউকে কম, এই যা। কাউকে বিশ্বাস করি দু’এক ইঞ্চি, কাউকে দু’এক ফুট।”

“আমাকে?”

“তোমাকে?—এক মাইল!”

“আপনার কথা একটুও বিশ্বাস করি না!”—প্রতিবাদ করলে সেমিওন।

"দ্যাখো একবার!"

"আচ্ছা, বেশ, তাতেই বা কি? তবুও দেখিয়ে দেবো এবারে..."

সেমিওন শোবার ঘরে চ'লে গেল।

প্রথম দিনটা থেকেই সে 'শেরে'র ডান-হাত ব'নে গেল। চাষেরই ধাত ছিল তার—অতি সুস্পষ্ট। অনেকখানি জ্ঞান সে নিজে অর্জন করেছিলো। আর, অনেকখানি জ্ঞান ছিল তার রক্তেরই মধ্যে—তার বাপ-পিতামহ স্তেপ্‌স্‌-এর তুষার-মরুতে সুদীর্ঘকাল ধ'রে বংশ-পরম্পরায় যে-জ্ঞান আহরণ করেছিলো। সেই সঙ্গে সে আবার হাল-আমলের অনেক নতুন কৃষিতত্ত্বও আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিল—কৃষিবিজ্ঞানের নতুনতর পদ্ধতি-সম্মত সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় যা পেয়েছিল নতুন মহিমা!

সেমিওন যেন ঈর্ষাতুরের মতন দৃষ্টি দিয়েই 'শেরে'র প্রতিটি গতি-ভঙ্গিকে অনুসরণ ক'রে বেড়াতো; তাকে সে দেখিয়ে দিতে চাইতো যে, সহ্য-শীলতা আর অবিরাম পরিশ্রমে সেও সমান ওস্তাদ। কিন্তু হ'লে হবে কী? এডুয়ার্ড নিকোলায়েভিচের সেই ঠাণ্ডা মেজাজ সে পাবে কোথায়? সে সর্বদা সমানে উত্তেজনা আর বড়াইটাকে প্রকাশ করে ফেল্‌তো। ক্রমাগত তার ওপরে দেখা যেতো বুদ্বুদের উচ্ছ্বাস! এই হয়তো রেগে টঙ্‌! পরক্ষণেই উৎসাহে উদ্দীপ্ত—তার পরেই স্রেফ একটা পশুসুলভ গোঁ!

দু'সপ্তাহ বাদে তাকে ডেকে শুধু বললুমঃ

এই নাও, 'পাওয়ার অব্‌ অ্যাটর্নি।' অর্থবিভাগ থেকে পাঁচশো টাকা (রুব্‌ল্‌) নিয়ে এসো।"

সেমিওন চোখ ছানাবড়া ক'রে, 'হাঁ'! তারপরই মড়ার মতন ফ্যাকাশে। অবশেষে ক্যাব্‌লার মতন উক্তিঃ

"পাঁ—চ—শো রুব্‌ল্‌?...তারপর? কী?"

"আর কিছু না!"—আমার ড্রয়ারটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলুম—"শুধু এনে দাও টাকাটা।"

"ঘোড়ায় চড়ে যাবো কি?"

"নিশ্চয়! এই রিভলভারটাও!—যদি দরকার পড়ে!"

শরৎকালে মিত্যাগিনের কোমরবন্ধ থেকে যে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে-ছিলুম, সেইটেই তার হাতে দিলুম—কার্ট্রিজ্‌ তিনটে তখনও তা'তে ভরাই ছিলো। কারাবানভ্‌ যন্ত্রচালিতের মতন রিভালভারটা নিলে, উদ্‌ভ্রান্তের মতন সেটার দিকে তাকালে, দ্রুতভঙ্গিতে সেটাকে পকেটে 'চালান' করলে, আর, বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দশমিনিট বাদে পাথরের ওপর ঘোড়ার

খুরের আওয়াজ পেলুম—ঘোড়সওয়ার আমারই জান্‌লার পাশ দিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যের দিকে সেমিওন অফিসে ফিরে এলো। কোমরে কোমরবন্ধ, কামার-শালার খাটো জ্যাকেটটা তার গায়ে। তাকে তখন দেখাচ্চে দিব্যি ছিপ্‌ছিপে, লঘু, সাহসী—কিন্তু শান্ত গম্ভীর। নীরবে সে টেবিলের ওপর রাখ্‌লে এক বান্ডিল নোট আর রিভলভারটা।

নোটগুলো তুলে নিয়ে যতটা আগ্রহহীন শাদামাটা গলায় পারা যায়, জিগেস করলুম ঃ

"গুণে নিয়েচো?"

"হ্যাঁ।"

যেন অযত্নের ভঙ্গিতেই গোটা বান্ডিলটা ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে দিলুম।

"ধন্যবাদ! যাও, খেয়ে নাওগে।"

কারাবানভ্‌ তার জ্যাকেটের ওপরকার কোমরবন্ধটা ডানদিক থেকে বাঁ দিকে ঘোরালে, ঘরের মধ্যেই দ্রুত কয়েক পা' চলে বেড়ালে। কিন্তু শুধু শান্তভাবে বল্‌লে ঃ

"বেশ!"—তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

দু'সপ্তাহ কেটে গেল। যখন হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় তখন সেমিওন 'গুম্‌' খেয়ে আমাকে সম্ভাষণ করে, যেন আমার কাছাকাছি এলেই সে অস্বস্তি বোধ করে।

আমার নতুন আদেশটাও সে কম 'গোঁজ্‌' হ'য়ে গ্রহণ করলে না।

"যাও, দু'হাজার রুব্‌ল্‌ এনে দাও আমায়।"

সে যেন কেমন ধাঁধায় প'ড়ে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর ব্রাউনিং রিভলভারটা পকেটে দ্রুত পুরতে পুরতে প্রত্যেকটি বাক্যাংশের ওপর জোর দিয়ে দিয়ে বল্‌লে ঃ

"দু হা-জা-র? আর ধরুন যদি আমি টাকাটা নিয়ে আর না-ই ফিরি?"

আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে তাকে তেড়ে ধমক লাগালুম ঃ

"দয়া কোরে তোমার ওই ইডিয়টের মতন কথাগুলো থামাও। হুকুম পেয়ে গেছো, এখন যা' বলা হ'চ্চে করো না! তোমার ওই মনস্তত্ত্ব-ফত্ত্বগুলো ছে'টে বাদ দাও!"

কারাবানভ্‌ কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে অস্পষ্টভাবে গজ্‌ গজ্‌ করলে ঃ

"বেশ!...সেই ভালো!..."

টাকাটা এনে দেওয়ার পরে আর সে নড়্‌বে না!

"গন্নে নিন্!"

"কী জন্যে?"

"গন্‌ন্‌ না দয়া ক'রে!"

"তুমি তো গন্‌ণেচো? গোণ নি?"

"বল্‌চি—গন্‌ন্‌!"

"আমায় ছাড়ো তো তুমি!"

সে নিজের গলাটা চেপে ধরলে, যেন তার গলায় কী আট্‌কে গেছে! তারপর কলারটা একটানে খুলে ফেলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দুল্‌তে লাগ্‌লো।

"আপনি আমায় আচ্ছা বোকা বানাচ্চেন যাহোক! আপনি কক্ষণো আমায় এতোখানি বিশ্বাস করতে পারেন না! সেটা অসম্ভবই! দেখ্‌চেন না? অসম্ভব একেবারে! ইচ্ছে করেই আপনি ঘাড়ে ঝুঁকি নিচ্চেন! জানি আমি! ইচ্ছ করেই!"

দম বন্ধ ক'রে সে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়্‌লো।

"এইটুকু কাজ করে তো তুমি আচ্ছা হাড় জ্বালালে, দেখি!"—বল্‌লুম।

"জ্বালালুম? কেমন ক'রে?"—চট্ করে সাম্‌নে ঝুঁকে সেমিওন বল্‌লে।

"ওই যে তোমার হিস্টিরিয়া রুগীর মতন ব্যাভার,—ওই দিয়ে!"

সেমিওন জানলার তলাণিটা হাত দিয়ে চেপে ধরলে।

"আন্তন সেমিওনোভিচ্!"—সে হাউ হাউ ক'রে উঠ্‌লো।

"তোমার হোলো কী?"—এতক্ষণে সত্যিই কিছুটা ভয় পেয়েই আমি জোরে বলে উঠ্‌লুম।

"আপনি যদি শুধু জান্‌তেন! জান্‌তেন যদি শুধু! সারাপথটা আমি ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে কেবলই ভেবেচি—ভগবান যদি থাকেন! ভগবান যদি এই সময় শুধু বন থেকে কয়েকটা ডাকাতকে পাঠিয়ে দেন আমায় আক্রমণ করতে! যদি তারা গুণ্‌তিতে জনাদশেক থাকে.. কিম্বা যতজন হোক...তাহলে আমি গুলি ছুঁড়ি, তাদের কাম্‌ড়ে দিই, কুকুরের মতন ব্যতিব্যস্ত করে তুলি তাদের, যতক্ষণ দেহে প্রাণটুকু থাকে ..আর, জানেন?—প্রায় কেঁদে ফেলেচি আমি। আমি খুব ভাল করেই জান্‌তুম আপনি এখানে এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে অপেক্ষা করচেন, 'সে কি আর ফিরে আস্‌বে?—না, আসবে না?'—আপনি একটা মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছিলেন, নাকি বলুন!"

"আচ্ছা মজার লোক দেখিতো তুমি সেমিওন! আরে, টাকার সঙ্গে ঝুঁকি তো লেগেই আছে সর্বক্ষণ! বিনা ঝুঁকিতে অমনিই কি আর নোটের একটা বাণ্ডিল তুমিই এই কলোনিতে আন্‌তে পারো? কিন্তু আমি ভেবেছিলুম,

আপনি কক্ষণো আমায় এতখানি বিশ্বাস করতে পারেন না' সেটা অসম্ভব'।

টাকাটা তুমি আন্‌লে তাতে ঝুঁকিটা কিছু কমই হয়। তোমার বয়েস কম, গায়েও জোর আছে, ঘোড়-সওয়ারও তুমি চমৎকার। তুমি তো অনেক সহজেই ডাকাতের হাত এড়িয়েও পালিয়ে আস্‌তে পারবে। অপরপক্ষে আমাকেই বরং তারা অনেক সহজে ধরে ফেল্‌বে।

আহ্লাদে সেমিওন-এর চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে উঠ্‌লো ঃ

"আপনি আচ্ছা তুখোড় লোক আন্তন সেমিওনোভিচ্‌!"

"তুখোড়টা আবার হলুম কিসে?"—বললুম আমি,—"এখন তো টাকা আনাটা তোমাব অভ্যেস হ'য়ে গেল। ভবিষ্যতে ফের তুমিই এনে দিতে পারবে। এর জন্যে আব আমার তুখোড় হবার দরকারটা কী? ভয়ডর আমার একটুও নেই। আমি খুব ভালই জানি যে, তুমিও ঠিক আমারই মতন সৎ। আগেও আমি তাই-ই জানতুম। তুমি বুঝ্‌তে পারোনি তা'?"

"না। আমি ভেবেছিলুম, আপনি তা' জানেন না।"—বল্‌লে সেমিওন। তাবপর সে অফিস্‌ঘর থেকে বেরিযে গেল—তাবস্বরে একটা ইউক্রেনিয়ান্‌ গান গাইতে গাইতে।

২৫
পল্টনি শিক্ষাপদ্ধতি

১৯২৩ সালের শীতকালটা তার স্রোতের ধারায় অনেকগুলো দরকারি পরিচালনা-সম্পর্কিত আবিষ্কারকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। সেই সব আবিষ্কার, অনেক আগে থেকেই ঠিক করে দিলে, আমাদের কলোনির সমাজ ব্যবস্থাটা কী ধরনের স্বরূপ ভবিষ্যতে নেবে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেনাদল আর অধিনায়ক গড়ার ব্যবস্থা।

বর্তমানে গোর্কি কলোনিতে, দ্জের্ঝিন্স্কি কম্যুন্-এ এবং গোটা ইউক্রাইন-এর ছড়ানো অন্য বহু কলোনিতেই ওই দল আর অধিনায়ক গড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

তবে গোর্কি-কলোনির তখনকার সেই দল কিম্বা ১৯২৭-২৮ সালের দ্জের্ঝিন্স্কি কম্যুনের দলে আর জাদোরভ্ আর বুরুন-এর সেই প্রথম দলগুলোর মধ্যে মিল বড় বিশেষ নেই। কিন্তু ১৯২৩ সালের শীতকালটার মতন অতো কাল আগেই দল-ব্যাপারের খানিকটা পত্তন হয়েই গেছ্লো। আমাদের দলগুলোর ভিতরের সম্পর্ক ও অর্থটা প্রতিষ্ঠিত হোলো বেশ কিছুটা পরেই—যখন তারা তাদের কুচকাওয়াজি ভঙ্গিতে মার্চ করে শিক্ষা-জগতে এসে [illegible] সৃষ্টি করলো, তখনই। তখন তারা, শিক্ষা-ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি করে যারা, তাদের মধ্যে কোনো কোনো শ্রেণীর লোকেদের বিদ্রূপ-বাণ সন্ধানের লক্ষ্য হয়ে উঠ্তো। সে সময়টায় আমাদের যত কিছু কাজ-কর্মকে পল্টনি শিক্ষা-পদ্ধতি বলে অভিহিত করাই যেন অনেকের মধ্যে একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর, এত যেন সবাই মেনেই নিয়েছিল যে, ওই শব্দ-সমষ্টির দ্বারাই আমাদেরকে চরম আক্রমণে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে।

১৯২৩ সালে কেউ কল্পনাও করেনি যে তখনই আমাদের ওই দলের মধ্যে এমন একটা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হচ্ছে—পরে যেটাকে কেন্দ্র করে

অনেক আক্রোশের ঝড়-তুফান আলোড়িত হবে।

অতি সামান্য ব্যাপারকে আশ্রয় করেই এটার পত্তন হোলো।

যেমন হয়ে থাকে, আমাদেরকে যথেষ্ট করিৎকর্মা দেখেই সে-বছরটা কেউ আর আমাদের জন্যে কাঠ সরবরাহ পাবার ব্যবস্থা করে দিলে না। আগেকার মতনই আমরা বনের মরা-গাছ আর বন-পরিষ্কার-করা কাঠ-কুটো দিয়েই কাজ চালাচ্ছিলুম। কিন্তু গ্রীষ্মকালটাতে এই অতি বাজে রকমের জ্বালানি ব্যবস্থা যেটুকু বা জমা করে রাখা গেছ্‌লো—তার সবই খরচ হয়ে শেষ হয়ে গেল—নভেম্বর মাস নাগাদ। কাজেই আবার আমাদের জ্বালানি কাঠ সমস্যাটা সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌লো। সত্যি কথা বল্‌তে কি, মরা-গাছের কাঠ জোগাড় করতে করতে আমাদের একেবারে আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক হয়ে গেছ্‌লো। মরা-গাছ একটা কেটে ফেলা তবু ততটা কষ্টকর লাগ্‌তো না; কিন্তু একশো পুড্‌ সেই কাঠ—যাকে শুধু একটু ভদ্র নামে অভিহিত করার খাতিরেই 'কাঠ' বল্‌তে হয়—সেই বস্তুকে গুছিয়ে তুলে আন্‌তে যে কতো একর পরিমাণ বনভূমি চষে ফিরতে হোতো, সে-আর কহতব্য নয়! বনের মধ্যের বড় বড় গাছগুলোর তল দেশে যে-সব ঘন ঝোপঝাড়ের আঁদাড়-পাঁদাড়ের গাদি লেগে আছে, তাকে অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় প্রাণান্ত হবার যোগাড় হোতো। আর, অতো কষ্ট করে যা' সংগ্রহ করে আনা যেতো, তা আসলে শুক্‌নো সরু কাঠি-কুটির মতন ডাল-পালার সমষ্টি মাত্রই। ওর জন্যে ওই দারুণ পরিশ্রমকে শুধু শক্তির অপচয়ই বল্‌তে হয়। তাছাড়া এ কাজে আমাদের জামা-কাপড়েরও দুর্দশার একশেষ হোতো। অথচ যথেষ্ট জামা কাপড়ের আমাদের তো এমনিতেই দারুণ অভাব ছিল। আবার, শীতকালে কাঠ কুড়োতে যাওয়া মানে, তুষারে পায়ের আঙুল 'জমে' জখম হওয়াও বটে। আর, আস্তাবলে ক্ষিপ্ত খেচাখেচি তো আছেই। আন্তন কী আর সহজে একাজে ঘোড়া বার করে দিতে চায়?

"নিজেরা কাঠ বও গে না! ওকাজে ঘোড়াফোড়া মিল্‌বে না; ভাগো! জ্বালানি কাঠ বইতে ঘোড়া চাই! আহ্লাদ একেবারে! যা' তোমরা আনো, ওর নাম জ্বালানি-কাঠ?"

"কিন্তু ব্রাৎচেঙ্কো, আমাদের তো শরীরের তাপটুকু রক্ষা করাও দরকার?" —জিগেস করে কালিনা অইভানোভিচ্‌। সে ভাবে, যে, এ মোক্ষম-যুক্তির কাছে আর কোনো জারিজুরি খাটবে না!

আন্তন কিন্তু সে প্রশ্নকেও অবলীলাক্রমে ঠেকিয়ে দেয়।

"আমার কথা ধরলে, বল্‌বো, আমার দরকার নেই। আস্তাবলটাকে গরম রাখার কথা, কই, কেউ তো ভাবে না! তবুও আমরা তো বেশ থাকি!"

আমাদের সেই বিষম সংকটময় 'দায়'-এর সময়টাতেও আমরা কিন্তু একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারলুম। একটা সাধারণ মিটিং ক'রে শেয়েকে রাজি করানো গেল যে, অস্থায়িভাবে অন্তত কিছুকাল গাড়িতে ক'রে ক্ষেতে সার বওয়া স্থগিত রাখা হোক। আর ঠিক হোলো যে, যাদের জুতোর অবস্থা সবচেয়ে ভালো—এমনি জনকয়েক শক্ত-সমর্থ ছেলেকে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনার কাজে নিয়োজিত করা হোক। সুতরাং জন-কুড়ি ছেলের একটা দল তৈরি করা হোলো; তার মধ্যে রইলো আমাদের সবচেয়ে কৃতী সমাজ-কর্মী ছেলের দল; যেমন—বুরুন, বেলুখিন, ভেরখ্ভেভ্, ওসাদ্চি, চোবট্ আর এমনি অনেকে। ভোরবেলা তারা পকেট ভ'রে পাঁউরুটি নিয়ে নিতো; আর সারাটা দিন কাটাতো বনে বনে ঘুরে। সন্ধ্যের সময় আমাদের পাথর-বাঁধানো পথটা বনকুড়োনো কাঠকাট্রায় 'সাজন্ত' হয়ে উঠ্তো! আন্তন তখন তার দু-ঘোড়ায় টানা স্লেজ গাড়িখানা নিয়ে যেন একখানা রাগের মুখোস প'রেই হঠাৎ ছুটে এগিয়ে যেতো সেগুলো ব'য়ে আন্তে।

ছেলেরা ক্ষুৎপিপাসায় খুব খিন্ন হ'য়েই ফিরতো বটে কিন্তু তবু তাদের উৎসাহের কিছু কম্‌তি দেখা যেতো না। প্রায়ই তারা ফেরার পথটাকে কিছুটা চিত্তাকর্ষক ক'রে তুল্তো একটা মজার খেলা খেল্তে খেল্তে,—সে-খেলাটার ভেতোর দিয়ে তাদের চুরি-ডাকাতি-ভরা পূর্ব-জীবনের একটু ক্ষীণ আভাস ফুটে উঠ্তো। আন্তন যখন জনদুই ছেলের সাহায্যে সেই কাঠ-কুটোগুলো তার স্লেজগাড়িতে বোঝাই নিতো, সেই সময়টাতে বাকি ছেলেগুলো বনের মধ্যে একে অন্যকে তাড়া ক'রে বেড়াতো। সবশেষে যে-যাকে-পারতো সবাই একে একে এক একজন 'ডাকাত'কে গ্রেপ্তার ক'রে ফিরতো। বন্দী 'বনচারী'দের আবার কুড়ুল আর করাতধারী একদল পাহারাদার খুব কায়দা ক'রে পাহারা দিয়ে কলোনিতে নিয়ে আস্তো। খেলাচ্ছলেই তাদের মজা ক'রে ঠেলে-ঠুলে আমার অফিস্-ঘরে এনে ঢোকানো হোতো। আর, ওসাদ্চি আর কোরিতো—যে আবার এককালে 'মাখ্নো'র তাঁবে থেকে কাজও ক'রেছিলো, এমনকি, কাজ ক'রতে গিয়ে হাতের একটা আঙুল পর্যন্ত খুইয়েছিল—তারা খুব চেঁচা-মেচি ক'রে দাবি জানাতো:

"এটার মুণ্ডু উড়িয়ে দিন! কিম্বা গুলি ক'রে মারুন একে! বনের মধ্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আরও হয়তো এর মতন গোটাকতক ডাকাত এখনো সেখানে আছে!"

তারপর জেরা শুরু হোতো। ভলোখভ্ তার ভুরু কুঁচ্কে তখন বেলুখিনকে নিয়ে পড়তো:

"বলো চট্‌পট্‌—কটা মেশিন গান ?"

বেলুখিন তখন হাসিতে প্রায় দম আট্‌কাবার জোগাড় হ'য়ে বলতো :

"মেশিন গান আবার কী ? সে জিনিস কি খেতে ভালো ?"

"কী ? মেশিন গান ? ওরে বন্দুকের বাচ্ছা !"

"ও, তাহ'লে বুঝি খেতে ভালো নয় ? তাহ'লে আমার মেশিন গান-টান দরকার নেই !"

ফেদোরেঙ্কো ছিলো একেবারে গেঁইয়া—তাকে হঠাৎ বলা হোতো :

"কবুল খাও—মাখ্‌নোর তাঁবে থেকে চাকরি করোনি তুমি ?"

খেলাটাকে মাটি না ক'রে কীভাবে জবাব দিতে হবে, তা ভেবে ঠিক করতে ফেদোরেঙ্কোর মোটেই দেরি হোতো না। তাই সে চট্‌ করে জবাব দিতো :

"তা' করিচি বটে !"

"সেখানে কী কাজ করতে তুমি ?"

ফেদোরেঙ্কো এর কী জবাব দেবে তা' ভেবে ঠিক করার আগেই তার পেছন থেকে কেউ যেন ফেদোরেঙ্কোর ঘুমে-জড়ানো গলা নকল ক'রে নেহাৎ হাঁদা-কান্তর মতনই ব'লে উঠ্‌তো :

"গাইগরুগুলোকে চ'রতে নিয়ে যেতুম !"

ফেদোরেঙ্কো পেছন ফিরে তাকাতো। কিন্তু দেখ্‌তো সবাই নিতান্ত ভালোমানুষের মতন মুখ ক'রেই দাঁড়িয়ে আছে ! তখন মিলিত কণ্ঠে হাসির হুল্লোড় উঠ্‌তো।

কোরিতো হিংস্রদৃষ্টিতে ফেদোরেঙ্কোর দিকে তাকাতো; তারপর আমার দিকে ফিরে জোরালো চাপা গলায় বল্‌তো :

"ফাঁসি দিন ওকে ! ও অতি সাংঘাতিক লোক—ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন !"

আমি সেই একই সুরে জবাব দিতুম :

"হ্যাঁ। ওকে কোথাও থাক্‌তে দেওয়া চলে না। ওটাকে খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ডবল খানা খাইয়ে দাও !"

কোরিতো তখন বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌তো, "কী সাংঘাতিক কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা !"

বেলুখিন তখন গল্‌ গল্‌ করে বলে উঠ্‌তো :

"তাহলে আমি নিজে কিন্তু একটা সাংঘাতিক ডাকাত ! আমি আবার আতামানদের জন্যে গাই চরাতুম যে !"

তখনই শুধু ফেদোরেঙ্কোর মুখে হাসি ফুট্‌তো, আর, তার হাঁ-করা

মুখটা বুজে যেতো। তারপর চল্‌তো ছেলেদের মধ্যে কাজের হিসেব-নিকেশ। বুরুন বলতো ঃ

"আজ আমাদের দল, কিছু না হবে তো, বারো গাড়ি কাঠ এনেচে—ওর কম কিছুতেই নয়! আমি তো আপনাকে বলেইছিলুম যে, বড়দিন নাগাদ আমাদের হাজার পুড্‌ জ্বালানি কাঠ জমে যাবে! দেখে নেবেন ঠিক তা-ইই হবে!"

'দল' (ডিট্যাচ্‌মেণ্ট্‌)—এই শব্দটাই সে সময়টাতে ব্যবহার করা হোতো। কেননা বিপ্লবের ঢেউগুলো তখনও পর্যন্ত 'রেজিমেণ্ট্‌', 'ডিভিসন' ইত্যাদি নিয়মিত সামরিক বিন্যাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ—যেটা বিশেষ করে ইউক্রাইন অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, সেটা আগাগোড়া শুধু ওই 'দল'গুলোর দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। একটা ওই রকম দলে কয়েক হাজার থেকে একশোরও কম সদস্য থাক্‌তে পারতো। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই জঙ্গী আদবকায়দার নানান 'খেল্‌' (feats) দেখানো যেতো, আর, গভীর বনগুলোতে তাদের লুকোবারও সুবিধে ছিল খুব। বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্যে যে একটা জঙ্গী-গেরিলা মার্কা 'রোমাঞ্চের' খোরাক ছিল—সেটার ওপর আমাদের কলোনির সদস্যদের একটা বিশেষ পক্ষপাত ছিল। আর ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যারা শত্রুপক্ষীয় শ্রেণী-শিবিরে নিক্ষিপ্ত হোতো—তারাও তার মধ্যে ওই একই রোমাঞ্চের আস্বাদ পেতো। তাদের মধ্যে অনেকেই এই সংঘর্ষের কিম্বা শ্রেণী-বিরোধের আসল মানে যে কী তা' জান্‌তোও না, বুঝ্‌তোও না। সেই জন্যেই সোভিয়েৎ কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে তারা নিতান্ত অবাঞ্ছিতই ছিল। আর, কর্তৃপক্ষ তাই, তাদের ধরে ধরে কলোনিতে পাঠিয়ে দিতেন।

আমাদের বন-বিহারী ঐ দলটার হাতিয়ার বল্‌তে ছিল যদিও শুধু কুড়ুল আর করাত, তবুও তারা এইমাত্র সম্বল করেই মিলিত হয়ে অন্য দলের (ডিট্যাচ্‌মেণ্টের) সেই পরিচিত প্রিয় ছবিটাকেই যেন পুনরুজ্জীবিত করে তুলতো। সেই আগেকার দলগুলোর ঠিক সত্যিকার স্মৃতিটা এখন আর বর্তমান না থাকলেও সে-সম্পর্কে নানান গল্প নানান কাহিনীর খুব 'চল্‌' ছিল।

আমাদের কলোনির ছেলেদের মধ্যে বিপ্লবাত্মক সংস্কারের সেই অর্ধ-চেতন লীলা-বিলাসটাতে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। শিক্ষা-বিভাগের যে সব হোমরা-চোমরারা আমাদের দলের, আর, তার ঐ সব মিলিটারি ধরনের খেলাধুলোর কঠোর সমালোচনা কর্‌তো—তারা ব্যাপারটার আগাগোড়া কিছুই বুঝ্‌তো না। আগেকার সেই ডিট্যাচ্‌মেণ্ট্‌গুলো যাদেরকে এককালে সংক্ষিপ্ত শাস্তিবিধানের দুঃখ ভোগ করিয়েছিল—তাদের ঘরদোর দখল করে নিয়েছিল

—তাদের চিন্তাকুঞ্চিত ভ্রূ-যুগলের প্রতি কিম্বা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ বিজ্ঞানের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাপ্রকাশ না করেই তাদের 'তিন-ইঞ্চি' আগ্নেয়াস্ত্রগুলো থেকে ডাইনে-বাঁয়ে বেতালা গোলাগুলি বর্ষণ করে যাওয়ার মনস্তত্ত্বটা বোঝেনি —তাদের কাছে 'ডিট্যাচ্‌মেন্ট্‌' শব্দটা বিশেষ মনোরম পরিবেশের সঞ্চার করতো না।

কিন্তু তার আর কী উপায় হতে পারে? আমাদের সমালোচকদের রুচিকে উপেক্ষা করেই কলোনি একটা ডিট্যাচ্‌মেন্ট্‌ বানিয়ে নিজেদের পথচলা শুরু করলে।

কাঠ-কাটা দলটায় সব সময় বুরুনই সর্দারি করতো। তার এই সম্মানে প্রতিবাদ করারও কেউ ছিল না। ওই একই খেলার নিয়ম অনুসরণ করে ছেলেরা সবাই ওকে 'আতামান' বলতে শুরু করলে।

"আমরা তো কাউকে আতামান বলে সম্বোধন করতে পারি না"—আমি বলনুম—"ডাকাতদেরই তো শুধু আতামান ছিল।"

"শুধু ডাকাতদেরই কেন?"—বলে উঠতো ছেলেরা।—"গেরিলাদেরও তো 'আতামান' ছিল!—"লাল-দলভুক্তদের কত 'আতামান' ছিল।"

"লাল ফৌজে তো 'আতামান' বলা হয় না!"

"তা অবশ্য নয়। লাল ফৌজে থাকে কমান্ডার। কিন্তু আমরা তো আর লাল ফৌজ নই!"

"না-ই বা হলুম! তবুও 'কমান্ডার' কথাটাই ঢের ভালো।"

কাঠ কাটা শেষ হয়ে গেলঃ ১লা জানুয়ারি তারিখের আগেই দেখা গেল, আমাদের হাজার পাড্‌ জ্বালানি কাঠ জমে গেছে। আমরা কিন্তু বুরুনের দলটাকে তা বলে ভেঙে দিলুম না। গোটা দলটাকে সবসুদ্ধুই নতুন কলোনিতে চারা জন্মাবার জন্যে গরম কাঁচ-ঘর বানাবার কাজে লাগিয়ে দিলুম। এই দল রোজ সকালে সেখানে কাজ করতে চলে যেতো—আর সেখানেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিতো। বাড়ি ফিরতো সেই সন্ধ্যেয়।

জাদোরভ একদিন এসে আমায় বললেঃ

"আমাদের অবস্থাটা দেখুন! বুরুনের তো একটা দল আছে। কিন্তু অন্য ছেলেদের কী হবে?"

এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর সময় নষ্ট করলুম না। সে সময়টাতে কলোনিতে দিনের-দিন টাট্‌কা সব হুকুম-টুকুম জারি করা হোতো। তারই সঙ্গে একটা হুকুম জুড়ে দেওয়া গেল যে, জাদোরভের কর্তৃত্বে দ্বিতীয় একটা দল বানানো হোক।

দ্বিতীয় এই দলের গোটাটাই কারখানা-ঘরগুলোতে কাজ করতে লেগে গেল। আর বেলুখিন ভেরস্কেভ্ আর অন্য যেসব দক্ষ কারিগর বুরুনের দলভুক্ত হয়ে ছিল তাদেরকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জাদোরভের এই দলে ভর্তি করে দেওয়া হোলো।

দল গড়ার কাজ আরও অগ্রসর হোলো। নতুন কলোনিতে আলাদা আলাদা অধিনায়কের অধীনে একটা তৃতীয় এবং একটা চতুর্থ দলও বানানো হোলো। নাস্তিয়া নোচেভ্নায়ার নেত্রীত্বে মেয়েরাও বানিয়ে ফেল্লে পঞ্চম একটা দল।

দল-সম্পর্কিত সব আইন-কানুন রীতি-পদ্ধতি তৈরির কাজ সম্পূর্ণতা পেলে বসন্তকাল নাগাদ। দলগুলো এতদিনে আরও ছোটো ছোটো আকার ধারণ করলে—এগুলো গড়া হোলো কারখানাগুলোতে সদস্যদের ভাগ করে দেওয়ার নীতিতে। মুচির কাজের কারখানার দলটা হোলো—পয়লা নম্বর দল। কামাররা হোলো—ছ' নম্বর, সহিসরা—দু' নম্বর, শুয়োর-পালকরা—দশ নম্বর। প্রথম প্রথম আমাদের কোনও লিখিত সনদ থাক্‌তো না; আমিই সর্দারদের নিয়োগ করতুম। কিন্তু বসন্তকাল থেকে আমি ঘন-ঘনই সর্দারদের বৈঠক ডাক্‌তে আরম্ভ করলুম। ছেলেরা ওই বৈঠকের বেশ পছন্দসই একটা নাম দিয়েছিল—নায়ক পরিষদেব (সভার) অধিবেশন (কমান্ডার্স্ কাউন্সিল)। শিগগিরই আমার অভ্যেস হয়ে গেল বেশ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত করতে হলেই ঐ নায়ক-পরিষদের অধিবেশন বসানো। ক্রমে নায়ক নির্বাচনের ভারটাও ঐ পরিষদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোলো—সেটার সংখ্যা ক্রমশ সদস্যদের ভোটেই বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। সাধারণ নির্বাচনের সাহায্যে অধিনায়ক নিয়োগের এবং ভোটদাতাদের জবাবদিহির ওপর সেটাকে ছেড়ে দেবার প্রথা প্রবর্তিত হবার অনেককাল আগে এই ব্যবস্থাটারই পত্তন হয়েছিল। আমি নিজে অতোটা বাঁধন-ছাড়া ভোট ব্যবস্থাকে খুব একটা মস্ত লাভজনক কিছু বলে ভাববার পক্ষপাতী আগেও কখনও ছিলুম না, এখনও নই। নায়ক-পরিষদে নতুন নায়ক নির্বাচনের ব্যাপারটা সর্বদাই খুববেশি ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষ ছিল। পরিষদ-সদস্যদের ভোট-ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ যে, ওরই ফলে আমরা সর্বদাই সবচেয়ে ভালো অধিনায়কই পেয়ে যেতুম, আর, সেই সঙ্গে আমরা এমন একটা পরিষদ পেয়েছিলুম যেটা একটা সংস্থা-হিসেবে কাজ চালিয়ে-যাওয়া থেকে কখনও বিরত হয় নি কিম্বা কখনও সদলে পদত্যাগও করেনি।

একটা খুব দরকারি নিয়ম যা তৈরি করা গেছ্‌লো সেটা এই যে, নায়ক-দের জন্যে কোনও রকম বিশেষ সুবিধের বন্দোবস্তই থাক্‌তে পাবে না, তার

কোনও-রকম উপরি পাওয়া থাক্‌বে না এবং সে অন্যের তুলনায় নিজে-হাতে কাজ করার দায়িত্ব থেকেও বিন্দুমাত্র রেহাই পাবে না। এই চমৎকার নিয়মটা আজও 'চালু' আছে।

১৯২৩ সালের বসন্তকাল নাগাদ আমরা দল তৈরির পদ্ধতিতে প্রচুর উন্নতি ঘটালুম। আমাদের ঐ সমাজ বা সঙ্ঘের দীর্ঘ তেরো বছরের অস্তিত্বের মধ্যে ঐটাই ছিল সবচেয়ে দরকারি আবিষ্কার। শুধু এইটার জন্যেই আমাদের দলগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে একটা আসল দৃঢ় এবং অনন্য সঙ্ঘ গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। এ-সঙ্ঘে পরিচালনা এবং কার্য-নির্বাহ উভয় ব্যাপারেই পার্থক্যেরও সম্মান রক্ষিত হোতো; সাধারণ মহা-সভার গণতান্ত্রিকতা, 'ক্রম' ও সেই সঙ্গে কম্‌রেডে কম্‌রেডে পারস্পরিক আনুগত্যেরও মর্যাদা রক্ষিত হোতো।

আবিষ্কারটা ছিল—সামগ্রিক, অথবা 'মিশ্র' দল।

আমাদের পদ্ধতির বিরোধী ব্যক্তিবর্গ, যারা অতি হিংস্রভাবে আমাদের ওই তথাকথিত "জঙ্গী বা সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থা"র বিরোধিতা করতো, তারা কখনও আমাদের কোনও নায়ককে কোনোদিন হাতে-কলমে কাজ করতে দেখেনি। কিন্তু তাতেও বড় কিছু এসে যায় নি। এসে গেছ্‌লো যেটাতে, সেটা হচ্ছে এই যে, তারা কখনো 'মিশ্র' দলের কথা শোনেনি, আর, সেই জন্যেই আমাদেব পদ্ধতিব মূলনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই তাদের ছিল না।

মিশ্র দলটা জীবন্ত হয়ে উঠ্‌লো এই কারণে যে আমাদের প্রধান কাজই ছিল চাষবাস। সর্বসাকুল্যে আমাদের জমির পরিমাণ ছিল সত্তর দেস্যাতিন। আর গ্রীষ্মকালে শেরে দাবি করে বস্‌লো সবাইকেই ক্ষেতী কাজে নেবে পড়্‌তে হবে। সেই সঙ্গে আবার—কলোনির প্রত্যেক সদস্যকেই কোনো না কোনো কারখানাতেও কিছু না কিছু—কাজের ভার দিয়ে দেওয়া হোলো। আর, সেখানকার সঙ্গে সংশ্রবও কেউ ছাড়্‌তে চাইলে না। কেন না চাষটাকে কোন-রকমে আমাদের টিকে থাক্‌বার এবং জীবনযাত্রার সুখ সুবিধার কিছুটা উন্নয়নের সহায়ক হিসেবেই সবাই মনে করতো—অপরপক্ষে কারখানাটা ছিল তাদের—দক্ষতা, নৈপুণ্য প্রভৃতি অর্জনের উপায়।

শীতকালে যখন জমির কাজকর্ম একেবারে প্রায় স্থগিত হয়ে যেতো, তখন সব কারখানাগুলোই একেবারে ভর্‌তি হয়ে উঠ্‌তো। কিন্তু জানুয়ারি মাসে শেরে দাবি করতে শুরু করলে, কলোনি-সদস্যেরা এবার চারা-গজাবার গরম কাঁচ-ঘর বানাক্‌, গাড়ি বোঝাই করে ক্ষেতে সারও সরবরাহ করুক।—আর, দিনের-দিন তার ঐ দাবি নিয়ে 'ঝুলোঝুলি'টা বেড়েই চল্‌লো।

জমির কাজের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে স্থান এবং কাজের ধরন ক্রমাগতই বদল হোতো। ফলে, সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিভাগ, উপবিভাগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে বিভিন্ন রকম কার্য নির্বাহের ব্যবস্থাও করতে হোতো। যে জিনিসটা আমাদের কাছে সবচেয়ে দরকারি বলে মনে হোতো সেটা হচ্ছে, কাজের সময়ে অধিনায়কের পূর্ণ কর্তৃত্ব—আর একেবারে গোড়া থেকেই সে কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব। শেরেই সব প্রথম ধরে বসে যে, নিয়ম-নিষ্ঠা, হাতিয়ার-পত্র, সেই কাজের সবটা এবং কাজের গুণাগুণটারও জন্যে একজনমাত্র বিশেষ কলোনি-সদস্যকেই দায়ী করে রাখতে হবে। এই-সব দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি করবে, বিবেচক লোকদের মধ্যে এমন একজনও তখন কেউ আমাদেব ভেতর ছিল না। আমার মনে হয়—এর পরেও আপত্তি তুলতে নিতান্ত 'পন্ডিত' ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নিশ্চয় পারতো না।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাবার জন্যেই মিশ্র দল গঠনের বুদ্ধিটা আমাদের গজিয়েছিল।

মিশ্র দল আসলে একটা সাময়িক দলমাত্র—প্রতিবারই, সপ্তাহ খানেকের চেয়ে বেশি দিনের জন্যে ওগুলোকে কখনো গড়া হোতো না। আর সে দল-গুলো অল্প দিনে সম্পূর্ণ হবার মতো বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কাজই শুধু করতো—যেমন, কোনও বিশেষ একটা আলু-ক্ষেতের আগাছা নিড়োনো, কিম্বা বিশেষ কোনো একটা জমিতে লাঙল চষা, নতুন-আমদানি কোনও বীজ বাছাই করা, কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ সার গাড়ি-বোঝাই করে কোনও ক্ষেতে নিয়ে যাওয়া, কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ খানিকটা জমিতে বীজ বোনা—এইরকম।

প্রতিটি কার্যভারের জন্যে আলাদা-আলাদা সংখ্যাব কর্মী দরকার হোতো—কোনও মিশ্র দলে হয়তো মাত্র দুজন ছেলেরই দরকার পড়তো—অন্যগুলোর কোনোটায় পাঁচ, কোনোটায় আট—এমন কি বিশজন পর্যন্ত। কতটা সময়ের দরকার—সে-হিসেবেও তাদের বিভিন্নতা ঘটতো। শীতকালে ইস্কুল খোলা থাকার সময়ে ছেলেরা, হয় দুপুরের খাওয়ার আগে, আর নয়, পরে কাজে যেতো।—সে-সময়ে তারা দুটো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুই দফায় কাজটাকে আলাদা আলাদা দুই দলের মধ্যে ভাগ করে নিতো। ইস্কুলের ছুটি থাকলে, ছ' ঘণ্টার কাজের দিন ধার্য করা হোতো। তখন সবাই একযোগেই কাজ করতো। কিন্তু মানুষ, পশু ও যন্ত্রপাতি-সাজ-সরঞ্জাম—সব-কিছুর থেকেই পুরো কাজ আদায় করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে কতকগুলো ছেলেকে সকাল ছটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত, আর বাকি সবাইকে দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত কাজ করানোরও দরকার পড়তো। আবার, কাজ এক এক সময়ে

এত বেশি পড়ে যেতো যে, তখন খাটবার সময়টাকে আবার ছ' ঘণ্টার চেয়েও বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার হোতো। কাজের এই সব বিভিন্ন রকম-ফের আর বিভিন্ন রকমের সময়ের প্রয়োজনের জন্যে মিশ্র দলগুলোর নিজেদের মধ্যেও আবার যথেষ্ট বিভিন্নতার সৃষ্টি হোতো। আমাদের মিশ্র দলের কার্যকলাপ আর সময়ের নির্ঘণ্টটাকে দেখাতো—ঠিক যেন রেলওয়ের সময়াদির নির্ঘণ্টেরই মতন।

সে সময়ে কলোনির সবারই খুব জানা হয়ে গেছ্‌লো যে, ৩-১ মিশ্র দল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজ করে, মাঝখানে খালি দুপুরের খাওয়ার ছুটিটা পায়, আর, তারা কাজ করে মানেই সব্‌জি-বাগানে কাজ করে; আবার ৩-০ দলটা কাজ করে ফলের বাগানে; ৩-'র'—কাজ করে মেরামতির; ৩-'হ' কাঁচ-ঘরে। আবার প্রথম মিশ্র দলটার সময়ের হিসেব হচ্চে—সকাল ছ'টা থেকে দুপুর বারোটা; দ্বিতীয়টার সময়, দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা অবধি। আমাদের ওখানে এই রকম মিশ্র দলের সংখ্যা শিগ্‌গিরই তেরোতে দাঁড়ালো।

মিশ্র দলগুলো ছিল সব সময়েই শুধু কাজেরই দল নির্ধারিত কাজটা শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই ছেলেরা চলে আস্‌তো কলোনিতে। কলোনিতে ফিরে আস্‌বার পর সেই মিশ্র দলটার আর কোনও অস্তিত্বই থাক্‌তো না।

কলোনির প্রত্যেকটি সদস্যই কিন্তু কোনো না কোনো স্থায়ী দলভুক্ত হয়েই থাক্‌তো। সে-দলের নিজস্ব স্থায়ী নায়ক থাকতো—কারখানার কার্যপদ্ধতির মধ্যে তাদের নিজস্ব একটা ঠাঁইও থাক্‌তো। সেই নির্দিষ্ট ঠাঁই-এর অস্তিত্ব তাদের শোবার ঘরে এবং খাবার ঘরেও থাক্‌তো। স্থায়ী দলটাই কলোনির যেন একটা মৌলিক কেন্দ্রীয় উপাদান স্বরূপ ছিল, আর, তার নায়ককে অবশ্যই নায়ক-পরিষদের সদস্য হতে হতো। কিন্তু বসন্তকালের গোড়া থেকে শুরু করে গ্রীষ্মের দিকে দিনগুলো যতই এগিয়ে যেতো, ততই ক্রমে কলোনির সদস্যদের হয়তো এক সপ্তাহের জন্যে কোনও বিশেষ নির্ধারিত কাজের প্রয়োজনে মিশ্র দলভুক্ত হয়ে পড়ার দরকার হতে থাক্‌তো।

কোনও মিশ্র দলে মাত্র দু'জন সদস্য থাকলেও তাদের মধ্যে একজনকে নায়ক [illegible]র দেওয়া হোতো। তাকেই কাজটা চালনা করতে হোতো, আর, সে-কাজের [illegible]ন্যে জবাবদিহিরও দায়িত্ব থাক্‌তো তারই ওপর। কিন্তু কাজের জন্যে নি[illegible]রিত সময়টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া মাত্রই মিশ্র দলটারও অস্তিত্ব যেতো বি[illegible]প্ত হয়ে।

প্রত্যেকটা মিশ্র দলই গড়া হোতো মাত্র একটি সপ্তাহের জন্যেই। কাজেই

কলোনির প্রত্যেকটি সদস্যই পরের সপ্তাহে নতুন নায়কের অধীনে নতুন কাজের ভার পেতো। মিশ্রদলের নায়ককেও নির্বাচিত করে দিতো নায়ক-পরিষদই —এবং সেটাও মাত্র এক সপ্তাহের জন্যেই। তারপরেই তারা সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী মিশ্র দলে আর নায়কতা করতে পেতো না—সেবার তারা সাধারণ কর্মীতেই পর্যবসিত হয়ে যেতো।

একেবারে নেহাৎ অচল 'অখাদ্য' কোনো সদস্য ছাড়া বাকি সবাই যাতে পালা করে মিশ্র দলগুলোর নায়কতা করতে পারে, তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা নায়ক-পরিষদ সব সময়েই করতো। এটা খুবই ন্যায্য ব্যবস্থা। কেননা মিশ্র একটা দলের নায়কতা করা মানে প্রচুর দায়িত্ব ঘাড়ে চাপা—আর ঝঞ্ঝাটও তেমনি দারুণ। এই পদ্ধতিকে ধন্যবাদ এই জন্যে যে, কলোনির বেশির ভাগ সদস্যই শুধু যে নির্ধারিত কাজই ঘাড়ে নিতো তা নয়, তার ওপর আবার ব্যবস্থাপনা-মূলক কাজের দায়িত্বও ঘাড়ে নিতো। এটার খুবই দরকারও ছিল। কম্যুনিস্ট শিক্ষা পদ্ধতির পক্ষে এইটারই বিশেষ দরকার ছিল। আর এই পদ্ধতিকে ধন্যবাদ যে, ১৯২৬ সালে ঠিক এইটাতেই আমাদের কলোনি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। কারণ এই পদ্ধতির ফলে ছেলেরা যে-কোনো ধরনের কাজের সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারতো। আবার, বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষেও সব সময়েই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বহু-সংখ্যক করে স্বাধীনভাবে-ব্যবস্থাপনায়-সক্ষম এবং কৃতী তত্ত্বাবধানের লোকও পাওয়া যেতে পারতো।

স্থায়ী দলের নায়কের পদের গুরুত্ব বহুলাংশে কমে গেছ্লো। স্থায়ী নায়করা, মিশ্র দলের নায়কতায় নিজেদের বড় বেশি একটা নিয়োজিত করতো না। করতো না এই ভেবেই যে, এমনিতেই তাদের ঘাড়ে তো যথেষ্ট দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ রয়েছে। স্থায়ী দলের নায়করা মিশ্র দলগুলোতে সাধারণ কর্মী হিসেবেই কাজ করতে যেতো। কাজেব সময় তারা ঐ মিশ্র দল-নায়কের আদেশ মেনেই চল্তো। অথচ প্রায়ই দেখা যেতো যে সে-মানুষটা আসলে স্থায়ী নায়কের নিজের দলের কেউই নয়।

এর ফলে কলোনিতে তাঁবেদারি করার একটা চরম জটিল শৃংখল সৃষ্টি হোলো; তাতে 'অন্যায়ভাবে কোনও সদস্যের পক্ষে একাই সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টি-গোচর হওয়া কিম্বা সংঘের মধ্যে একাই বিশেষ প্রভুত্বের অধিকারী হওয়া অসম্ভব হোলো।

কখনো নিজে-হাতে কাজ করা, আবার কখনো, তত্ত্বাবধানের কাজ করার এই যে মিশ্র-দলীয় পদ্ধতি—এর মধ্যেকার আদেশ-দান আর আদেশ-পালনের

অভ্যাসটা সমবেত কাজকর্ম এবং পৃথক ব্যক্তিগত কাজকর্ম—উভয়ের দ্বারাই কলোনির জীবনের সুরের পর্দা বেঁধে দিতো এবং সে-জীবনকে আগ্রহপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষকও করে তুলতো।

২৬

নতুন কলোনির দৈত্যদানবরা

ব্রেপ্‌কের মেরামতি কাজ চলছিল দু'বছরেরও বেশি দিন ধরে। তারপর ১৯২৩ সালের বসন্তকাল নাগাদ আমরা প্রায় বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করলুম যে, কাজ অনেক দূরই এগিয়েচে, আর, নতুন কলোনিটা আমাদের জীবনের একটা লক্ষ্যণীয় অংশও হয়ে উঠেছে। এই জায়গাটাই 'শেরে'র কর্মতৎপরতা'র প্রধান ক্ষেত্র ছিল, কেননা, গোয়াল, আস্তাবল, গরম-ঘর সবই সেখানে। গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে এখন আর আমাদের জীবন আগেকার মতন নিষ্ক্রিয়তায় পর্য-বসিত হোলো না। বরং তার বদলে কর্মতৎপরতাই যেন টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগ্‌লো।

পুরোনো কলোনির মিশ্র দলগুলোই কিছুটা কাল যাবৎ এই জীবনের মূল পরিচালনশক্তি হিসেবে থেকে গেছ্‌লো। সুদীর্ঘ সর্পিল পথ আর দুই কলোনির সীমাবেষ্টনী বরাবর—উভয়তঃই সারাদিন ধরে মিশ্র দলগুলোর প্রায় অব্যাহত কর্মচাঞ্চল্যকে লক্ষ্য করা যেতো—দেখা যেতো কতকগুলো দল নতুন কলোনিতে কাজ করতে চলেচে—আর ওদিকে কতকগুলো দল দ্রুতপদে পুরোনো কলোনিতে ফিরে আস্‌চে—দুপুরে দিনের খাওয়া আর রাতে নৈশ ভোজ সমাধা করার তাগিদে।

একটা লম্বা লাইনে সারি বেঁধে মিশ্র দল খুব দ্রুত পায়েই দূরত্বটা অতি-ক্রম করতো। বালসুলভ উদ্ভাবনীবুদ্ধি এবং প্রগল্‌ভ অভিযান-স্পৃহার বশেই তারা সম্পত্তির অধিকারের সম্মান লঙ্ঘন করতে এবং সীমারেখাকে উপেক্ষা করতে বিশেষ কোনো অসুবিধাই বোধ করতো না। প্রথম প্রথম গ্রামবাসীরা এদের এই 'উদ্ভাবনী-প্রতিভাকে' বুদ্ধির পাল্লায় হঠিয়ে দেবার ক্ষীণ একটু প্রচেষ্টাও করেছিল। কিন্তু শিগ্‌গিরই তারা বুঝে নিয়েছিল যে, সেটা অসম্ভবই হবে—কেননা ছেলেরা উঠে-পড়ে-লেগে-থেকে আর যৎপরোনাস্তি

ঔদাসীন্য এবং সঙ্কটকালীন চিত্তস্থৈর্যের সঙ্গে গ্রামগুলোর মধ্যেকার বিভিন্ন যোগাযোগ-পথের পরিবর্তন-পরিবর্জনাদিও করে নিতো—একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞের মতোই সে-পথকে সরল-রৈখিক পথ করে নিতো। যে-সব স্থানে এমন হোতো যে, সরল-রেখাটা কোনও গ্রামকে ভেদ করে চলে গেছে, সে-সব ক্ষেত্রে জ্যামিতিক উপায় ছাড়াই এ-কাজটা সম্পাদন করা দরকার হয়ে পড়্তো। যথা—এই রকম সব বাধা, যেমন, কুকুরের প্রহরা এবং পথের সামনের বেড়া, তোরণ-দ্বার ইত্যাদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা;—এ-সবও তাদের অতিক্রম করতে হোতো।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজে আয়ত্তে আনা যেতো কুকুরকে। কেননা, রুটিটা আমাদের প্রচুরই ছিল; আবার এমন কি, রুটি ছাড়াও গ্রামের কুকুর-গুলোর একটা বিশেষ পক্ষপাতই ছিল কলোনির ছেলেদের ওপর। কারণ, ওখানকার ওই কুকুরগুলোর জীবন ছিল এমনিতে নিতান্তই ঘটনা-বিহীন। জীবন্ত মনের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবের জন্যে এবং স্বাস্থ্যকর হাসি-তামাসার আনন্দময় পরিবেশ থেকে কুকুরগুলো বঞ্চিত ছিল বলেই এদের সান্নিধ্যে এসে প্রচুর পরিমাণ নতুন এবং উত্তেজক অভিজ্ঞতার প্রভাবে তারা অকস্মাৎ জীবন-রসবোধে মেতে উঠ্তো। বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং একেবারে বিভিন্ন ধরনের এই মানুষগুলোর সাহচার্য, তাদের চিত্তাকর্ষক কথোপকথন—নিকটবর্তী একগাদা খড়ের ওপর তাদের হঠাৎ-অনুষ্ঠিত-হয়ে-যাওয়া একটা কুস্তি-প্রতিযোগিতা—এবং অবশেষে সুখের সপ্তমস্বর্গ—দ্রুত-ধাবমান দলটির পাশে পাশে দৌড়নোর অনুমতি লাভ—কোনও বাচ্ছা ছেলের হাতের গাছের সরু ডালটা ছিনিয়ে নেবার লোভ, আবার কখনো সখনো গলার চারদিক ঘিরে বেঁধে-দেওয়া একটা উজ্জ্বল রঙের রিবন জাতীয় লোভনীয় পুরস্কার লাভ—এই সবের ফলে তারা ছেলেদের মিত্রপক্ষই হয়ে উঠেছিল। এমনকি, গ্রাম-সারমেয়-পুলিশবাহিনীর প্রতিনিধি যে চেনবাঁধা-কুকুরগুলো—তারাও নিজেদের মনিবদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক হয়ে উঠ্তো আরও এই জন্যেই যে, শাস্তি যে তারা দেবে, তা' শাস্তি-মূলক প্রক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্যস্থলটাকেই তারা নাগালের জায়গায় খুঁজে পেতো না।—কেননা বসন্তের সূত্রপাত থেকেই ছেলেরা আর আগুল্ফ-লম্বিত দীর্ঘ পাজামা-পাৎলুন পরতো না—হাঁটু-পর্যন্ত-ছাঁটা খাটো পাজামাই সে সময়ে বেশি স্বাস্থ্য-সম্মত বলে পরিগণিত হোতো;—দেখতেও সেগুলোই বেশি মানানসই,—আর, সবার বড় কথা—তাতে খরচও পড়্তো ঢের কম।

গ্রাম-সমাজের অখণ্ডতা-বিচ্যুতিটা কুকুরদের কর্তব্যচ্যুতির সঙ্গে আরম্ভ করে ক্রমাগতই আগিয়ে চল্লো—যতক্ষণ পর্যন্ত কলোনি আর কলোমাকের

মধ্যবর্তী পথকে সহজ করে নেবার অন্যান্য বাধাগুলোও নিষ্ফল হয়ে না গেল। —প্রথমেই আন্দ্রেই-বাড়ির, নিকিতাদের, নেচিপোরদের, আর, মিকোলাদের বাড়ির দশ থেকে ষোলো বছর বয়েসের ছেলের দল সবাই আমাদের দিকেই চলে পড়লো। কলোনি-জীবনের লোভনীয়, মনোরম, রোমাঞ্চকর দিকটাই তাদেরকে এদিকে আকৃষ্ট করে নিয়ে এলো। অনেককাল ধরেই তারা আমাদের বিউগল্-এর ডাক শুনে আস্ছিল—একটা বড়োসড়ো আনন্দময় সংঘ-জীবনের অবর্ণনীয় মহিমার মাধুর্য তারা অনুভব করে আস্ছিল—আর এখন তারা উচ্চতর মানবিক কর্মতৎপরতার এইসব লক্ষণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-পরবশ হয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেতো।—ঐ মিশ্র দল, ঐ অধিনায়ক—আর সবার ওপরে সর্বোত্তম—ঐ রিপোর্ট্। তাদের বড়দের আবার আগ্রহটা ছিল উন্নত ধরনের কৃষিপ্রণালীর ওপর—ঐ খের্সন শস্য-চক্র-পদ্ধতিই* শুধু যে ছেলেদের আকর্ষণ করেছিল তা নয়,—আমাদের ক্ষেত, আমাদের বীজ-ছড়ানো যন্ত্র ইত্যাদিও ছিল তাদের কাছে আকর্ষণীয়। এটা অতি সাধারণ ব্যাপারই হয়ে উঠেছিল যে, আমাদের মিশ্র দলগুলোর প্রত্যেকটারই গ্রামের-ছেলে-বন্ধু এক-আধজন করে জুটে গেছ্লোই। চোরের মতন তারা শস্য-ঝাড়াই-এর চালা থেকে একটা নিড়েন কিম্বা একটা কোদাল যোগাড় করে কাঁধে নিয়ে, আমাদের ঐ 'চলমান' ছেলেদের সংগ ধরতো। ঐ সব ছেলের দলেও সন্ধ্যেবেলা আমাদের কলোনি একেবারে ভরে যেতো। তারা আমাদের অগোচরেই আমাদের কলোনির দলের একটা প্রায় অপরিহার্য অংগই হয়ে উঠেছিল। তাদের চোখ দেখেই বোঝা যেতো যে, কলোনির সদস্য হতে পারাটাই যেন তাদের জীবনের স্বপ্ন হয়ে উঠেচে! তাদের মধ্যে পরে অনেকের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণও হয়েছিল—যখন গৃহে এবং দৈনন্দিন জীবনে অথবা ধর্ম-জীবনে উদ্ভূত বিরোধগুলো তাদেরকে তাদের পিতাদের বুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করেছিল।

আর, সর্বশেষে গ্রামের বিরোধিতার মীমাংসা ঘটে গেল জগতের সর্বপ্রধান শক্তির সহায়তায়।—গ্রামের মেয়েরা—মোজাবিহীন, ফিটফাট-ছিমছাম, স্ফূর্তিবাজ পুরুষজাতির প্রতিনিধি, কলোনির ওই ছেলেদের যাদুশক্তির মোহকে—কিছুতে আর কাটিয়ে উঠ্তে পারলে না। এদের ওই জাদুর সংগে পাল্লা দিতে পারে এমন কোনো ঐশ্বর্যই তাদের স্থানীয় গ্রাম-যুবকদের ছিল না, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে কলোনির ছেলেদের মধ্যে পল্লীবালাদের হৃদয়-জয়ের অভিযানে অগ্রসর হওয়ার বিশেষ তাড়া দেখা গেল না;—তারা মেয়েদের পিঠও

* The Kherson corporation system.

চাপ্‌ড়ে দিলে না, তাদের দেহের কোনো অংশ স্পর্শও করলে না; এমন কি, তাদের ভয়ও দেখালে না, বা তাড়াও দিলে না। আমাদের ছেলেদের মধ্যেকার বড়র-দলটা এতদিনে 'রাব্‌ফাক্' আর কোম্‌সোমোল্‌ দেবার দিকে এগিয়ে চলেছিল এবং ভদ্রতর রুচি-সুলভ সৌজন্য আর চিত্তাকর্ষক সংলাপের মাধুর্য উপলব্ধি করতেও শুরু করেছিল।

তখনও অবশ্য গ্রামবালাদের সহানুভূতিটা তীব্র অনুরাগের আকার ধারণ করেনি। আমাদের মেয়েদেরকেও তাদের খুবই ভালো লাগ্‌তো। কারণ, যদিও আমাদের মেয়ের দল শহরে বর্ধিত এবং অধিকতর মার্জিতবুদ্ধির মেয়েই ছিল, তবুও তারা 'চাল দেখানো'র ধার ধারতো না মোটেই। প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার এসেছিল আরও পরে। মেয়েরা আমাদের মধ্যে যেটা খুঁজ্‌তো, সেটা তারিখযুক্ত মিলন-সংকেত বা নাইটিংগেল-সংগীত মোটেই নয়; সেটা ছিল আমাদের 'সামাজিক মূল্য'টাই। তারা ক্রমশঃ বেশি-বেশি করে পালে-পালে ভিড় করতে লাগ্‌লো কলোনিতে এসে। তখনও অবশ্য একা একা আস্‌তে তবু তারা ভয় পেতো ঠিকই। তারা সারি বেঁধে বেঞ্চে বস্‌তো, নিজেদের মনে নীরবে গ্রহণ করে যেতো সব রকমেব অপূর্ব অভিনব রকমের ছাপগুলো। এর কারণ কি এই হতে পারে, যে, যেহেতু তারা ঘরে বাইরে সূর্যমুখীর বীজ ঠুক্‌বে খেতে নিষিদ্ধ হয়েছিল, সেই জন্যেই তাদের ওই মনোভাব?

আমাদের ব্যাপার-স্যাপারেরর প্রতি তরুণ ছেলেদের সহানুভূতির কল্যাণেই চিকে-বেড়া আর তোরণ দিয়েও গ্রামবৃদ্ধ গৃহস্থামীদের পক্ষে এখন আর পুরোনো ধরনে আমাদের ছেলেদের ঠেকিয়ে রাখার বিশেষ সুবিধে হয় না। পুরোনো ধরনে মানে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার মর্যাদাকে যে সম্ভ্রম করে চলতে হয়—চিকে-বেড়া আর তোরণের ইঙ্গিতে সেই 'অলিখিত-কিন্তু-সকলের-স্বীকৃত' নির্দেশটি দিয়ে। আমাদের ছেলেরা কিন্তু শিগ্‌গিরই এতখানি দুঃসাহসী হয়ে উঠ্‌লো যে, বেড়া ডিঙোবার সুবিধে হবে বলে অতি কঠিন ঠাঁইগুলোতে তারা নিজেরাই এক ধরনের 'পৈঠে' তৈরি করে নিলে। বেড়া ডিঙোবার এ ধরনের পৈঠে তৈরির উপায়টার সাক্ষাৎ রাশিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এ উপায়টা হচ্চে চিকে বেড়ার মধ্যে একখানা করে সরু তক্তা গুঁজে দিয়ে, তক্তাখানার দুই মুখে দুটো খুঁটোর ঠেক্‌নো লাগিয়ে দেওয়া।

কলোমাক নদী থেকে কলোনি পর্যন্ত ওই পথটাকে সরলরেখায় সংক্ষিপ্ত করে আন্‌তে গিয়ে তারা চাষীদের ক্ষেতের ফসলেরও যে কিছুটা ক্ষতি সাধন করেছিল—সে 'পাপ'টাকেও এখানে স্বীকার করতে হয় অবশ্য। আর, ১৯২৩

সালের বসন্তকালের আগেই কলোমাক নদীর দুধারে বিস্তৃত এই পথটাকে 'অক্টোবর রেলপথের' * সঙ্গে তুলনা করা চল্‌তো। এতে আমাদের মিশ্র দলগুলোর কাজের মস্ত সুবিধে হোতো।

দুপুরের খাওয়ার সময়ে মিশ্র দলগুলোকেই আগে খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া হোতো। বারোটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় প্রথম-মিশ্র দলটা খাওয়া সেরে নিয়ে রওনা হয়ে পড়্‌তো। কলোনি-ডিউটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সেই-দলের নায়কের হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়ে দিতেন—সেই কাগজে দরকারি কথা সবই খুঁটিয়ে লেখা থাক্‌তো—দলে কজন আছে সেই সংখ্যা, সদস্যদের নামের ফর্দ, নায়কের নাম, যে-কাজের ভার দেওয়া হোলো তার বিবরণ আর কাজটা কখন কতটা সময়ে করতে হবে—তা সবই। এই সব ব্যাপারে উচ্চ-গণিতের সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছিল 'শেরে'—কাজটাকে একেবারে 'ইঞ্চি-আউন্স্‌' মেপে ঠিক করে দেওয়া হোতো।

মিশ্র দলটা দ্রুতই বেরিয়ে পড়্‌তো। পাঁচ ছ'মিনিটের মধ্যে তাদের সারি-টাকে দেখা যেতো দূর মাঠে 'লী—লী' করচে! তার পরই তারা বাধা-অতি-ক্রমের লাফ্‌টি মেরেই কুটিরগুলোর মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেতো।

তার প্রায় পিঠ-পিঠই রওনা হয়ে পড়্‌তো দ্বিতীয় দলটা; হয়ত সেটার নম্বর '৩-গ'—কিম্বা ৩-০; সেটা কতটা পেছনে রওনা হবে তা নির্ভর করতো, কলোনি-ডিউটির শিক্ষকের সঙ্গে কথাবার্তা চুকিয়ে নিতে তাদের কতটা সময় লাগ্‌বে, তারই ওপর। অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত মাঠখানা আমা-দের ছেলেদের দলের সারিগুলো দিয়ে যেন আঁজি-কাটা হয়ে যেতো। আর, কোনো একটা বরফ-ঘরের ছাতে-চড়া অবস্থায় তোস্‌কা ইতিমধ্যে চেঁচাতে শুরু করতো ঃ

"'একেব-পি' দলটা ফিরে আস্‌চে!"

সত্যিই 'একের-পি'কে দেখা যেতো—তাদের সারিটা চাষী-গাঁয়ের বেড়া-গুলোর ভেতর থেকেই যেন বেরিয়ে আস্‌চে। একের-পি দলের কাজ সব সময়েই লাঙল চষা আর বীজ বোনা—আর, তাদের কাজটা সাধারণতঃ ঘোড়া নিয়েই। এ দলটা ঘর থেকে বেরিয়েছিল ভোর সাড়ে পাঁচটায়—নায়ক বেলু-খিনের নেতৃত্বে। তোস্‌কা বরফ-ঘরের ছাতের জুৎসই জায়গাটা থেকে ওই বেলুখিনকে দেখ্‌তে পাবাব প্রতীক্ষাতেই ছিল। আর কয়েকটা মিনিট মাত্র —তারপরই 'একের-পি' দলের মোট ছ'জন সদস্যের সবাই কলোনির চত্বরে

* অক্টোবর রেলপথটা, একবারও মুখ পরিবর্তন না ক'রে, মস্কো থেকে লেনিনগ্রাড্‌ পর্যন্ত বরাবব সরল রেখায় টানা।

এসে গেল। দলটা ওদিকে যে-সময়ে বনের-মধ্যে-পাতা টেবিলের ধারগুলোতে গিয়ে বসছে, এদিকে তখন বেলুখিন তার হাতের রিপোর্টের কাগজটা দিচ্ছে কলোনি-ডিউটির ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের হাতে।—রিপোর্টে লেখা ফিরে-আসার সময়টা, আর, কাজের হিসেবটা ইতিমধ্যেই 'চেক্' করে দিয়েছে রোদিম্‌চিক্।

বেলুখিন, বরাবরের মতই দিব্যি খোস-মেজাজে রয়েচে।

"পাঁচটা মিনিট যে দেরি হয়েচে দেখ্‌চেন, ওটা হয়েচে আমাদের নৌ-বাহিনীর দোষে। আমরা কাজে যেতে চাই, আর ওদিকে মিৎকা কিনা তখন 'ফাট্‌কা-বাজ্' কজন ইজারাদার 'ব্যাপারী'কে খেয়া পার করচেন!"

'কলোনি-ডিউটি'র ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কৌতূহল জাগ্রত হয়। তিনি জিগেস্ করেন, "কিসের ফাট্‌কাবাজ—ব্যাপারী—ইজারাদার?"

"জানেন না? ওরা যে ফলের বাগানটা ইজারা নিতে এসেছিল!"

"সত্যি?"

"তবে, আমি তাদের নদীপারের চেয়ে বেশি-দূর আর এগোতে দিইনি। বলি, 'ভেবেচো কী কর্তারা?—তোমরা কাঁউ-কাঁউ করে আপেল চিবোবে আর আমরা বুঝি শুধু তাকিয়ে দেখ্‌বো? এই ধুলো-পায়েই ফির্‌তি-খেয়ায় খসে পড়ো দিকি শহুরে স্যাঙাৎরা!'—এই যে, আন্তন সেমিওনোভিচ্—কেমন সব?"

"মাৎভেই যে!"

"ঈশ্বরের দোহাই, বলুন আপনি—ওই 'রোদিম্‌চিক্'এর হাত থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থাটা করচেন কবে? জানেন আন্তন সেমিওনোভিচ্—এ একেবারে ভা-রি লজ্জার কথা হয়ে উঠ্‌লো! ও কী লোক জানেন? কলোনির সর্বত্র গিয়ে-গিয়ে সক্কলকে দমিয়ে দিয়ে বেড়াবে! ও, না? লোকের কাজ করার প্রবৃত্তিটুকুকে পর্যন্ত লোপ করে দ্যায়!—আর, ওরই হাতে কিনা আমায় রিপোর্ট তুলে দিতে হয়, সই করাবার জন্যে! কেন, শুনি?"

এই 'রোদিমচিক্'টি কলোনির সকলের একেবারে 'চোখের বালি'। এত-দিনে নতুন কলোনির সদস্য-সংখ্যা কুড়িকে ডিঙিয়ে গেছে, আর, কাজও এত আছে যে করে কে! 'শেরে' তো প্রথম-কলোনির মিশ্র দলগুলোর সাহায্যে শুধু ক্ষেতের কাজগুলোই চালিয়ে নেয়। আস্তাবলগুলো, গোয়ালগুলো আর ঐ চিরবর্ধমান শুয়ারের খোঁয়াড়গুলোর সবই দেখাশুনো করে মাত্র ঐ স্থানীয় ছেলেগুলোই। তারপর নতুন কলোনির ফলের-বাগানখানাকে ভদ্রগোছের করে তুল্‌তেও বিপুল পরিমাণ উৎসাহ-উদ্যম খরচ হয়ে যায়। বাগানখানার আয়তন হচ্চে পুরো চার দেস্যাতিন; চমৎকার সব ছোট ছোট গাছে ভরা সেটা।

সেখানেও শেরে বিরাট আকারের কাজ হাতে নিয়েচে। ফলের বাগানের মাটি-তেও লাঙল দেওয়া হয়েচে, গাছ ছাঁটা হয়েচে, এলোপাথাড়ি-ভাবে গজিয়ে-ওঠা গাছ-গাছ্‌ড়া সব সাফ্‌ করা হয়েচে, কালো-আঙুর-করঞ্চ-বঁইচির মস্ত ক্ষেত-খানার আগাছা সব ওপ্‌ড়ানো হয়েচে, পথগুলো সব বাঁধানো হয়েচে, মাঝে মাঝে ফুলের 'বেড্‌' তৈরি করার জন্যে মাটি খোঁড়া হয়েচে। আমাদের নতুন-গড়া গরমঘরটা থেকে বসন্তকালের প্রথম উৎপাদনটা পাওয়া গেছে। নদী-পাড়েও তখন প্রচুর কাজ চল্‌চে—পগার-কাটা, শরবন লোপাট করা.. ।

ব্রেপ্‌কে-সম্পত্তির মেরামতি কাজ শেষ হয়ে আস্‌ছিল। ফাঁপা-কংক্রীটের আস্তাবলটা এখন আর তার ভাঙা ছাত নিয়ে আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে না—সে ভাঙা জায়গাটা ছাত-ঢাকা কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েচে, আর, তার ভেতরে ছুতোর মিস্ত্রিরা একটা শুয়ারের খোঁয়াড় তৈরির কাজ প্রায় শেষ করে এনেচে। 'শেরে'র হিসেব মতো ওখানে শ'দেড়েক শুয়ার রাখা চল্‌বে।

নতুন কলোনির জীবনটা বিশেষ লোভনীয় নয় এখনও—বিশেষ, শীত-কালে। পুরোনো কলোনিতে আমরা তবু যা হোক অল্প-বিস্তর 'থিতু' (স্থিত) হয়ে বসে নিয়েচি। সেখানে সব-কিছুই এমন পাকা বন্দোবস্তের ওপর দাঁড় করানো গেচে যে, আমাদের নজরে না-পড়ে ইটের বাড়িঘর, না-পড়ে আমা-দের দৈনন্দিন জীবনে সৌন্দর্য সমাবেশের ঘাট্‌তি-কম্‌তি। একেবারে অংক-কষা-সব-সুবন্দোবস্ত! অতি সামান্যতম খুঁটিনাটির দিক থেকেও পারি-পাট্যি এবং পরিচ্ছন্নতা!—এই সব মিলে সৌন্দর্যের অভাবটাকে পুরিয়ে দিয়ে-ছিল। নতুন কলোনিটা, কলোমাক্‌ নদীর বাঁকের মুখে উঁচু পাড়ের ওপরে তার অবস্থিতির সৌন্দর্য, তার ফলের বাগান, তার বড় বড় সুন্দর অট্টালিকা-শ্রেণী ইত্যাদি সত্ত্বেও, ধ্বংসের অগোছালো অবস্থা থেকে এখনও পর্যন্ত সুসংস্কৃত হয়ে উঠ্‌তে পারে নি। এখনও সেখানে বাড়ি-ভাঙা-র‍্যাবিশ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েচে, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা চুণের-গর্ত রয়ে গেছে চারিদিকে—আর লম্বা লম্বা আগাছায় সেখানকার সব-কিছুই এমনভাবে এখনও ঢাকা পড়ে রয়েচে যার দরুন আমি প্রায়ই এই ভেবে অবাক হয়ে যাই—যে, ওসবগুলোকে বুঝি কেউ আর কোনোদিন এঁটে উঠ্‌তেই পারবে না!

সত্যিই এখানকার কোনো কিছুই এখনও পর্যন্ত এখানে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবার উপযোগী হয়ে ওঠে নি।—শোবার ঘরগুলো ঘর-হিসেবে ভালোই বটে কিন্তু ঠিকমত রান্নাঘর কিম্বা খাবার ঘর তখনও ওখানে তৈরি হয় নি। তার-পর, রান্নাঘরটাকে যখন বা অল্পাধিক কাজের উপযোগী করে নেওয়া গেল, তো দেখা গেল, ভাঁড়ারঘরের অভাবটা তখনও রয়েই গেছে। আব, সবচেয়ে

খারাপ যেটা, সেটা হচ্ছে লোকাভাব—নতুন কলোনিতে জীবনযাত্রাকে ঠিক ঠিক চালু রাখবার দায়িত্ব নিয়ে তখনও ওখানে কেউ থাক্‌তে আরম্ভ করেনি।

এই সবের জন্যে, কলোনির যেসব সদস্য অতোটা আগ্রহ আর উৎসাহের সঙ্গে নতুন কলোনিকে আবার গড়ে তোলার কাজটাকে প্রায় সমাধা করে এনেছিল, তাদের নিজেদেরই ওখানে গিয়ে বাস করার বাসনা জাগেনি। ব্রাৎচেংকো—যে কিনা দুই কলোনির মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করে করে কুড়ি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেও প্রস্তুত ছিল, এমন কি, এই করতে গিয়ে ভালো করে খাওয়া এবং ভালো করে ঘুমোতে পাওয়ার সুখটুকু থেকেও বঞ্চিত থাক্‌তে রাজি ছিল—সে-ও পর্যন্ত ভাবতো, নতুন কলোনিতে বদ্‌লি হতে হওয়াটা একটা লজ্জারই ব্যাপার। এমন কি, ওসাদ্‌চি তো বলেই বস্‌লোঃ "'ত্রেপ্‌-কে'তে গিয়ে যদি আমাকে বাস করতে হয় তো তার চেয়ে আমি কলোনি ছেড়ে চলেই যাবো।"

পুরোনো কলোনির বিশিষ্ট সদস্যরা ইতিমধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধু-গোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছিল যে গভীর বেদনা না দিয়ে তাদের কাউকেই সে-গোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাদের নতুন কলোনিতে পাঠানো মানে, নতুন কলোনিকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের—উভয়কেই, দস্তুরমতো বিপদে ফেলা। ছেলেরা নিজেরাও সেটা খুব ভালো করেই বুঝ্‌তো।

"আমাদের ছেলেরা সব ঠিক ভালো ঘোড়ার মতো,"—কারাবানভ্‌ বল্‌তো, "বুরুনের মতন কাউকে ঘোড়ার জিন-টিন চড়িয়ে দিয়ে ডান দিকে ইশারা করে জিভ্‌ দিয়ে 'ক্লাক্‌' করে শব্দ করে দিন, আর, সে প্রাণপণে সেইদিকে ছুট্‌বে—কিন্তু তাকে নাকের সোজা যেতে দিন, সাম্‌নে পাহাড় থাক্‌লেও সে সোজা তেড়েফুঁড়ে ছুটে গিয়ে তাইতে গোঁত্তা খেয়ে নিজেরও ঘাড়মুড়্‌ ভেঙে মরবে, গাড়িটাকেও চুরমার করে ছাড়্‌বে।"

এই কারণেই একেবারে অন্য ধাতের আর অন্য দরের একটা সঙ্ঘ নতুন কলোনিতে গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে-দলে যে-সব ছেলে ছিল তারা অতোটা জীবন্ত বা তেজী নয়, অতোটা কর্মতৎপরও নয়; আবার তাদের সাম্‌লানোটাও অতোটা বেয়াড়া কাজ নয়। সঙ্ঘ হিসেবে সেটার মধ্যে এক ধরনের 'আন্‌-কোরা'ভাব ছিল—সেটা শিক্ষা-বিজ্ঞানবীতি অনুযায়ী বাছাই করার-ই ফল।

দৈবাৎ ব্যক্তিত্বে-চমৎকারিত্ব-ওয়ালা কেউ যদি বা ওখানে গিয়েও পড়ে থাকে—ছোটোদের দলেরই বেড়ে উঠে 'লায়েক' হয়ে ওঠাই কেউ হয়তো, কিম্বা অপ্রত্যাশিতভাবে নবাগত কোনও দল থেকে প্রেরিত কেউ, তাহলে, তেমন ছেলেদেরও সেই চমৎকারিত্বের পরিচয়টা কেউ টের পায়নি এবং শেষ পর্যন্ত

ত্রেপ্‌কেবাসীদের ভিড়ের মধ্যেই সে চমৎকারিত্বটা কোথায় হারিয়ে গেছে।

গোটা ত্রেপ্‌কে দলটাই ছিল এমন যে, সে-দলের শিক্ষক-ছাত্র সকলেই আমাকে দস্তুরমতো দমিয়ে দিয়েছিল। তারা সবাই অলস, পেটুক, এমনকি —ভিক্ষুকবৃত্তির মতন পাপ-মনোবৃত্তিসম্পন্নও। পুরোনো কলোনিকে তারা ঈর্ষার চোখে দেখ্‌তো। তাদের মধ্যে রহস্যময় সব গুজব ছড়িয়ে যেতো— পুরোনো কলোনিতে কী যেন সব ভাল ভাল খাবার তৈরি হয়েছিল দুপুরের আহার্য-তালিকায়, মূল-কলোনির চর্বি-খানায় (ভাঁড়ারে) কী যেন ভাল খাবারটা এসে উঠেচে—তাদের বেলায় সেটার ভাগ পাঠানো হয়নি কেন— এমনিধারা সব গুজব। স্পষ্টাপস্টি জোরালো প্রতিবাদ করবার হেকমৎ তাদের ছিল না; তারা শুধু পারতো কোণে কোণে গোমড়া-মুখে কানাকানি করতে, আর, সরকারীভাবে নিয়োজিত আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে তড়্‌পাতে।

মূল-কলোনির ছেলেরা ত্রেপ্‌কেবাসীদের সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কতকটা ঘৃণার ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করেছিল। জাদোরভ্‌ আর ভলোখভ্‌ মাঝে মাঝে দু'একটা অসন্তুষ্ট ছেলেকে নতুন কলোনি থেকে ধরে নিয়ে এসে পুরোনো কলোনির রান্না-বাড়িতে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌তোঃ

"এই উপোসী মানুষটাকে আচ্ছা করে গিলিয়ে দাও!—দাও, দাও!— গেলাও!"

'উপোসী মানুষটা' অবশ্য মিথ্যে 'গুমোর' (গরব) দেখিয়েই খেতে অস্বীকার করতো। প্রকৃতপক্ষে নতুন কলোনির ছেলেরাই তুলনায় ভালো খেতো। আমাদের সব্‌জি-বাগানখানা এই কলোনিটারই কাছাকাছি ছিল, তাছাড়া ময়দার কল থেকেও অনেক কিছু কেনার উপায় ছিল, আর, সবশেষে আমাদের গরুগুলোও সব সেখানেই ছিল। পুরোনো কলোনিতে দুধ পাঠানোটাই বরং মুস্কিল ছিলঃ প্রথমতঃ দূরত্বটাই ছিল একটা বাধা; দ্বিতীয়তঃ পাঠাবার জন্যে ঘোড়া একটা কিছুতে আর জোটানো যেতো না।

নতুন কলোনিতে কর্মভীরু আর অসন্তুষ্ট খুঁতখুঁতে মানুষদেরই একটা সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। আগেই যেমন বলা হয়েচে,—অনেকগুলো কারণই ছিল এর জন্যে দায়ী। তার মধ্যে প্রধান ছিল এই যে, সত্যিকার কেন্দ্র-শক্তিটা গড়-বার মতন উপযুক্ত লোকের অভাব। আর, দ্বিতীয় হচ্চে ওখানকার শিক্ষক-দের কর্মদৈন্য।

আমাদের কলোনিতে শিক্ষকরা এসে কাজ করতে চাইতো না—একে মাইনে ছিল শোচনীয়, তার ওপর আবার কাজের বহরটাও ছিল জবর রকম কঠিন। এর ওপর আবার জনশিক্ষা দপ্তরও যাকেই পেতো, তাকেই পাঠিয়ে দিতো—

যেমন ওই 'রোদিম্‌চিক্‌'-এর মতন মানুষ, আর, তার পরে, দেরিউচেংকোর মতন লোক। এরা সব এসে হাজির হোলো স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে। আর এসেই কলোনির ভালো ভালো ঘরগুলো নিলে দখল করে। এমন লোকও যে পাওয়া গেছে এতেই ধন্য হয়ে গেছি ভেবে, আমি আর তাতে কোনো প্রতিবাদ করতে গেলুম না।

এক নজর দেখেই বুঝে নেওয়া যেতো যে দেরিউচেংকো ছিল হুবহু একে-বারে পেৎলিউরারই ছাঁচে ঢালা। সে রাশিয়ান ভাষা "জান্‌তো না।" আবার এসেই সে কলোনির সব কটা ঘরেই শেভ্‌চেংকোর মূর্তির সস্তা সংস্করণের ছবি টাঙিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার একমাত্র গুণ যা'—সেই কাজে লেগে গেল;—সে-কাজটা হচ্ছে ইউক্রেনিয়ান গান গাওয়া।

দেরিউচেংকোর বয়েস তখনও কমই ছিল। তার শরীরের আগাগোড়া সব-কিছুই কোঁক্‌ড়ানো—যেন একখানা চিড়িতনের গোলামকে ইউক্রেনিয়ান্‌-দের জাতীয়-পোশাক পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েচে!—তার গোঁফ্‌জোড়া কোঁক্‌-ড়ানো, তার চুল কোঁক্‌ড়ানো, ছুঁচের কাজ করা ফুলদার ইউক্রেনিয়ান ব্লাউজের উঁচু কলারের চারদিক ঘিরে বাঁধা তার নেকটাইটা পর্যন্ত কোঁক্‌ড়ানো। আর এমন একখানা মানুষকে নাকি এমন সব কাজ কর্ম করতে বলা হোতো, যার সঙ্গে "মহান্‌ ইউক্রাইন"-সম্পর্কিত কাজের লেশমাত্র সম্বন্ধ ছিল না! কাজটা কী?—না, কলোনির ডিউটি করো গিয়ে, নয় তো শুয়োরের খোঁয়াড় পরিদর্শন করো গে, মিশ্র দলের কাজে হাজ্‌রির সময়টা 'চেক্‌' করো, আবার, কাজের ডিউটির দিনে কিনা ছেলেদের সঙ্গে সমানে খেটে মরো! তার চোখে এ-সবই ছিল অকারণ সব বাজে কাজ! আর, গোটা কলোনিটাই ছিল একটা সম্পূর্ণ বাজে ব্যাপার—জাগতিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে এসবের তো 'বিল্‌কুল্‌' কোনো সম্পর্কই নেই!

রোদিম্‌চিক্‌ও কলোনির পক্ষে দেরিউচেংকোর মতনই সম্পূর্ণ নিরর্থক ছিল—আর, তার চেয়েও বেশি বিরক্তিকর...

রোদিম্‌চিক্‌ লোকটা এ-ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিল বছর ত্রিশেক আগে; আর, ইতিপূর্বে সে সরকারী সব রকমের বিভিন্ন বিভাগেই কাজ করে এসে-ছিল—গোয়েন্দা বিভাগ, সমবায় বিভাগ, রেল বিভাগ—সব-জায়গাতেই। আর, অবশেষে সে বালকাশ্রমগুলোতে শিক্ষা বিতরণের মহৎ কর্তব্যের প্রতি ঝুঁকে-ছিল। মুখখানা তার রাঙা, ভাঁজ-খাওয়া আর বলিরেখাবহুল; প্রাচীন একটা চামড়ার 'পাউচ্‌'-এর (থলি) সঙ্গে সে-মুখের অদ্ভুত মিল ছিল। থ্যাব্‌ড়া তার বাঁকা নাকখানা আবার পাশের দিকে দোম্‌ড়ানো; কানদুটো মাথার খুলির

সঙ্গে নির্জীব ঝল্‌ঝলে ভাঁজ খেয়ে যেন লেপ্‌টে গেছ্‌লো; মুখ-বিবরটা ট্যারাবেঁকা, একপেশো—দেখ্‌লে মনে হোতো যেন ক্ষয়ে গেছে; তার ওপর আবার করাতের দাঁতের মতন খাঁজ-কাটা-কাটা—এমন কি দীর্ঘকাল যা-তা করে ব্যবহার করার ফলেই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে ছেঁড়া-ছেঁড়া যেন!

কলোনিতে এসে, মেরামত-করে-নতুন-করে-বানিয়ে-তোলা একসারি ঘর সপরিবারে দখল করে রোদিম্‌চিক্‌ সপ্তাহখানেক এদিক-ওদিক করেই কাটিয়ে দিলে। তারপর হঠাৎ একদিন, সে খুব একটা ভয়ানক জরুরি কাজে বাইরে যাচ্চে,—এই মর্মে আমার কাছে এক চিরকুট পাঠিয়ে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। দিন তিনেক বাদে সে এক খামার-গাড়িতে চেপে ফিরে এলো; গাড়িখানার লেজে একটা গাই-গরু বাঁধা। রোদিম্‌চিক্‌ তার ঐ গাইটাকে আমাদের গরুগুলোর সঙ্গে রাখবার জন্যে ছেলেদের ওপর হুকুম দিলে। এই রকম অপ্রত্যাশিত পরিণতি দেখে 'শেরে' পর্যন্ত হক্‌চকিয়ে গেল।

দু'দিন না যেতেই রোদিম্‌চিক্‌ আমার কাছে নালিশ নিয়ে এলো:

"কর্মীদের ওপর এখানে এমনধারা মনোভাবের পরিচয় পাবো তাতো স্বপ্নেও ভাবিনি! দেখে-শুনে তো মনে হচ্চে, এরা ভুলেই গেছে যে, আগে-কার দিন-কাল সব এখন বদ্‌লে গেছে। দুধ খাবার অধিকার আর-পাঁচজনের মতনই আমার এবং আমার ছেলেমেয়েদেরও তো আছে! ব্যাপার হচ্চে এই যে, আমি নিজের চাড়েই ব্যবস্থা করে নিতে চেয়ে এবং সরকারী দুধের ব্যবস্থা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে না চেয়ে, আপনি জানেন, আমার যতদূর সাধ্য আমি তা' করেচি; আমার ওই স্বল্প আয় থেকেই একটা গাই কিনেচি, আর, নিজেই সেটাকে কলোনিতে নিয়েও এসেচি; এ ব্যাপারে আপনাদের সম্মতিই আমি আশা করি, বিরোধিতা নয়। কিন্তু আমার গরু-টার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করা হচ্চে? কলোনিতে অতোগুলো খড়ের গাদা, আবার তার ওপর কলোনি ঐ 'মিল্‌' থেকে কম দরে তুষ্‌ ভুষি-টুষি সবই পায়। আর চেয়ে দেখুন—সব গরুগুলোকেই দিব্যি খাওয়ানো-দাওয়ানো হচ্চে, শুধু কিনা আমার গরুটাই উপোস যাচ্চে! আবার ছোকরারা আমার কথার কী রোখা জবাব দেয়! বলে কিনা—'মনে করুন, সবাই যদি নিজের-নিজের গরু আন্‌তে আরম্ভ করে!' অন্য গাইগুলোকে সাফ্‌-সুৎরো করে দেওয়া হয়, অথচ আমার গাইটাকে আজ পাঁচদিন পরিষ্কার করানো হয়নি, সর্বাঙ্গ তার কী নোংরাই না হয়ে রয়েচে! মনে হচ্চে সবাই আশা করে, আমার স্ত্রী নিজে গিয়ে সেটাকে পরিষ্কার করবেন। তাতেও আমার স্ত্রী প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ছেলেরা তাঁকে না দেবে কোদাল, না দেবে আঁচ্‌ড়া;

এমনকি, গাইটার শোবার ব্যবস্থা করবার জন্যে এক আঁটি খড় পর্যন্ত না! সামান্য খড়ের মতন একটা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে যদি এতখানি বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে, আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত আমাকেই করে ফেল্‌তে হবে ! আমি এখন আর পার্টিতে নেই, তাতেই বা কী? পার্টিতে ছিল্‌ম তো এককালে! আমার গর্‌র জন্যে আরও একট্‌ বেশি সদ্ব্যবহার আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি!"

এ-হেন ব্যক্তিটির দিকে আমি শ্‌ধ্‌ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়েই রইল্‌ম; অবাক হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল্‌ম, এ'র সঙ্গে কী রীতির ব্যবহার চল্‌তে পারে!

"আমাকে মাপ করবেন কম্‌রেড্‌ রোদিম্‌চিক্‌, আমি ঠিক ব্‌ঝ্‌তে পারচি না"—শ্‌র্‌ করল্‌ম—"আপনার ও গাইটা তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি—ওটাকে অন্য-গ্‌লোর সঙ্গে কেমন করে রাখা যেতে পারে? তারপর, আপনি হলেন একজন শিক্ষক; কেমন কি না? দেখ্‌ন তো, এতে আপনি আপনার 'জিম্মি' ওই সব ছেলেদের চোখে নিজেকে কী ভাবে খাড়া কর্‌চেন!"

"কেন? আমি তো কিছ্‌ চাইচি না,"—গল্‌ গল্‌ করে বলে উঠ্‌লো রোদিম্‌চিক্‌—"আমি তো খড়ের, আর ঐ ছেলেদের পরিশ্রমের দাম দিতে দস্তুরমতোই প্রস্তুত; অবশ্য সে-দাম যদি অতিরিক্ত রকমের চড়া না হয়। অথচ তারপর ধর্‌ন, আমার ছেলের 'ট্যাম্‌-ও-শ্যান্টার' খেল্‌নাটা যে চুরি হয়ে গেল, আমি কি তা নিয়ে একটি কথা উচ্চারণ করিচি? অথচ ছেলেদেরই কেউ না কেউ তো সেটা নিয়েচে?"

'শেরে'র কাছে পাঠিয়ে দিল্‌ম ওকে।

শেরে ইতিমধ্যে তার সহজ স্বাভাবিক ব্‌দ্ধিব্‌ত্তি ফিরে পেয়েছিল এবং রোদিম্‌চিক্‌-এর গাইটাকে গোয়াল থেকে বাইরে বার করে দিয়েছিল। দিন-কয়েক বাদে দেখা গেল গাইটা 'বিল্‌কুল্‌' অদ্‌শ্য—মালিকই নিশ্চয় সেটাকে বেচে দিয়ে থাক্‌বে।

দ্‌'সপ্তাহ কেটে গেল। ভলোখভ্‌ সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রশ্নটা তুল্‌লেঃ "এর মানে কী? রোদিম্‌চিক্‌ কলোনির সব্‌জি-বাগান থেকে আল্‌ খ্‌ঁড়ে নেন কেন? আমরা তো আমাদের রান্নাবাড়িতে আল্‌ নিয়ে যাই না! অথচ রোদিম্‌চিক্‌ নিজের জন্যে আল্‌ তুলবেন? কী অধিকার আছে ও'র?"

অন্য ছেলেরা ভলোখভ্‌কে সমর্থন করলে। জাদোরভ্‌ বললেঃ

"কথাটা শ্‌ধ্‌ আল্‌ নিয়েই নয়। সঙ্গে ও'র পরিবার রয়েচে—উনি যদি ঠিক-জ্‌য়গায় গিয়ে বল্‌তেন, তা হলে ও'কে চারটি আল্‌ দিতে কেউ যে

নারাজ হোতো তাও নয়; কিন্তু ওই রোদিম্‌চিক্‌-ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের লাভটা কিসের? সারাটা দিন তো উনি শুধু ঘরেই বসে কাটান, আর নয়তো চলে যান—গাঁয়ে। ছেলেরা নোংরা-ভোংরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়—ও'র কিন্তু 'পাত্তা'ই নেই—ছেলেগুলো জংলীর মতন কাটায়। একটা কোনো রিপোর্ট ও'কে দিয়ে সই করাতে গেলে দেখা যাবে, ও'কে পাওয়া যাচ্চে না—হয় ঘুমোচ্চেন, নয় খেতে বসেচেন আর নয়তো এমন ব্যস্ত আছেন যে সই করাতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে। উনি থেকে আমাদের লাভ?"

"শিক্ষকদের কী ভাবে কাজ করা উচিত সে তো আমাদেরও জানা আছে" —বল্‌লে তারানেৎস্‌—"আর ওই রোদিম্‌চিক্‌! কাজের দিনে উনি মিশ্র কোনো দলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন, একটা 'নিড়েন' হাতে নিয়ে হয়তো আধ-ঘণ্টা টাক্‌ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বল্‌লেনঃ 'ওহো, আমি একটু আস্‌চি!' —আর সে—ই যে গেলেন, ও-ই পর্যন্তই! তারপর ঘণ্টাদুই বাদে দেখা যাবে, নিজের পরিবারের জন্যে গাঁ থেকে থলি-বোঝাই বাজার নিয়ে ফির্‌চেন!"

প্রতিশ্রুতি দিলুম ছেলেদের যে, বিহিত একটা করবোই। পরের দিন রোদিম্‌চিক্‌কে আমার অফিস্‌ঘরে ডেকে পাঠালুম। সন্ধ্যের দিকে সে এলো, তারপর সবাই চলে যাবার পর যখন তাকে একা পেলুম তখন আমি তাকে একটু 'কড়্‌কে' দিতে গেলুম। সে কিন্তু আমায় কথা শেষ করতে না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রেগে ক্ষেপে, মুখে ফ্যানা উড়িয়ে বলে যেতে লাগ্‌লোঃ

"জানি জানি, কার কারসাজি এসব; আমায় ফাঁদে ফেল্‌তে চাইচে কে, সে আমার খুব ভালই জানা আছে! এ-সবই ওই জার্মানটার কাজ! খোঁজ নিলে ভালই করবেন আন্তন সেমিওনোভিচ্‌—যে, কী ধরনের মানুষ সে। আমি ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েচি তাকে—নইলে দাম দিতে রাজি থেকেও আমার গাইটার জন্যে খড় পাইনা আমি কোথাও? গাই আমায় শেষ পর্যন্ত বেচে দিতে হোলো! এখন ছেলেরা আমার দুধ পায় না এক ফোঁটা—আর নইলে, সে—ই গাঁ থেকে গিয়ে কিনে আনো! আর এখন, যান তো আপনি, শেরেকে গিয়ে জিগেস করুন তো, তার মিল্‌ফোর্ড্‌কে সে কী খাওয়ায়? জানেন, তাকে কী খাওয়ায় সে? না, জানেন না আপনি! হাঁস-মুরগীদের জন্যে বরাদ্দ জোয়ার নিয়ে তাই 'মেষ্‌টে' ওর মিল্‌ফোর্ড্‌কে খাওয়ায়! জোয়ার! সে নিজে ওই খাবারটি বানিয়ে নিজের কুকুরকে খাওয়ায়! অথচ তার জন্যে একটি 'কোপেক্‌' (পয়সা) দেয় না কখনো! আর ওই কুকুর ফাঁকি দিয়ে, বিনি-পয়সায়, কলোনির জোয়ার খায়। কেন?—না, লোকটা কলোনির কৃষিবিৎ তারই সুযোগ—আর অবশ্য, আপনার বিশ্বাসেরও সুযোগ নেয়!"

"এসব আপনি জান্‌লেন কী করে?"—জিগেস করলুম।

"ও! বিনা প্রমাণেই আমি কক্ষণো এমন কথা বল্‌তে যাই না;—তেমন মানুষ আমি নই। এই দেখুন না..."

জামার ভেতরের পকেট থেকে সে একটা মোড়ক বার করে খুল্‌তে লাগ্‌লো। প্যাকেটটায় কাল্‌চে-শাদা রঙের অদ্ভুত একটা কী মিশ্র পদার্থ।

"কী ওটা?"—বিস্মিত হয়ে জিগেস করলুম।

"এইতেই, আমি যা কিছু বল্‌চি, সে-সবের প্রমাণ মিল্‌বে। এ হচ্চে মিলফোর্ডের বিষ্ঠা! তারই বিষ্ঠা, বুঝ্‌লেন? ক্রমাগত তার পেছু পেছু ঘুরে ঘুরে তবে শেষ পর্যন্ত এটা আমি যোগাড় করেচি। দেখ্‌চেন, কী মল সে ত্যাগ করেচে? আসল জোয়ার! আব, আপনি কি মনে করেন, সে কেনে এই জোয়ার? অবশ্যই কেনে না, সে স্রেফ্‌ ভাঁড়ার থেকে বার করে নেয়!"

"দেখুন, রোদিম্‌চিক্‌"—বললুম—"কলোনি ছেড়ে আপনার চলে যাওয়াই ভালো।"

"ছেড়ে যাওয়া—মানে?"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন, চলে যান। আমি আজকের অর্ডারেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার কথাটা জানিয়ে দিচ্চি। আপনি নিজের ইচ্ছেয় চাক্‌রি ছেড়ে দিলেন, এই কথা জানিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিন; সেইটেই সবচেয়ে ভালো হবে।"

"এমন করে তো আমি এ ব্যাপার ছেড়ে দেবো না!"

"আচ্ছা বেশ। দেবেন না—আমিই আপনাকে ছাড়িয়ে দেবো!"

রোদিম্‌চিক্‌ চলে গেল। সে কিন্তু "এমন করেই এ ব্যাপার ছেড়ে" দিলে, আর, তিনদিনের মধ্যেই পাততাড়ি গুটোলো।

এর পর সমস্যা হোলো, নতুন কলোনিটাকে নিয়ে কী করা যায়? ত্রেপ্‌কেবাসীরা কলোনির 'বদ্‌খৎ' সদস্য হয়ে দাঁড়াচ্চে। এ ব্যাপারটাকে আর সওয়া যায় না। যখন-তখন সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি লেগে যায়, তাছাড়া, তারা সর্বদাই নিজেদের মধ্যে এ-ওর জিনিসপত্র চুরি করে—সঙ্ঘের মধ্যে 'গলদ্‌'-এর এ একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন।

এই আপদে-কাজের যোগ্য লোক পায় মানুষ কোত্থেকে? আসল খাঁটি মানুষ! ও পাওয়া অত সহজ নয়, মরুক গে!

২৭

ঝঞ্ঝাগতিতে কোম্‌সোমোল্‌ দখল

১৯২৩ সালে গোর্কিপন্থীদের নিয়মিত বাহিনীটা একটা নতুন দুর্গের সম্মুখীন হোলো, আর, শুনতে যতোই অদ্ভুত লাগুক, সেটাকে ঝড়ের মতন গিয়ে দখল ক'রে নিতে হোলো।—সে দুর্গটা হচ্চে কোম্‌সোমোল্‌।

গোর্কি-কলোনিটা অন্যনিরপেক্ষ 'একল্‌-সেঁড়ে' একটা প্রতিষ্ঠান কোনো কালেই ছিল না। ১৯২১ সাল থেকেই আমাদের তথাকথিত "চতুষ্পার্শ্বের জনতার" সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বন্ধনটা 'যারপরনাই' বৈচিত্র্যপূর্ণ আর ব্যাপক রকমেরই ছিল। সমাজনৈতিক আর ঐতিহাসিক কারণে আমাদের সব-চেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশীরা ছিল আমাদের শত্রুই; তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাশক্তি 'জেহাদ্‌'ও চালিয়ে আস্‌ছিলুম বরাবর। কিন্তু তবুও আমাদের কারখানা-ঘরগুলোর কল্যাণে তাদের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কটা অব্যাহতই ছিল। কলোনির অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিন্তু শত্রুপক্ষের ঐ সীমা ছাড়িয়ে আরও অনেকদূর পর্যন্তই বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল—যেহেতু দূর দূরের গ্রামগুলোর সঙ্গে আমাদের কারখানা-সম্পর্কিত কাজকারবারের পরিধিটা অনেকখানি বড় রকমের একটা ব্যাসার্ধকে ঘুরিয়েই তৈরি হ'য়ে গেছ্‌লো—তার আওতায় বহুদূরের দেশ—স্তোরোঝিভোইয়ে, মাচুখি, ব্রিগাদিরোভ্‌কা ইত্যাদি জায়গাগুলোও এসে পড়েছিল। আবার ১৯২৩ সাল নাগাদ, গঞ্চারোভ্‌কা, পিরোগোভ্‌কা, আন্দ্রিয়ুশেভ্‌কা, জারিবালোভ্‌কা—ইত্যাদি আমাদের সবচেয়ে-কাছের বড় বড় গ্রামগুলোর সঙ্গেও আমাদের সম্পর্কের-বাঁধন দৃঢ় হোলো—আর সে সম্পর্কটা আবার শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্কই নয়।

গ্রামজীবনের মহাসমুদ্রপথে আমাদের দুঃসাহসিক অভিযানকারীদের একেবারে প্রাথমিক চপল অভিযানের ফলেই আমাদের সামাজিক বন্ধনের ক্ষেত্রটাকে অনেকখানি প্রসারিত ক'রে দিয়েছিল। সেসব অভিযানের লক্ষ্য

ছিল সৌন্দর্যপিপাসামূলক—যেমন, স্থানীয় নারীসৌন্দর্য পরিদর্শন, কিম্বা কেশচর্চা, দেহসৌষ্ঠব গঠন, চালচলন বা হাসির কায়দা আয়ত্তকরণজাতীয় ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নমুনা প্রদর্শন—গ্রামসমুদ্রপথে এই রকম সব প্রাথমিক সমুদ্রযাত্রা। আর সংক্ষেপতঃ এইখানে এসেই কলোনির সদস্যরা কোম্‌সোমোল্‌-সদস্যদের সান্নিধ্যে এলো সবপ্রথম।

এইসব গ্রামের কোম্‌সোমোলের ক্ষমতা—গুণ এবং গুণতি—দুদিক দিয়েই ছিল অত্যন্ত দুর্বল। গ্রাম-কোম্‌সোমোল্‌রা নিজেরাই ছিল প্রধানতঃ নারী ও সুরায় আসক্ত—আর, তারা আমাদের ছেলেদের ওপর কোনো মন্দ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কেবল কলোমাক নদীর ডান পাড়ে, আমাদের নতুন কলোনিটার উল্‌টো দিকে যখন লেনিন এগ্রিকালচারাল আর্টেলটা তৈরি হ'তে শুরু হোলো এবং সে আর্টেলটা যেন অনিচ্ছাক্রমেই আবিষ্কার করলে যে গ্রাম-সোভিয়েৎ তথা সমগ্র গ্রামমণ্ডলীই যেন সেটার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, মাত্র তখনই আমরা কোম্‌সোমোল্‌দের সদস্যদের মধ্যে কিছুটা লড়ুয়ে ভাব আবিষ্কার করলুম—আর তখনই মাত্র আমরা 'আর্টেল্‌'-এর তরুণ সদস্যদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে শুরু করলুম।

আমাদের ছেলেরা নতুন আর্টেলের নাড়ি-নক্ষত্রসুদ্ধু সব খবরই জান্‌তো, আর জান্‌তো যে, কী রকম সব দারুণ বাধা আর অসুবিধের বিরুদ্ধে ওর পরিচালকরা ওটাকে খাড়া ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌চেন। প্রথমেই আর্টেল-এর তরফ্‌ থেকে কুলাকদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোর ওপর একটা দারুণ আঘাত হেনে গ্রামবাসীদের তরফে একটা সমবেত হিংস্র প্রতিরোধ-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিলে। ফলে আর্টেল্‌কে জয়লাভ করতে বেশ বেগ পেতেই হ'য়েছিল।

গ্রাম-সম্পদগুলোর মালিকরা সে সময়ে একটা প্রবল শক্তি ব'লেই পরিচিত ছিল আর শহরের কর্তৃপক্ষীয় মহলেও তাদের বেশ কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। কারণ শহরের কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও কারণে এই লোকগুলোর ভীষণ 'কুলাক-প্রকৃতির' চেহারাটা একেবারে অজ্ঞাতই ছিল। এই সংঘর্ষের ব্যাপারে শহরের অফিসগুলোই ছিল প্রধান রণক্ষেত্র—আর প্রধান অস্ত্রটা ছিল কলম। কাজেই এ লড়াইয়ে কলোনি-সদস্যদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার কোনও উপায়ই ছিল না। কিন্তু জমির পরিমাপের ব্যবস্থার একটা নিষ্পত্তি হ'য়ে যাওয়ার পর যখন হিসেব তৈরির জটিল প্রক্রিয়া শুরু হোলো তখন আমাদের আর আর্টেলের ছেলেদের পক্ষে মেলাই চিত্তাকর্ষক কাজ জুটে গেল। আর, সেই সম্পর্ক ধরেই উভয় দলের ঘনিষ্ঠতাও বাড়লো।

কোম্‌সোমোল্‌রা আর্টেলে বিশেষ কর্তৃত্ব করতে পেলে না—কেননা

আমাদের বড়ো ছেলেগুলোর তুলনায় তাদের বুদ্ধিবৃত্তিটা ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর। স্কুলের বিদ্যেটা আমাদের সদস্যদের পক্ষে ছিল একটা মস্ত সুবিধে, কেননা তারই ফলে তাদের রাজনীতিক চেতনা অনেক বেশি তীব্র ছিল। কলোনির সদস্যারা নিজেদের সর্বহারা ভাব্‌তে গৌরব বোধ করতো—আর, তাদের নিজেদের অবস্থার সঙ্গে গ্রামের তরুণদের পার্থক্যও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতো। ক্ষেতের গুরুভার নিবিড়-চাষের কাজও তাদের এই গভীর বিশ্বাসকে একটুও শিথিল করতে পারেনি যে, তাদের সামনে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কাজ পড়ে রয়েচে।

তাদের মধ্যে বয়েসে যারা সবচেয়ে বড়ো, তারা অনেক কিছু খুঁটিনাটি সমেতই বর্ণনা ক'রে যেতে পারতো যে, তারা তাদের ভবিষ্যতের কাছ থেকে কী আশা করে।—আর, কোন্‌ উচ্চাভিলাষ তারা পোষণ করে, তা-ও তারা বল্‌তে পারতো। আর যৌবনবেগে ভরপুর, শহরের ঐ ছেলেগুলোই, তাদের তরল স্বপ্নকে ঐভাবে জমাট রূপদান করার কাজে অগ্রণী হতে পারতো—গাঁয়ের ছেলেরা নয়।

রেলওয়ে এঞ্জিনের বিরাট বিরাট কারখানাগুলো অধিষ্ঠিত ছিল রেল স্টেশনেরই অনতিদূরে। আমাদের ছেলেদের চোখে ঐ সব কারখানাই ছিল সবচেয়ে লোভনীয় এবং মূল্যবান মানুষদের আর জিনিসপত্রেরও আড়ৎ। এঞ্জিন-কারখানাগুলোর খুব একটা গৌরবমণ্ডিত বিপ্লবাত্মক অতীত ছিল। আর, সেগুলোতে একটা জোরালো পার্টি-সঙ্ঘও ছিল। ছেলেরা এইগুলোকে ঘিরে কত যে সব অলৌকিক স্বপ্ন দেখ্‌তো!—এটা তাদের কাছে ছিল যেন একটা পরীরাজ্য। "দি ব্লু বার্ড্‌"-এর আলো-প্রোজ্জ্বল থামগুলোর চেয়েও অপূর্ব সব বস্তু ছিল ঐ মায়াপুরীর মধ্যে—যেমন, শক্তিমান, ইতস্তত-সঞ্চরমান ক্রেনগুলো, কেন্দ্রীভূত প্রবল-আঘাতশক্তি-সম্পন্ন বাষ্পচালিত বিরাট বিরাট হাতুড়িগুলো, আর, জটিল মস্তিষ্ক-যন্ত্র সমন্বিত ব'লে মনে হোতো যেসব সূক্ষ্ম-জটিলতাপূর্ণ 'টারেট্‌ লেদ্‌'গুলোকে—সেগুলো। রূপকথার সে-রাজপুরীর মধ্যে চলেফিরে বেড়াতো যারা—মালিকরা—রূপকথার রাজপুত্তুর তারা—কী জম্‌কালো দামী তাদের পোশাক, ট্রেনের তেলে তারা চক্‌চকে; ঝক্‌ঝকে তাদের রূপ, ইস্পাত আর লোহার মদির সৌরভে সুরভিত তাদের পরিবেশ! ঐ সব পবিত্র উপকরণ আর উপচার স্পর্শ করার তাদের অখণ্ড অধিকার—ঐ সব সিলিন্ডার আর 'কোণ্‌'—রাজপুরীর যতো কিছু সব দামী ঐশ্বর্য! আর তারা নিজেরাও সব অসাধারণ ব্যক্তি! এদের মাঝখানে গ্রামবাসীদের সেই চিরুনি-দিয়ে-আঁচড়ানো লাল দাড়ি আর চর্বিতে-ফোলা পুরুন্ত ঘি-তেল আর চর্বি-চপ্‌চপে মুখের তো কৈ একখানারও দেখা মেলে না! এদের মুখগুলো

জ্ঞানগম্ভীর, প্রতিভাদীপ্ত এবং শক্তির পরিচায়ক—যন্ত্রপাতি এবং এঞ্জিনের ওপর কর্তৃত্ব করবার শক্তির এবং অসংখ্য স্যুইচ্, ডাণ্ডা, লিভার, স্টীয়ারিং হুইলের ব্যবহার সংক্রান্ত নানা জটিল আইন-কানুন রীতিনীতির জ্ঞানের পরিচায়ক। আর এইসব মানুষদের মধ্যে, তাদের অপূর্ব ধরনধারণের জোরে আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার উপযুক্ত অনেক কোম্‌সোমোল্‌ও ছিল। এখানে বিশ্বাসে-সুদৃঢ় একটা স্ফূর্তির উচ্ছ্বলতা দেখ্‌তে পেতুম আমরা; আর শুন্‌তে পেতুম কর্মীলোকের মুখের জোরালো তীব্র বাক্যরীতি-বহুল উক্তি।

এঞ্জিনের কারখানা! ১৯২২ সালে ওইগুলোই ছিল আমাদের ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই সবার-সেরা উচ্চাভিলাষের কেন্দ্রস্থল। অবশ্য এর চেয়ে আরো অনেক বেশি আশ্চর্য আর চমৎকার—মানুষের সৃষ্ট বস্তুর 'গুজব'ও তাদের কানে এসেছিল—সেগুলো হল খারকভ্ আর লেনিনগ্রাড্ প্লান্ট—আর পুতি-লভ্, সোরমোভো কারখানা-সম্পর্কিত সেই সব রূপকথা-উপকথার কাব্য-কাহিনীও। হায়! তবে কিনা, জগৎ তো কতই না বিস্ময়ে ভরা—তা প্রাদেশিক কলোনির এক সামান্য সদস্যের স্বপ্নের পক্ষে ভাবলে অত উঁচুতে উঠে যাওয়া তো আর সম্ভব নয়! তবে আমরা ক্রমশঃই এঞ্জিন-কারখানার কর্মীদের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম—যাদের কিনা আগে শুধু স্বচক্ষে একবার দেখে ধন্য হবারই সুযোগ পেয়েছিলুম, যাদের মহিমা আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলুম—এমন কি স্পর্শেন্দ্রিয়ও বাদ যায়নি!

ওরাই কিনা আমাদের কাছে আগে এগিয়ে এলো,—মানে, ওদেরই কোম্‌সো-মোল্‌রা! এক রবিবারে কারাবানভ্ চীৎকার করতে করতে আমার ঘরে ছুটে এলো ঃ

"এঞ্জিন-কারখানা থেকে কোম্‌সোমোল্‌রা এসেছে! এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার না?"

কোম্‌সোমোলরা আমাদের কলোনি সম্পর্কে অনেক সব ভালো ভালো কথা আগেই শুনেছিল। তাই আমাদের সঙ্গে তারা আলাপ করতে এসেছিল। সাতজন এসেছিল তারা। ছেলেরা পরম সমাদরে তাদের ভীড় ক'রে ছেঁকে ধরলে, আর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে তাদের সঙ্গে সারা দিনটা ভিড়ে রইলো, নতুন কলোনি দেখালে, আমাদের ঘোড়া যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, শুয়োর, আমাদের 'শেরে'কে, আমাদের চারা-তৈরির গরমঘর,—সব কিছুই। দেখালে বটে, তবে এঞ্জিন-কারখানার তুলনায় আমাদের সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতাটা মর্মে মর্মে, একেবারে অন্তরের অন্তঃস্থলে,—মোক্ষম ক'রে অনুভব ক'রতে ক'রতেই দেখালে। আর সেই সঙ্গে এ দেখেও 'তাজ্জব' বনে গেল তারা, যে কোম্‌সো-

মোল্‌রা আমাদের কাছে কোনোরকম চালিয়াতি কিম্বা মুরুব্বিয়ানার ভাব দেখানো দূরে থাক্‌, সত্যি সত্যিই খুসি হোলো। দেখে মনে হোলো, তাদের মনে যেন ছাপ পড়্‌লো এসব দেখে; যা' তারা দেখ্‌লে, তা যেন তাদের অন্তরকেও স্পর্শ করলে কিছুটা।

শহরে ফিরে যাওয়ার আগে কোম্‌সোমোল্‌রা আমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলো। তারা জান্‌তে চাইলে, আমাদের কলোনিতে কোম্‌সোমোল্‌ সংস্থা নেই কেন। আমি এ ব্যাপারের বেদনাজনক ইতিহাসের একটু চুম্বক তাদের শুনিয়ে দিলুম। বল্‌লুম, ১৯২২ সাল থেকেই আমরা কলোনিতে কোম্‌সোমোলের একটা কেন্দ্রীয় মূল গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু স্থানীয় কোম্‌সোমোল্‌-বাহিনী দৃঢ়ভাবে তার বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলো —কেননা আমাদের কলোনি হচ্চে মূলতঃ অপরাধীদের নিয়েই তৈরি, কাজেই এখানে কোম্‌সোমোল গড়া চল্‌তে পারে কী হিসেবে? আমাদের যতকিছু অনুরোধ-উপরোধ, যুক্তিতর্ক—সব-কিছুকে উপেক্ষা ক'রে সে-ই এক উত্তর— আমাদের সদস্যরা তো সব অপরাধী! ওরা আগে কলোনি থেকে বার হোক্‌ —আগে ওদের প্রমাণপত্র (সার্টিফিকেট) মিলুক যে, ওরা সব 'শুধ্‌রে' গেছে, তবেই ওদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কাকে কাকে কোম্‌সোমোল্‌ ক'রে নেওয়া যেতে পারে, সেটা বিবেচনা করা চল্‌তে পারবে!

আমাদের 'পরিস্থিতি' সম্পর্কে এঞ্জিন-কারখানার কর্মীরা খুব সহানুভূতি প্রকাশ করলে, আর প্রতিশ্রুতিও দিলে যে, শহরের কোম্‌সোমোল্‌-সংস্থায় আমাদের হ'য়ে তারা 'ধরাধরি' করবে। আর, ঠিক পরের রবিবারেই তাদের একজন আবার কলোনিতে এলোও বটে। কিন্তু শুধু নৈরাশ্যজনক সংবাদটাই আমাদের দিতে পারলে সে। গুবের্নিয়া এবং শহর সমিতি (টাউন কমিটি)— দু' জায়গা থেকেই সাফ্‌ ব'লে দিয়েচে, "সবই তো ঠিক—কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত অতগুলো 'ভূতপূর্ব মাখ্‌নো-পন্থী', 'ভূতপূর্ব অপরাধী' এবং 'অন্যান্য কলঙ্কের ছাপওয়ালা' ছেলেমেয়েরা ওখানে রয়েচে ততক্ষণ পর্যন্ত কলোনিতে 'কোম্‌সোমোল্‌ সদস্যের উদ্ভব হ'তে পারবে কী ক'রে?"

আমি তাকে বুঝিয়ে বললুম যে, মাখ্‌নোপন্থী আমাদের ওখানে আর প্রায় কেউ নেই বল্‌লেই হয়, আর, যাও-বা দু'একজন আছে তাদের এখন আর মাখনোপন্থী ব'লে গণ্য করাই চলে না। আমি তাকে এটাও বোঝালুম যে, শহরে যেভাবে 'শুধ্‌রে' যাওয়ার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, আমাদের এখানে কাগজে-কলমে সেভাবে কথাটা লেখ্‌বারও উপায় নেই এই জন্যে যে, আমাদের পক্ষে এইসব ছেলেদের নতুন রাস্তা দিয়ে এমনভাবে নতুন শিক্ষা দিয়ে

গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, যাতে নাকি এরা পরে শুধু যে সমাজের পক্ষে উপকারী ব্যক্তিমাত্র ব'লে গণ্য হ'য়েই ক্ষান্ত হবে তা নয়, নবযুগের সম্পূর্ণ উপযোগী এক একজন তৎপর কর্মী হ'য়ে উঠ্‌বে এরা। আর কোম্‌সোমোল্‌ হবার উচ্চাশা পোষণ করার পর এদের যদি কোম্‌সোমোল সংস্থায় গ্রহণ করা না হয়, এবং সবাই মিলে এদের বিরুদ্ধে এদের সেই পুরোনো ছেলেমানুষী অপরাধের নজীর খাড়া করে তাহলে এদের সে-শিক্ষাটা সম্পূর্ণই বা হবে কী করে? এঞ্জিন-কারখানার কর্মীরা আমার সঙ্গে একমত হোলোও বটে, আবার হোলো-নাও বটে। একটা সীমারেখার প্রশ্নই তাদের কাছে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন বলে মনে হোলো। ঠিক কখন্‌, কোন্‌ অবস্থায়, কলোনির একজন সদস্যকে কোম্‌সোমোলে নেওয়া যেতে পারবে তাহলে? আর সে প্রশ্নটার মীমাংসাই বা ক'রে দেবে কে?

"কে করবে? কেন, কলোনি কোম্‌সোমোল-সংস্থাই তা করবে!"

তার পর থেকে এঞ্জিন-কারখানার কোম্‌সোমোল্‌রা প্রায়ই আমাদের ওখানে আস্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু পরিশেষে আমি লক্ষ্য করলুম যে, আমাদের সম্পর্কে তাদের আগ্রহটা ঠিক তেমন স্বাস্থ্যকর আগ্রহ নয়। তারা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ আমাদের অপরাধী হিসেবেই দেখ্‌তো; যৎপরোনাস্তি কৌতূহলের সঙ্গে তারা ছেলেদের অতীত ইতিহাসগুলো খুঁড়ে বার করবার চেষ্টা করতো; তারা আমাদের কৃতিত্ব স্বীকার করতেও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু সেটা এই মাত্র গুণ-ব্যাখ্যানের সঙ্গেঃ "কিন্তু তবুও আপনার ছেলেরা তো ঠিক সাধারণ ছেলে নয়!" প্রতিটি কোম্‌সোমোল্‌কে এই ব্যাপারে আমার মতে আন্‌তে আমাকে ভীষণ বেগ পেতে হোতো।

কলোনি পত্তনের একেবারে গোড়ার দিন থেকেই এই একটা ব্যাপারে আমাদের অবস্থা একেবারে অনড়-অটলই রয়ে গেছ্‌লো। আমার অভিমত ছিল এই যে, পূর্ব-অপরাধীদের নতুন-শিক্ষাদানের প্রধান পদ্ধতিটার ভিত্তিই হবে এই যে, তাদের সমস্ত অতীতটাকে একেবারে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রেই চলা—বিশেষ ক'রে, তাদের অতীতের অনুষ্ঠিত অপরাধগুলোকে।

এই পদ্ধতিটা সম্পূর্ণভাবে খাটাতে আমাকে বড় সোজা বেগটা পেতে হয়নি; কেননা, অন্যান্য বাধা ছাড়াও আমার নিজেরই অন্তরের সংস্কারের সঙ্গেও আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল। সব সময়েই আমার মনের মধ্যে চোরের মতন গুঁড়ি মেরে এই ইচ্ছেটার উদয় হোতো যে, ছেলেটাকে কোন অপরাধের দায়ে কলোনিতে পাঠানো হ'য়েচে সেটা অনুসন্ধান করে দেখি; ঠিক কী অপরাধটা সে করেছিল তা ভালো ক'রে জেনে নিই। সাধারণ শিক্ষা-

বিজ্ঞানের যুক্তিটাই সে-সময়ে ওষুধের মুখোস পরে এসে আমাকে এই জ্ঞান-গর্ভ প্রবাদটা মনে করিয়ে দিয়ে ঠকাতে চাইতো যে, "রোগ সারাতে হলে রোগটা যে কী তাই তো আগে জেনে নেওয়া দরকার।" আমার সহকর্মীদের কিম্বা জনশিক্ষা দপ্তরের কথা দূরে থাক, স্বয়ং আমাকেই অনেক সময় ভুলপথে নিয়ে যেতে চাইত, এই যুক্তিটা।

রোগটা ভাল ক'রে অনুধাবন করে দেখবার সুবিধে হবে এই ভেবেই, অল্প-বয়স্ক অপরাধীদের কমিশন থেকে আমাদের কাছে, 'জিম্মি'দের প্রত্যেকের ব্যক্তি-গত কাহিনীর লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাঠিয়ে দেওয়া হোতো—একেবারে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবরণ শুদ্ধ—কী কী সওয়াল-জবাব হয়েছিল তার সঙ্গে, কার-কার সামনে কোথায় কীভাবে কী পরীক্ষা হয়েছিল তার—ইত্যাদি যত রাজ্যের আজেবাজে পচা খবর দিয়ে।

আমি অবশ্য কলোনিতে আমার সহকর্মীদের সকলকেই আমার দলে টান্তে পেরেছিলুম, আর ১৯২২ সালেই কমিশনকে অনুরোধ করেছিলুম যে, তাঁরা যেন আর কারো ব্যক্তিগত কাহিনীর ইতিহাস না পাঠান। আমরা সত্যিসত্যিই আমাদের অন্তর থেকে, আমাদের জিম্মিদের অতীত সম্পর্কিত আগ্রহ বা কৌতূহলকে একেবারে দূর করে দিয়েছিলুম। আর সেটা এতটা সাফল্যের সঙ্গেই পেরেছিলুম যে, জিম্মিরা নিজেরাও সেটা শিগ্গিরই ভুলে যেতে আরম্ভ করতো। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলুম যে, অতীত জানবার আগ্রহটা কলোনি থেকেই ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে আস্চে। লক্ষ্য করতুম কেমন করে, সেইসব কদর্য, রোগগ্রস্ত, আমাদের অপরিচিত, দিনগুলোর স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যেতো। এই দিকটাতে আমরা আমাদের আদর্শের একেবারে সীমারেখাতে পৌঁছতে পেরেছিলুম। ক্রমে এমন হোলো যে, নবা-গতরা পর্যন্ত তাদের কীর্তিকাহিনীর কথা তুলতে লজ্জা পেতো।

আর হঠাৎ, কলোনিতে কোম্সোমোল-সংস্থার একটা কেন্দ্র গড়ে তোলার ভার নেওয়ার মতন চমৎকার একটা কাজ হাতে নেওয়ার সংশ্রবেই কিনা জোর করে আমাদের অতীতটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোলো!—আবার আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অরুচিকর, ঘৃণ্য সেই শব্দগুলো—সেই 'সংশোধন', 'অপরাধ' আর 'ব্যক্তিগত ইতিহাস'—ইত্যাদিকে আবার জাগিয়ে তোলা?

কোম্সোমোল্-এ যোগ দেবার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেলেদের মধ্যে জেগেছিল, বাধার সম্মুখীন হতেই সেটা কঠিন হয়ে ক্রমে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হোলো; এমন কি তারা এজন্যে দস্তুরমতো লড়ালড়ি করবার জন্যেও তৈরি হোলো। তারানেৎস্-এর মতো যারা একটা 'রফা' করতে রাজি হোলো, তারা একটা 'ঘুর-

পথ' অবলম্বনের প্রস্তাব করলে—বললে, যারা কোম্‌সোমোল্‌-এ ঢ্‌ক্‌তে চায় তাদের নয় 'সংশোধিত' ব'লে একটা ক'রে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হোক এই মর্মে যে, তারপরেও অবশ্য তারা কলোনিতেই থাক্‌তে পাবে। অধিকাংশ সদস্যই কিন্তু এ-রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে রাজি হোলো না। জাদোরভ্‌ রেগে লাল হয়ে বল্‌লেঃ

"ওসব নাঃ! এ-তো আর ম্‌ঝিকদের নিয়ে কারবার নয়! কাউকে বোকা বানিয়ে কাজ নেই আমাদের। আমাদের নিজেদেরই একটা কোম্‌সোমোল্‌ কেন্দ্র বানিয়ে নিতে হবে, এই কলোনিতেই, তারপর কোম্‌সোমোল্‌-ই বাজিয়ে দেখে নেবে, কে কোম্‌সোমোল্‌ হবার উপয্‌ক্ত, আর, কে নয়!"

মৎলব হাসিল করার চেষ্টা হিসেবে ছেলেরা প্রায়ই ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগ্‌লো শহরের কোম্‌সোমোল্‌-সংস্থাগ্‌লোতে—কিন্তু মোটের ওপর তাতেও শেষ পর্যন্ত লাভ কিছ্‌ হোলো না।

১৯২৩ সালের শীতকালে অন্য আর একটা কোম্‌সোমোল্‌ সংস্থার সঙ্গে আমাদের বেশ হৃদ্য সম্পর্ক গ'ড়ে উঠ্‌লো। এটা ঘটলো একেবারেই আকস্মিকভাবে।

একদিন সন্ধ্যের দিকে আন্তন আর আমি বাড়ি ফিরছিল্‌ম। মেরি ব'লে মাদি ঘোড়াটাকে একটা স্লেজ্‌ গাড়িতে জোতা হয়েছিল—ভালো খাওয়া আর যত্ন পাওয়ার ফলে তার গায়ের চামড়াটা চক্‌চক্‌ করছিল। ঠিক যখন আমরা পাহাড় থেকে উৎরাই পথটা ধরতে যাচ্ছি, এমন সময়, আমাদের অঞ্চলে একে-বারেই দ্‌র্লভ একটি জীবের সাক্ষাৎ পেল্‌ম—একটা উট। মেরি তার স্বাভাবিক বিরক্তি কাটিয়ে উঠ্‌তে না পেরে 'ব্যোম্‌কে' গেল। প্রথমটা সে কাঁপতে লাগ্‌লো, পিছ্‌ হঠতে লাগ্‌লো, তার দ্‌পাশের 'ব্‌ম্‌'গ্‌লোতে চাট্‌ মারতে লাগ্‌লো—তারপর ক্ষেপে দৌড় মার্‌লে। আন্তন স্লেজের সামনের দিকে তার পাদ্‌টোকে একেবারে প্রায় প'্‌তে দিয়েও 'ঘোড়ি'টাকে সাম্‌লাতে পারলে না। আমাদের স্লেজখানার একটা সহজাত খ'্‌ত ছিল এই, আর সেদিকে সত্যিই আন্তন আমাদের দ্‌ষ্টি অনেকবারই আকৃষ্ট করেছিলো যে, আমাদের গাড়ির 'ব্‌ম্‌'গ্‌লো বড্ড বেশি খাটো রকমের ছিল। আর ঐ খ'্‌তটাই ঘটনাটার গতিকে চালিত ক'রে আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করলে, ওপরে যে কোম্‌সো-মোল-সংস্থার কথা বলা হয়েচে, তারই আরও কাছাকাছি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়িটা স্লেজের সামনের লোহায় চাট্‌ মেরে, আর, একটা সলম্ফ দৌড় দিয়ে এখন ভয়ে দিশেহারা হয়ে, আতঙ্কজনক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের একটা অবশ্যম্ভাবী বিপদের দিকে টেনে নিয়ে চললো। আন্তন আর আমি দ্‌জনে মিলে প্রাণপণে

রাশ টেনে ধরলুম, কিন্তু তাতে যেন অবস্থা আরও খারাপই হয়ে উঠ্‌লো—মেরি ওপর দিকে তার মাথা চাল্‌তে আরম্ভ করলে, আর, যেন আরও বেশি ক্ষেপে উঠ্‌লো। আমি ইতিমধ্যে বুঝেই নিয়েছিলুম ঠিক কোন্‌ জায়গায় এসে, কমবেশি যাই হোক, বিপজ্জনক একটা পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত পেঁাছবো আমরা—সে জায়গাটা হচ্ছে মোড়ের বাঁকটা—যেখানে একদল চাষী তাদের স্লেজ্‌ গাড়িগুলো নিয়ে একটা হাইড্রান্ট থেকে তাদের ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াচ্ছিল। মনে হোলো, বাঁচার আর কোনো রাস্তাই নেই, কেন না রাস্তার পাশে আবার শক্ত বেড়া দেওয়া। কিন্তু ঠিক যেন অলৌকিক উপায়েই মেরি, ঘোড়াদের জল-খাওয়ার চৌবাচ্ছাটা আর শহর-থেকে-আসা একদল লোকের কতকগুলো স্লেজগাড়ির মাঝখান দিয়েই লাফিয়ে চলে গেল। চড়্‌চড়্‌ ক'রে কাঠ ফেড়ে যাওয়ার শব্দের সঙ্গে মানুষের হৈ হৈ আওয়াজ উঠ্‌লো। কিন্তু ততক্ষণে আমরা বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছি। তারপরেই পাহাড়ের শেষ;—সামনের মসৃণ সোজা রাস্তাটায় আমরা এসে পড়লুম, ওরই মধ্যে অনেকটা সংযত গতিতেই; আন্তন ওরই ভেতর একবার পেছন দিকটায় তাকিয়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বল্‌তেও পারলেঃ "কার যেন স্লেজখানা গুঁড়িয়ে দিয়ে এলুম আমরা! —আমাদের চম্পট দিতে হবে!"

হাতের চাবুকটাকে সে, যথাশক্তি, দ্রুতবেগে-ধাবমানা মেরির ওপরে আফ্‌-শাতে যাচ্ছিল; কিন্তু আমি হাত দিয়ে, অতিব্যগ্র সেই হাতখানাকে সংযত করলুম।

"পালাতে পারবে না! চেয়ে দেখো, কী শয়তান ঘোড়াটা ওদের!"

সত্যিই একটা চমৎকার, জোর-কদমে-ছুট্‌নেওয়ালা ঘোড়া, তার পায়ের শান্ত সতেজ খুরক্ষেপে অতি-দ্রুত এগিয়ে এসে আমাদের ধরে ফেল্‌ছিল প্রায়, আর ঘোড়াটার নিতম্বের ওপর দিয়ে, অক্ষম পলাতকদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল পোশাকে সামরিকপদের লাল রঙের বিশেষ নিদর্শনধারী একটা লোক। আমরা থামলুম। লাল নিদর্শনের অধিকারী ব্যক্তিটি গাড়ির চালকের কাঁধটা ধরে স্লেজখানার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল; সে যে বস্‌বে, তার কোন উপায়ই ছিল না; কেননা তার বস্‌বার জায়গা-টায়গাসুদ্ধ গাড়ির পেছোন দিককার সমস্ত অংশটাই তখন ঝড়্‌ঝড়ে নড়বড়ে জাফ্রিকাটা একটা চেহারা পেয়ে গেছে, আর স্লেজগাড়িটারই অঙ্গচ্যুত নানা প্রাসঙ্গিক বস্তুর হরেক রকমের টুকরো-টাকরার একটা টানা লম্বা সুদীর্ঘ কাদামাখা রেখা গাড়িটার পেছোনদিকে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো রয়েচে।

"পেছোন পেছোন চলে এসো!"—কুকুরের মতন খেঁকিয়ে উঠে মিলিটারি

লোকটা বল্‌লে।

আমরা আদেশ পালন করলুম। আন্তনের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো। আমাদের ঝামেলা-ভরা যাত্রাপথের উন্নতিপূর্ণ পরিণামটা দেখে সে খুবই প্রীতিলাভ করলে। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা GPU-র কমান্ডান্টের অফিসের সাম্‌নে গিয়ে হাজির হলুম; আর, মাত্র তখনই আন্তনের মুখে পরাভবের বিস্ময়-চিহ্নটা ফুটে উঠ্‌লো।

"দেখুন কান্ড!"—বলে উঠ্‌লো সে—"আমরা GUPর গাড়িকে গুঁতিয়েছি!"

মিলিটারির লাল-নিদর্শন-পরা লোকে আমাদের ঘিরে ধরলে। তাদের মধ্যে একজন আমার ওপর তড়্‌পে 'চোট্' করতে লাগ্‌লো ঃ

"হতেই হবে!—একটা চ্যাংড়া ছোকরা হয়েচেন ও'দের গাড়োয়ান—ও আর ঘোড়া সাম্‌লাবে কী! আপনাকেই এর জন্যে জবাব-দিহিতে পড়্‌তে হবে!"

আন্তন মরমে মরে গিয়ে সাপের মতন মোচড় খেতে লাগ্‌লো এবং প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে অপমানকারীর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে দিলেঃ

"চ্যাংড়া ছোক্‌রা বৈকি! তবু যদি আপনাবা পথে-ঘাটে আচম্‌কা ওই-রকম উট চলে বেড়ানো বন্ধ করতে পারতেন! হতভাগা জানোয়ারগুলো পথ-ঘাট সব একেবারে ছেয়ে ফেল্‌লে! 'ঘোড়ি' কখনো এসব সইতে পারে! পারবে কেমন করে?"

"কোন্ জানোয়ার?"

"—কেন, ওই উট!"

লাল নিদর্শনধারীরা হেসেই খুন!

"তোমরা আস্‌চো কোথা থেকে?"

আমিই জবাব দিলুম।

"গোর্কি-কলোনি"—বল্‌লুম।

"ও! তাহলে আপনারাই সেই গোর্কি কলোনির! আর আপনি!—ডিরেক্টর বুঝি? আজ তো তাহলে দেখ্‌চি জবর মাছ উঠে পড়েচে জালে!"—একজন অল্প-বয়সী লোক চারপাশের আর সবাইকে ডেকে এমনভাবে আমাদের দিকে দেখিয়ে বল্‌লে কথাটা, যে মনে হোলো, আমাদের পেয়ে যেন তারা খুব খুসি হয়েচে।

আমাদের ঘিরে ভিড় জমে গেল। নিজেদের গাড়ির চালককেই তারা জ্বালিয়ে খেতে লাগ্‌লো, আর, কলোনির সম্পর্কে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করে করে আন্তনকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে।

"অনেকদিন ধরেই কলোনিতে একবার যাবার ইচ্ছে ছিলো আমাদের। লোকে বলে, আপনারা নাকি খুব জবর 'লাড়িয়ে'র দল। আমরা রবিবারে আপনাদের ওখানে যাবো, দেখ্‌তে।"

তারপর এসে হাজির ওদের সরবরাহ ম্যানেজার। এসেই তো সে মহা রেগে জিগেসপড়া করে একটা এজেহার গোছের লিখে নিতে লাগলো। কিন্তু আর-সবাই সোরগোল তুলে তাকে থামিয়ে দিলেঃ

"আরে রাখো তোমার 'সরকারী কেতা'! অ্যাতো সব লিখ্‌চো কী করতে?"

"কী করতে? দেখেচো একবার, আমার স্লেজখানার কী দশা করে ছেড়েচে একেবারে? এখন করে দিক্‌ মেরামত!"

"তোমার ও এজেহার ছাড়াই ও'রা সারিয়ে দেবেনখন। দিচ্চেন তো, আপনারা? এখন নিন্‌, বলুন আপনাদের কলোনির গল্প! লোকে বলে, আপনাদের নাকি তালাবন্ধ-করা গারদ-ঘর পর্যন্ত নেই!"

"গারদ-খানা—কিসের জন্যে? আপনাদের আছে নাকি?"—জিগেস্‌ করলে আন্তন।

আবার একবার সবাই হেসে গড়িয়ে পড়্‌লো।

"আমরা ঠিক রোব্‌বারে আপনাদের ওখানে যাবো। আর স্লেজখানাও মেরামতের জন্যে নিয়ে যাবো।"

"আর রোব্‌বার পর্যন্ত আমি চড়্‌বো কিসে?"—খেঁকিয়ে উঠ্‌লো সরবরাহ ম্যানেজার।

আমি তাকে ঠাণ্ডা করলুম।

তাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বল্‌লুম, "আমাদের আর একখানা স্লেজ্‌ আছে। আমাদের সঙ্গে লোক দিন, সে নিয়ে আসুক সেটা।"

আর, এইভাবে আমাদের কলোনি আরও একদল বন্ধু পেয়ে গেল। রবিবারে চেকা কোম্‌সোমোল্‌রা কলোনিতে এলো। আর, আবার-একবার সেই অভিশপ্ত প্রশ্নটাই উঠ্‌লো আলোচনা প্রসঙ্গে—আমাদের কলোনি-সদস্যেরা কোম্‌সোমোল্‌ হতে পারে না কেন? এ-প্রশ্নে চেকা-সদস্যেরা সবাই একবাক্যে আমাদের পক্ষই সমর্থন করলে।

তারা আমায় বল্‌লে, "কী মাথামুণ্ডু বোঝাতে চায় ওরা? অপরাধী! বটে! ছাই! নিজেদের সম্পর্কে ওদের লজ্জিত হওয়া উচিত! আর, ওরাই কিনা বল্‌তে চায়, ওরা চিন্তাশীল লোক! আমরা যদি এখানে সুবিধে না-ও করতে পারি তো এ কথা খারকভে তুল্‌বোই।"

সে সময়টায় আমাদের কলোনিটা ইউক্রেনিয়ান্ পীপ্ল্স্ কমিসারিয়েট্ ফর্ এডুকেশনের অধীনে চলে গেছ্লো—"আদর্শ অপরাধী শিক্ষালয়" হিসেবে। পীপ্ল্স্ কমিসারিয়েট্ ফর্ এডুকেশন থেকে ইন্স্পেক্টররা আমাদের ওখানে আস্তে লাগ্লো। এ মানুষগুলি আগেকার লোকগুলোর মতন অল্পবিদ্যা, ক্ষীণবুদ্ধি প্রাদেশিক মানুষমাত্র নয়। সমাজ-শিক্ষাকে এরা তাদের মতন ভাবপ্রবণতার জোয়ারের উচ্ছ্বাসের নজরে দেখ্তো না। খারকভের লোকেরা সমাজ-শিক্ষাকে বিকচোন্মুখ তরুণ মনের অবস্থা-পরম্পরার বিকাশ, কিম্বা ব্যক্তি-জীবনের অধিকার-বোধের সম্মানরক্ষা বা ঐ জাতীয় কাব্যিঘেঁসা সস্তা হাততালি পাবার মতন বাক্চাতুর্য দিয়ে অভিহিত করতো না। তারা যা' চাইতো সেটা ছিল নতুনতরো সংগঠনের রূপ, আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কর্ম-পদ্ধতি। তাদের বেলায় সবচেয়ে ভালো জিনিস যা লক্ষ্য করলুম সেটা এই যে, তারা নিজেদের, এক মুহূর্তের সার্থকতার কল্পনায় মশ্গুল পথ-ভ্রান্ত পণ্ডিত হিসেবে, খাড়া করতে চায়নি; আমাদের সঙ্গে সমান-অধিকারের একটা বন্ধুত্বের ভাবই তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পেতো। যা নতুন, তাই তারা খুঁজতো, আর, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারামাত্রই তারা খুসিতে ভরে উঠ্তো।

কোম্সোমোল্ সম্পর্কে আমাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনে খারকভের লোকেরা দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেল।

"তার মানে, আপনারা কোম্সোমোল-এর কেন্দ্রীয় শক্তি বাদ দিয়েই কাজ করে চলেচেন? আপনাদের একটা কোম্সোমোল্ কেন্দ্র স্থাপন করতে দেওয়া যেতে পারে না? কে বলে একথা?"

সন্ধ্যেবেলা তারা বড় বড় ছেলেদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলাপ করলে, আলাদা আলাদা দলে তাদের নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চালালে, আর, পরস্পরে সহানুভূতি-সূচক মস্তকসঞ্চালনের বিনিময়ও চল্লো প্রচুর।

তারপর "পীপ্ল্স্ কমিসারিয়েট্ ফর্ এডুকেশন" আর আমাদের শহরের বন্ধুদের লেখালিখি ধরাধরির কল্যাণে বিদ্যুৎ-গতিতেই প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে গেল ইউক্রেনিয়ান কোমসোমোল-এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে। আর ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে 'তিখোন্ নেস্তোরোভিচ্ কোভাল্' আমাদের রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতা নিযুক্ত হয়ে গেলেন।

তিখোন্ নেস্তোরোভিচ্ কৃষক-পরিবারের সন্তান। তাঁর মাত্র চব্বিশ বছরের জীবনটাকেই তিনি নানা বিচিত্র ঘটনায় ভরিয়ে ফেলেছিলেন, প্রধানতঃ গ্রাম-সম্পর্কিত নানান প্রচেষ্টাতেই। তাছাড়া জোরালো রাজনৈতিক কার্যকলাপের পুঁজিও ছিল তাঁর যথেষ্ট, আর এসব ছাড়াও তিনি ছিলেন সত্যিকার জ্ঞানী

মানুষ, আর অবিচলিত রকমের ভালোমানুষ। প্রথম মুহূর্তটি থেকেই তিনি কলোনির সকলকার সঙ্গে কমরেডের মতন সমান অধিকারের সম্পর্ক ধরেই কথাবার্তা কইতে শুরু করেছিলেন আর কী ক্ষেতের কাজে আর কী ফসল ঝাড়াই-মাড়াইয়ের চত্বরে সর্বত্রই সমানভাবে নিজের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়টি দিয়ে দিয়েছিলেন।

কলোনির মধ্যে ন'জনকে নিয়ে একটা কোম্‌সো'মোল্‌ কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেল।

২৮
ঘটা ক'রে কুচ্‌কাওয়াজের শোভাযাত্রা শ্‌রু হোলো

দোরিউচেঙ্কো হঠাৎ রাশিয়ান ভাষা বল্‌তে শ্‌রু করলে। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটার সংগে দোরিউচেঙ্কোর বাসার কতকগ্‌লো অপ্রীতিকর ঘটনা-পরম্পরার সম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপারগ্‌লো সবই শ্‌রু হোলো, যখন এম্‌নিতে ইউক্রাই-নের স্বার্থ সম্পর্কে সম্প্‌র্ণ উদাসীন দোরিউচেঙ্কো-গ্‌হিণী, হঠাৎ সিদ্ধান্ত করে বস্‌লেন যে তাঁর সন্তানটিকে এইবার প্রসব করার প্‌ণ্যক্ষণ সম্‌পস্থিত। আপন গৌরবমণ্ডিত কোজাক্‌ বংশধারাকে অব্যাহত রাখার সম্ভাবনায় দোরিউ-চেঙ্কো যদিও যথেষ্ট উদ্বেলচিত্তই ছিলেন তব্‌ও ব্যাপারটা তাঁর মনের ভার-সাম্যকে এ পর্যন্ত 'বান্‌চাল' করে দিতে পারেনি। 'ধাই' ডাকতে যাওয়ার জন্যে, ব্রাৎচেঙ্কোর কাছে গিয়ে তিনি বিশ্‌দ্ধ ইউক্রেনিয়ান্‌ ভাষাতেই ঘোড়া দাবি করলেন। কলোনির পবিবহণ-তালিকাতে যে আসন্ন তর্‌ণ দোরিউচেঙ্কোর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তার সম্পর্কে এবং শহর থেকে ধাই ডেকে আনা সম্পর্কে কতকগ্‌লো স্বতঃসিদ্ধের উচ্চারণ-স্‌খকে বিসর্জন দিতে ব্রাৎচেঙ্কো একেবারেই অক্ষম হোলো। তার মতে, "ধাই আনলেও যা ঘট্‌বে, বিনা ধাই-তেও তাই-ই ঘট্‌বে—দ্‌ইয়েতেই ফল সেই সমানই প্রস্‌ত হবে।" যাই হোক, তব্‌ও দোরি-উচেঙ্কোকে ঘোড়া সে দিলে। পরের দিনে দেখা গেল যে, সন্তান-সম্ভাবিতা জননীকে এবার শহরে নিয়ে যাওয়া দরকার। আন্তন এতে এমন আচম্‌কা খেই হারিয়ে সব গ্‌লিয়ে ফেল্‌লে যে, তার বাস্তব-ব্‌দ্ধি একেবারে তিরোহিত হোলো। সে সটান বলে বস্‌লোঃ

"আমি আপনাকে ঘোড়া-টোড়া দিতে পারবো না!"

কিন্তু শেরে আর আমি কলোনির সর্বসাধারণের অভিমতের প্‌ষ্ঠপোষক-তায় জোর পেয়ে এমন তীব্রভাবে এবং সোৎসাহে ব্রাৎচেঙ্কোর কঠোর সমালোচনা করল্‌ম যে, তাকে শেষ পর্যন্ত হার মান্‌তে হোলো। দোরিউচেঙ্কো খ্‌ব

ধৈর্য ধরে আন্তনের গলাবাজি শুনে গেল এবং তার স্বাভাবিক অলঙ্কারবহুল মার্জিত কেতাদুরস্ত আভিজাত্যপূর্ণ কায়দায় তাকে রাজি করতে চেষ্টা করলে।

"ব্যাপার যে-রকম জরুরি"—সে বল্‌লে, "তাতে এক ঘণ্টার জন্যেও এটাকে তো ঠেকিয়ে রাখা চলে না কম্‌রেড্‌ ব্রাৎচেঙ্কো!"

আন্তন গাণিতিক স্বীকৃত-তথ্যের আয়ুধে নিজেকে সজ্জিত করে নিলে। কেন না, এ বস্তুর প্রত্যয়-জনন-সামর্থ্য সম্পর্কে তার নিজের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল।

"ধাই আন্‌বার সময়ে এক-জোড়া ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল কি? হয়েছিল। ধাইকে আবার শহরে পৌঁছে দিয়ে আসতে—আবার একজোড়া ঘোড়া ...কার ছেলে হবে, না হবে, তা নিয়ে ঘোড়াদের কোনো মাথাব্যথা আছে, ভাবেন আপনি?"

"কিন্তু কমরেড্‌—"

"থামুন আপনি, আর রাখুন আপনার 'কিন্তু'! ধরুন্‌ সব্বাই যদি এখন 'ওই' শুরু করে দেয়?"

প্রতিবাদ স্বরূপ আন্তন এই সব প্রসব-সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্যে সবচেয়ে কম প্রিয় আর সবচেয়ে মন্থরগামী ঘোড়া দুটিকে জুত্‌লে; দিব্যি গেলে বল্‌লে ফিটনখানা বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে, তাই গিগ্‌ (টম্‌টম্‌) খানাকেই পাঠালে, আর পরিণতিটা যাতে শেষ পর্যন্ত ভীষণ 'অ লোড়ন-মূলক' না হয় তারই প্রত্যক্ষ লক্ষণ হিসেবে কোচবাক্সে চড়িয়ে দিলে সোরোকাকে। কিন্তু কেবল যখন দেরিউচেঙ্কো আবার এসে ঘোড়া চাইলে, এবারে 'নবনির্মিত' মাতাজীকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবার জন্যে, তখনই মাত্র আন্তন সত্যিই নিজেকে 'ছাড়্‌লে'!

সুখী পিতা হওয়াটা দেরিউচেঙ্কোর কপালে ছিল না। তার প্রথম সন্তান, তাড়াহুড়ো করে * যার নাম রাখা হয়েছিল 'তারাস', সেটি বেঁচে ছিল মাত্র একটি সপ্তাহ। তারপর দেরিউচেঙ্কোর গৌরবজনক কোজাক জাতির বিপুল ঐতিহ্যে কণামাত্র 'অবদান' সংযোজিত না করেই সে ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। দেরিউচেঙ্কোর মুখমণ্ডলে শোকের স্বাভাবিক মানানসই অভিব্যক্তিটাই প্রস্ফুটিত হোলো এবং তার কথাবার্তার 'ঝোঁক্‌'গুলো কিছুটা স্তিমিত ভাব গ্রহণ করলে। কিন্তু তার দুঃখের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বেদনার কোনো পরিচয় ব্যক্ত হোলো না এবং সে গোঁ ভরে ইউক্রেনিয়ান্‌ ভাষাতেই তার

---

* তাড়াহুড়োর কারণ, খৃস্টীয় ধর্মমতানুসারে ব্যাপ্টিজ্‌ম্‌ (তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে নামকরণ) না হ'য়েই মৃত্যু হ'লে জাতকের আত্মার অকল্যাণ হয়। বাং. অ।

মনোভাবাদি প্রকাশ করে চল্‌লো। ব্রাৎচেঙ্কো তার নিজের দিক থেকে কোনো ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকেই 'জুৎ-মতো' ব্যবহার করে উঠ্‌তে পারলে না—তার বিরক্তি আর নিষ্ফল ক্রোধটা এমনই তীব্র হয়ে উঠেছিল। কেবল অর্ধস্ফুট ভাঙা ভাঙা বাক্যাংশমাত্রই তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেঃ

"মিথ্যেই ঘোড়াগুলোকে পাঠানো হোলো! কত তো ভাড়াটে গাড়ি রয়েচে...তাড়া নেই...একটা ঘণ্টা খুব দেরি করা চল্‌তো...লোকের তো ছেলে সর্বদাই হতে থাকবে...মিছিমিছি যতো সব!......"

গ্রহ-বৈগুণ্যাভিহতা জননীটিকে দেরিউচেঙ্কো বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে এলো; কিছুকালের জন্যে ব্রাৎচেঙ্কোরও দুর্ভোগের ক্ষান্তি হোলো। এইখানটায় এসে এই শোকাবহ কাহিনী থেকে ব্রাৎচেঙ্কোর অপসরণ—যদিও তাবলে তার 'পরিসমাপ্তি' এইখানেই নয়। তারাস দেরিউচেঙ্কো যখনও জন্মায়নি, সেই সময়টাতে আপাত-প্রতীয়মান একটা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, কাহিনীটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়েছিল; পরে কিন্তু সেটাই মোটের ওপর ততটা অপ্রাসঙ্গিক বলে আর প্রতিভাত হয়নি। সে ঘটনটাও দেরিউচেঙ্কোর পক্ষে বেশ শোকাবহ।

কলোনির শিক্ষক-সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মীরা সকলেই, ছেলেদের জন্যে যে সূত্র থেকে আহার্যাদি সরবরাহ করা হোতো, সেই একই স্থান থেকে রান্না-করা আহার্য পেতো। কিন্তু হালে কিছুকাল থেকে পারিবারিক জীবনের বিশেষ প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে এবং রান্নাবাড়ির কার্যক্রমের কথঞ্চিৎ 'সুবিধা-বিধান-সৌকর্যার্থে' আমি কারু কারু জন্যে 'কাঁচা সিধে' সরবরাহ করবার অনুমতি দিয়েছিলুম কালিনা আইভানোভিচ্‌কে। দেরিউচেঙ্কো ছিল সেই দলের অন্যতম। এখন হোলো কী, শহরে একবার আমি একটুখানি, অতি সামান্য পরিমাণই, মাখন পেয়ে গেলুম। বরাদ্দটা এতই কম যে, সাধারণ ভাঁড়ারে সেটার মাত্র কয়েকটা দিনই টিক্‌বার কথা। তাই, স্বভাবতই কারুর মাথায় আসেনি যে, 'কাঁচা সিধে'র সঙ্গেও এটার একটু করে ভাগ দিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু দেরিউচেঙ্কোর মেজাজ ভয়ানক বিগ্‌ড়ে গেল, যখন সে শুন্‌লে যে, এই মহামূল্য বস্তুটি গত তিনদিন ধরে এজ্‌মালি হেঁসেলের খাদ্য পরিবেশনের শোভা বর্ধন করচে! সে তখন ব্যবস্থা পরিবর্তনে তৎপর হোলো এবং সস্ত্রীক নিজেকে এজ্‌মালি হেঁসেলের উমেদার বলে ঘোষণা-পত্রখানি পেশ করে বস্‌লো—'কাঁচা সিধে'র বরাদ্দ পাবার বিশেষ সুবিধের দাবি বিসর্জন দিয়েও। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা-পরিবর্তনটা যেদিন থেকে কার্যকরী হোলো ঠিক তার আগের দিনেই কালিনা আইভানো-

ভিচের ভাঁড়ারে মাখনের পুঁজিটুকুরও ইতি হয়ে গেল। এহেন পরিস্থিতির উদ্ভবটাই দেরিউচেঙ্কোকে তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে দ্রুত প্রেরণ করলে আমার সকাশে।

"মানুষকে নিয়ে 'মস্করা' করবার আপনার কোনো অধিকার নেই! মাখন কই?"

"মাখন?"—পুনরুক্তি করলুম আমি—"আর তো নেই—সবটাই খাওয়া হয়ে গেছে!"

দেরিউচেঙ্কো একখানা ঘোষণাপত্র পেশ করলে যে, সে আর তার পরিবার, 'কাঁচা সিধে'তেই তাদের বরাদ্দ নেবে। ভালো! কিন্তু দিনদুয়েকের মধ্যেই কালিনা আইভানোভিচ্ আবার খানিক মাখন নিয়ে ফিরলো, এবং সেটাও আবার সেই আগেকার মতন অত্যল্প পরিমাণই। দেরিউচেঙ্কো দাঁত কিড়্-মিড়্ করতে করতে এ-হেন ভাগ্য-বিপর্যয়টাকেও সহ্য করে গেল। এমন কি, এজ্‌মালি হে'সেলে পুনঃপ্রবেশও আর করলে না। কিন্তু আমাদের জনশিক্ষা বিভাগে হয়তো কিছু বা অঘটন ঘটে থাক্‌বে—মনে হয়, জনশিক্ষা ক্ষেত্রের কর্মীদের সংস্থাগুলোতে এবং সেগুলোর জিম্মিদের মধ্যে ক্রমশঃ মাখনের প্রচলন শুরু-করবার-উদ্দেশ্যে-প্রস্তুত একটা সুবিলম্বিত দীর্ঘ-পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবতঃ। তাই হামেশাই প্রায়, কালিনা আইভানোভিচ্ শহর থেকে ফিরে গাড়িতে তার বস্‌বার জায়গার নিচে থেকে একখণ্ড পরিচ্ছন্ন 'মাখন-মস্‌লিনে' সমাবৃত একটি বাল্‌তি টেনে বার করতো। ক্রমশঃ অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে, কালিনা আইভানোভিচ্ ঐ বাল্‌তিটি সঙ্গে না নিয়ে আর শহরে রেশন আন্‌তে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। কখন সখনো কিন্তু বাল্‌তিটা ওপরের ঢাকনা বিহীন অবস্থাতে ফিরে আস্‌তো, আর কালিনা আইভানোভিচ্ অবহেলার সঙ্গে 'গিগ্'-এর নিচেকার খড়ের গাদাটার ওপরে সেটাতে ঝাঁকি দিয়ে বল্‌তোঃ

"আচ্ছা আহম্মক সব! এমন কিছু দিতে পারিস না যার দিকে মানুষ একটু তাকাতে পারে! ওরে পরগাছারা! বলি, কিসের জন্যে দেওয়া এটা—খেতে?—না শুধু শুঁক্‌তে?"

দেরিউচেঙ্কো কিন্তু আর সইতে পারলে না। আর, আবার তাই সে এজ্‌মালি হে'সেলেই এসে ভিড়্‌লো। সে কিন্তু এমন মানুষ, যে কিনা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে চল্‌তে পারতো না; নিয়মিতভাবে কলোনিতে এই স্নেহ-জাতীয় পদার্থের সরবরাহ-বৃদ্ধির অর্থ অনুধাবন করতে অক্ষম হোলো সে; আর রাজনৈতিক জ্ঞান-বুদ্ধি তার অতি ক্ষীণ

হওয়ার জন্যেই সে ধারণাও করতে পারলে না যে, একটা বিশেষ অবস্থায় আসার পর পরিমাপটাই ক্রমে গুণ হয়ে দাঁড়ায়। আর, এই পরিবর্তনটারই বিস্ফোরণ ঘটে গেল হঠাৎ তারই পরিবারের মাথার ওপর! হঠাৎ আমরা এত বেশি পরিমাণে মাখন পেতে আরম্ভ করলুম যে, আমি দেখলুম, 'কাঁচা সিধে'র বরাদ্দর সঙ্গে এক ধাক্কায় পনেরো দিনের মাখন সরবরাহের ব্যবস্থা করাও তখন সম্ভব। সুতরাং তখন স্ত্রীরা, ঠাকুরমারা, কন্যারা, শাশুড়ীরা এবং কলোনির তরফ থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প-প্রয়োজনীয় ব্যক্তিরাও কালিনা আইভানোভিচের ভাঁড়ার থেকে নিজেদের বাসায় সোনালি হলুদ রঙের বড় বড় চাঙড় বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে লাগলো—তাদের ধৈর্যশীল প্রতীক্ষার পুরস্কার আহরণ স্বরূপ। আর দেরিউচেঙ্কো কিনা এজমালি রান্না-বাড়িতে ও-বস্তুটিকে, যে প্রক্রিয়ায় তার আহার্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সরবরাহ করা হতে লাগলো অজান্তে তা-ই গলাধঃকরণ করতে করতে অনুভব করতে লাগলো যে, অমন চমৎকার বস্তুটিকে অবিকৃত অবস্থায় দখল করে নিজের ইচ্ছে-সুখে তাকে 'তারিয়ে-তারিয়ে' খাওয়ার সুখ থেকে সে বঞ্চিত হচ্চে! দারুণ সেই দুর্ভাগ্যের অভিঘাতে বেচারা দেরিউচেঙ্কো সত্যি সত্যি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একেবারে দস্তুরমতো পর্যুদস্ত হয়ে তখন সে কাঁচা বরাদ্দ নেবার ইচ্ছা-জ্ঞাপন করে আবার একখানা দরখাস্ত পেশ করলে। শোকটা তার ছিল গভীরই এবং সে-শোক সকলের সহানুভূতিও অর্জন করলে; কিন্তু তবুও সে-শোককেও সে মানুষের মত এবং একজন কোজাকের মতই দৃঢ়চিত্তে সয়ে গেল এবং এততেও তবু সে তার নিজস্ব ইউক্রেনিয়ান ভাষা ত্যাগ করলে না।

স্নেহ-পদার্থের কাহিনীটার সন-তারিখটা দেরিউচোঙ্কো-বংশধারাকে অব্যাহত রাখার নিষ্ফল প্রচেষ্টার তারিখের সঙ্গেই মিলে গেল।

দেরিউচেঙ্কো এবং তার স্ত্রী যখন ধৈর্যসহকারে 'তারাস্'-এর শোক-স্মৃতির রোমন্থন-কর্মে লিপ্ত, ঠিক সেই সময়টাতেই ভাগ্যদেবী দাঁড়িপাল্লার ঝোঁকটাকে পাল্টে দিয়ে, দেরিউচেঙ্কোকে তার সুদীর্ঘকালের পাওনা আনন্দটা দান করতে মনস্থ করলেন। কলোনির দৈনন্দিন আদেশের মধ্যে সেদিন নির্দেশ দেওয়া ছিল "আগের পনেরো দিনের" 'কাঁচা সিধে'র বরাদ্দাটাও দেওয়া হোক্ —আর সে কাঁচা সিধেতে আবার মাখন দেখা দিলে। দেরিউচেঙ্কো তার বাজারের থলি হাতে পরমানন্দে কালিনা আইভানোভিচ্-এর কাছে গিয়ে হাজির হোলো! সূর্যের প্রখর দীপ্তিতে জীবন্ত সব-কিছুরই সেদিন পরমানন্দ! কিন্তু সে আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী হোলো না। আধঘণ্টা বাদে, অত্যন্ত বেগড়ানো মেজাজে মর্মাহত হয়ে দেরিউচেঙ্কো ছুটে এলো আমার

কাছে। শক্ত তার মাথার খুলির ওপর ভাগ্যদেবীর কঠোর 'চাঁটিগুলো' বড়ই অসহনীয় হয়ে উঠেচে—সে বেচারা সম্পূর্ণ রেললাইন-চ্যুত হয়ে পড়েচে আর তার চাকাগুলো সে রেললাইনের স্লিপারগুলোর ওপর দিয়ে 'সর্বাপেক্ষা খাঁটি' রাশিয়ান ভাষায় ঠোক্কর খেতে খেতে চল্‌লোঃ

"আমার ছেলের জন্যে স্নেহপদার্থ আমায় দেওয়া হয়নি কেন?"

আমি অবাক হয়ে জিগেস করলুম, "কোন্ ছেলে?"

"কোন্ ছেলে? 'তারাস্'! এর নাম 'স্বাধিকারপ্রমত্ত আচরণ' কমরেড্ ডিরেক্টর! রেশন দেবার কথা পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে, কাজেই দয়া করে সেইটাই দিন আপনি!"

"কিন্তু আপনার ছেলে তারাস্ তো নেই!"

"সে আছে কি নেই, তাতো আপনার দেখবার দরকার নেই। আমি আপনাকে যে প্রমাণ-পত্র (সার্টিফিকেট) দিয়েছি তাতে আছে আমার ছেলে তারাস ২রা জুন জন্মেচে, আর ১০ই জুন মারা গেচে—কাজেই আপনি তাকে আট দিনের রেশন দিতে বাধ্য..."

কালিনা আইভানোভিচ্ 'মামলার শুনানী' অনুধাবন করতে এসেছিল; সে খুব সাবধানে দেরিউচেঙ্কোর কনুইটা ধর্‌লে।

"কম্‌রেড্ দেরিউচেঙ্কো! একটা আঁতুড়ের ছেলেকে মাখন খাওয়ানোর মতন আহাম্মকি কেউ করে? নিজেকেই জিগেস করে দেখুন, অত্তোটুকু একটা বাচ্ছার কখনো ওই খাদ্য সহ্য হয়?"

আমি অবাক-বিস্ময়ে একবার এর দিকে, আর একবার ওর দিকে, তাকিয়ে দেখলুম।

"কালিনা আইভানোভিচ্!"—হেঁকে উঠ্‌লুম আমি, "আজ তোমার হোলো কী? এই বাচ্ছাটা তো তিনসপ্তাহ আগে মারা গেছে!"

"ও!—সে তাহলে মরেচে? তাহলে আপনি কী চাইচেন? মড়াকে ধুনো দিলে যেমন তার কোনো উপকার হয় না, ওকেও মাখন দিলে তেমনি কোনো উপকারই হবে না। ও, তাহলে, আমায় যদি বল্‌তে দেন তো বল্‌বো—ও এখন একটা মড়া।"

দেরিউচেঙ্কো রাগে ঘরময় যেন গম 'ঝাড়াই' করে ফিরতে লাগ্‌লো; হাতের তেলো দুটো দিয়ে করাতের মতন ক'রে বাতাস কাট্‌তে লাগ্‌লো।

"ক্রমাগত আটদিন ধ'রে আমার পরিবারে সম্পূর্ণভাবে রেশন পাবার অধিকারী এক ব্যক্তি ছিল; কাজেই তার জন্যে রেশন বরাদ্দ করতে আপনারা বাধ্য।"

"সম্পূর্ণভাবে অধিকারী? অধিকারী তো সে শুধু কাগজে-কলমেই। আসলে সে তো ছিল না বল্‌লেই হয়। সে ছিল কি না-ছিল তাতে পার্থক্য তো বিশেষ ছিল না কিছু!"

দেরিউচেঙ্কো কিন্তু একেবারে লাইন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল এবং তার পরবর্তী আচরণ হয়ে উঠেছিল যেমন বন্য, তেমনই অসংবদ্ধ। তার নিজস্বতাটা সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেল্‌লে। এমন কি, তার অস্তিত্বের বিশেষ পরিচয়-সংকেত যে আগাগোড়া-কোঁকড়ানি—সেগুলোও যেন সব সিধে হয়ে গিয়ে ঝুলে পড়্‌লো—তার গোঁফ, তার চুল, তার নেকটাই! ওই অবস্থাতে অবশেষে গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তার অফিসে তাঁর সাম্‌নে গিয়ে সে হাজির হোলো এবং সেখানে তাঁর মনে নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্ষতিকারক ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে এলো।

গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের বড়কর্তা আমায় ডেকে পাঠালেন।

"আপনার কর্মীদের মধ্যে একজন এক নালিশ নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে।"—বললেন তিনি—"এ-রকম মানুষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া একান্ত দরকার! এমন অসহ্য ভিকিরি-কাঙাল গোছের হ্যাংলা ঘ্যানঘ্যানে লোককে আপনি রেখেচেন কী করে? সে এমন অকথ্য আগড়ুম-বাগ্‌ডুম বক্‌তে শুরু করেছিল—কে এক 'তারাস' আর মাখন-টাখনের কথা সব—আরও কী না কী, সে ঈশ্বরই জানেন!"

"কিন্তু আপনিই তো তাকে চাকরি দিয়েছিলেন!"

"অসম্ভব! এই মুহূর্তেই তাড়ান্‌ ওকে!"

জোট্‌পাকানো ঐ কাহিনী-জোড়া—তারাস আর মাখন—শেষ পর্যন্ত এম্‌নি-ধারা মনোরম পরিণতিতেই গিয়ে সমাপ্ত হোলো। এর আগে রোদিম্‌চিক্‌ যে-পথ দিয়ে চ'লে গেছ্‌লো, সেই পথ দিয়েই বিদায় নিলে দেরিউচেঙ্কো আর তার স্ত্রী। আমি খুসি হলুম, কলোনিবাসীরা খুসি হোলো, বর্ণিত ঘটনা-গুলোর দৃশ্য যে ওই ক্ষুদে ইউক্রেনিয়ান পল্লী-প্রকৃতি—সেও যেন খুসি হোলো। আমার আনন্দের সঙ্গে কিন্তু উদ্বেগও মিশে রইলো। সেই পুরোনো সমস্যাটা—খাঁটি-মানুষ একটা কোথায় পাওয়া যায়?—সে সমস্যা যেন আগেকার চেয়েও তীব্র হয়ে দেখা দিলে। কেননা, নতুন-কলোনিতে তো আর একজনও শিক্ষক কেউ রইলো না। কিন্তু গোর্কি-কলোনির ভাগ্য নিঃসন্দেহেই ভাল ছিল—আর যে-খাঁটি মানুষটির প্রত্যাশায় আমি তৃষিত নেত্রে তাকিয়ে ছিলুম—সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই আমি তার দেখা পেয়ে গেলুম। এমন ঘটনাও ঘটে তা হলে! পথেই স্রেফ কুড়িয়ে পেলুম তাকে। জনশিক্ষা-দপ্তরের জানলার দিকে পিঠ

ফিরিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো গোবর আর খড় ছড়ানো রাস্তার দিকে তাকিয়ে অলসভাবে সে নিতান্ত সাধারণ দৃশ্যাবলী দেখ্‌ছিল। আন্তন আর আমি ডিপো থেকে শস্যের থলিগুলো নিয়ে গাড়িতে তুল্‌ছিলুম। মাটির মধ্যেকার একটা গর্তয় আন্তনের পা ঢুকে যেতে, সে পড়ে গেল। এই বিপদের দৃশ্যেই খাঁটি মানুষটির ত্বরিত আবির্ভাব ঘট্‌লো। তখন তাতে আর আমাতে মিলে পূর্বোক্ত থলিগুলো গাড়িতে তোলার কাজটুকু সম্পন্ন করলুম। অপরিচিত মানুষটিকে ধন্যবাদ দেবার সময় তার সুঠাম চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ মুখ. এবং আমার ধন্যবাদের জবাবে সে যে আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ ভদ্র মিঠে হাসিটুকু হাস্‌লে—তা সবই লক্ষ্য করলুম। মাথায় তার একটা শাদা কোজাক টুপি এমন সহজ স্বচ্ছন্দ আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে চাপানো, যেটা শুধু মিলি-টারিরই বৈশিষ্ট্য।

"আপনি মিলিটারির লোক, না?"—জিগেস করলুম।

"ঠিক ধরেচেন!"—অপরিচিত লোকটি হাস্‌লে।

"ঘোড়-সওয়ার?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে জনশিক্ষা দপ্তরে আপনার আকর্ষণের কারণটা কী?"

"বড় কর্তা। শুনলুম এক্ষুণি আস্‌বেন, তাই অপেক্ষা কর্‌চি।"

"কাজ খুঁজচেন?"

"হ্যাঁ। উনি আমাকে দেহচর্চা-শিক্ষকের চাক্‌রি দেবেন বলেচেন।"

"তা হলে আমার সঙ্গে কথাটা কয়ে নিন আগে।"

"বেশ।"

কথা হোলো। সে আঁকড়ে-পাকড়ে গাড়িতে চড়ে বসলো; আমরা বাড়ি চললুম। পিয়োৎর্ আইভানোভিচ্‌কে আমি কলোনির সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখালুম, আর রাত্তিরবেলাই তাকে নিয়োগ করার প্রশ্নটার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

পিয়োৎর্ আইভানোভিচ্ সঙ্গে করে কলোনিতে নিয়ে এলো মহা সৌভাগ্যের নানা অবদান। আমাদের যা কিছু দরকার. এক কথায়, তার সবই ছিল তাতে—যৌবন. তেজ, প্রায় অতিমানবিক রকমের সহনশক্তি, সৌম্যভাব এবং প্রফুল্লতা;—আর তার মধ্যে এমন কিছুই ছিল না, যাতে আমাদের দরকার নেই—শিক্ষকতা সম্পর্কিত কু-সংস্কারের লেশমাত্রও না, ছেলেদের সাম্‌নে বাহাদুরির ভড়ং বিন্দুমাত্র না, তুচ্ছ স্বার্থপরতার নামগন্ধ না। এর ওপরেও আবার পিয়োৎর্ আইভানোভিচের অন্য অনেক গুণ ছিল।—মিলিটারি পদ্ধতির

শিক্ষাদানকে সে অন্তরের সঙ্গেই ভালবাসতো, পিয়ানো বাজাতে পারতো, কিছুটা কবিত্বশক্তিরও অধিকারী ছিল, আর ছিল সে অত্যন্ত মজবুত দেহ-ধারী। তার ব্যবস্থার অধীনে এসে পরের দিনই নতুন কলোনীতে নতুন সুর বেজে উঠ্‌লো। হাস্য-কৌতুকে, আদেশদানে, ব্যঙ্গে বিদ্রূপে এবং নিজের দৃষ্টান্তের সাহায্যে পিয়োৎর্‌ আইভানোভিচ্‌ ছেলেদের সংঘবদ্ধ করে তুল্‌তে লাগলো। শিক্ষণ সম্পর্কে আমার সমস্ত নীতিই সে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে, আর শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুতেই সন্দেহের লেশমাত্র রাখ্‌লে না; কাজেই শিক্ষণ সংক্রান্ত সকল রকম নিরর্থক তর্কাতর্কি বকাবকির হাত থেকে আমি রেহাই পেয়ে গেলুম।

আমাদের দুটো কলোনিরই জীবনধারা একটা সুনিয়ন্ত্রিত ট্রেনের মতোই সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চল্‌লো। আমাদের সহকর্মীদের সম্পর্কে একটা বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা আর দৃঢ়বদ্ধতার অনুভূতি আমি উপভোগ করতে শুরু করলুম;—এটা আমার পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। তিখন্‌ নেস্তো-রোভিচ্‌, শেরে এবং পিয়োৎর্‌ আইভানোভিচ্‌—আমাদের অভিজ্ঞ পুরাতন সহকর্মীদের মতনই একান্ত আগ্রহে কাজ করতে লাগ্‌লো।

সে সময়ে কলোনিতে মোট আশিজন সদস্য হয়েচে। ১৯২০ আর ১৯২১ সালের পুরোনো ছেলেরা একটা দৃঢ়বদ্ধ দল গড়ে তুলেছিল আর কলোনিতে স্পষ্টাপষ্টি সর্দারির ভার তারাই নিয়ে নিয়েছিল। তারা প্রতিপদে, প্রত্যেকটি নবাগতের পক্ষে একটা অনমনীয় ইস্পাত-কঠিন 'ইচ্ছা'র কাঠামো বানিয়ে রাখ্‌তো—সেটাতে বাধা দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তবে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টার সাক্ষাৎও বিশেষ পাওয়া যেতো না। নবাগতদের সাম্‌নে তারা কলোনির বাইরেকারই একটা সৌন্দর্য, এর দৈনন্দিন জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত সারল্য, এখানকার বহু বিভিন্ন এবং বিচিত্র রীতি এবং ঐতিহ্যকে —যার উৎপত্তির ইতিহাসটা অনেক সময় সবচেয়ে পুরোনো ছেলেদের কাছেও সব সময় স্পষ্ট ছিল না—সেই সবই এমনভাবে তুলে ধরতো যে, তার দ্বারা তারা বিশেষরকম প্রভাবান্বিত হোতো আর নিজেদের বাধাদানের অস্ত্রশস্ত্র-গুলো সবই ত্যাগ কর্‌তো। কলোনির প্রতিটি সদস্যের কর্তব্যগুলো অতি কঠোরতার সঙ্গে নির্দেশ করা থাক্‌তো। আমাদের সংবিধানে সেগুলোর সংজ্ঞাদি অতি কড়াকড়িভাবেই বর্ণিত ছিল। তার ফলে কলোনিতে বিন্দুমাত্র যথেচ্ছাচারিতা কিম্বা গোঁ-ধরা বেপরোয়া ভাব ধারণ করা অসম্ভবই ছিল। সেই সঙ্গে সমগ্র কলোনির সকলেরই সাম্‌নে সর্বদা একটা কর্তব্য খাড়া থাক্‌তো—যার প্রয়োজন সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। যেমন,

নতুন-কলোনির মেরামতির কাজটা সম্পূর্ণ করে ফেলা, এক স্থানে সকলকে কেন্দ্রীভূত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ফেলা, আমাদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলোর সম্প্রসারণ—ইত্যাদি। আমাদের ঐ কাজটা যে আমাদের অবশ্য-কর্তব্যই এবং আমরা সবাই মিলে একযোগে কাজ করে ঠিক যে তা সম্পাদন করতে পারবোই—এই দুটো জিনিস সম্বন্ধে কেউ কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত উত্থাপন করতো না। সেইজন্যেই আমরা অসংখ্য ক্ষেত্রে অসংখ্যবার সবরকমের, দুঃখ-কষ্টকেও মানিয়ে নিয়েছি; ব্যক্তিগত আমোদ-আহ্লাদ, ভালো পোশাক, খাদ্য—ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা সবরকমের স্বার্থত্যাগই করেচি, আর তার দরুন যে খরচটা বাঁচাতে পেরেচি তার প্রতিটি পয়সা (কোপেক্), শূকর-প্রজনন, বীজ এবং আর-একটা নতুন ফসলকাটা-যন্ত্রের পেছনেই খরচ করেচি। এই-সব স্বার্থত্যাগের প্রতি আমাদের মনোভাব ছিল অত্যন্ত শান্ত এবং সৌম্য আর এতখানি প্রফুল্ল এবং আস্থা-যুক্ত যে, যখন ছোটদের ভেতর কে একজন, নতুন একজোড়া করে পাজামা বানাবার প্রশ্ন তুল্লে, তখন আমি সাধারণ-সভায় আকস্মিক উচ্ছ্বাসবশে এক মহা রসিকতাই করে ফেল্লুম।

আমি বললুম, নতুন কলোনিটাকে মেরামত করার কাজটা শেষ করে ফেলে আমরা বড়লোক হয়ে যাবো, তারপর আমরা সকলের জন্যে নতুন পোশাক বানিয়ে ফেল্বো—ভেল্ভেটের ব্লাউজ আর তাতে রুপোর বেল্ট্। মেয়েদের জন্যে বানিয়ে দেওয়া হবে সিল্কের পোশাক আর পেটেন্ট্ লেদারের জুতো; প্রত্যেকটা দলের নিজেদের আলাদা আলাদা মোটরগাড়ি থাক্বে, আর তাছাড়া কলোনির প্রত্যেকটি সদস্যের একখানা করে বাইসিক্ল্ও থাকবে। আর, কলোনিতে আমরা হাজার হাজার গোলাপের ঝাড় লাগিয়ে দেবো। যা বললুম বুঝ্লে তো ঠিক ঠিক? তার আগে কিন্তু ইতিমধ্যে এই তিনশো রুব্ল্ দিয়ে একটা 'সিম্মেন্থাল' গরু কিনে ফেলা যাক্।

ছেলেরা এতে প্রাণ ভরে হাস্লে আর তার পর তাদের ট্রাউজারে লাগানো সুতী কাপড়ের তালিগুলো আর তাদের তেলকালি-মাখা কটা রঙের ব্লাউজগুলোকে আর তখন কারো চোখে ততটা খারাপ লাগ্লো না।

কলোনি-সঙ্ঘের সর্দারদের জন্যে তখনও কঠোর নিয়ম-কানুন থেকে বিচ্যুতির জন্যে মধ্যে মধ্যে সমালোচনার ব্যবস্থা রইলো—কিন্তু জগতে কে আর এ ধরণের কঠোরতার কবলের বাইরে? আমাদের কঠোর কর্মতালিকার মধ্যে এই সব সর্দারকে দেখা গেল, অত্যন্ত মোলায়েম এবং ছাঁটাকাটা যন্ত্রপাতিরই মতন। আর, এর মধ্যে বিশেষ করে আমার যেটা ভালো লাগ্লো সেটা এই যে, তাদের কাজের প্রধান ঝোঁকটা, কীভাবে কে জানে, অলক্ষ্যে সর্দার হিসেবে

তাদের অস্তিত্বটাকে যেন চাপা দিয়ে দিয়েছিল, আর, কলোনির সকলকেই সে কাজের মধ্যে টেনেও নিয়েছিল।

এই সর্দাররা ছিল প্রায় সবাই আমাদের পুরোনো বন্ধুরাই—কারাবানভ্, জাদোরভ্, ভেরশ্নেভ্, ব্রাৎচেঙ্কো, ভলোখভ্, ভেৎকোভ্স্কি, তারানেৎস্, বুরুন, গাদ, ওসাদ্চি, নাস্তিয়া নোচেভ্নায়া; কিন্তু কিছুটা হালে, সে-তালিকায় অনেক নতুন নামও যুক্ত হয়েছিল, যেমন—ওপ্রিশ্কো, জর্জিয়েভ্স্কি, ঝোর্কা ভোল্কভ আর আলিওস্কা ভোল্কভ্, স্তুপিৎসিন্ এবং কুদ্লাতি।

আন্তন ব্রাৎচেঙ্কোর অনেক গুণ ওপ্রিশ্কো আত্মসাৎ করে নিয়েছিল, তার গভীর আগ্রহ, তার অশ্বপ্রীতি এবং তার অতিমানবিক কর্মশক্তি। অবশ্য ব্রাৎচেঙ্কোর মতো সে অতোখানি প্রতিভা ও তীব্র জীবনীশক্তির অধিকারী ছিল না বটে কিন্তু তার নিজের একার পক্ষেই বিশিষ্ট-অনেকগুলো গুণও তার ছিল।—তার মধ্যে দিয়ে নিছক জান্তব ঝোঁকের একটা চমৎকার প্রবাহ বইতো, তারই সঙ্গে তার ধরনধারণ, চালচলনে আবার এক রকমের সুঠাম কমনীয়তা এবং উদ্দেশ্যপূর্ণতা যুক্ত হয়ে থাকতো।

কলোনি-সমাজের চোখে জর্জিয়েভ্স্কির মধ্যে একটা দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ধরা পড়তো। একদিকে, তার গোটা বাইরেকার চেহারাটা তাকে জিপ্সি বলে অভিহিত করবার জন্যে আমাদের প্রলুব্ধ করতো। তার মুখের ময়লা রঙ্, তার বিশেষভাবে-চোখে-পড়ার-মতো কালো চোখ, তার শুক্নো অলস ধাত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে তার একটা দুষ্টুমি-ভরা আল্গা ভাব,—এই সব মিলে বানিয়ে তুলেছিল—তার জিপ্সি রূপটাকে। অন্যদিকে, জর্জিয়েভ্স্কি আবার স্পষ্টতঃই ছিল শিক্ষিত পরিবারের সন্তান—তার বেশ পড়াশুনো ছিল, আদব-কায়দায় চোস্ত, কেতাদুরস্ত, আর শহুরে অর্থে বেশ মানানসই চেহারাও ছিল তার। আবার তার কথা-বলার ধরনে, আর, 'র'-উচ্চারণের ভঙ্গিতে, প্রায় একটা আভিজাত্যেরও ছাপ ছিল। ছেলেরা বল্তো, সে নাকি 'ইর্খুৎস্ক্'-এর আগেকার-কালের কোন্ গভর্নরের ছেলে ছিল। তবে ওই-রকম লজ্জাকর পিতৃপরিচয়কে সে নিজে কিন্তু অস্বীকারই করতো, আর তার সঙ্গের-কাগজ-পত্রেও এমন অভিশপ্ত অতীতের সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সব ব্যাপারে ছেলেদের কথাকেই বেশি বিশ্বাস করার অভ্যাস ছিল আমার। নতুন কলোনিতে সে নায়ক-হিসেবেই (কমান্ডার) গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত গুণাবলীর পরিচয়ও দিলে—তার দলে ষষ্ঠ উপদলের নায়কের মতন অতো বেশি খাট্তে আর কেউ পারতো না। জর্জিয়েভ্স্কি তার সঙ্গী-সহচরদের চেঁচিয়ে বই পড়ে শোনাতো, তাদের পোশাক পরায় সাহায্য করতো,

দেখ্‌তো তারা স্নান-টান করে কিনা, আর, তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে, ধরাধরি-চাপাচাপি করতে আর ভালো অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার করাতে তার কখনো ক্লান্তি ছিল না। নায়ক-পরিষদে সে সব সময়েই বাচ্ছাগুলোকে ভালবেসে যত্ন করে দেখাশুনো করার তরফে লড়্‌তো। তাছাড়া গৌরব বোধ করবার মতন অনেক বাহাদুরির ক্ষমতাও তার ছিল। সবচেয়ে তেএঁটে, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের দেখাশুনোর ভার তার হাতে দেওয়া হোতো আর হপ্তাখানেকের মধ্যেই সে তাদের 'ভদ্দরলোক' করে তুল্‌তো—তখন তাদের মাথার চুলগুলো চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠ্‌তো আর কলোনির কর্মময় জীবনের পথ দিয়ে অতি সহজ সংক্ষিপ্ত উপায়ে সে তাদের ঠিক তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো।

কলোনিতে দুটি ভোল্‌কভ্‌ ছিল—ঝোর্‌কা আর আলিওশ্‌কা। একটা তুচ্ছ ব্যাপারে পর্যন্ত তাদের মিল ছিল না, যদিও তারা আসলে ছিল দুভাই। ঝোর্‌কার কলোনি-জীবনের আরম্ভটা ছিল বড়ই খারাপ। তখন তার মধ্যে ছিল এক অপরাজেয় অলসতা, করুণ রকমের রুগ্নতা, আর তেমনি ঝগ্‌ড়াটে বিরক্তিকর স্বভাব। হাসি তার মুখে দেখা যেতো না, কথাও কইতো সে খুব কম। এমনকি আমারই ভয় হয়ে গেছ্‌লো যে, সে বুঝি কোনোদিনই আমাদের দলে ভিড়্‌তে পারবে না, হয়তো পালিয়েই যাবে। কিন্তু তারও পরিবর্তন ঘট্‌লো বিনা হাঙ্গামা-হুজ্জুতে এবং শিক্ষকদের বিনা চেষ্টাতেই। নায়ক-পরিষদেই একদিন প্রকাশ পেলো যে, বরফে গর্ত খোঁড়বার পক্ষে মাত্র একটি সম্ভাব্য 'জুটি'-ই আমাদের আছে—গালাতেঙ্কো আর ঝোর্‌কা।—সবাই তাতে খুব হাস্‌লে।

এমন দুটি কর্মভীরু মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে দিতে কেউই চাইতে পারে না।

আবার আরও মজা জম্‌লো, যখন কে যেন একটা মজাদার পরীক্ষা চালিয়ে দেখবার প্রস্তাব করলেঃ ওদের দুজনকে দিয়ে একটা মিশ্র দল গড়ে দেখতে যে, তাতে কী ফল হয়—ওরা কতটা খুঁড়ে উঠ্‌তে পারে। কিছুটা আলোচনা-চিন্তার পর ঝোর্‌কাকেই নায়ক নির্বাচন করা হোলো, কেন না গালাতেঙ্কো আবার ছিল তারও চেয়ে এককাঠি সরেশ। ঝোর্‌কাকে পরিষদে ডাকিয়ে-আনানো হোলো আর আমি তাকে বল্‌লুমঃ

"দেখো ভোল্‌কভ্‌, একটা বরফ্‌-ঘর বানাবার কাজের জন্যে একটা মিশ্র-দলের নায়ক ঠিক করা হয়েচে তোমাকে, আর তাতে গালাতেঙ্কো তোমাকে সে কাজে সাহায্য করবে। আমাদের এখন শুধু এই ভয় যে, তুমি বোধ হয়

ওকে নিয়ে পেরে উঠ্‌বে না।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ঝোর্‌কা বিড়্‌বিড়্‌ করলেঃ

"ঠিক সাম্‌লাবো।"

পরের দিন এক উত্তেজিত মনিটর ছুটে এলো আমার কাছেঃ

"আপনি শুধু একবার আসুন! গালাতেঙ্কোকে ঝোর্‌কা কী রকম ভাবে যে ড্রিল করাচ্চে!—সে একটা শোন্‌বার জিনিস!—শুধু দেখবেন—ওরা যেন টের না পায় যে, আমরা আড়াল থেকে শুনচি—তাহলেই সব মাটি হয়ে যাবে!"

আমরা ঝোপের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ওদের কর্মক্ষেত্রের পেছনে হাজির হলুম। এককালে যেখানে বাগান ছিল, তারই খানিকটা পরিষ্কার-করে-নেওয়া জায়গায় হবু বরফ-ঘরের জন্যে নির্দিষ্ট চতুষ্কোণ স্থানটা। তার এক দিকটা গালাতেঙ্কোর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েচে, আর, অন্য দিকটা ঝোর্‌-কার। কোন্‌টা যে কার কাজের দিক তা কর্মীদের চেহারা আর কৃত কাজের নমুনা—এই দুটোর তফাৎ দেখেই এক ঝলকে চেনা যায়। ঝোর্‌কা ইতিমধ্যে কয়েক স্কোয়ার-মিটারপরিমিত জমি খুঁড়ে ফেলেচে; ওদিকে গালাতেঙ্কো খুঁড়েচে মাত্র সরু একটুখানি ফালি। গালাতেঙ্কো তাই বলে যে বসে বসে ঘুমোচ্চে, তাও নয়। সহজে চালানো যায় না যে ভারী কোদালটা, সেটাকে পা' দিয়ে ঠুকে ঠুকে সে মাটিতে বসাচ্চে আর ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে, তার ভারী মাথাটা ঝোর্‌কার দিকে ফেরাচ্চে। যেই দেখ্‌চে, ঝোর্‌কা তাকে লক্ষ্য কর্‌চে না, সে-ই অমনি সে পা-খানা কোদালের ওপরে রেখেই এমনভাবে থেমে যাচ্চে যে, 'তাড়া' খাওয়া মাত্রই আবার সেটা মাটিতে নাবিয়ে দেবে। দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, ওর এই সব কারচুপিতে ভোল্‌কভ্‌-এর বিরক্তি ধরে গেছে।

"তুই কি ভেবেচিস্‌, তোর কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিকিরির মতন যোড়-হাত করে তোকে আমি কাজ করতে বল্‌বো? তোর সঙ্গে 'দ্যায়্‌লা' করবার—আমার সময় নেই!"

"তুই-ই বা অতো খেটে মর্‌চিস্‌ কেন?"—গজ্‌রে উঠ্‌লো গালাতেঙ্কো।

কথার জবাব না দিয়ে ভোল্‌কভ্‌ গালাতেঙ্কোর কাছে চলে এলো।

"তোর সঙ্গে বক্‌তে আমি পারবো না, বুঝলি?"—বল্‌লে সে, "কিন্তু এই এখেন থেকে এখেন পর্যন্ত যদি তুই না খুঁড়িস্‌, তাহলে আজ খাবার সময়ে তোর 'পিণ্ডির গ্রাস' আমি ঠিক কেড়ে নিয়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দেবো,—দেখে নিস্‌!"

"কে দিচ্চে তোকে ফেল্‌তে, শুনি? আন্তন তখন বল্‌বেন কী?"

যা' খুসি বলুন গে! ফেলে কিন্তু আমি দেবো ঠিকই—এটা জেনে রাখিস্‌ তুই!"

গালাতেঙ্কো একদৃষ্টে ঝোর্‌কার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝে নিলে যে, ঝোর্‌কা তামাসা করচে না। তখন গালাতেঙ্কো গুজ্‌ গুজ্‌ করে বল্‌লেঃ

"কর্‌চি তো কাজ, কর্‌চি না? তুই আমায় ছেড়ে নিজের কাজ কর্‌গে না কেন?"

তার কোদাল তখন দ্রুত ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে পড়্‌তে লাগ্‌লো মাটিতে, আর মনিটর আমার কনুইটাতে হাত দিলে।

আমি ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌লুম, "তোমার আজ্‌কের রিপোর্টে এটা ঢুকিয়ে দিও।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মনিটরের রিপোর্টের শেষে এই কথাগুলো পাওয়া গেলঃ

"বড় ভোল্‌কভের নায়কতায়, ৩-১ মিশ্র দলের চমৎকার কাজের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।"

কারাবানভ্‌ ভোল্‌কভের মাথাটা নিজের দুই দৃঢ় বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বলে উঠ্‌লোঃ

"ওহো! সব নায়ক তো এতটা সম্মান পায় না দেখি!"

ঝোর্‌কা সগর্বে হাস্‌লে। গালাতেঙ্কোও আমার অফিস্‌-ঘরের বাইরে থেকে আমাদের দিকে চেয়ে হাস্‌লে, ভাঙা গলায় জুড়ে দিলেঃ

"হ্যাঁ সত্যি, আমরা কাজ করিচি বটে—একেবারে ভূতের মতন খেটিচি!"

সেই মুহূর্তে ঝোর্‌কা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল, সে একেবারে যেন 'ফুল্‌ স্টিমে' এগিয়ে চল্‌লো নিখুঁত হয়ে ওঠার দিকে; আর, দু'মাসের মধ্যে নায়ক-পরিষদ তাকে নতুন কলোনিতে পাঠিয়ে দিলে—সেখানকার কুড়ে সাত নম্বর দলটাকে ঢিট্‌ করে সিধে করে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে।

আলিওশ্‌কা ভোল্‌কভ্‌কে কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সবাই খুব পছন্দ করতো। দেখ্‌তে সে আদপেই সুন্দর ছিল না, মুখে তার, সম্ভাব্য সকল-রকমের দাগ-দোগ্‌ই ছিল, কপালখানাও ছিল নিচু আর তার চুলগুলো, মনে হোতো, ওপরমুখো না গজিয়ে যেন সাম্‌নেমুখো হয়েই গজায়; কিন্তু আলি-ওশ্‌কা মোটেই বোকাসোকা ছিল না; আসলে সে ছিল অত্যন্ত চালাক-চতুর। আর, শিগ্‌গিরই সবাই সেটা লক্ষ্যও করলে। মিশ্র কোনো দলে আলিওশ্‌কার চেয়ে ভালো নায়ক আর ছিল না—সে খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজের প্ল্যান করে

নিতে পার্‌তো, ছোটো ছোটো ছেলেদের কাকে কোথায় লাগাতে হবে, তা সে ঠিক বুঝে নিতে পার্‌তো আর কাজ করবার জন্যে নতুন নতুন উপায়-পদ্ধতি সব সময়েই আবিষ্কার করে নিতেও জানতো।

মস্ত চওড়া মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ আর খাটো মুগুরের মতন অথচ দৃঢ় পেশী-বহুল মজবুত দেহ-ওয়ালা 'কুদ্‌লাতি'ও ছিল বেশ চালাক ছেলে। আমাদের কাছে আসার আগে সে ছিল ক্ষেতের জন-মজুর। কিন্তু কলোনিতে সবাই সর্বদা তাকে 'কুলাক' বলে ডাক্‌তো; সত্যিই, সে যদি ঠিক সময়টাতে কলোনিতে এসে পড়ে পার্টি-মেম্বার না হয়ে পড়্‌তো, তা হলে সে হয়তো 'কুলাক্‌'ই হয়ে পড়্‌তো। কেননা সম্পত্তি-আহরণের স্পৃহা ছিল তার মধ্যে জানোয়ারের মতন গোঁ-ধরা একটা জন্মগত সংস্কারেরই মতন। আর তার সমস্ত সত্তাকেই যেন নিয়ন্ত্রিত করতো—সম্পত্তি, খামারগাড়ি, ঘোড়া, মই, সার, লাঙল-চষা-জমি আর চালাতে-গোলাবাড়িতে কৃষিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম যা চলে—সে-সবের ওপরে একটা নিদারুণ আসক্তি। কুদ্‌লাতিকে যুক্তিতর্ক দিয়েও বাগে আনা যেতো না, কথাও সে দ্রুত কইতো না আর সম্পত্তি আহরণের ব্যাপাবে তার মধ্যে সঞ্চয়ী বয়স্ক বিষয়ী ব্যক্তির মতই একটা শক্ত ভিৎ ছিল। কিন্তু এর আগে নিজে সে কৃষিক্ষেত্রের মজুর ছিল বলেই সচেতন দৃঢ়চিত্ত-তার সঙ্গেই কুলাকদের সে ঘৃণা করতো। আমাদের গণ-সঙ্ঘের শক্তিতে তার ছিল একটা আন্তরিক আস্থা: শুধু আমাদের বলেই নয়, গণসঙ্ঘ মাত্রেরই শক্তিতে নীতি-হিসেবেই তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। কুদ্‌লাতি অনেক কাল কলোনিতে কালিনা আইভানোভিচের ডান-হাত হয়েই কাজ করেছিল, আর ১৯২৩ সালের শেষ তক্‌ অর্থনৈতিক শাসন-পরিচালনের কাজের অনেকখানি গুরুভারই তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

স্তুপিৎসিনএরও মনের 'গড়ন-পিটন'টা কাজের লোকের মতোই ছিল; কিন্তু সে ছিল আবার সম্পূর্ণ আর-এক, ধরনের মানুষ। সে ছিল সত্যি-কারেব সর্বহারা। সে তার জন্মবৃত্তান্ত যেটুকু বল্‌তে পারতো তাতে জানা যায় যে সে খারকভের এক কারখানার শ্রমিকের সন্তান ছিল আর তার বাপ-পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই ছিল কারখানারই শ্রমিক। বহুকাল থেকেই তাদের বংশের সকলে খারকভের নানা কারখানার শ্রমিকের পদগুলো অলঙ্কৃত করে আসছিল। তার সবার বড় ভাইটি ১৯০৫ সালে বিদ্রোহে যোগদান করার ফলে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। তা ছাড়া স্তুপিৎসিনের চেহারাও ছিল সুন্দর। সরু তার ভ্রু-জোড়াকে দেখ্‌লে মনে হোতো যেন পেন্‌সিল্‌ দিয়ে আঁকা; চোখদুটো ছিল তার ছোটো, তীক্ষ্ন আর কালো। তার 'হাঁ'এর

দুপাশে ছোট্ট দুটি মাংসপেশীর পুঁট্‌লি ছিল, সেগুলো নড়্‌তো-চড়্‌তো। তার মনের ভাব তার মুখের ওপর অতি সুস্পষ্টভাবেই খেল্‌তো আর সে-মুখভাবের পরিবর্তনও হোতো খুব হঠাৎ এবং খুব চিত্তাকর্ষক রকমে। স্তুপিৎসিন আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃষি-শাখার প্রতিনিধিত্বের ভার পেয়েছিল। সেটা হচ্চে আমাদের নতুন কলোনির শুয়ারের খোঁয়াড়। সেখানকার বাসিন্দারা অর্থাৎ শুয়ারের পাল প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত-গতিতে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছিল। একটা বিশেষ দল—দশম দল সেটা—ওই শুয়ারের খোঁয়াড়ে কাজ করতো—আর তারই নায়ক ছিল স্তুপিৎসিন। সে তার দলটাকে একটা উৎসাহী দল করে তুলেছিল। এ দলের সদস্যেরা আদপেই গতানুগতিক ধাঁচের শুয়ারের রাখালের মতো ছিল না। কদাচিৎই দেখা যেতো যে তাদের হাতে বই নেই। তাদের মাথার মধ্যে অঙ্ক গিজ্‌গিজ্‌ করতো আর তাদের হাতে থাকতো পেন্‌সিল আর লেখবার কাগজের প্যাড্‌। খোঁয়াড়ের দরজাগুলোতে নানা রকমে লিখিত বিবরণ, পরিচয় আর তথ্যাদি দেওয়া থাক্‌তো। তাছাড়া খোঁয়াড়ের সর্বত্র ছিল নানান রকমের ছকা নক্সা, আর, লেখা-নিয়মকানুনের ছড়াছড়ি। প্রত্যেকটি শুয়ারের নিজস্ব সব আলাদা আলাদা দরকারি নথিপত্রও ছিল। শুয়ারের সে খোঁয়াড়টাতে কী যে না ছিল!

একেবারে কর্তৃপক্ষীয় দলটার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় তারই সমান-দরেরই আরও দুটো বড় দল ছিল—সে দুটো দল যেন বিশেষ রিজার্ভ দল অর্থাৎ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শক্তি হিসেবে কর্তৃত্বের কাজে নামবার জন্যে আলাদা করে সরিয়ে রাখা দল। এগুলোর মধ্যে একদিকে ছিল পুরোনো দক্ষ কর্মব্যস্ত ছেলেরা—তারা যেমন চমৎকার কর্মী এবং উপযুক্ত সঙ্গী, তেমনি শক্তিমান শান্তশিষ্ট ব্যক্তি সব—অবশ্য কেবল অসাধারণ রকমের সংগঠন প্রতিভাকে বাদ দিয়ে। তারা হচ্ছে প্রিখোদ্‌কো, চোবট্‌, সোরোকা, লেশি, গ্লেইশার শনাই-ডার, ওভ্‌চারেঙ্কো, কোরিতো, ফেদোরেঙ্কো এবং আরও অনেকে। অপর দিকে ছিল বাচ্ছাদের দলটা—এরাই ছিল সত্যিকার রিজার্ভ দল। তারা যে ভবিষ্যতে ভালো সংগঠক হয়ে উঠবে তার পরিচয় তারা এখন থেকেই দিতে আরম্ভ করেছিল। শুধু তাদের একান্ত বাচ্ছা বয়েসটাই ছিল যা' তাদের পক্ষে ইতিমধ্যেই সরকার-পরিচালনার রাশ-লাগাম হাতে পাবার পথের বাধা। তাছাড়া তাদের বড়রাই এখন শাসন-পরিচালনসংক্রান্ত পদগুলো অধিকার করে ছিল এবং তারা তাদের সেই বড়দের যেমনি ভালবাস্‌তো তেমনিই শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমও করতো। বড়দের চেয়ে তাদের আবার তেমনি অনেকগুলো বেশি

সুবিধেও ছিল। অনেকখানি বাচ্ছা বয়েস থেকে কলোনি-জীবনের স্বাদ পাওয়া আর তার ঐতিহ্য আরও বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়ার দরুণ তারা কলোনির অপরিবর্তনীয় মূল্যের ওপর বেশি আস্থা-বানও হয়ে উঠেছিল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, যে-জ্ঞানটা তাদের অনেক আগে থেকেই অধিগত হয়েছিল সেটা অনেক বেশি কর্মতৎপর ছিল বলেই লেখাপড়াটাও তারা আবার বেশি ভালো করে শিখে নেবার সুযোগও পাচ্ছিল। তারা ছিল আমাদের পুরোনো বন্ধুর দল—তোস্কা, শেলাপুতিন, ঝেভ্লি, বোগোয়াভ্লেনস্কি। আবার কতকগুলো নতুন নামও ছিল—যেমন, লাপোৎ, শারোভ্স্কি, রোমানচেঙ্কো, নাজারেঙ্কো, ভেক্স্লার। এরা ছিল ভবিষ্যতের নায়কের দল আর কুরিয়াঝ্ বিজয়ের যুগের কৃতী কর্মীর দল। এখন থেকেই এরা মিশ্র দলগুলোর নায়কের পদেও মনোনীত হতে শুরু করেছিল।

আমাদের সঙ্ঘের মধ্যে বৃহত্তর অংশটাই গড়ে উঠেছিল এই দলের কলোনি-বাসীদের নিয়ে। আশাবাদী মনোভাব, উৎসাহ উদ্যম, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে তারা বেশ মজবুত হয়ে গড়ে উঠ্ছিল। বাকি ছেলেরা সব এদের সজীব দৃষ্টান্তের পথে আপনিই আকৃষ্ট হোতো। কলোনি-সদস্যেরা নিজে-রাই এই শেষোক্ত দলটিকে তিনটি আলাদা ভাগে ভাগ করেছিল—"বিলেন (জলা) জমি," "চারা মাছ" আর "হৈ-হুল্লোড়ে ইতরের দল।"

যারা নিজেরা তখনও কোনোরকম কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি, যারা নিজেরা তখনও সাড়া দিতে পারেনি, যেন তখনও তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েই ওঠেনি যে তারা কলোনির ছেলে—তারাই ছিল "বিলেন জমি"।—তবে এইসঙ্গে একথাও বলে রাখা দরকার যে, এ-দলের মধ্যে থেকেও পরে কখন কখনও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছিল। কাজেই ওই অবস্থাটা মূলতঃ একটা বিশেষ অবস্থামাত্রই ছিল। কিছুটা কাল যাবৎ, এ-দলের বেশির ভাগ ছেলেই ছিল নতুন কলোনির ছেলের দল। ছোটোদের মধ্যে গোটা-বারো ছেলেকে অন্য ছেলেরা "উৎপাদনের কাঁচা মাল" বলে মনে করতো। তাদের প্রধান কাজই ছিল "নাক পুঁছতে শেখা"। তাছাড়া বাচ্ছা-ছেলেগুলো নিজেরাও কোনো রকম অসাধারণ কৃতিত্বের উচ্চাভিলাষ পোষণ করতো না। তারা খেলাধূলো, স্কেট্ করা, নৌকো চালানো, মাছধরা, স্লেজ্চড়া এবং অন্যান্য নানারকম ছেলেমানুষি ব্যাপার নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্তো। আমারও মনে হোতো ওরা সম্পূর্ণ ঠিকই করচে।

"ইতরের দলের" মধ্যে মাত্র গুটি-পাঁচেক ছেলে ছিল—গালাতেঙ্কো, পেরে-

পেলিয়াৎচেঙ্কো, ইভ্‌জিনিয়েভ্‌, গাস্তোভিয়ান্‌, আর, আরও যেন দু'একজন। যেই কারো মধ্যে কোনও বিশেষ বড়ো রকমের দুর্বলতার সন্ধান পাওয়া যেতো অমনি-তখনি তাকে এই-দলে নাবিয়ে দেওয়া হোতো। যেমন, গালাতেঙ্কো ছিল—পেটুক আর কর্মভীরু; ইভ্‌জিনিয়েভ্‌ নিজেকে হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত মিথ্যে-বাদী আর "বকম্বেয়ে" (বক্‌বক্‌ করা বাই যার) বলে পরিচিত করেছিল; পেরেপেলিয়াৎচেঙ্কো ছিল রুগ্ন, ঘ্যান্‌ঘেনে, হ্যাংলা-ক্যাংলা ভিকিরি-মনোবৃত্তি-ওয়ালা ছেলে; গাস্তোভিয়ানের ছিল মনের রোগ, সে যেন ছিল ধর্মবায়ু-গ্রস্ত, দিনরাত "পুণ্যময়ী কুমারীর" উদ্দেশে প্রার্থনা করতো আর মঠে গিয়ে ঢোকবার স্বপ্ন দেখ্‌তো। কালে "ইতর" দলের কেউ-কেউ এই-ধরনের দুর্বলতার দুর্ভাগ্যকে ঝেড়ে ফেলে দিতেও পেরেছিল বটে কিন্তু সে অবস্থায় তাদের টেনে তুল্‌তে অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে একঘেয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছিল।

১৯২৩ সালের শেষের দিকে আমাদের কলোনির এই ছিল অবস্থা। বাইরের চেহারায় অতি সামান্য কয়েকজন ছাড়া এদের বাকি সকলেই ছিল ফিট্‌ফাট্‌, ছিমছাম—আর সবাই মিলিটারি ভাবভঙ্গিতেই দিব্যি জাঁকিয়েও বেড়াতো। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে চমৎকার শ্রেণীবন্ধ কুচ্‌কাওয়াজকারী সব দল গড়ে উঠেছিল—তাদের আগে আগে বাহার দিয়ে চল্‌তো চারজন বিউগ্‌ল্‌ বাদক আর আটজন ড্রাম-বাদক। আমাদের একখানা পতাকাও ছিল, একটা ভারি সুন্দর সিল্কের পতাকা—তাতে আবার সিল্কের ফুলকারির কাজ-করা—আমাদের তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তন উপলক্ষে "ইউক্রেনিয়ান পীপ্‌ল্‌স্‌ কমিসারিয়েট্‌ ফর্‌ এডুকেশন" থেকে সেটা আমরা উপহার পেয়েছিলুম।

সর্বহারাদের নির্দিষ্ট ছুটির দিনগুলোতে কলোনির ছেলেরা ড্রাম বাজিয়ে, তাদের গুরুগম্ভীর ছন্দ, কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবভঙ্গিতে শহরবাসীদেরকে, আর, মনে-ছাপ-পড়ার-উপযুক্ত শিক্ষক-সম্প্রদায়কে বিস্মিত করে দিয়ে শহরে যেতো। কারও জন্যে প্রতীক্ষা করতে যাতে না হয় এই উদ্দেশ্যে, ময়দানে আমরা সব সময়েই গিয়ে পেঁছিতুম সবার শেষে, আর, বিউগ্‌ল্‌-বাদকরা শহরের শ্রমিকদের উদ্দেশে অভিবাদন জানানো শেষ না করা পর্যন্ত "অ্যাটেন্‌শন্‌"-এ দাঁড়িয়ে থাকতুম; তারপর কলোনির সদস্যরা সবাই মিলে হাত তুল্‌তো। তারপরে আমাদের ঐ সারিবাঁধা দলটা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌তো—ছুটি উপলক্ষে নগর প্রদক্ষিণ করতে। তখন সারির একেবারে সাম্‌নে থাকতো পতাকা-বাহক এবং ছোট্ট একটা রক্ষীদল, আর, সারির শেষপ্রান্তকে নির্দেশ করবার জন্যে সবশেষে চল্‌তো আমাদের প্রতীক-

চিহ্নবাহী। ব্যবস্থাটা এমনই চমকপ্রদ হোতো যে, আমরা যে-জায়গাগুলোকে নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিতুম, তার মধ্যে কেউ আর এসে ঢুকে পড়ে জায়গা দখলের চেষ্টা করতে সাহস পেতো না। পোশাকের দৈন্যটাকে আমরা উদ্ভাবন-বুদ্ধি-কৌশল খাটিয়ে, আর, দুঃসাহসের আশ্রয় গ্রহণ করে কাটিয়ে উঠেছিলুম। সুতী-কাপড়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রকমের বিরোধীই ছিলুম আমরা —কেননা সেটা ছিল যেন বালকাশ্রমগুলোরই একটা বীভৎস কদাকার প্রতীক-চিহ্ন-বিশিষ্ট ছাপ। কিন্তু ভালো-জাতের কাপড়ের পোশাক তো আর আমাদের ছিল না! তাছাড়া আমাদের নতুন সুদর্শন জুতোও ছিলো না। সেই-জন্যেই আমরা খালিপায়েই প্যারেড্ করতে বেরোতুম। কিন্তু এমন একটা সুকৌশল ভাব ধারণ করতুম, যেন সেটা নেহাৎই ইচ্ছাকৃত। একেবারে উজ্জ্বল শাদা শার্ট পরতো ছেলেরা; তাদের কালো-রঙের ট্রাউজারগুলো ভালো কাপড়েরই তৈরি ছিল। সেই ট্রাউজারের পাগুলোকে তারা হাঁটুর নিচে পর্যন্ত উল্টে গুটিয়ে দিতো; তাতে তুষারের মতো শাদা নিচেকার-কাপড়টা গুটিয়ে ওপরে একটু একটু দেখা দিতো। তাদের শার্টের হাতাগুলোও তারা ঠিক ঐভাবেই কনুয়ের ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে নিতো; এর ফলে তাদের দলটার বেশ একটা চোস্ত-চৌকশ এবং খুসিভরা 'খোল্‌তাই' রকমের চেহারা হোতো—যদিও তাতে একটুখানি গ্রামবাসীগোছের ভাব ফুটে উঠ্‌তো।

১৯২৩ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে এমনি একটি সারিবাঁধা দল কলোনির ড্রিল-গ্রাউণ্ডে সমবেত হোলো। একটি মস্ত জটিল কাজ, যা সম্পন্ন করতে পুরো তিনটি সপ্তাহ লেগেছিল—সেটা ঐ তারিখেই সম্পূর্ণ হোলো। শিক্ষক-দের পরিষদ আর নায়কদের পরিষদ—এই যুগ্ম পরিষদের একটি সমবেত অধিবেশনে একটা প্রস্তাব 'পাস' করিয়ে নিয়ে তদনুসারে গোটা গোর্কি-কলোনিটাকে একটিমাত্র জায়গাতেই এবার কেন্দ্রীভূত করা হোলো। সেটা হচ্চে এককালে যেটা ত্রেপ্‌কেদের সম্পত্তি ছিল—সেই জায়গাটা। ঐটেই এখন থেকে হোলো আমাদের নতুন আর একমাত্র কলোনি। আর "রাকিৎনোইয়ে" হ্রদের ধারের আমাদের ঐ পুরোনো কলোনির সমস্ত দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে ওটাকে আমরা গুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের জিম্মায় সঁপে দিয়ে গেলুম। ৩রা নভেম্বর তারিখে, আমাদের যা কিছু ছিল তা সমস্তই নতুন-কলোনিতে স্থানান্তরিত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। আমাদের সমস্ত কটা কার-খানা, চালা, আস্তাবল, ভাঁড়ার, গুদাম, খাওয়ার-ঘর, রান্নাঘর এবং ইস্কুল-টিস্কুল সবই এখন সেখানে। শিক্ষকদেরও যা কিছু সম্পত্তি এস্টেট-পত্তর—তা সবই ইতিমধ্যে নতুন-কলোনিতেই নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছ্‌লো। ৩রা

অক্টোবর তারিখের সকাল-বেলাতে কলোনিতে থাকবার মধ্যে ছিল মাত্র পঞ্চাশটি ছেলে, আর আমাদের পতাকাটি; আর ছিলুম আমি নিজে।

ঠিক বেলা বারোটার সময় গ্যুবের্নিয়া জনশিক্ষা দপ্তরের একজন প্রতিনিধি গোর্কি-কলোনির সম্পত্তি-হস্তান্তরের দলিলখানি সই করে দিয়ে এক-পাশে সরে দাঁড়ালেন। আমি তখন হুকুম দিলুমঃ

"ঝাণ্ডা সেলাম—অ্যাটেন—শন্ !!"

ছেলেরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে পতাকা অভিবাদনের জন্যে প্রস্তুত হোলো, বজ্ররবে ড্রামগুলো গর্জে উঠ্‌লো, আর পতাকার "মাচ্ পাস্ট্"-এর উদ্দেশে বিউগ্‌ল্ বেজে উঠ্‌লো। "ফ্ল্যাগ্ ব্রিগেড্" পতাকাকে অফিস থেকে বাইরে বয়ে নিয়ে এলো। সেটিকে আমাদের সারির ডানদিকে বহন করে পুরোনো জায়গাকে বিদায়-সম্ভাষণ না-করেই আমরা রওনা হলুম—যদিও তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও শত্রুতার ভাব আমাদেব ছিল না। ব্যাপারটা শুধু এই যে, আমরা আর পেছন-ফিরে তাকাতে চাইলুম না। এমন কি, যখন আমাদের কলোনির ওই শ্রেণীটা তাদের ড্রামের ধ্বনির আঘাতে মাঠের নিস্তব্ধতাকে বিচূর্ণ করে দিয়ে রাকিৎনোইয়ে হ্রদ এবং গ্রামের রাস্তার ধারের আন্দ্রেই কারপোভিচ্‌দের দুর্গের মতন বাড়িখানাকেও পেছনে ফেলে কলোমাক্ নদীর ঘাসে-ঢাকা উপত্যকা বয়ে নেমে গিয়ে কলোমাকের ওপরের আমাদের কলোনির সদস্যদের-হাতের-তৈরি পুলটার ওপর দিকে মার্চ করে এগিয়ে গেল, তখনও একেবারের জন্যেও, আমরা আর পেছনে ফিরে তাকালুম না।

ত্রেপ্‌কের চত্বরে জড়ো হয়েছিল—আমাদের কলোনির সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা আর গঞ্চারোভ্‌কা থেকে আগত একদল গ্রামবাসী—আর, নতুন-কলোনি-সদস্যদের সারি-বাঁধা দলগুলো তাদের পরিপূর্ণ গৌরবে গোর্কি-পতাকাকে সম্মান দেখাবার জন্যে অ্যাটেনশন্-এ দাঁড়ালো। আমরা নতুন যুগে প্রবেশ করলুম।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ